সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

খনা।

বঙ্গদেশে খনা সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল গল্পের নিমিত্ত কেবল বটতলা দায়ী নহে। বটতলায় অপর সাধারণের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্পে [illegible] (বরাহ) মিহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়াছে [illegible] খনার জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা, তথা হইতে এদেশে ছলে পলায়ন, [illegible] লোকবিশেষ কর্ত্তৃক তাঁহার জিহ্বা ছেদন প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনার [illegible] কল্পিত হইয়াছে। এই সকল গল্পের মূল ও খনা সম্বন্ধে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা [illegible]তেছে।

দীনেশবাবু কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক বহু পরিশ্রমজাত উপাদেয় গ্রন্থে খনা ও ডাকের বচন সম্বন্ধে দুই চারি কথা আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (২য় সং ৬৭ পৃঃ), "এই সকল বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম্ম যে অবশ্য পালনীয়, তাহা অনেক বার নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু একটিবারও হরি কি অন্য দেবতার নাম লইবার সূত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মানিক চাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।" অন্যত্র (৬৯ পৃঃ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০-১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সব বচন রচিত হইয়াছিল।"

দীনেশবাবু যে সকল খনার বচন লক্ষ্য করিয়া উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তিনি সে সকল বচন স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই। বচনগুলি কোন কাব্যের ন্যায় পরস্পর গ্রথিত নহে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন (৭০ পৃঃ), "কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে।" যদি তাহাই হয়, তবে 'প্রাচীনকাল' অর্থে ৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দমাত্র বুঝিবার কারণ কি? কালিদাস এখনও কবিকণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, খনাও তেমনই এখনও নূতন বচন সৃষ্টি করিতে পারেন।

দীনেশবাবু কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বটতলায় প্রকাশিত খনার বচন নামক পুস্তক নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উদ্ধৃত ১৪টি বচনের মধ্যে কেবল দুইটি বচনে খনার নাম আছে, এবং সেই দুইটি বচনও কৃষিবিষয়ক উপদেশ। যদি কিম্বদন্তীর কিছু মূল্য থাকে, তাহা হইলে খনাকে জ্যোতিষ বচনের কর্ত্রী বলিয়া জানি। বটতলায় প্রচারিত পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া গুণ দোষ বিচার করিলে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। আমার নিকটেও উক্তবিধ একখানি "খনার বচন" আছে। কিন্তু সেই সকল বচনের মধ্যে কোন্ গুলি খনার এবং কোন্ গুলি নহে, তাহা বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। এস্থলে প্রাচীন পুঁথিতে লিখিত বা উদ্ধৃত খনার বচন অনুসন্ধান করা প্রথমে আবশ্যক। বচনগুলি ঠিক পাইলে, তাহাদের রচয়িতা, রচনাকাল, দোষগুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলা চলে। যাঁহারা প্রাচীন বঙ্গভাষা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রথমেই বলা গিয়াছে যে, বঙ্গদেশের কোন কোন জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশকেরা খনা সম্বন্ধে অনেক অসঙ্গত [illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলে এই সকল জল্পনা বিশ্বাস করে না বলিয়া কোন কোন প্রকাশ[illegible] প্রকা[illegible] [illegible]। তাঁহারা ভুলিয়া যান, খনার বচন বাঙ্গালা, সংস্কৃত নহে; বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, [illegible] এবং বরাহমিহিরের যে সকল গ্রন্থ আছে, সে সকল গ্রন্থোক্ত জ্যোতিষের সহিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য নাই। খনা নাম্নী কোন রমণী ছিলেন কি না, তাহারই প্রমাণ পা[illegible] যায় না।

যে সকল কালজ্ঞ জ্যোতিষী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রজাপতিদাস ও [illegible]কে খনার বচন উদ্ধৃত করিতে দেখি। প্রজাপতিদাস বৈদ্যকুলোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম পঞ্চস্বরা। তিনি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে বাঙ্গালা খনার বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চস্বরার সহিত খনার বচন উড়িষ্যায়, যুক্তপ্রদেশে, দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে. এই সকল প্রদেশের ভাষাভেদে বাঙ্গালা বচনের ন্যূনাধিক রূপান্তর ঘটিয়াছে। *

প্রজাপতিদাসের পঞ্চস্বরার অপর নাম গ্রহসংগ্রহ। তিনি ভূমিকায় বরাহকৃত গ্রন্থ ধরিলেও স্বরোদয় নামক তান্ত্রিক জ্যোতিষ হইতেই অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার গ্রন্থকে নরপতিজয়চর্য্যানামক স্বরোদয় গ্রন্থের তুল্য বলিতে পারা যায় না। নরপতিজয়চর্য্যা খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। উহারও পূর্ব্বে তান্ত্রিক জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। নরপতি নিজেই কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অজ্ঞাত। নরপতিজয়চর্য্যা যেমন প্রসিদ্ধ, রাম রাজপেয়ীকৃত সমরসারও ফলিতবেত্তার তেমনই আদরণীয়। সমরসার খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। প্রজাপতিদাস খনা ব্যতীত সোমসিদ্ধান্ত, বরাহ, হারমার্ত্তণ্ড, জ্যোতিঃসার, এবং রঘুনন্দনের

* যথা, উড়িষ্যায়, মঙ্গল ঊষা বুধে পা। যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

জ্যোতিস্তত্ত্বের নাম করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্যোতিস্তত্ত্ব হইতে বুঝা যাইতেছে প্রজাপতিদাস ১৪৮৯ শক বা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে ছিলেন। কারণ জ্যোতিস্তত্ত্ব ঐ শকে বা উহার কিছু পরে রচিত। প্রজাপতিদাস রঘুনন্দনের কত পরে ছিলেন, তাহা নির্দেশ করা কঠিন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে। অতএব খনার নামের কতকগুলি বচন অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুরাতন।

পঞ্চস্বরা হইতে কয়েকটি খনাবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। এই সকল বাক্যের অর্থ করা উপস্থিত প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তবে, ভাষার প্রতি অবশ্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বর্ষশুভাশুভ,—

সাত শুন্য বহুতর পাপ এহার এড়ান্ নাহিরে বাপ।
হাসে খেলে না করে চিনা অবশ্য হংসাদিক পয়না॥ *

ত্রিপাপ চক্র,—

তিন বুধ দুই মঙ্গল বৈসে লিখিয়া যদি দশ শূন্য আইসে।
শনি মঙ্গল রাহুর বৎসর গণা সেই বৎসর মরণ কহে খনা।
সোমাদি দুই শূন্য আইসে অস্তে চারি মঙ্গল বৈসে।
দুই ভিতে গুরু মধ্যে কবি ছয় শূন্য আদিতে রবি।
পঞ্চস্বরের আগু মঙ্গল পায় সেই বৎসর এড়িয়া না যায়।
দশ শূন্য মধ্যে দুই কুজা তিন বুধ লিখিয়া বুঝা।
গুরু চান্দের বৎসর যদি পায়
সেই বৎসর যম তাকে এড়িয়া না যায়।

মৃত্যুগণনা,—

একে উন শাকে দুন তিথিনক্ষত্র দিয়া গুণ।
অষ্টোত্তর শতে হরিলে রহে যে আয়ুঃপ্রমাণে জানিবে সে।

অন্যরূপ,—

শকের দ্বিগুণ একে উন তিথিনক্ষত্র বারে গুণ।
বসুশতে হরিয়া চাই আয়ুঃপ্রমাণ সেই পাই।
কিসের তিথি কিসের বার জন্মনক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন পলকে জীবন বার দিন।

---

* কলিকাতায় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত পঞ্চস্বরা হইতে খনাবাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল। স্থানে স্থানে অনেক ভুল আছে। 'হংসাদিক পয়না'—হংসা (প্রাণ) করে পয়ানা' হইবে। নিচের শ্লোকে 'দশ শূন্য আইসে' আছে। কিন্তু কোন অঙ্ক সপ্তাইশ দ্বারা বিভাজিত হইলে দশ শূন্য কিরূপে আসিবে?

অষ্ট ত্রিপাপচক্র ফল,—

রবি বৎসর শুক্ত ফল শিরঃশূল গায়ে জ্বর।
ঘর পোড়ে মানুষ মরে অনেক বিঘ্ন রবি করে।
বুধের বৎসর যবে হয় ভ্রমণ মরণ তাহার হয়।
ছেদ পীড়া স্ত্রীপুত্র রোগ মরণ খায়ে পাত্র।
শোক বন্দি থাকে অর্থে ধন সর্ব্বস্ব নাশে বুধে।
শনিমঙ্গল ভূমিসুত তোমার বৎসর যমের দূত।
ঘর পোড়ে দস্যুতে মারে যথাসর্ব্বস্ব রাজায় হরে।
রাহুর বৎসর ডাঁড়ুকা * পায়ে নানা দুঃখ অবশ্য পায়ে।
হাতে পায়ে নাই গোটা স্থানভ্রষ্ট নাই পোষ্টা।
শনির বৎসর শুক্তভোগ বন্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ।
শিলার স্তম্ভ খসে পড়ে যত অর্জ্জে সব হরে।

উদ্ধৃত খনা বাক্যের কোন কোন শব্দ আধুনিক বঙ্গীয় প্রকাশক হয়ত যৎকিঞ্চিৎ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিয়া থাকিবেন ; কমা সেমিকোলন দ্বারা বাক্য ভাগ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তথাপি দেখা যাইতেছে, খনার ভাষা তত পুরাতন নহে। ডাঁড়ুকার ন্যায় এক আধটা শব্দ পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু রচনা ভঙ্গী তত পুরাতন বোধ হয় না। ভাষা বিচারে আমি আদার বেপারী, এজন্য জাহাজীদিগকে জাহাজের খবর লইতে বলিয়া নিরস্ত হইতেছি।

উপরি উদ্ধৃত একটি বাক্যে 'শ্বশুরা' পদ আছে। বটতলায় প্রকাশিত 'কোন খনার বচন' নামক পুস্তকে 'শ্বশুরা' শ্বশুররূপ ধারণ করিয়াছে। শ্বশুরাই হউক, শ্বশুরই হউক, ইহা হইতে বরাহ খনার শ্বশুর হইয়া থাকিবেন। বলা বাহুল্য, শ্বশুর সম্বোধনে কিঞ্চিৎ রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। সে কালের গ্রাম্য রসিকতায় এরূপ সম্বোধন বিরল ছিল না। যে গ্রামে বর্ত্তমান সভ্যতাগ্নি প্রবেশ করিয়া পুরাতন অসভ্যতা দগ্ধ করে নাই, সে গ্রামে ব্যক্তি বিশেষকে শ্বশুর সম্বোধন অদ্যাপি চলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী পাটী সম্বোধনগুণে কূটসমালোচকদিগের নিকটে ভাস্করের কন্যা স্ত্রী প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

উদ্ধৃত খনাবাক্যের ভাব দেখিলে কেরল গণনার সহিত উহার অধিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অবশ্য খনা নূতন জ্যোতির্ষিক গণনা আবিষ্কার করেন নাই। বরাহাদির গণনার পরে অন্যপ্রকার গণনা প্রবর্ত্তিত হয়। বরাহ সমুদয় গণনা লয়াশ্রিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনিও পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট ঋণী ছিলেন। তদনন্তর খৃঃ ৯ম—১২শ শতাব্দীর সময়ে স্বরোদয় মতে গণনার তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়। স্বরোদয় মতে গণনা কেবল কালজ্ঞ,

* ডাঁড়ুকা? ডাঁড়ুকা বা ডাণ্ডুকা শব্দ এখন কোথাও চলিত আছে বলিয়া জানি নাই।

কেরল নামক, কিম্বা কালজ নামক। অর্থাৎ পুরাতন ফলিত জ্যোতিষের সহিত স্বর মিলিত হইয়াছিল। তন্ত্রের প্রভাব সময়ে কেরল গণনার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কেরলীতে কেবল অক্ষর দ্বারা গণনা হইয়া থাকে। অক্ষরচূড়ামণি এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচীনগ্রন্থ। পঞ্চ পক্ষী গণনা কেরলীরই রূপান্তর। কেরল দেশ (মালাবার) হইতে আগত বা কেরল দেশে জাত বলিয়া কেরলী নাম হইয়াছে।

খনাবাক্য প্রধানতঃ কেরলী বলিয়া বোধ হয়। অক্ষর গণনা দ্বারা শুভাশুভ জয়পরাজয় প্রভৃতি প্রশ্ন গণনা কেরলের প্রধান লক্ষণ। নিম্নোদ্ধৃত খনাবাক্যে কেরলী গণনা লক্ষণ আছে,—

(১) অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা।
নামে নামে করি সমতা॥
তিন দিয়ে হরে আন।
তাতে মরা বাঁচা জান॥
একে শূন্য মরে পতি।
দুই রাহলে মরে যুবতী॥

(২) সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।
নয়ে একে হাতে হাত॥
কি করে ছটে চটে। *
কায়ানাশ দুয়ে আটে॥

অক্ষর গণনা বা অক্ষর প্রশ্ন ব্যতীত খনার নামে চলিত কোন কোন বচনে অন্যরূপ জ্যোতিষও আছে। কিন্তু যেরূপ গণনাই থাকুক, তাহা কাকবার্ত্তার ন্যায় শাকুন তুল্য। লগ্নাদি ফল গণনার বরং কিছু ভিত্তি আছে, কেরল গণনার ভিত্তি মনুষ্যের ভবিষ্যৎভেদ চেষ্টার কল্পনামাত্র। এই গণনায় লগ্ন, ভাব, গ্রহবিচারণ আবশ্যক হয় না; প্রশ্ন বাক্যের অক্ষর দ্বারা গণনা সমাধা হয়। †

বোধ হয়, খনার গণনায় কেরলী ছিল বলিয়া খনার সহিত রাক্ষসের সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। বীরলাভকৃত জ্ঞানতিলক নামক রাক্ষস কেরলী গ্রন্থই আছে। বীরলাভচূড়ামণি হইতে স্বগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকের সহিত মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত বা পৈশাচিক ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বীরলাভের সহিত প্রজাপতিদাসের তুলনা করা

---

* ছয় ও চারি। ছয়ে চৌঠে?

† যথা, গর্গমনোরমায়, প্রশ্নকর্ত্তা প্রাতঃকালে পুষ্পের, মধ্যাহ্নে ফলের, সায়ংকালে নদীর এবং রাত্রিতে কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে। সেই পুষ্প ফল নদী দেবতার বর্গ বর্ণ স্বর গুণ করিলে যে পিণ্ড হইবে, তাহা হইতে প্রশ্নের উত্তর কল্পনা করিতে হইবে।

যাইতে পারে। প্রজাপতিদাস সংস্কৃত লিখিতে লিখিতে বাঙ্গালারূপ প্রাকৃত আনিয়াছেন, বীরলাভও সংস্কৃত লিখিতে লিখিতে প্রাকৃত আনিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

সুস্থে চিত্তে ধাতু নিবন্ধেহসুস্থে চিত্তে ধাতুবিনাশঃ॥ তস্মাৎ সুস্থং চিত্তং পালনীয়ং সুস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তে। উঅ বিসঅ পারকথন্তো বিত্ত বদ্ধপ্রচণ্ড ধরুলো সিদ্ধিং অক্খর-ভাবিঅ সবামি তুলামি আনীসো দহি ফলং তদযোগো সকখো আলো লোলই হঠ সমুল সিদ্ধিং। ইত্যাদি

দুঃখের বিষয়, আমি 'বীরলাভেণ ভনিঅং' শাস্ত্র বুঝিতে অশক্ত। নচেৎ খনার সহিত বীরলাভের ঐক্যানৈক্য বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। তবে, বোধ হইতেছে, খনার প্রশ্নগণনার কেরলীয়কের সাদৃশ্য ছিল। কেরল প্রশ্নজ্ঞানের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

বর্ণঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা মাত্রা কার্য্যা চতুর্গুণা।
নামত্রয় সমাযোগাৎ স্থাযেন বিশেষয়েৎ॥
একে শূন্যে পতিং হন্যাৎ যুগাঙ্কে যুবতীং তথা।
অগ্রে পৃষ্ঠে বিজানীয়াৎ দম্পত্যোর্মরণং ধ্রুবম্॥

খনার 'অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ' মাত্রা ইত্যাদি এই শ্লোকের অবিকল অনুবাদ।

বরাহমিহিরের নাম এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিতে না পারিলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সামান্য জ্যোতিষ গ্রন্থকারগণ অনাদর আশঙ্কা করিতেন। প্রজাপতি-দাস স্বরোদয়াদি নানা শাস্ত্র হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে বসিয়া প্রথমেই বরাহের নাম করিতেছেন,—

বরাহকৃত সূত্রেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ময়া।
জ্যোতির্বিদঃ প্রপশ্যন্তু গ্রহাণাং সুবিচারকাঃ॥

অথচ তিনি বরাহ হইতে অত্যল্পই লইয়াছেন; এবং যাহা লইয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ-ভাবে নহে। এমন বরাহের সহিত খনার নাম যোজিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

খনার নাম খনা হইল কেন? তিনি স্খলনবাক্ ছিলেন বলিয়া এই নাম, কি ক্ষণ সম্ব-ন্ধীয় বচন রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণ স্থানে খন নামে অভিহিত হইয়াছিলেন? খনা শব্দের প্রথম অর্থ বাঙ্গালা ও উড়িয়ায় চলিতেছে। ভূত পিশাচ নাকে কথা কয় ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু খনা নাম হইতে রচয়িতা পুরুষ কি স্ত্রী, তাহা বুঝা যায় না। স্বভাবতঃ বঙ্গদেশের কোন খনা * ভট্টাচার্য্য খনা বাক্যের কর্ত্তা ছিলেন। স্ত্রীজ্যোতিষীর পক্ষে খনার

* উড়িয়াতে খনা পুংলিঙ্গ, খনী স্ত্রীলিঙ্গরূপ।

ন্যায় সমাদর প্রাপ্তি সুলভ হইত না। অন্য কোন স্ত্রীজ্যোতিষীর নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে শুধু খনাই যে জ্যোতিষিক বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। খনার সহিত তুলনা দিতে গেলে ষষ্ঠীদাসকে মনে পড়ে। ইনিও খনার ন্যায় বাঙ্গালায় কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে ষষ্ঠীদাস প্রজাপতিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। * কিন্তু প্রজাপতিদাস বঙ্গদেশের বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, ষষ্ঠীদাস বঙ্গদেশের কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে লুক্কায়িত আছেন। *

ষষ্ঠীদাস অম্লানবদনে লিখিয়াছেন,—

যদি ইচ্ছসি সাক্ষাৎ কলিকালে বিশেষতঃ।
ষষ্ঠীনামেতি গ্রন্থস্য ক্ষিপ্রমধ্যয়নং কুরু॥

যাহা হউক, তাঁন মধ্যে মধ্যে নিজে সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। যথা,

লগ্নমানে,—

ষষ্ঠী বলে কেনে বাস্ত
ছয়া খাইয়া যাবে অস্ত॥

বেলাজ্ঞানে,—

একুশ অঙ্গুলি করিয়া কাঠি।
বেলা দেখিব উজান ভাটি॥
লাগিলে মাথায় ছায়া যত।
ষষ্ঠী বলে বেলা তত॥

* ষষ্ঠীদাস অসম্পূর্ণ আকারে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অসম্পূর্ণ বলিবার কারণ এই যে, কিছু দিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ক বাদ প্রতিবাদে কোন হস্তলিখিত ষষ্ঠীদাস পুঁথি হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সে সকল শ্লোকের অনেক গুলি মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

ইহা ষষ্ঠীদাসের নিজের, কোন সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ নহে। এইরূপ শ্লোক ওড়িয়া পুস্তকেও আছে।

বিশ অঙ্গুল কর কাঠি।
তাকে ভাঙ্গি কত লাঠি॥
যত অঙ্গুল তত দণ্ড।
কিস (কি) করিবে পোথা (পুঁথি) খণ্ড॥

এই বাঙ্গালা শ্লোক কিরূপে ওড়িয়াতে আসিল, তাহা বলিতে পারি না। ষষ্ঠীদাস ওড়িশায় অজ্ঞাত। ষষ্ঠীদাসের গণিতায়ও ওড়িশার শ্লোক নাই। বেলাজ্ঞানের নিয়মটি কৌতুকাবহ। ২১ অঙ্গুল এক খণ্ড কাঠি রৌদ্রে সোজা করিয়া বসিবে। উহার যে ছায়া পড়িবে, কাঠির মাথার দিকে ভাঙ্গিয়া বা বাঁকাইয়া সেই অগ্রখণ্ড ছায়ার সমান করিবে। ইহা যত আঙ্গুল হইবে, পূর্ব্বাহ্নে হইলে বেলা তত দণ্ড হইয়াছে, এবং অপরাহ্নে হইলে তত দণ্ড আছে। অর্থাৎ ছায়া (base) + শঙ্কু (perpendicular) = ২১ স্বীকৃত হইয়াছে।

পুনশ্চ,—

তিন প্রশ্নে এক করিয়া ঠিক দিলে যত।
তিন অংশে হয় বেলা এই ষষ্ঠীর মত॥

তিথিজ্ঞানে,—

মাসে রাশ্যে যত পাবে পাঁচ পুরিলে যত হবে।
পাঁচ ঘুচিলে যত রয় আধা তিথি ষষ্ঠী কয়॥
মাসে রাশ্যে দেখি ছয় তবে তিথি শুক্লা হয়।
তার উর্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষ কয় ষষ্ঠী ফল ঐক্য॥

রাশিজ্ঞানে,—

জন্ম মাসে অমা দিয়া তিন দুই করিয়া তিথি থুইয়া।
জন্ম তিথি পড়ে যথা কয় ষষ্ঠী রাশি তথা॥

নিজের বচন ব্যতীত ষষ্ঠীদাস খনার বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

তিথির তিথি কেলিলা নক্ষত্র করিয়া মেলা।
শুক্লপক্ষে সপ্তম ঘর কৃষ্ণপক্ষে সারা॥

এখানে খনার নাম করিয়াছেন। অন্যত্রে মতান্তর বলিয়া সারিয়াছেন। যথা,—

কি শ্বশুর মনে গণ।
পঞ্চমান কর ত্রুন।
দণ্ডে পল পলে বিপল।
চাহিয়া দেখ শেষ সকল।
পিণ্ডাঙ্কমেকোনং কৃত্বা সপ্তভির্হরেৎ।
তচ্ছেষে চৈব যল্লব্ধং সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্॥
নাম জননী প্রশ্নতিথিভানি।
তদ্গত মাসে বেদবৃতানি॥
একীকৃত্য সপ্তহরাণি।
রবি গুরু মঙ্গলে পুত্র করাণি॥
বাপের জন্ম মায়ের জন্ম গণিয়া কর সার।
সমে পুত্র বিষমে কন্যা যদি না হয় যার॥

ষষ্ঠীদাস বন্দ্যঘটীয় শ্রীবৈদ্যনাথ বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার উপনাম আগমবাগীশ এবং নিবাস মাঝিগ্রাম ছিল। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বহু বিষয় লিখিলেও স্বসময় ব্যক্ত করেন নাই। তিনি চণ্ডেশ্বর, স্বরোদয়, ভুবনদীপিকা, প্রশ্নজাতক, রামসত্য, চুড়িজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। রামসত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। চুড়িরাজের জাতকাভরণ জানা আছে, কিন্তু তৎকৃত জাতক অজ্ঞাত। তাঁহার পুত্র

গণেশকৃত তাজিকভূষণ আছে। ঢুণ্ডিরাজের জাতক তাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। তিনি প্রায় ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ছিলেন। ঢুণ্ডির অপেক্ষা নীলকণ্ঠের তাজক বিখ্যাত। নীলকণ্ঠ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাজক প্রণয়ন করেন। যাহা হউক, ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাইতে হইতেছে না। ষষ্ঠীদাসও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়িতেছেন। প্রশ্নচণ্ডেশ্বর ও ভুবনদীপক নীলকণ্ঠের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া বোধ হয়। অন্য প্রমাণের অভাবে ষষ্ঠীদাসকে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহার বাঙ্গালার সহিত খনার বাঙ্গালার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।

১৭৭৫ শকাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত পঞ্জিকায় অপর কয়েকটি খনার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।—যথা,

তিথি গণনা,—

পালি ছাগলা বৃষে চাঁদা
মিথুনে পূরিয়া বেদা
সিংহে বসু কর কি বসে
আর সব পূরিবে দশে।

নক্ষত্র গণনা,—

মাস নামতা তিথি যুতা
ভা (২৭) দিয়া হরবে পুতা
আন্ধারে দশ আলোতে এগার
ইহা দিয়া নক্ষত্র সার।

মৃত্যুগণনা,—

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে
কথা কহে ঊর্দ্ধ নয়নে
থিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত
সেই দূতে পুছে বাত
কুটে ছিড়ে কবে খাই
খনা বলে কুশল আই।

চন্দ্রগ্রহণ,—

যে যে মাসের যে যে রাশি।
তাহার সপ্তমে থাকে শশী॥
সেই দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥

দুই তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে দেখিতে হয়॥

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা,—

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ।
পেটের ছেলে গণে আন॥
নামে মাসে করে এক।
সাতে হরে সন্তান দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারী পুত্রবান॥
দুই চারি ছয় অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত তবে নারীর গর্ভপাত॥

গ্রাম গর্ভিনী ফলে যুতা। তিন দিয়ে হর পুতা॥
একে সুত দুয়ে সুতা। তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা॥
একথা যদি মিথ্যা হয়। সে ছেলে তার বাপের নয়॥

দম্পতীর মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু পরীক্ষা :—"অক্ষর দ্বিগুণ" ইত্যাদি।

পীড়িতের শুভাশুভ গণনা,—

অশুভ বার্ত্তা যে জন আনে।
তাহার মুখে যে জন শুনে॥
তিথি বার করো এক।
সাতে হরো পরমায়ু দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
যমঘর হৈতে টেনে আন॥
দুই চারি ছয়।
অবশ্য তার মৃত্যু হয়॥

যাত্রার শুভাশুভ,—

আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের যত দিন, ইত্যাদি।

যাত্রার শুভক্ষণ,—

দ্বাদশ অঙ্গুলি করি কাটি।
সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিটি॥
রবির চৌদ্দ সোমের ষোল।
পঞ্চদশ মঙ্গলের ভাল॥

বুধ সতের শুক্র আঠারো।
শুক্র শনি বারো বারো॥
এ যাত্রায় যে জন যায়।
সম্বৎসরের ফল একদিনে পায়॥
হাঁচি জেঠি পড়ে যার।
শতগুণে লভ্য হয় তার॥

নক্ষত্রাশ্রিত দিক্‌শূল,—

উত্তরে হস্তা দক্ষিণে শ্রবণা।
পূর্ব্বে অশ্বিনী না কর গমনা॥
পশ্চিমে যাইতে রোহিণী দোষে।
হরিহর ব্রহ্মা বাহুড়ে না আইসে॥

অশ্লেষ গণনা,—

মীন কুম্ভ মকর মেষা।
আদ্যে অন্তে হয় পুরুষা॥
বিছা সিংহ তুলে।
দুহাতে ঐ খোনা বলে॥

জাতবালকের শিরঃ নির্ণয়,—

অজ সিংহ ধনুঃ পূর্ব্বা।
বৃষ কন্যা মকর দক্ষিণা॥
কর্কট মীন মিথুন তুলা।
ঘট পশ্চিমা।*

যাত্রার শুভদৃষ্টি,—

ভরা হইতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগে হইতে পাছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা হইতে তাজা ভাল যদি মরিতে যায়।
বামে হইতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়॥
বাঁধা হইতে খালি ভাল মাথা তুলে চায়।
হাসা হইতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বায়॥

ইত্যাদি

এইরূপ বচন অন্যের নামেও আছে। ১৭৮০ শকাব্দের কোন মুদ্রিত পঞ্জিকায়,

---

* এখানেও ভুল আছে। বোধ হয় শেষের দুই পংক্তি এইরূপ হইবে, কর্কট বৃশ্চিক মীনা উত্তরা। মিথুন তুলা ঘট পশ্চিমা। ময়ূরে এইরূপ সূত্র আছে।

সন্তান পরীক্ষা,—

> বয় মাসের গর্ভ নারীর নাম ব অক্ষর।
> যয় জন শুনে পঞ্চ দিয়ে এক কর॥
> সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
> এতে পুত্র পরে কন্যা জানিহ নিশ্চয়॥
> হরিতে সকল অঙ্ক যদি রহে সাত।
> বরাহমিহিরে বলে হয় গর্ভপাত॥

এখানে বরাহমিহিরের নাম করিয়া রচয়িতা শ্লোকের সম্মান বাড়াইতে গিয়াছেন। বত্রিশের ঘর পূরণের ভাষাও খনার ন্যায়।*

> চন্দ্রনেত্র সমুদ্র বাণ। পৃষ্ঠে নব কার বুঝহ সন্ধান॥
> যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা।
> কুম্ভ পদে পদে ভাগ সমাধা।

এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' শুভঙ্করের আর্য্যা সম্বন্ধে একটি কথাও পাইলাম না 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' গঙ্গা গঙ্গা সত্যনারায়ণের পুঁথির সংবাদ শুনাইতেছেন, কিন্তু শুভঙ্কর সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। শুভঙ্করীর ভাষা খনার বচনের ভাষার সদৃশ বোধ হয়।

খনার বচনের সহিত ডাকের কথার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় খনার বচন জ্যোতিষিক, ডাকের কথা সাংসারিক। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে খনাতে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার পূজার ব্যবস্থা আশা করা যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, খনার বাক্যে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার নাম নাই বলিয়া খনা ও ডাককে 'বৌদ্ধযুগের' অনুমান করিতে পারা যায় না। ডাক অর্থে শব্দ ও প্রবাদ বুঝি। এখন দেখিতেছি (পৃঃ ৬৮), ডাকিনীর পুংলিঙ্গ ডাক। ডাকিনী যোগিনী অসুর-নাশিনীর সঙ্গিনী বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। হাঁক ডাক, এক ডাকের পথ, চৌকীদারের ডাক প্রভৃতি বহুপ্রচলিত প্রয়োগে ডাক অর্থে শব্দ ভিন্ন অপর কিছু বুঝি না। 'ডাকে বলে' বা 'ডাকের কথায় আছে' বলিলে 'প্রবাদ বা কথা আছে', ইহাই বুঝি।†

---

* উপরি উদ্ধৃত বচনের ভাষা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা অপেক্ষা পুরাতন বোধ হয় কি? প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাসের জন্মশক সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। দীনেশবাবু ঐতিহাসিক প্রমাণে অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস খ্রীঃ ১৪৪০ অব্দে কি তৎসান্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসও লিখিয়াছেন,—

> আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
> তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

অতএব তিনি মাঘ মাসের শেষ দিন রবিবার শ্রীপঞ্চমী দিনে জন্মিয়াছিলেন। দেখা যায় ১৮১৫ শকে ৩০ মাঘ রবিবার পঞ্চমী তিথি ছিল। সেইরূপ ১৩৫৯, ১৩৭৮ শকেও ছিল। ১৩৫৯ শক=১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

† উড়িয়াতেও ডাকের বচন আছে। তাহা 'ডাক বচনিকা' নামে প্রসিদ্ধ। ডাকিনী শব্দ সংস্কৃত। উহার পুংলিঙ্গে ডাক, না ডাকী হইবে?

দীনেশবাবু বলেন, খনার বচন ও ডাকের কথা বৌদ্ধযুগে সৃষ্ট। বৌদ্ধযুগ নাম শুনিলে প্রথমেই মনে হয়, উহা এমন সময় যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবল ছিল। কিন্তু দীনেশবাবু ঐ যুগকে খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল কি? বরং মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মস্তূপে তন্ত্রমন্ত্র বলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইতেছিল। যদি গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইলে বৌদ্ধযুগ * বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যুগের অবসান অদ্যাপি হয় নাই।

এই যুগে বাঙ্গালীর 'জ্যোতিষে অচলা ভক্তির' নিদর্শন পাইয়া দীনেশবাবু দুঃখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিকটিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে † স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঞ্জির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত।" ইত্যাদি

কিন্তু উহা কি বঙ্গদেশে 'বৌদ্ধযুগের' লক্ষণ? কিম্বা বঙ্গীয় বীরেরই লক্ষণ? যে কাল ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধ নামে খ্যাত করিয়াছেন, সে কালেও কাকবার্ত্তা ছিল। এমন কি, কর্ম্মশীল বৈদিক ঋষিগণ শাকুনশাস্ত্রের আদর করিতেন এবং ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় বীর নহে, ক্ষত্রিয় বীর, যুদ্ধে প্রয়াণের পূর্ব্বে তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা জয়লাভ নিশ্চিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। যুদ্ধে জয়লাভের আশায় খ্রীঃ ৮০০ হইতে ১২০০ শতাব্দীর মধ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যুদ্ধজয়ার্ণব, নরপতিচর্য্যা, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধজয়োৎসব, যুদ্ধরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেশ বিদেশে রচিত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে কালিদাসের রঘু অশ্বগণের নীরাজনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় উৎপাত দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন। বস্তুতঃ আধুনিক বঙ্গবীরেরা যে সকল পুরাতন মুনি ঋষির গৌরব করিয়া আপনাদিগের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতে লোলুপ হন, সেই সকল পূর্ব্বতন আর্য্যগণ তাঁহাদিগের অধম বংশধরের নিমিত্ত হাঁচি টিকটিকির ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। গর্গমুনি পল্লীপতন সরটপ্ররোহণ ফল লিখিতে ভুলেন নাই।

ভাষার শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রচলনকাল নির্দ্দেশ করা, কিম্বা এই শব্দ এই সময়ে চলিত ছিল, সেই সময়ের পরে চলিত ছিল না, বলা দুরূহ; নচেৎ দীনেশবাবুর ন্যায় বঙ্গভাষার ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইতেন না। তিনি বৌদ্ধ যুগের কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৭৫ পৃঃ)। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক শব্দ অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গে চলিত আছে, কতকগুলি অবিকল চলিত ওড়িয়া শব্দ। যথা অবুধ (=অ-বুধ, অবুঝ),

* আজকাল বাঙ্গালায় যুগ শব্দে সময় মাত্র বুঝাইতেছে। কিন্তু শব্দটির এরূপ অর্থ বাঞ্ছনীয় কি? পাঁচ বৎসরেও যুগ হইতে পারে বটে, কিন্তু বৎসর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

† আকার ভয়, বাঁকার ভয় কি? ইহা কি 'নয়ে আঁকা নয়ে বাঁকা। নয়ে যদি তাবুজুকা'? কিন্তু ইহার অর্থ নয়ে শনি থাকিলে কল আঁকা বাঁকা অর্থাৎ অমঙ্গল হয়।

আপন (আপন), খোচা (কাঁটা খোঁচা), ভাজ (গুলি ভাজ), সাধ (পয়সা সাধা), হীন (সংস্কৃত, অর্থ বিযুক্ত), ঢলমল (ঝলমল), পশ্চিম বঙ্গে অজ্ঞাত নহে। ছামুর (সম্মুখে), নিন্দ (নিদ বা নিদ্রা), পোখরি (পুকুর), বুন্দা (বিন্দু)—শব্দগুলি অদ্যাপি ওড়িয়াতে চলিত আছে। এইরূপ, দীনেশবাবু গৌড়ীয় যুগের যে সকল শব্দ অপ্রচলিত ভাবিয়াছেন, (২২২, ২২৯ পৃঃ) তন্মধ্যে অনেক শব্দ অদ্যাপি চলিত আছে। যথা, বাউরি, টুট, (ধান টুট—ত্রুটি ?), পাকনা (জমিতে পাকনা দেওয়া), ফাগু বা ফাগ, গোয়াল্ডি, পালটায় (বদলায়), সভিলা বা সইলা, ধাই, অথান্তর (বিপদ), মেলানি, পাচে (ভাবে), চোপা (মুখ ? মুখে মুখে চোপা করা), বাও (বাও বাতাস), রা কাড়া (কথা কহা), বুলে (বেড়ায়), উল্টাইল ইত্যাদি। যেতকে (যেতিকি), তেতকে (তেতিকি), পোখরি, পিন্ধা, মোহর (আমার), বাহুড়িয়া ইত্যাদি চলিত ওড়িয়া কিসক—ওড়িয়া কিস= বাঙ্গালা কিসকে=কেন। জোহার (নমস্কার) এখনও ওড়িষ্যার রাজগণ অন্যের নিকট পাইয়া থাকেন। কৃত্তিবাসের 'ঘরকে গমন' রাঢ়ে সবিশেষ চলিত আছে। জলকে যাইতেছি, এরূপ প্রয়োগ সাধারণ।

অনেক চলিত ওড়িয়া শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় ছিল, এখন চলিত নাই। আশ্চর্যের বিষয় কতকগুলি ওড়িয়া শব্দ বরিশাল অঞ্চলে এখনও চলিত আছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইরূপ গঞ্জামের অনেক ওড়িয়া শব্দ বালেশ্বরে চলিত আছে, কটকে চলিত নাই। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, দুই দূরবর্ত্তী প্রদেশে একই বা সদৃশজাতীয় উদ্ভিদ রহিয়াছে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নাই। কোন কারণ বিশেষে ভাষাতেও দুই দূরবর্ত্তী স্থানের ভাষার শব্দের ঐক্য বহুকাল থাকে। মাণিকচাঁদের—"রাধিয়া দিমু অন্ন [illegible]ার কালে। পিপাসার কালে দিমু পানি।" এই দিমু বা দেমু, করিমু, খাইমু ইত্যাদি ওড়িয়া শব্দের সদৃশ শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নাই।

আর একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৪৩ পৃষ্ঠে আছে, "প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' বাঙ্গালা 'র'কারে পরিণত হয়। * * * 'ণ' সচরাচরই 'ড়'তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যাদেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে।" কিন্তু এই ওড়িষ্যাদেশে বহুকাল বাস করিয়াও প্রতীতি জন্মে নাই। 'ণ'কারের ওড়িয়া উচ্চারণ সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালীর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। বোধ হয়, দীনেশবাবুও সেইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ ওড়িষার কোথাও 'ণ'কার 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হইতে দেখি না। 'ণ'এর উচ্চারণ 'ড়' নহে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতির বাঙ্গালা উচ্চারণ কৃষ্ট, বিষ্টু আছে। এই উচ্চারণের সহিত ওড়িয়া উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে। তেমনই, ওড়িয়া ও মারাঠিতে দুইটা 'ল' আছে। একটীর উচ্চারণে 'ড়' কারের আমেজ আছে। কিন্তু শাস্ত্রের 'ডলয়োরভেদঃ' পূর্ব্বে বুঝিতাম না। দুই 'ল'কারের উচ্চারণ শুনিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যরূপ জাহাজের খবর লইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। পাছে ভাষার তরঙ্গে জাহাজ দুলিতে দুলিতে কাত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উপরি উক্ত শব্দগুলি দ্বারা নঙ্গর ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি। মাণিকচাঁদের ভাষা হইতে খনার ভাষার অনেক অন্তরে বোধ হয়। ডাকের কথার উৎপত্তি বহুকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকিলেও খনার জ্যোতিষও যে বহুকালে উৎপন্ন হইয়াছিল, একথা বলিতে প্রমাণ আবশ্যক। বস্তুতঃ খনার ভাষা আট শত বৎসরের পুরাতন বোধ হয় না। খনার দুই একটা শব্দ পুরাতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু সুলভ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ প্রেরণের দিনেও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের ভাষার শব্দ অবিকল এক নহে। খনার বচনের ভাবে দেখা গিয়াছে যে, খনাতে তান্ত্রিক প্রভাব আছে; এবং কেরল মতের উৎপত্তি যখনই হউক, সে মত বঙ্গদেশে পঁহুছিতে অবশ্য সময় লাগিয়াছিল। কেরল মতে স্বরোদয়ের প্রভাব অল্প নহে, এবং স্বরোদয়ের পরম বিকাশ খ্রীষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। প্রজাপতিদাস কর্ত্তৃক উদ্ধৃত খনার বচনে পঞ্চস্বরের দোহাই আছে। অতএব খনা যত পুরাতনই হউন, তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ছিলেন। প্রজাপতি দাস ও বষ্ঠীদাসের সময় হইতে খনার সময়ের উত্তর সীমা খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে বোধ হয়, খনা খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী সময়ে ছিলেন। খনাকে অন্ততঃ দীনেশবাবুর 'গৌড়ীয় যুগের অনুবাদশাখার' পূর্ব্বে বলিবার কোন কারণ পাই না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ত্রপুষ ও ভল্লিক।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৯ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিংহলের রাজাবলী * অনুসারে এই দুই ভ্রাতা রামন্নমণ্ডল রাজ্যের পুষ্করাবতী নগরে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করেন। রামন্নমণ্ডল কোথায় প্রথমে দেখা যাউক। সিংহলের মহাবংশানুসারে সম্রাট অশোকের রক্ষায় তদীয় রাজ্যকালের সপ্তদশ বৎসরে (খৃঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে) পাটলিপুত্রে অশোকারাম বিহারে নয়মাস কালব্যাপি তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতি (বা "ধর্ম্মসঙ্ঘ") নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অনন্তর প্রত্যন্তদেশসমূহে জিন-শাসন প্রতিষ্ঠাপিত করিবার নিমিত্ত স্থবিরগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণভূমিতে যে দুই স্থবির গমন করেন, তাঁহাদের নাম সোন ও উত্তর।

---

* 5. Uphams Rajavali. 1833.

ফর্কেম্ বলেন—১৪৭৬ খৃষ্টাব্দকালীন পেগুর কল্যাণী শিলালিপি সমূহে, মহাবংশে যেরূপ, সেইরূপ স্থবিরদিগের উত্তরণ ও ধর্ম্মপ্রচারের কথা বর্ণিত হইয়া অধিকন্তু কথিত আছে—"সম্যকসম্বুদ্ধের ২৩৬ পরিনিব্বন অব্দে এই রামঞ্ঞদেশে দুই থের দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল" (Indian Antiquary, March, 1901).

পাদরি বিগাণ্ডেট্ বলেন—ব্রাহ্মণজাতীয় অর্হৎ সোন ও উত্তর রমঞ্ঞ দেশের অন্তর্গত সোবন ভৌমি অভিহিত থতন বিষয়ে ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। থতোন বা সোবন ভৌমি, শলবীণ্ ও সিতঙ্গ্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ (Life and Legend of Gaudama vol. II. p 143.),

রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুর বলেন—ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং রখনের (আরকানের) উত্তরে রমণীয় বৃক্ষের ভূমি রম্ম (সংস্কৃত—রম্য) দেশ ছিল (J. A. S. B. 1898, p. 24). দেখা যাইতেছে রম্যমণ্ডল দক্ষিণ বর্ম্মায় সংস্থিত এবং শরৎবাবু রমাগুলকে পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ টানিয়া আনিয়াছেন। রাজাবলী কর্ত্তা রমামণ্ডলে পুষ্করাবতী নগরের কল্পনা করিয়া বিষম গোলযোগ বাধাইয়াছেন। পুষ্করাবতী প্রাচীন গান্ধারদেশের রাজধানী; শ্রীনন্দলাল দের "Geographical Dictionary of Ancient and Medæval India.' গ্রন্থে উহার সংস্থানাদি দৃষ্ট হইবে। গান্ধারদেশের পুষ্করাবতী নগরে ত্রপুষ ও ভল্লিকের জন্ম ও শিক্ষা হইয়াছিল এরূপ বিবেচনা করিবার আরও কারণ আছে; 'তাঁহাদের পিতার নাম থকলই এবং মাতার নাম থতভন—থকলই বণিকের থুবন্না এই উপাধি হইয়াছিল" (J. A. S. B 1859, p. 477). বর্ম্মক (মগ)-দের "থকলই" পালি ভাষায় সাকল্ল এবং সংস্কৃতে শাকলা হইবে। "থতভন"=শর্ত্তভাগ্যমতী। "থুবন্না"=সুবর্ণ। থকলই শব্দ দ্বারা বিবেচনা হয়, উহা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, উপাধি মাত্র। পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকলদ্বীপ হইতে যিনি বা যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি শাকল। ত্রপুষ ও ভল্লিকের পুষ্করাবতীতে জন্ম হউক বা না হউক তাঁহাদের পিতা বা কোন পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বদিকে, সম্ভবতঃ মগধে, আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ম্মাদেশের প্রধান নদীটির নাম পঞ্জাবী, যথা—ইরাবতী। ঐ ভ্রাতৃদ্বয় এই নদীর নামকরণ করিয়া থাকিবেন—এই অনুমান করিতে সাহসী হইতেছি, তাহার কারণ এই, অত প্রাচীনকালে এই প্রত্যন্ত দেশে ঐরূপ সংস্কৃত নামকরণের কর্ত্তা হইতে পারেন, এরূপ আর কাহাকেও পাওয়া যায় না।

বর্ম্মকদের পুঁথির অনুবাদ পুস্তক, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণকারাদের লিখিত পুস্তক দ্বারা যখন জানিতে পারি, রেঙ্গুণের প্রসিদ্ধ "সুয়ে ডগোব" বা "শ্বেদ্বে ডগোন" নামক সৌবর্ণধাতুগর্ভস্তূপের আদি নির্ম্মাণ বিষয়ক কিংবদন্তীর সহিত ঐ বণিক্‌দ্বয়ের নাম জড়িত রহিয়াছে—যখন্ জানিতে পারি, সিংহলিদের নিদানকথোক্ত জনপ্রবাদের সহিত ঐ বণিক্‌দ্বয়ের "তপোকৃথ' ও "পালিক' এই নাম রেঙ্গুণের এক প্রাচীন মহাঘণ্টায় খোদিত রহিয়াছে, যখন জানিতে পারি, বর্ম্মা-

দেশের ইরাবতী নদীর পরিসরবাসিগণ এই বণিক্‌দ্বয়ের কথা বিশেষরূপে জানেন, তখন বিগাণ্ডেটের ন্যায় আমরাও বুঝিতে পারি, তাঁহাদের সহিত ঐ দেশের চিরসম্বন্ধ ছিল।

কর্ণেল্ ফেয়ারের রেঙ্গুনের সুহেব ডগোন পগোডার (১) ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধে কথিত আছে— বণিকপুত্র তপ ও পউ নামক দুই ভ্রাতা পশ্চিমদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া জন সমূহ মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত এক জাহাজ তণ্ডুল ঐ দেশে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়া যথাকালে গঙ্গামুখের তট বলিয়া অনুমিত ঐ দেশের বেলাভূমিতে নঙ্গর করিলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা এক দিনে বন্দোবনগরে গেলেন— সেখানে পঞ্চশত শকট ভাড়া করিলেন ও শকট সকল সঙ্গে লইয়া জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন—শকট সমূহে চাউল বোঝাই দিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। * * * অনন্তর নাট (২) বহুদিন ব্যাপিয়া পথপ্রদর্শন করিলে, দুই ভ্রাতা, যে স্থানে গৌতম ছিলেন, সেই স্থানে নীত হইলেন (J. A. S. B, 1859, p. 473.)

প্রবন্ধলেখক বন্দোব কোথায় স্থির করিতে না পারিয়া হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। "বন্দোব" পাঠ ভ্রান্তিমূলক, উহা বন্দর হইবে। মেদিনীপুর জেলার দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরনামক এক গ্রাম আছে—সম্ভবতঃ এ বন্দর বর্ম্মকদের "বন্দোব" নহে ; তাম্রলিপ্তির বন্দর বন্দোব হইতে পারে।

মহাবগেগ কথিত আছে—ত্রপুস ও ভল্লিকনামক দুই বণিক্ উক্কল (উৎকল) হইতে আসিয়াছিলেন; নিদানকথানুসারে দুই বণিক তপস্সু ও ভল্লুক উক্কল হইতে মঝ্‌ঝিমদেসে (৩) পাঁচ শত শকটসহ গিয়াছিলেন।

বিগাণ্ডেট উক্ত বর্ম্মকদের পুঁথিত্রয় অনুসারে বলেন, তপুস ও পলেকৎ মিৎসিম (৪) দেশের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ তাঁহাদের জন্মস্থান ঔক্কলব (৫) নগর হইতে পোত আরোহণ করিয়া অদজৈন্ত (বা এদজৈথ) বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; অনন্তর সুরম (৬) নামক স্থানে দ্রব্যজাত বাহিত করিবার নিমিত্ত পঞ্চশত শকট ভাড়া করিয়াছিলেন এবং গন্তব্যস্থানে যাইবার পথে উরৌবেল (৭) বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

(১) পগোডা—ধাতুগর্ভের অপভ্রংশ ডগোব, ইহার অপভ্রংশে ইংরাজী—pagoda.

(২) "নাট"—"নট", "নথ", দেবযোনি বিশেষ।

(৩) মঝ্‌ঝিম দেশ—মধ্যদেশ। মহাবগ্‌গে ইহার পঞ্চসীমা—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল নগর (হিউএং সাঙ্গের "কজিঙ্গর"), তার পর মহাশালা ; দক্ষিণ পূর্ব্বে সললবতী নদী ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণ নগর ও থূণ বিষয় ; দক্ষিণে সেতকন্নিক নগর ; উত্তরে উসীরধ্বজ পর্ব্বতশ্রেণী।

(৪) মিৎসিম—পালি মঝ্‌ঝিম শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঔক্কলব—পালি উক্কল বন্দর। সংস্কৃত উৎকল বন্দর। ইহার সংস্থান পরে বলিব। বিগাণ্ডেট বলেন, বর্ম্মকেরা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন বা বৌদ্ধশাস্ত্রচয়ের আলোচনা করেন, তৎকালে দেশ, মহানগর ও রাজধানীর উপনিবেশের চলিত নামের সহিত একযোগে পালিনাম দিবার নিমিত্ত তাহারা খেপিয়াছিল।

(৬) সুরম—সুহ্মদেশ।

(৭) উরৌবেল—পালি উরুবেলা, সংস্কৃত উরুবিল্ব। বর্ত্তমান বোধ গয়া, ইহাকে "বুদ্ধগয়া" বলা ভুল।

সিংহলীরা বলেন—বণিক্‌দ্বয় উত্তর হইতে কিরপলু বনের দিকে আসিয়াছিলেন এবং তদনন্তর বুদ্ধের নিকটে আগমন করেন (Hardy's Manual of Buddhism, p. 182).

ললিতবিস্তর অনুসারে—তথাগত সপ্তম সপ্তাহে তারায়ণ (১) মূলে ধ্যান ও সমাধি করিয়া বিহার করিতেছিলেন, তৎকালে উত্তরাপথগামী দুই ভ্রাতা ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক বণিক্‌দ্বয়, যাঁহারা পণ্ডিত এবং নিপুণ এবং বাণিজ্যে যাঁহাদের মহালাভ লব্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহাজনসমূহ এবং পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত রথ যাইতেছিল।

তস্মিংশ্চ কালে ত্রপুষশ্চ ভল্লিকো ভ্রাতৃদ্বয়ং বণিজগণেন সার্দ্ধম্।
শকটানি তে পঞ্চ ধনেন পূর্ণাঃ সম্পুষ্পিত শালবনে প্রবিষ্টাঃ॥

তাঁহাদের সুজাত ও কীর্ত্তিনামক দুই যানবাহক বলীবর্দ্দ ছিল। ইহারা বহন কালে যান আটকাইবার ভয় ছিল না। অন্য বলীবর্দ্দসকল যে স্থানে বহন করিতে পারিত না, সে স্থানে এই দুই বলদকে যোজনা করা হইত। যদি অগ্রে ভয় থাকিত, তাহা হইলে ইহারা কীলকদ্বারা বদ্ধের মত থামিত—প্রতোদের দ্বারা বা পদের উঁটার দ্বারা বা মালতীর রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে চালাইতে পারা যাইত না। তারায়ণ সমীপে ক্ষীরিকা নামে নিবাসিনী দেবতার অধিষ্ঠানহেতু বণিক্‌গণের শকট সমূহ আটকাইয়া গেল, চলিল না। বরত্র আদি শকটাঙ্গ ছিন্ন হইল; শকটচক্রসকল নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বপ্রযত্নদ্বারা ঐ শকট সমূহকে চালাইতে পারা গেল না। ত্রপুষ ও ভল্লিকাদি বণিক্‌গণ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। "কারণ কি? আমার শকট সকল যাহা আটকাইল, এ বিকার কেন?" সুজাত ও কীর্ত্তি এই দুই বলীবর্দ্দ যোজিত হইল—উৎপলহস্ত ও সুমনোদামক দ্বারা ইহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করা হইলেও ইহারা টানিল না।

তাঁহাদের মনে হইল—নিঃসংশয় অগ্রে কিছু ভয় আছে, তাহাতেই এ দুটাও টানিল না। তাঁহারা অশ্বারূঢ় দূতদিগকে অগ্রে পাঠাইলেন। দূতেরা প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, কিছু ভয় নাই। দেবতাও স্বরূপ দেখাইয়া আশ্বাস দিলেন—ভয় নাই। ঐ বলীবর্দ্দ দুইটা যে স্থানে তথাগত অবস্থিত ছিলেন, তথায় শকটসমূহকে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহারা বৈশ্বানরের ন্যায় প্রদীপ্ত, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ দ্বারা সমলঙ্কৃত, অভ্যুদিত দিনকরের ন্যায় শ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান তথাগতকে দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তে খড়্গহস্তাঃ শরশক্তিপাণয়ো বনে মৃগং বা মৃগয়ন্ ক এষঃ।
বীক্ষন্তঃ শারদচন্দ্রবক্ত্রং জিনং সহস্রাংশুমিবাভ্রমুক্তম্॥

তাঁহারা বলিলেন—"ইনি কাষায় বস্ত্র দ্বারা সংবৃত, অতএব নিশ্চয়ই ইনি প্রব্রজিত—

(১) মহাবগ্‌গে এই বৃক্ষের নাম রাজায়তন।

ইহা হইতে আমাদের ভয় নাই" বলিয়া তাঁহারা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর এইরূপ বলিলেন—"ইনি প্রব্রজিত, নিশ্চয়ই ইনি যথাকালে ভোজন করিয়া থাকেন। কিছু আহার আছে—মধুতর্পণ ও ইক্ষুলিখাতক (১) আছে।" বণিক্‌গণ ঐ দুই আহার গ্রহণ করিয়া তথাগতের নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, করুণাত্মা ভগবান্ সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিবা কিছুই পান ভোজন করেন নাই। বণিক্‌গণ দর্পত্যাগ করিয়া জিনকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিলেন।

এই সময়ে ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের প্রত্যন্ত কর্ব্বটে (২) গোযূথ প্রতিবসতি করিতেছিল। এই গাভী সকল হইতে সর্পিমণ্ড (৩) দোহন করা হইতেছিল। গোপালেরা সর্পিমণ্ড গ্রহণ করিয়া যেখানে ত্রপুষ ও ভল্লিক বণিক্‌দ্বয় ছিলেন, তথায় গিয়া জানাইল—"ভর্ত্তা! আপনারা জানিবেন, সকল গাভী সর্পিমণ্ড দিতেছে—ইহা ভাল কি মন্দ?"

লোলুপ ব্রাহ্মণেরা বলিল—"এটা অমঙ্গল্য—ব্রাহ্মণদের দ্বারা মহাযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে শিখণ্ডী নামক ব্রাহ্মণ বণিক্‌দিগকে গাথা দ্বারা অভিভাষণ করিলেন—

পূর্ব্বে তোমাদের প্রাণপিরতন
পূর্ণ বোধ প্রাপ্ত হৈলা তথাগত।
মোদের ভোজন খাঞা ধর্ম্মচক্র
ঘুরাবেন (৪) তিনি ভোজ্য তাঁরে দাও॥
সুমঙ্গল দিন সুনক্ষত্র আজি
গাভীদের সার্পি করাও দোহন।
পুণ্যকর্ম্মা ঋষি এ তাঁর অনুভাব (৫)
তাইতে গাভীরা সর্পি করে দান॥
এত বলি সার্থে শিখণ্ডী তখন
গেলেন আপন ভবনে ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া ত্রপুষ ভল্লিকাদি সবে
উদগ্র মানস হৈলা বণিক্‌গণ॥

(১) মহাবগ্‌গে এই দুই আহারের স্থলে তণ্ডুলাপষ্টক ও মধুপিণ্ড উক্ত হইয়াছে।

(২) প্রত্যন্ত কর্ব্বট—বৃহৎ গ্রামের নিকটস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ। এতদ্দ্বারা মগধে বণিক্‌দের যে বসতি স্থান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(৩) সর্পিমণ্ড—প্রচুর নবনীতযুক্ত ঘনদুগ্ধ।

(৪) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা ধর্ম্মচক্র ঘুরান—ধর্ম্ম প্রচার।

(৫) জাতা কথ বমন (Birth Stories) গ্রন্থে 'গবপান' নামক ভোজ্যের উল্লেখ আছে। তৎ টীকাকার উহা দুগ্ধ, তণ্ডুল, মধু, শর্করা ও ঘৃত সংযোগে সাধিত হয় বলিয়াছেন। মহাভারত সভাপর্ব্বে—মাজোল পায়সৈর্ব মধুনা মিশ্রিতেন চ।

বণিকেরা গোসহস্রের অশেষ ক্ষীর আনাইয়া এবং তাহা হইতে অগ্র ওজঃ (সার) তুলিয়া লইয়া গৌরবের সহিত ভোজ্য সাধন করিলেন এবং শত সহস্রৈক পল মূল্যবান্ বিমল রত্নময় পাত্র ঐ ভোজ্যদ্বারা সমতৌর্থিক (কানায় কানায় পরিপূর্ণ) করিলেন। বণিক্‌দ্বয় মধু ও মধুপাত্রী গ্রহণ করিয়া তারায়ণ মূলের নিকট গিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন—"ভক্তদ্বয়কে প্রতিগ্রহ করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন এবং প্রণীত ভোজ্য ভোজন করুন"। ভগবান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্ব্বাশয় জানিয়া এবং অনুকম্পা করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন এবং ভোজন করিয়া পাত্র আকাশে ক্ষেপণ করিলেন।

তথাগত এই বেলায় ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের এই সংহর্ষণা করিলেন,—

"দিশাং স্বস্তিকরং দিব্যং মাঙ্গল্যং চার্থসাধকম্।
অর্থাঃ বঃ সম্মতাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্বাশু প্রদক্ষিণাঃ॥
শ্রীর্বোঽস্তু দক্ষিণে হস্তে শ্রীর্বো বামে প্রতিষ্ঠিতা।
শ্রীর্বোঽস্তু সর্ব্বরোগেষু মালেব শিরসি স্থিতা॥
ধনৈষিণাং প্রযাতানাং বণিজাং বৈ দিশো দশ।
উৎপদ্যন্তাং মহালাভাস্তে চ সন্তু সুখোদয়াঃ॥
কার্য্যেণ কেনচিদ্ যেন গচ্ছেথাঃ পূর্ব্বিকাং দিশম্।
নক্ষত্রাণি বঃ পালয়ন্তু যে তস্যাং দিশি সংস্থিতাঃ॥
কৃত্তিকা রোহিণী চৈব মৃগ আদ্রা পুনর্ব্বসুঃ।
পুষ্যাশ্চৈব তথাশ্লেষা ইত্যেষাং পূর্ব্বিকা দিশা॥"
ইত্যাদি।

"শ্রুত্বা ইমং ব্যাকরণং জিনস্য উদগ্রচিত্তা পরমায় প্রীত্যা।
তৌ ভ্রাতরৌ সার্দ্ধং সহায়কৈস্তে বুদ্ধঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ শরণং প্রপন্না॥"

বণিক্‌গণ দিগ্‌দিগন্তরে সমুদ্রে ও পার্ব্বত্যদেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের আশীর্ব্বচনাত্মিকা গাথা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ললিতবিস্তরের রচনা গদ্য এবং পদ্যময় পদ্য অংশকে গাথা বলে। গাথা অংশ গদ্য অংশ অপেক্ষা প্রাচীন। ভিক্ষুকগণ, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে গাথা সকলের সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। সিংহলীদের গ্রন্থবিশেষে কথিত আছে—তপসুস্ ও ভল্লিক একবার সিংহলদ্বীপের "গিরিহণ্ডু" নামক স্থানে জল ও কাষ্ঠ লইবার নিমিত্ত জাহাজ লাগাইয়াছিলেন। (Hardy's Manual of Buddhism p. 183.)।

সিংহলীদের নিদান কথায় আছে—ঐ বণিক্‌দ্বয় বুদ্ধের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্, আমরা যাহার পূজা করিতে পারি, এমন কিছু আমাদিগকে দিন'। বুদ্ধ নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক হইতে কেশধাতু উৎপাটন করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। তাঁহারা আপনাদের এক ডাগব নির্ম্মাণ করিলেন এবং তন্মধ্যে ধাতু স্থাপিত করিলেন।

বর্ম্মকদের পুঁথিতে আছে—বণিকদ্বয় উপাসক (১) হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন—"এই সময় হইতে আমরা কি পূজা করিব?" বুদ্ধ, স্বীয় মস্তক স্বহস্তে ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিলগ্ন কয়েকগাছি কেশ তাঁহাদিগকে দিলেন এবং ঐ গুলি সাবধানে রক্ষা করিতে বলিলেন (Life and Legend of Gaudama Buddha, vol., I., p. 110.)। হার্ডি বলেন,—"বণিকদ্বয় কেশধাতু লইয়া নিজদেশ স্বর্ণভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন" এবং আরও বলেন,—"মিঃ হগ্ বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান রেঙ্গুনের নিকটস্থ "উক্কলব" নগরে বণিকদ্বয় কেশধাতু লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন" (Manual of Buddhism, p. 183.) রেঙ্গুনে যে প্রসিদ্ধ "শুয়ে ডগোন" আছে, "Our Trip to Burmah" পুস্তকে উহার ফটোগ্রাফ্ সকল দেখিয়া অনুভূত হয়, স্তূপটি বড় সুন্দর। বর্ম্মকেরা বলেন,—এই স্তূপের গর্ভে বুদ্ধের কেশধাতু আছে। উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তা জেনেরাল আলেকজান্দর গর্ডন দুইটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করেন। একটি যথা,—বুদ্ধ, ত্রপুষ ও ভল্লিক এই দুই বণিককে আটগাছি কেশ দেন এবং স্বদেশে গিয়া সিঙ্গোত্তর পাহাড়ে স্থাপিত করিতে বলেন। তদনন্তর বণিকদ্বয় যে স্থানে শুয়ে ডগোন বিদ্যমান, নাটদিগের নির্দ্দেশক্রমে তথায় গমন করেন। আর একটি জনপ্রবাদ যথা,—"বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর তদীয় শিষ্যগণ আসিয়া এখানে নবকর্ম্ম (২) আরম্ভ করেন।" এই নবকর্ম্ম উত্তরকালে সহ পরিবর্দ্ধন ও সংস্কারের দ্বারা বিলাতের সেণ্টপল গির্জ্জার অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইয়াছে। আবার সিংহলীরা আপনাদিগকে ঐ কেশধাতুর অধিকারী বলিয়া দাবি করেন এবং বলেন, বণিকদ্বয়ের কৃত স্তূপ উড়িষ্যায় ছিল এবং ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কেশধাতু উড়িষ্যা হইতে সিংহলে যেরূপে নীত হয়, তাহা কেশধাতু বংশে ও মহাবংশে বর্ণিত আছে। সিংহলীদের রাজাবলীকর্ত্তা কিন্তু এরূপ বলেন নাই। তিনি বলেন,—বুদ্ধ, বণিকদ্বয়কে আটগাছি কেশ দিয়াছিলেন—তাঁহারা তাহা স্বর্ণ করণ্ডকে করিয়া পুষ্করাবতী নগরে লইয়া যান এবং তথায় পূর্ব্ব-পুরদ্বারে নিহিত করিয়া তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উহা হইতে কোন কোন সময় নীল জ্যোতিঃ বাহির হয়। * * * ইহাই অনুরাধাপুরের প্রথম স্তূপ (Upham's Rajavali, p. 111.)।

অনুরাধাপুর সিংহলদ্বীপে আছে। কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সিংহলীদের কেশধাতুর অধিকারিত্বের দাবি আধুনিক। আবার কোন ইংরাজ লেখক বলেন—শুয়ে ডগোনের প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য বিস্তারের নিমিত্ত, বণিকদ্বয়ের আনীত কেশধাতু তদ্‌গর্ভে আছে, এই কথা বর্ম্মকেরা অধুনা বলিতেছেন। কোথায় কেশধাতু আছে এই এক সমস্যা।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

(১) উপাসক—গৃহী শিষ্য।
(২) নবকর্ম্ম—নবনির্ম্মাণ, ইমারৎ। ইংরাজি "edifice" শব্দের অনুবাদে এই পালি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা।

একটি দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদেশীয় বিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা প্রণয়ন নানা কারণে দুরূহ। প্রথম কারণ, আমরা বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীয় বিজ্ঞান পড়িয়া এমন অভ্যস্ত হইতেছি যে, দেশীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দ পাইলেও ইংরাজির তুল্য ঠিক বোধ হয় না। ইংরাজি আমাদের রাজভাষা। এই ভাষা আমরা জানি, না জানি, সকলেই উহা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত ইংরাজিতে পত্র বিনিময় করিয়া সুখ পাই। যেখানে এত অভ্যাস, সেখানে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় বলিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না। এমন কি, ইংরাজি শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে কখন কখন লোকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ মনে করেন। দেশীয় পরিভাষা যেন প্রণীত হইল; কিন্তু যদি তাহা পুস্তকস্থ রহিল, তবে প্রণয়ন করা কেন? ষ্টিম এঞ্জিন, ও বাষ্পীয়যন্ত্র দুইই আছে; কিন্তু দুই একখানি বালপাঠ্য পুস্তক ব্যতীত বাষ্পীয়যন্ত্রের অন্য স্থান দেখিতে পাই না। যদি বাষ্পীয় যন্ত্রের ইহাই পরিণাম, তবে তাহা অনর্থক উৎপত্তি করিয়া ফল কি?

এই অসুবিধা বিজ্ঞান মাত্রেরই পারিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নে অসুবিধাও আছে। জীববিজ্ঞান দুই শাখায় বিভক্ত। চলিত নামানুসারে ঐ দুই শাখা প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা। মানুষ প্রাণি রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। অন্য কোন জীবের বিষয় জানি না জানি, সকল মানুষেই নিজের বিষয় কিছু না কিছু জানে। কবিরাজ মহাশয়েরা মানুষ—জীববিদ্যা আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য জীববিদ্যার কিয়দংশ এদেশেও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাক্তার মহাশয়েরা এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলে ডাক্তার ও কবিরাজ একই অঙ্গের বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন লক্ষণ দিয়া থাকেন। যেমন চিকিৎসায় উভয়ে মিলিত হইতে চান না, মানুষরূপ জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবন ক্রিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশেও দুই পথে যাইতে চান। ডাক্তার মহাশয় বাঙ্গালা নাম না বলিলেও তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে ইংরাজি নাম শুনিলে মনে হয়, দেশীয় পরিভাষার প্রয়োজন আদৌ নাই। ইহাকেও দোষের কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ এমন কোন নিয়ম নাই যে, তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে? তদ্ভিন্ন রোগী যদি ইংরাজি ভাল বুঝেন, তবে কবিরাজ মহাশয় heart, chest, brain ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাঁহার মনোগত ভাব কেন না প্রকাশ করিবেন? এই সকল কারণেই বলিতেছি,, জীববিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা হইলেও তাহার সার্থকতা থাকিবে কি না, সন্দেহ।

দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, জীব বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের অন্ত নাই। এই সকল শব্দ একজনে, একজন, বা দশ জন মিলিত হইয়া সৃষ্টি করেন নাই; বহু-কালে, বহুদেশের বহুজীববিৎ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন নামের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শব্দসমুদ্র স্মরণ করিলে হতাশ হইতে হয়।

পাশ্চাত্য জীববিদ্‌গণকেও হতাশ হইতে দেখা যায়। নতুবা তাঁহারা এত খাম খেয়ালি নামের প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহাদের অভিরুচি পরিতৃপ্তির নিমিত্ত চলিত ভাষা ব্যতীত গ্রীক্ ও লাটিনের শব্দ ভাণ্ডার আছে। আমাদের ভাণ্ডারে সংস্কৃত আছে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের যে দৃঢ় নিগড়ে সে ভাষা বদ্ধ, তাহাতে বর্তমান বিষয়ে তাহার উপযোগিতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

অথচ সংস্কৃত ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বটে যে, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে ইচ্ছানুরূপ শব্দ সঙ্কলন করিতে পারি। বাঙ্গালা ও হিন্দি, উড়িয়া ও মরাঠী—দেশের অন্ততঃ এই চারিটি ভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ এক হইতে দেখিলে কে না আনন্দিত হইবেন?

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বিজ্ঞা-নের পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত হইলে অধিকাংশ শব্দ দেশে চলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ বিদ্যাটির অন্ততঃ স্থূল জ্ঞান দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করাই দেশীয় পরিভাষা সঙ্কলন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। নতুবা পাশ্চাত্য শব্দ প্রয়োগে ক্ষতি হইত না।

যখন সকল তর্কের মীমাংসা করা দুরূহ, তখন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু সম্প্রতি ইহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে যাবতীয় বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রস্তরবিদ্যা ব্যতীত আধুনিক কোন বিদ্যাই বাদ যায় নাই। এ সময় এই সকল বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা সাহিত্য পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে পরিষৎ পশ্চাৎপদ হইলে তাহার প্রয়োজন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এক বৎসর পূর্ব্বে আবশ্যক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে পারিলে শিক্ষার পথ সুগম করা হইত। বোধ করি এই ত্রুটি বশতঃ আমরা নানাবিধ পরি-ভাষা দেখিতে পাইব। আমি কোন নূতন প্রণীত গ্রন্থ দেখি নাই। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, যে সকল লেখক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবেন, কিম্বা অনিচ্ছাসত্বেও উদ্ভিদবিচারের ন্যায় কোন কোন পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এইরূপ কোন প্রয়োজনবশতঃ উপস্থিত লেখককে জীববিজ্ঞানের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছিল। কোন এক ব্যক্তি নূতন শব্দ নির্ব্বাচনে নিপুণতা দেখাইতে পারেন না। আমার সঙ্কলিত পরিভাষাতেও অনেক দোষ

থাকিতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে আমার নিজেরই পরিতৃপ্তি হইল না। সেই সকল দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সাহিত্য পরিষদের সুধীগণকে সাদরে নিবেদন করিতেছি।

কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার ধারা নির্দ্দেশ করা ভাল। ধারা ঠিক হইয়া গেলে অভীষ্টকার্য্য সম্পাদনের পথ সুগম হয়। এই হেতু আমার নিরূপিত ধারা প্রথমে নির্দ্দেশ করিতেছি। যত কিছু বিচার বিতর্ক এই ধারা লইয়া করিলে শব্দ সঙ্কলন সময়ে বিসম্বাদ হইবে না।

১। পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের পরিভাষা বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবের নাম, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, তাহার বংশ-কুল-গোত্র-জাতি-উপজাতি প্রভৃতির নাম, তাহার লক্ষণ, তাহার জীবন ক্রম, তাহার নিবাস, তাহার জন্ম প্রভৃতি অনেক বিষয় প্রকাশ করিবার শব্দ আছে।

এই সকল শব্দের মধ্যে সকল গুলিই বাঙ্গালা করা আবশ্যক কি? জীবের লক্ষণ, জীবন-ক্রম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলন করিতে সকলেই অভিলাষী হইবেন। কিন্তু জীবের নাম? পাশ্চাত্য লাটিন নাম, না বাঙ্গালা নাম, না সংস্কৃত নাম গ্রাহ্য? সামান্য জবাফুলের গাছকে হাইবিস্কস্ রোজা সাইনেন্সিস্, বিড়ালকে ফেলিস্ ডমেষ্টিকস্ বলিয়া ক্ষান্ত হইব কি? এখানে দুইটি সুপরিচিত জীবের নাম করিলাম বলিয়া লাটিন নাম দুইটি অদ্ভুত বোধ হইতেছে। কিন্তু যে কোন জীবের নামই এইরূপ। ইংরাজীতে কোন কোন জীবের চলিত নাম ও কিম্বা বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য আছে। এখানেও কি সেই রূপ, জবা ও বিড়াল চলিত নাম, এবং ঐ দুই লাটিন নাম বৈজ্ঞানিক নাম বলিয়া বাঙ্গালায় গ্রহণ করা যাইবে? আর এক উপায় উল্লেখ করিতেছি মনে করুন, জবা ও বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম "সামান্য জবা" ও "গৃহমার্জ্জার" রাখা গেল। এরূপ নামে কত সুবিধা, তাহা আর বলিতে হইবে না। সকল স্থলে সংস্কৃত নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল জীব সাধারণের অজ্ঞাত, সে সকল জীবের লাটিন নামের বিভক্তি লোপ করিয়া সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এতদ্রূপ আমিবা, বাকটিরিয়া, পলগেটিলা বলিলে বিশেষ ক্ষতি আছে, বোধ হয় না। খদির (বা সামান্য খদির), বিট খদির (গুয়ে বাবলা), সিত খদির (কাঁটা বাবলা)—এই তিন নাম সংস্কৃতে আছে। সেইরূপ, সামান্য জবা, খাদ্য জবা (ঢেড়স), পট্ট জবা (মাস্তাপাট), চপল জবা (স্থলপদ্ম) প্রভৃতি, এবং গৃহমার্জ্জার, হরিমার্জ্জার (সিংহ), দ্বীপী মার্জ্জার (ব্যাঘ্র) প্রভৃতি করা না চলে এমন নহে। সাধারণ পরিশ্রম আবশ্যক।

এই বিষয়টি উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। যাঁহারা জীবের নামমালা (fauna ও flora) প্রস্তুত করিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য এবিষয়ের সদুপায় চিন্তা করিতে হইবে। জীবের বাঙ্গালা নামমালা প্রস্তুত হইতে বহু বিলম্ব। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা এখন না ভাবিলেও চলে। তবে সংস্কৃত শব্দ সাহায্যে জীবশ্রেণী বিভাগ করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার নিমিত্ত কতকগুলি সংজ্ঞা সঙ্কলিত হইল।

২। আবশ্যক শব্দ সঙ্কলনে চলিত বাঙ্গালার সাহায্য লওয়া যাইবে, কি কেবল সংস্কৃত ভাষার উপর অত্যাচার করা যাইবে?

কেবল সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিলে লাভ এই যে, বাঙ্গালা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ এক হইলেও হইতে পারিবে। অধিকন্তু, এইরূপে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারিবে। এবিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অসুবিধা এই যে, চলিত বাঙ্গালা লইলে শব্দের অর্থ যত সহজে বিদ্যার্থীর হৃদয়ঙ্গম হইবে, অপ্রচলিত বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ লইলে তত সহজে হইবে না। বলা বাহুল্য, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ না করিলে শব্দে কুলাইবে না। এই বিষয় লইয়া আমি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্রুল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় যেমন পণ্ডিত, এ দেশের অবস্থায় তেমনই অভিজ্ঞ। তাঁহার মত ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

"As regards Bengali terms, I may state my personal views. They are largely the outcome of my experience as a Germanlas well as an English teacher. It is much easier to teach a German child the rudiments of science and mathematics in German than it is to teach the same thing to an English child in English. The reason is simply that all the more common scientific technical terms are purely German, their meaning being consequently at once apparent. To give some examples, calyx is kelch, which means goblet; sepal is kelch blatt, *i. e.* calyx-leaf; corolla is blumenkrone *i. e.* flower-crown; stamen is staubgefass, *i. e.* dust-vessel; filament is staubfaden, *i. e.* dust thread; anther is staubbentel, *i. e.* dust-bag; pollen is blumenstaub, *i. e.* flower-dust. Similarly the words for serrate, dentate, crenate, reniform, cordate, ovate, conical, terete, etc. are all simple and well understood German words. The consequence is that you can teach German children of 7 or 8 years of age the rudiments of science without much trouble, whilst to do so with English-speaking children is nearly an impossibility; because as soon as you begin to speak to them of the simplest scientific subject, you have to do so in what is practically to them a foreign language. This fact alone explains why scientific knowledge has soaked down so much deeper into the lower strata of the German people. I have known German carpenters, plumbers, and other artisans who were excellent local botanists; they would

not have been what they were, if the technical terms they had to understand and use had been distorted Greek and Latin words. As regards Bengali science I think this is just the moment when its future may be definitely made or marred. If you incorporate English, Latin or Greek, or even pure Sanskrit terms into the ordinary Bengali scientific language, you will shut the door to popular science.

The principles which I should be guided by, if I had the task of selecting or coining scientific terms in the vernacular, would be some thing like these :—

(1) To utilze words already in use either in existing books or with educated native gentlemen like Kabirajes, provided they are pure Bengali.

(2) Not to reject terms in actual use among the peasants for the simple reason that the so called educated people do not understand them ; because after all, every one, high or low, is an authority in the subject or occupation with which he is practically acquainted or which he practises.

(3) To utilize provincial terms, if they are short and to the point, especially if they are understood by the common people near large centres of education. It is certainly easier for a Bengali child to learn the meaning of a simple Bengali sounding word and to remember it than to absorb into his vocabulary a probably longer and stranger sounding Sanskrit term.

(4) To avoid literally translating English, Latin or Greek terms into Bengali, when in such translation words have to be utilized which are the names of things not well-known to the majority of Bengali children.

(5) In some rare cases it may be advisable to simply adopt English, Latin, or Greek terms, if they are short and have a Bengali look about them."

এই পত্রের পরেও বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধ্যাপক জুল সাহেবের সহিত বিচার হইয়াছিল। শেষ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"I quite appreciate your remarks on scientific terminology. What I think we have to distinguish is the simple terminology adapted to "readers" "primers" "elementary treatises" and similar publications, and even larger text books and monographs. In this respect too we might take German usage as our guide. In highly technical subjects we use freely words borrowed from the Greek and used all over Europe in forms adapted to the spirit of each respective language. It will be impossible and even inadvisable to try to coin purly Bengali terms for things like the hypostome of a hydrazoon or the laphophore of a molluscoid. I have great doubts about the wisdom of even coining Sanskrit words in such cases, as treatises of this nature would probably be only road by men who know English.

Also words like microscope, stereoscope, and various others would probably be better taken over bodily. But otherwise I should try to use Bengali as much as possible when dealing with *elementary science*, the science meant for the people, that is to say, for persons who with the majority of them never use the terms in any language but their own.

As regards treatises, such as might be used by college students, by all means let us borrow from Sanskrit, and even from other languages, like Greek, but preferably from Sanskrit."

উপরের দুইখানি পত্র হইতে দেখা যাইবে, জর্ম্মাণ ভাষায় বিজ্ঞানে চলিত নাম গ্রহণ করাতে কি ফল হইয়াছে। আমি জানি পরিষদের কোন কোন সভ্য বিজ্ঞানের ভাষা স্বতন্ত্র দেখিতে প্রয়াসী। অনেক চিন্তা করিয়াও এখনও এই মত স্বীকার করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমি ব্রুণ সাহেবের সহিত একমত। বিজ্ঞানের উচ্চ অঙ্গের নিমিত্ত দুরূহ শব্দ বা স্বতন্ত্র ভাষা প্রয়োগ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং সে প্রকার শব্দ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালায় বিজ্ঞানচর্চ্চার যে অবস্থা, তাহাতে এই প্রকার প্রভেদ রক্ষা না করিয়া সাধারণ লোকবোধ্য শব্দ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার রায়ের উদ্ধৃত "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"—সর্ব্বদা মনে পড়ে। যে প্রয়োজনবশতঃ তিনি এই প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, জীববিজ্ঞানে সে প্রয়োজন বিলক্ষণ বর্ত্তমান। রসায়নবিদ্যায় মূল ও যৌগিক পদার্থসমূহের বাঙ্গালা নাম রচনা করিলে তাহার এক দিকে যেমন লাভ আছে, অন্যদিকে

তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি আছে। যদি লোকে কথাবার্ত্তায় আমাদের রচিত বাঙ্গালা নাম ব্যবহার না করে, তবে আর রচনা-শ্রম কেন?

সমুদায় বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সুখোচার্য্য, ক্ষুদ্র এবং বাঙ্গালা ভাষায় চলিত, কিন্তু মূলে সংস্কৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা পায়। যে শব্দ সুখোচার্য্য ও ক্ষুদ্র নহে, তাহার স্থায়িত্ব কল্পনা বৃথা। সংস্কৃত অথচ ভাষায় চলিত হইলে উড়িয়া হিন্দি ও মারাঠি ভাষাতেও তাহা প্রবেশলাভ করিতে পারে, অথচ অর্থ বুঝিতেও বালকগণকে কষ্ট পাইতে হয় না। কোন কোন স্থলে দেশজ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না। কারণ তাহাদের অধিকাংশ এমন যে, পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকে বুঝিলেও পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের দুর্ব্বোধ্য, কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত থাকিলেও চট্টগ্রামাদি পূর্ব্ববঙ্গে একেবারে নূতন। আমার বোধ হয়, কেবল সংস্কৃত, কি কেবল বাঙ্গালা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ না করিয়া প্রয়োজন অনুসারে উভয় ভাষা হইতে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। স্থলবিশেষে ইংরাজি শব্দ কাটিয়া ছাঁটিয়া বাঙ্গালা রূপ দিয়া গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই। অমুক ভাষার বাহিরে যাইব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিলে পরিভাষার সাফল্য থাকিবে না।

৩। জীববিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যে গুলিকে রাসায়নিক পদার্থবিশেষের নাম বলা যাইতে পারে। যথা, myosin, mucin, albumin, pepsin, nuclein, chromatin, ইত্যাদি। ইংরাজি ব্যাকরণানুসারে এই সকল শব্দ সৃষ্ট হয় নাই; এক রকম জোর করিয়া কেবল এরূপ শব্দের অন্তে, উহাদের সকলেরই শেষে in টুকু যোগ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এইরূপ একটা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। মাংসে আছে যাহা, তুলাতে আছে যাহা, এরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এমন প্রত্যয় পাই না। সত্য বটে, তিলে আছে তৈল। সেইরূপ, তুলাতে আছে যাহা, তাহা তৌল করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিয়মে শব্দ রচনা করিলে হঠাৎ বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ শব্দের সংখ্যাও অল্প নহে। জৈবরসায়নে এরূপ শব্দ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অথচ কুইনিন, তার্পিন, কেরোসিন প্রভৃতি শব্দ, কেবল বাঙ্গালায় কেন, বোধ করি, ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। এজন্য বৈয়াকরণ মহাশয়দিগের অনুমতি পাইলে বাঙ্গালায় একটা নূতন "ইন" প্রত্যয় করিতে চাই। এইরূপে, মাংসের সারাংশ মাংসিন, কিলাটের (ছানার) সারাংশ কিলাটিন, তুলার সারাংশ তুলিন, কষায়ের সারাংশ কষায়িন (tannin), ইত্যাদি করিতে চাই। বস্তুতঃ ভাষার উপর এইরূপ একটু অত্যাচার না করিলে গত্যন্তর দেখিতে পাই না।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে আমাদের আবশ্যক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের আবশ্যক চলিত বাঙ্গালা শব্দ কোন গ্রন্থে পাওয়া কঠিন। কেন না, যত দূর জানা গিয়াছে, এরূপ চলিত শব্দ কেহই সংগ্রহ করেন নাই। দুই একটা শব্দ কথা

প্রসঙ্গে কিম্বা কোন বাঙ্গালা অভিধানে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা না জানিলে সেরূপ শব্দ থাকিলেও আমাদের পক্ষে নাই। অতএব চলিত শব্দ খুঁজিতে গেলে লোকের মুখেই শুনিতে হইবে। নগরবাসী লোকেরা সাধুভাষার অনেক শব্দ জানেন, কিন্তু জীবজন্তু ও গাছপালার নাম বা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম অল্পই জানেন। এ বিষয়ে পল্লীবাসীরা বিদ্বান্। উপস্থিত লেখক জন্মে পল্লীবাসী হইলেও, কার্য্যানুরোধে নগরবাসী। সুতরাং এরূপ চলিত শব্দ সংগ্রহে অসমর্থ। পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রামে বাস করেন, এবং নিরক্ষর কৃষককুলের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অনেকগুলি শব্দ বলিয়া দিতে পারেন; পরিষৎ কর্তৃক এরূপ শব্দ সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। আমি মনে করি, ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রচলিত বস্তুবাচক শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে।

চলিত শব্দের পর, সংস্কৃত ভাণ্ডার মনে আসে। প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈদ্যকগ্রন্থে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। এ নিমিত্ত কবিরাজ মহাশয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করি। অধ্যবসায়ীকে যাহা বহু অনুসন্ধানে বহু পরিশ্রমে বাহির করিতে হইবে, ব্যবসায়ী কবিরাজ মহাশয়দিগের তাহা ওষ্ঠে বর্ত্তমান। তবে, তাঁহাদের দিগ্‌-দর্শনের নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলিতেছি।

বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত অনেক গাছপালার নামে সেই সকল গাছপালার এক একটা গুণ ও লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। শতদল, দ্বিপুট, সপ্তচ্ছদ প্রভৃতি নাম হইতে দল, পুট, ছদ শব্দ পাইতেছি। অন্যান্য গাছের নাম হইতেও এইরূপ শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুতের কলল, কলা, জাল, শিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দ কোথাও বা অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায়, কোথাও বা অর্থের কিঞ্চিৎ প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দুইরূপে সুশ্রুতের কোন কোন শব্দ ডাক্তার মহাশয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহারা যত্নশীল হইলে শব্দের অভাব থাকিত না। দুঃখের বিষয়, কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়েরা স্ব স্ব শাস্ত্রবিষয়ে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, তাহারই ফলে স্নায়ু শব্দ nerve অর্থে ব্যবহার হইতেছে। স্নায়ু অর্থে nerve বুঝায়, ইহা কোথাও দেখিতে পাইলাম না।* দেখিতে পাই ligament অর্থে স্নায়ু (sinew) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ধনুর গুণ স্নায়ুতে নির্ম্মিত, ইহা মহাভারত হইতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা nervous energy এবং বাতবহা নাড়ী দ্বারা nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারা

* সুশ্রুতের শাঃ ৫ অধ্যায়ে স্নায়ুর বর্ণনা দেখুন।

ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। বোধ করি, nerve শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া nerve অর্থে স্নায়ু হইয়া থাকিবে। এইরূপ ধমনী, শিরা, ক্লোম শব্দ artery, vein, pancreas বুঝাইতে কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে কিনা, তাহা কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিচার করিতে অনুরোধ করি।

এখানে আর একটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি; cell অর্থে কোষ করা ঠিক; two-celled ovary, anther-cell, cell-cavity ইত্যাদি স্থলে cell = কোষ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু কুক্ষণে এই cell শব্দটি histological unit অর্থে ইংরাজিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইংরাজি ভাষা naked cell, cell-wall প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ রচনা করিয়া প্রথম ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার দেখাদেখি বাঙ্গালা ভাষাকেও কোষহীন কোষ, কোষপ্রাচীর কেন করিতে হইবে, তাহা বুঝি না। কোন কারণে যদি ইংরাজি শব্দ নির্ব্বাচন ঠিক না হইয়া থাকে, সুবিধা সত্ত্বে আমাদিগকেও কি সেই কারণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে? এক হিসাবে, বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে সুবিধা আছে। ইংরাজিতে পারিভাষিক শব্দ গড়াপেটা মাজাঘষা হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে শব্দ বাছিয়া লইয়া তাহার অর্থানুসারে বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে পারি, এবং ইংরাজিতে যেগুলি ঠিক হয় নাই, কিম্বা যাহাদের অপেক্ষা আরও উপযুক্ত শব্দ বাঞ্ছনীয় মনে করি, সেগুলিকে অবিকল ভাষান্তরিত না করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ইংরাজিতে যেমনটি আছে, ঠিক তেমনই ভাবের বাঙ্গালা শব্দ করিতেই হইবে, এ নিয়ম ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, cordate ও reviform leaf ধরুন। যদুবাবু তাঁহার উদ্ভিদ্ বিচারে ঐ দুই শব্দে হৃৎপিণ্ডাকার ও বৃক্কাকার করিয়াছেন। ইংরাজি শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি ধরিয়া বাঙ্গালা করিয়া যদুবাবু ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলে ব্যুৎপত্তি না দেখাই ভাল। আবশ্যক গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অন্য সহজবোধ্য শব্দ নির্ব্বাচন করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পান আছে, বরটী কলাই আদৌ দুষ্প্রাপ্য নহে। মাংস-প্রিয়জাতির নিকট জন্তুর হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক অপরিচিত নহে। কিন্তু শাকান্নভোজী বাঙ্গালীর ছেলে উহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পায়।

বাস্তবিক, cell (histological unit) অর্থে অন্য একটি শব্দ রাখিলে অনেক স্থলে কোষ শব্দটি ঠিক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরে anther-cell, cells of the ovary, উল্লেখ করিয়াছি। এ সকল স্থলে cell অর্থে কোষ বুঝি; কোষ অর্থে খড়্গাদির খাপ, পোকার গুটি, সিন্দুকটা, কাঁটালের কোষ, অণ্ডকোষ প্রভৃতির আবরণ কিম্বা আবরণ সহিত দ্রব্যবিশেষ বুঝি। Amœba is a cell, the cell has no wall—ইত্যাদি স্থলে cell কোষ বা আবরণ করিলে বিজ্ঞানসম্মতও হয় না, সামান্য অর্থসঙ্গতও হয় না। cell অর্থে কোষ না করিয়া কি করা যাইতে পারে, তাহা ভিন্ন কথা। কিছুই না

জুটে, সেগুলি রাখুন। পূর্ব্বকালে cell এদেশে অজ্ঞাত ছিল, কাজেই তাহার প্রতিশব্দও নাই। যখন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতেই হইবে, তখন cellএর প্রধান গুণ বা ক্রিয়া ধরিয়া কোষ হইতে পৃথক্ করুন। কি জানি কেন, সংস্কৃত কল শব্দটির প্রতি আমার কিছু টান পড়িয়াছে। সেই কল হইতে, কলন এবং বোধ করি, বাঙ্গালা কল (অঙ্কুর) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ, tissue অর্থে কেহ কেহ তন্ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাই না; tissue—aggregates of cell, তন্তু—সূত্র। সূত্র বা তন্তু aggregate of cell বটে, কিন্তু সকল রকম tissue নহে। Tissue শব্দের একটা সামান্য অর্থ আছে,—a textile fabric। বোধ করি, তন্তুবায়েরা কাপড় বোনে বলিয়া tissue অর্থে তন্তু হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক, fibrous tissue অর্থে তন্তুময় বা তান্তবিক বা তন্তু, কিন্তু অংশুময় বা আঁশাল বা সূত্রময় তন্তু করিলে হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে।

কিন্তু এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। কোষ শব্দটা প্রায় চলিত হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, আমি নিজেই কোন কোন প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। এখন উহাকে পরিবর্ত্তন করা চলে কি? এই তর্কের অর্থ এই যে, একবার কি দুইবার কি দশবার কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন বিধেয় নহে। এই বিধিকে সামান্য বিধি বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কিম্বা ইংরাজি ভাষায় এই বিধি দেখিতে পাই না। যোগের লয় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, জৈববিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গলায় চলিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি চলিত হয়, তবে এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা হইবে। দুই একখানা আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি ডাক্তারি বহিতে, আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি "নেটিভ ডাক্তারের" নিকট কোন কোন শব্দ চলিত বোধ হইলেও জনসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। এই তর্ক এখানে তুলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যজ্ঞবাবুর অনেকগুলি শব্দই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পরে তাহা বলা যাইতেছে। এখন tissue শব্দের একটা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রস্তাব করিয়া অন্য বিষয়ে যাই। সুশ্রুতে সপ্তকলা আছে। কলা শব্দে, কোন বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ বুঝায়। সুশ্রুতের কলা শব্দ ঠিক tissue নহে। * কিন্তু মাংসধরা মেদোধরা আছে। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, পুরাতন জ্ঞানের সহিত আধুনিক বিদেশীয় জ্ঞানের ঐক্য অল্প। কাজেই পুরাতন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা প্রসার না করিলে অল্প শব্দ আধুনিক অর্থে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, tissue অর্থে কলা করিলে মন্দ হয় না; cellular tissue—কলময় কলা, তত ভাল শুনায় না বটে, কিন্তু তত মন্দই বা কি? কিন্তু cell অর্থে কোষ এত চলিত হইয়াছে যে, তাহাকে অনেকেই পরিত্যাগ করিতে

---

* Tissue অর্থে বরং ধাতু রাখা চলিত। কিন্তু ধাতু—metal বহুপ্রচলিত। একটা শব্দ নানার্থে প্রয়োগ না করাই ভাল।

সম্মত হইবেন না। কাজেই উপরের তর্ক বৃথা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কোষ শব্দই গ্রহণ করিতে হইল।

প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি শব্দ যদি বা সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক কোন প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাই না। আয়ুর্ব্বেদে পাঁচ ছয় শত উদ্ভিদের নাম ব্যতীত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্যান্য বিষয়ের শব্দ পাওয়া যায় না। ভবিষ্য পুরাণে না কি একটি অধ্যায়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বর্ণিত আছে * কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। সেইরূপ বায়ুপুরাণাদি কোন কোন পুরাণে কয়েকটি প্রাণীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণীর লক্ষণ ব্যতীত কেবল নাম দ্বারা প্রাণীর নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

এখন প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের অনুসন্ধান করা যাউক। প্রথমেই ডাক্তারি বহি মনে আসে। বাঙ্গালায় দুই একখানি Human Anatomy এবং Physiology আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা না বাঙ্গালা না ইংরাজি। এ কথা যে কেবল পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, এমন নয়। যেখানে বাঙ্গালা ভাষা দেখিতে পাইবার আশা করা যায়, সেখানেও ডাক্তার লেখকগণ বঙ্গভাষার প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন। †

---

* বিশ্বকোষের ভবিষ্যপুরাণ বর্ণনা।

† পাছে কেহ ইহাকে অতিশয়োক্তি মনে করেন, এই নিমিত্ত দুই একখানি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃত অংশ খুঁজিয়া বাহির করা হয় নাই; যাহা সম্মুখে পড়িল, তাহাই দেখান গেল।

"পাকাশয় রস নিঃসরণের স্নায়ু কৌশল innervation of the gastric juice—ভক্ষ্য দ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে গ্যাসট্রিক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, একটি পালকের দ্বারা কৌশলক্রমে যাহা বহির্গত করা যায় তাহা অতি অল্প, এই রস দিবারাত্রে ১০ হইতে ২০ পাইন্ট পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।"

"যে সকল বিষয় বা ভাব আমাদের মনোমধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হয়, উর্দ্ধমস্তিষ্কদ্বারা আমরা তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি, এবং উহা দ্বারা সে সকল বিষয়ের অবস্থানুসারে আমরা তাহাদিগকে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া থাকি।"

অন্যত্র, "অঙ্গস্থ পদার্থ সমূহের এইরূপ পুনর্জ্জন্ম ও পুনঃ স্থাপনের জন্য মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য"। ইত্যাদি।

আর একখানি ডাক্তারি বহি দেখিতেছি। সংস্করণ—দ্বিতীয়। পলসেটিলা সম্বন্ধে লিখিত আছে, "স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরে এই ঔষধের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।" মস্তকের উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে আছে, মাথা নীচু করিলে মাথা ঘোরা, যেন মাতাল হইয়াছে। বসিলে প্রাতঃকালে উঠিলে মাথা ঘোরা। * * পেট পুরিয়া খাইলে ও মেদবৃদ্ধ খাদ্য জন্য মাথা ধরা। দপ দপ করা ও চাপ বোধ হয়।" ইত্যাদি। গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা মনে করিতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঔষধগুলির ইংরাজি নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সেগুলি পর পর সাজান হইয়াছে। এইরূপে "হ্যামেমেলিস্" গ্রন্থের প্রায় মধ্যস্থলে বসিয়াছে।

আর একখানি গ্রন্থ দেখিতেছি। এখানি ডাক্তারি নয়, কিন্তু কোন ডাক্তারের লিখিত। জলের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে,

"অনঙ্গারক (ও) অঙ্গারক) অ্যামোনিয়া (Inorganic or Free and Organic or Albuminoid Ammonia)—জলে অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা জীবজ পদার্থ দ্রব থাকিলে উহা পানের অনুপযোগী হয়।"

যাহা হউক, এখন পারিভাষিক শব্দ আমাদের আলোচ্য। এই সকল ডাক্তারি পুস্তকে পারিভাষিক শব্দের অনেকগুলি কিম্ভূতকিমাকার। কোন কোন ইংরাজি শব্দের এমন ভাষান্তর করা হইয়াছে যে, অর্থগ্রহ করা দুরূহ। যথা,

Physiology শারীর-বিধান-তত্ত্ব
element সূক্ষ্ম পদার্থ
bodies of simple composition কতকগুলি সামান্য পদার্থ
reproduction পুনর্জন্ম
degeneration অপকৃষ্টতা
discoid (cell) গ্রহের মত
homogeneous স্বচ্ছ
tubules নলীর আকার পদার্থ
nucleus মূল
impressions চৈতন্য

অন্য একখানি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

structute নির্ম্মাণ
physical properties ভৌতিক গুণ
development উৎপাদন
circumduction, rotation সরকমডকশন, রোটেশন্
small intestines ক্ষুদ্র তন্ত্র সকল, ইত্যাদি

এই পুস্তকে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা সাহায্য পাইবার আশা নাই।

প্রাণিবৃত্তান্ত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। এখানি ক্ষুদ্র; কেবল vertebrate জন্তুর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু যে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দুই একটা ব্যতীত তাহাদের সকলগুলিই ভাল বোধ হইল। অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত অথচ সুবোধ্য। মাস্টার ন্যায় দুই একটা শব্দ মাত্র বাঙ্গালা। ইহাতে cartilageকে উপাস্থি বলা

...ভূত নিরেট পদার্থ (dissolved soilds) জলমাত্রেই খনিজ ও অঙ্গারক নিরেট পদার্থ আনুপাতিক পরিমাণে নিরেট হইয়া রহে।"

এইরূপ, hardness of water—জলের কাঠিন্য, distillation—পরিস্রুতকরণ. water supply—জলের সরবরাহ, filtration ছাঁকন, water-vapour—জল-বাষ্প, resins—বৃক্ষ-নির্য্যাস, essential oils—গন্ধোৎপাদক তৈল, fermentation—উৎসেচন প্রক্রিয়া, organic acid—অঙ্গারক দ্রাবক, active principle of a plant—উদ্ভিদের সক্রিয়-সারাংশ, ইত্যাদি। এ সকল শব্দ যাহাই হউক, "ম্যাগ্নেসিয়া"র আ টুকু বিসর্জ্জন করিলে ভাল হয়। জলপ্রতিবর্ত্তে 'জ্ব' করিলে ক্ষতি কি?

হইয়াছে। সুশ্রুতে তরুণাস্থি আছে। বোধ করি, তরুণাস্থি পারবর্ত্তে উপাস্থি করিলে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত অধিক মিলে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্‌বিচার আছে। কিছুকাল এই পুস্তক বঙ্গবিদ্যালয়ে পঠিত হইত। যিনি এই পুস্তক দেখিবেন, তিনিই পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে যদুবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ পাইবেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কলিত শব্দ প্রায়ই বড় বড়, এবং সমাসজাত ও সন্ধিজাত; এজন্য সহজবোধ্য নহে। অধিকাংশ স্থলে ইংরাজি শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত যোগ করা হইয়াছে; যথা, নিরাট কন্দ rhizome), ঝালরিত বা জালবিশিষ্ট। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে; যথা, spike—মঞ্জরী, inflorescence—গুচ্ছ। কোন কোন স্থলে এরূপ অর্থবিকার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থবিকার বাঞ্ছনীয় নহে। ইংরাজি শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে গিয়া যদুবাবু ভাল পথ ধরেন নাই। পূর্ব্বে reniform—বৃক্কাকার, cordate—হৃৎপিণ্ডাকার শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। এইরূপ, carpel—কলাণু, stigma—চিহ্ন, cell—কোষ, tissue—তন্তু।

যদুবাবুর উদ্ভিদ্‌বিচার প্রথমবার প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে ওয়াট সাহেব "উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রথম সোপান" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বহিখানি ইংরাজিতে লিখিয়া হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে দেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের পূজ্যপাদ অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহার পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে সাহায্য করেন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, "উদ্ভিদ্‌বিচারে প্রযুক্ত সংজ্ঞাসকলের প্রতিশব্দের প্রায় সম্যগভাববশতঃ অনুবাদকার্য্য অতি কঠিন হইয়াছে। * * * ইংরাজি পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির প্রতিশব্দ যে স্থলে প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে ইংরাজি শব্দও দেওয়া হইয়াছে।" যাহা হউক, দেখা যায়, যদুবাবুর ও ওয়াটসাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল এক নহে। কি কারণে যদুবাবুর সঙ্কলিত সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত নাই। যে কারণেই হউক, ওয়াটসাহেবের গ্রন্থের অনেক পারিভাষিক শব্দ যদুবাবুর সঙ্কলিত শব্দ অপেক্ষা সহজবোধ্য হইয়াছে। কতকগুলি তেমন ভাল বোধ হইল না। উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ প্রদর্শিত হইল।

reproduction	পুনরুৎপাদন	node	পর্ব্বসন্ধি (?)
cell	বুদ্‌বুদ	internode	পর্ব্ব (?)
tissue	গ্রন্থন	rhizome	মূলাকার কাণ্ড
plumule	প্লুমিউল	corm	গুঁড়ি কন্দ

stipule পত্রশল্ক　　corolla অন্তরাবরণ
calyx বহিরাবরণ　　petal পুষ্পদল বা পাবড়ি
sepal বহিশ্ছদ　　carpel কিঞ্জল্ক ?)

স্টুমিউলের ন্যায় অনেক ইংরাজি শব্দ যথেচ্ছক্রমে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচিত হইলেও ইংরাজি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

"বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জবিদ্যা"-নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন ইংরাজি পুস্তক হইতে ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুবাদ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি "পণ্ডিত" হইলেও দীর্ঘ দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। বরং চলিত বাঙ্গালার দিকেই ইঁহার বেশী টান দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, প্রশ্নসহিত ১০০ পৃষ্ঠা মাত্র। তদ্ভিন্ন, বর্ণিত বিষয়ও অল্প। এই পুস্তক হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

herbarium পুষ্পাধার পুস্তক　　fusiform root চেকুয়াবৎ মূল
conservatory হরিৎ গৃহ　　oblong (leaf) বাদামিয়া
woody কাষ্ঠময়　　food পথ্য
herbaceous তৃণময়　　corolla পাকড়ী
annual হায়নী　　light দীপ্তি, প্রকাশ
bud কলিকা

বোধ করি, জীববিদ্যাবিষয়ক সকল পুস্তকের সংখ্যা পাওয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি দ্বারা আবশ্যক সকল শব্দ নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্যও অল্প। বালকপাঠ্য প্রথম পুস্তকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক হইতে পারে, কেবল সেই শব্দগুলি নির্ব্বাচিত হইল। জীববিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি সামান্য বিষয় লইয়া মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিত হইতে দেখি। এই সকল প্রবন্ধদ্বারা পারিভাষিক শব্দ বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। এস্থলে এরূপ কতকগুলি শব্দ পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে যেমন লেখকগণের সাহায্য হইবে, তেমনই শব্দগুলির স্থায়িত্ব ঘটিবে। এ নিমিত্ত প্রথমে এরূপ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। কোন কোন শব্দ কেন নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বিশেষতঃ, চলিত অর্থাৎ কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু পূর্ব্বের মত সকল শব্দ বিচার করিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না, এবং বোধ করি, পত্রিকাসম্পাদকও স্থান দিতে চাহিবেন না। এই হেতু, পাঠকবর্গের হস্তে সংজ্ঞাগুলির ভাগ্য ন্যস্ত করিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিতেছি। এই যে সহস্রাধিক শব্দ সঙ্কলিত হইল, তাহাদের যে সকলগুলিই সকলের মনোমত হইবে, এমন আশা নাই। কোন কোন শব্দের পরিবর্ত্তে উত্তম শব্দ

পাইলে আমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। পরিশেষে বক্তব্য যে, যে যে ডাক্তার মহাশয়ের গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহাতে তাঁহারা লেখকের দ্বেষভাব অনুমান করিবেন না। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

BIOLOGY জীব বিদ্যা

Zoology প্রাণিবিদ্যা
Botany উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
natural history প্রাণি-বৃত্তান্ত
,, of plants উদ্ভিদ্ বৃত্তান্ত
terminology পারিভাষিক সংজ্ঞা
nomenclature নামকরণ
,, binomial দ্বিনাম সংজ্ঞা
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ
organism অঙ্গী
organised দেহবদ্ধ
unorganised অদেহবদ্ধ
organic (compound) জৈব
inorganic অজৈব
organic being জীব
organisation সাঙ্গীভবন
mineral পার্থিব, খনিজ
mineral (in minerology) মণি
morphology অঙ্গ সংস্থান
members দেহ-দেশ
classification শ্রেণীবিভাগ
kingdom রাজ্য
phylum দেশ

class শ্রেণী
group দল
division ভাগ
family বংশ
series পংক্তি
order বর্গ
sub-order অনুবর্গ
natural order সহজবর্গ
artificial order কৃত্রিমবর্গ
tribe গোষ্ঠী
genus গণ
species জাতি
variety ভেদ, প্রকার
race বর্ণ
cohort কুল
type আদর্শ
anatomy শারীর সংস্থান
dissection ছেদন
dissecting instrument শস্ত্র
forceps সন্দংশ যন্ত্র
tissue কলা
cell কোষ

---

* এখানে আর একটি কথা মনে পড়িল। নব্য-জাপান পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অনুশীলন করিতেছেন, অথচ পাশ্চাত্য ভাষারূপ বিষম জঞ্জাল ভোগ করেন না। সেখানে পারিভাষিক সংজ্ঞাসমস্যা কিরূপে পূরণ করা হইয়াছে, তাহা কোন কৃতবিদ্য জাপানপ্রত্যাগত বাঙ্গালী আমাদিগকে সবিস্তারে জানাইলে আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা লঘু হইতে পারে।

histology কলাসংস্থান
microscope অণুবীক্ষণ যন্ত্র
magnifying glass বিপুলদর্শক
pocket lens দৃষ্টিকাচ
section ছেদ, ছেদন
,, transverse তির্য্যক্, অনুপ্রস্থ
,, longitudinal ঊর্দ্ধাধঃ অনুদৈর্ঘ্য
,, tangential পার্শ্বিক
protoplasm জৈবনিক
viscid সান্দ্র
liquid দ্রব
fluid তরল
nucleus নাভি
nucleolus নাভিক
vacuole বিলক
contractile সঙ্কুচিষ্ণু
contractility সঙ্কুচিষ্ণুতা
stimulus উত্তেজনা
response উত্তর
irritability উত্তেজিতত্ব
structure রচনা
structureless হীনরচন
differentiation বিষমীভবন, স্বগতভেদ
homogeneous সমজাত
homogeneity সমজাততা, সামজাত্য
heterogeneous বিষমজাত
proteid প্রোতিদ
carbohydrate কার্ব্বোহাইড্রেট
fat, oil বসা তৈল
salt লবণ
symmetry সমমাত্রা, সৌষ্ঠব
symmetrical সমমাত্রিক, সুষ্ঠু

bilateral দ্বিপার্শ্বিক
median মাধ্যিক
physiology জীবনবিদ্যা, প্রাণতত্ত্ব
vegetative দৈহিক
reproductive ঔৎপত্তিক
nutrition পোষণ
growth বৃদ্ধি
metabolism পরিণাম
anabolism অনুলোম পরিণাম
katabolism প্রতিলোম পরিণাম
metabolic পরিণামী
respiration শ্বাসকর্ম্ম
inspiration অন্তঃশ্বসন
expiration বহিঃশ্বসন
digestion পরিপাক
digested জীর্ণ
ingestion আহরণ
ingesta আহৃত দ্রব্য
egesta নির্হৃত দ্রব্য
assimilation সমীকরণ, দেহসাৎকরণ
absorption শোষণ
secretion নিঃসারণ, রস
excretion মলত্যাগ, মল
energy শক্তি
kinetic energy ব্যক্তশক্তি, চরশক্তি
potential epergy অব্যক্তশক্তি, স্থিরশক্তি
oxidation দহন
waste ক্ষয়
repair পূরণ
decomposition বিয়োজন
putrefaction পূতি
putrefactive পূতিকারক

ferment কিণ্ব
enzyme ক্লিম (?)
fermentation সন্ধান
fermented সন্ধিত
automatism স্বতঃপ্রবৃত্তি
environment পারিপার্শ্বিক
adaptation সংবিধান
homology সংস্থানসাম্য
analogy বৃত্তিসাম্য
homologous সমসংস্থান
analogous সমবৃত্ত
mode of life জীবনক্রম
parasitism পরজীবিত্ব
saprophytism মৃতজীবিত্ব
symbiosis অন্যোন্যজীবিত্ব
holophytic উদ্ভিদ্বৎ
holozoic প্রাণিবৎ
perspiration } প্রস্বেদ
transpiration }
chemiotaxis রসরুচি
atrophy ক্ষীণতা (?)
vestige চিহ্ন
biogenesis জীবোৎপত্তি
abiogenesis অজীবোৎপত্তি
reproduction উৎপত্তি
asexual or agamogenetic অনুদ্বাহিক
sexual or gamogenetic উদ্বাহিক
vegetative দৈহিক
gametes জম্পতী
male পুং
famale স্ত্রী
zygot কলল

spermatozoon শুক্রাণু
ovum ডিম্বাণু
spore রেণু
spermary শুক্রাশয়
ovary ডিম্বাশয়
gemmation কুট্মলোদ্গম
conjugation সংগম
fertilisation গর্ভাধান
impregnation নিষেক
cross-fertilisation পরনিষেক
self-fertilisation স্বনিষেক
parthenogenesis কানীনতা
polyandry বহুভর্তৃত্ব
polygamy বহুভার্যত্ব
dioecious একলিঙ্গভাক্
monoecious দ্বিলিঙ্গভাক্
hermaphrodite (bisexual) দ্বিলিঙ্গ
neuter ক্লীব
sterile বন্ধ্যা
hybrid সঙ্কর
hybridisation সঙ্করোৎপত্তি
variation প্রকরণ
heredity কুলসংক্রমণ
alternation of generations পুরুষপর্যায়
polymorphism বহুরূপত্ব
homomorphism একরূপত্ব
dimorphism দ্বিরূপত্ব
theory আগম, মত, বাদ
practice প্রয়োগ, যুক্তি
embryo ভ্রূণ
embryology ভ্রূণবিদ্যা
development পূর্ণতা, ব্যক্ততা

cell aggregate কোষসমষ্টি
colony সংঘ
division বিদরণ
fusion সম্মিলন
formation নির্ম্মাণ
multiplication বৃদ্ধি
membrane কোষাবরণ
distribution নিবসন
habitat নিবাস
palœontology প্রত্নজীববিদ্যা
palæophytology প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যা
palœozoology প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা
fossiles জীব শেষ
rocks প্রস্তর
archean আদিম
primary, secondary, tertiary, quaternary, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি
fauna প্রাণিনামমালা, প্রাণিতা
flora উদ্ভিদ্‌নামমালা, উদ্‌ভিত্তা
theory of evolution ক্রমবিকাশমত, অভিব্যক্তিবাদ
solid কঠিন
smooth শ্লক্ষ্ণ, মসৃণ
coarse খর
bright স্নিগ্ধ
dull রুক্ষ
soft মৃদু
hard কঠোর
stationary স্থির
moving সর, চল
slimy পিচ্ছিল
frothy ফেনিল
relaxed শিথিল
constricted সংরুদ্ধ
independent স্বতন্ত্র
dependent পরতন্ত্র
colour বর্ণ, রঙ
pigment রঞ্জক
hollow সুষির, শূন্যগর্ভ
solid সারগর্ভ
symbol দ্যোতক, প্রতিরূপ
synopsis সারসংগ্রহ
system পদ্ধতি
systematized পদ্ধতিবদ্ধ
vertical লম্বরূপ, ঊর্দ্ধাধর
tissue কলা
epithelium অন্তস্ত্বক্
epidermis আদিত্বক্
integument ত্বক্
cuticle কৃত্তিক
dermis অধস্ত্বক্
exoskeleton বহিঃকঙ্কাল
endoskeleton অন্তঃকঙ্কাল, পঞ্জর
bone tissue অস্থিকলা
bone অস্থি
medulla মজ্জা
cartilage তরুণাস্থি, উপাস্থি
connective tissue যোজন কলা
tendon স্নায়ুরজ্জু
muscle পেশী
striated সরেখ
nonstriated অরেখ
fatty tissue মেদ কলা

nerve বাতনাড়ী
nerve cell বাতকোষ
nerve fibre বাতসূত্র
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ
function বৃত্তি, কর্ম্ম
gland গণ্ড (?)
plexus গ্রন্থি
blood corpuscle রক্ত কণিকা
red blood corpuscle লোহিত কণিকা
hæmoglobin হিমোগ্লোবিন
tencocyte শ্বেত কণিকা
yolk কুসুম, অণ্ডপীত
white of egg অণ্ডলাল
albumen অণ্ডিন
system মণ্ডল
integumentary ত্বক্‌মণ্ডল
alimentary অন্ননালী মণ্ডল
mouth cavity মুখবিবর
pharynx শৃঙ্গাটক
skeletal system কঙ্কাল মণ্ডল
gullet অন্ননালী
gizzard আমাশয়
crop চারা ঘর
viscera কোষ্ঠ
stomach আমাশয়, অন্নস্থালী
intestine অন্ত্র
,, small তনু-অন্ত্র
,, large পৃথু-অন্ত্র
saliva লালা
salivary gland লালাগণ্ড
liver যকৃৎ
bile পিত্ত

secretion নিঃসরণ, স্রাব
(bile) duct (পিত্ত) বহ
pancreas ক্লোম (?)
pancreatic juice ক্লোম রস
lacteal রসনলী
thoracic duct রসবহ নাড়ী
lymph লসীকা
blood vessel রক্তনাড়ী
vein শিরা (?)
artery ধমনী (?) রোহিণী
capillary কৈশিকনলী, কৈশি
lymphatic লসীকাবহ
gills ফুলকো
lung ফুসফুস্
trachea কণ্ঠনালী
heart হৃৎপিণ্ড, হৃদয়
auricle কোষ্ঠ
ventricle উদর
valve কবাট
circulation of blood রক্তচলন
urine মূত্র
urea মূত্রীয়, উরিয়া
uric acid মূত্রিকাম্ল, উরিকাম্ল
kidney মূত্রযন্ত্র, বৃক্ক
bladder মূত্রাশয়
ureter মূত্রবহ
nervous system বাতমণ্ডল
ganglion বাতগণ্ড
brain মস্তিষ্ক
convolutions আবর্ত্ত
spinal chord বাতরজ্জু, সুষুম্না (?)
sympathetic ইড়া (?)

cerebrum মস্তিষ্ক
cerebellum অনুমস্তিষ্ক
optical চাক্ষুষ
auditory শ্রাবণ, শ্রৌত
olfactory ঘ্রাণ
gustatory রাসন
sensation চেতনা
sense organ ইন্দ্রিয়
eye-ball অক্ষিগোল
cornea স্বচ্ছপটল
iris ছাদক
sclerotica শ্বেতপটল
lens অচ্ছক, অক্ষকাচ
choroid কৃষ্ণপটল
retina অক্ষিপট, আলোচক
aqueous humour জলীয় রস
vitreous ,, কাচপ্রভ রস
pupil (অক্ষি-) তারা, কনীনিকা
peripheral প্রান্তস্থ
central মধ্যস্থ
afferent মধ্যগ
efferent প্রান্তগ
refraction of light আলোক-বিবর্তন
refractive medium আলোক-বিবর্তক
curvature বক্রতা
radius of " বক্রতাব্যাসার্দ্ধ
ear কর্ণ
outer বহিঃকর্ণ, কর্ণপত্র
middle মধ্যকর্ণ
inner অন্তঃকর্ণ
eustachian tube যুষ্টেশন নালী
tympanic membrane কর্ণপটহ
auditory ossicle শ্রাবণ অস্থিক
extenal auditory pasage কর্ণকূপ
labyrinth গহন
cochlea কম্বু, কর্ণকম্বু
larynx স্বরযন্ত্র
vocal chords স্বরতন্ত্রী
skull করোটী, কর্পর
spinal column পৃষ্ঠবংশ
vertebra কশেরুকা
cervical গ্রৈব
thoracic উরস্য, ঔরস
sternal বুক, বৌক্ষ
lumbar কটি, কাট্য
caudal পৌচ্ছ
jawbone চোয়ালের হাড়
upper jawbone হন্বস্থি
lower jawbone চিবুকাস্থি
clavicle কণ্ঠাস্থি
pelvis বস্তি
sacrum ত্রিক
coccyx চঞ্চ্বস্থি
rib পর্শুকা, পাঁজরা
joint সন্ধি
ligament বন্ধনী
sternum বুকাস্থি
humerus প্রগণ্ডাস্থি
thigh উরু
leg (shank) জঙ্ঘা
calf of leg পিণ্ডিকা
foot পদ
femur উরু-অস্থি
knee-cap জানু-কলক

tibia অনুজঙ্ঘাস্থি
fibula অগ্রজঙ্ঘাস্থি
radius অনুপ্রকোষ্ঠাস্থি
ulna প্রকোষ্ঠাস্থি
digit অঙ্গুলি
finger করাঙ্গুলি
toe পাদাঙ্গুলি
carpus মণিবন্ধাস্থি
metacarpus করভাস্থি
phalanges অঙ্গুলাস্থি
tarsus গুলফাস্থি
metatarsus প্রপাদাস্থি
heel গুলফ
perissodactyle একাঙ্গুল
artiodactyle যুগাঙ্গুল
nail নখ
hoof খুর
dentine রদিন
enamel কচক
cement সংধা
crown of tooth শিরঃ
neck „ কন্ধি
root „ মূল
pulp cavity মজ্জাকোটর
milk tooth দুধে দাঁত
dentition দন্তপাটী
incisor কর্ত্তনদন্ত
canine শ্বদন্ত, শৌবন দন্ত
premolar উপচর্ব্বণ দন্ত
molar চর্ব্বণদন্ত
bicuspid দ্বিপিণ্ডী
carnassial মাংসকুন্তদন্ত

dental formula দন্তন্যাস
baben plates (of whale) তালুপট্ট
folds of enamel কচকচ্ছদ
palate তালু
soft palate কোমল তালু
gum মাড়ী, দন্তমাংস
rumen or paunch ঘেসো, প্রথম কোষ্ঠ
reticulum মৌচাক, দ্বিতীয় কোষ্ঠ
psalterium তাশপেতো, তৃতীয় কোষ্ঠ
abomasum or rennet stomach
আমাশয়, চতুর্থ কোষ্ঠ

membrane ঝিল্লি
mucous membrane শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি
hair কেশ
follicle কেশগর্ভ
cilia রোম
medusa রাবণছাতা
spicule শূচী
chitin কঙ্কাকন
bristle শূক
horny substance শৃঙ্গীয় পদার্থ, শৃঙ্গিন
calcareous চূণে, চূর্ণকময়
tapeworm ফিতাকৃমি
host পালক
final host অন্ত্যপালক
intermediate host মধ্যপালক
parasite পরজীবী
parasitic পরজীবিক
external parasitism বাহ্যপরজীবিত্ব
internal „ অন্তঃপরজীবিত্ব
metamorphosis রূপান্তর
bladder (bladdershaped part of

the body) ভুজ
hook বড়শি
sucker শোষক
segment খণ্ড
annular চক্রাকার
cyst থলী, স্যাক
adult বয়স্ক
shell খোলা
valve of shell কপাট
ventral " উদরের
dorsal " পৃষ্ঠের
lateral " পার্শ্বের
hinge কবজা, সন্ধি
hinge teeth সসন্ধি দন্ত
mantle বেষ্টন
mantle lobes বেষ্টনকর্ণ
body wall দেহপ্রাকার
star fish তাঁরা মৎস্য
ray ভুজ
five-rayed পঞ্চ ভুজ
anal aperture গুহ্য
buccal aperture মুখছিদ্র
arm (of star fish) ভুজ
internal cavity বিবর
sea urchin সিন্ধুকণ্টকী
spines কাঁটা
tentacles ভুজ
pupa কোষস্থ
chrysalis কোষস্থ
nymph বাচ্চা
imago অব্যক্ত
thoracic legs বুকের পা

abdominal legs পেটের পা
cocoon গুটী, কোষ
bee মৌমাছি, মধুমক্ষিকা
wasp ভীমরুল, বলটা
neuter ক্লীব, বন্ধ্যা
worker শ্রমিক
soldier সৈনিক
carapace চাল
tubular নলাকার
cylindrical নলাকার
annular চক্রাকার
flatenned চিপট
web of spider মাকড়সার জাল
spinneret (তন্তুবপক)
duct নলী
spinning gland সুতাকাটা থলী
spider's thread মাকড়সার সুতা
symmetry সৌষ্ঠব
symmetrical সুষ্ঠু
bilateral symmetry দ্বিপার্শ্বিক সৌষ্ঠব
ray-fish চাঁদা-মাছ
crab কাঁকড়া
shrimp চিংড়ি, হক্কাক
centipede শতপদী
millipede সহস্রপদী
insect পতঙ্গ
scorpion বিছা
itch mite খোসের পোকা, কচ্ছুকীট
cephalo-thorax শিরোবুক
shield-plate চাল
appendage উপাঙ্গ
articulated জোড়া, যুক্ত

cockroach আরশুলা
mantis গঙ্গা ফড়িঙ
cicada উচ্চিংড়ে
locust পঙ্গ
grass hopper উচ্চিংড়ে, ঝিঁঝিঁটি
cricket ঝিঁঝিঁ পোকা
dragon fly ফড়িঙ
leaf-louse পাতার পোকা, পত্রকীট
flea ডাঁস
gnat মশা
fly মাছি
butterfly } প্রজাপতি
moth
wings পাখা, পত্র, ডানা
wing cases পাখার ঢাকনি
membranous ঝিল্লিবৎ
facetted eyes বহুপার্শ্ব চক্ষু
simple eyes সামান্য চক্ষু
antenna শুঙ্গ, রেফ
tapering শুণ্ডাকার
moniliform মালাকার
club-shaped গদাকার
pectinate চিরুণীর মত, কাঙ্কত
plume পালক
mandible দংশনোষ্ঠ
palp স্পার্শন
maxilla চর্ব্বনোষ্ঠ
labrum ওষ্ঠ
tarsus গোড়ালি
swimming paddles সাঁতরাইবার পা
walking legs চলিবার পা
preh ensile ধারণক্ষম

burrowing খননশীল
nerves of wings পাখার শিরা
balancers (halters of diptera) অরিত্র *
wingless পক্ষহীন
proboscis (of butterfly) শুঁড়
metamorphosis রূপান্তর
complete পূর্ণ
incomplete আংশিক
jointed legs জোড়া পা, সপর্ব্ব পদ
unjointed legs অজোড়া পা, অপর্ব্ব পদ
grub পোকা
maggot পোকা
larva পোকা, বর্ব্বর
caterpillar পোকা, কপনা
terrestrial ভূচর
aquatic জলচর
marine সমুদ্রচর
freshwater animal নদীচর
lacustrine হ্রদচর
bivalved জুখোল, দ্বিকপাট
mussel ঝিনুক
oyster ঝিনুক, শুক্তি
univalved এক কপাট
univalved shell fish এক কপাট ঝিনুক
cuttle fish সমুদ্রাক্ষিত (ফিক্সা)
pearl মুক্তা
pearl-mussel মুক্তাশুক্তি
spiral কুণ্ডল, কুণ্ডল
helix ব্যাবর্ত্ত
rudimentary প্রাথমিক, অপূর্ণ, আদ্য
external shell বহিঃকবচ
internal shell অন্তঃকবচ

shark হাঙ্গর
frog বেঙ, ভেক
newt গোসাপ
salamander গিরগিটি
lizard টিকটিকি, কৃকলাস
crocodile কুমীর
tortoise কচ্ছপ
turtle
gill flaps কান্‌কো
scales আঁশ, শল্ক
tadpoles বেঙাচি
fins পাখনা
,, pectoral কাঁধের
,, abdominal পেটের
,, caudal ফিচে, লেজা
,, dorsal পিঠের
chamæleon বহুরূপী
tree-snakes গেছো সাপ
fresh water snakes জলো সাপ
sea-snakes সমুদ্র সাপ
grass snakes ঘেসো সাপ
venomous সবিষ
harmless নির্বিষ
poison gland বিষস্থলী
viviparous জরায়ুজ
oviparous অণ্ডজ
hibernation হিমশয়ন
webbed feet যুক্তপদ
web footed জালপাদ
horny scales শৃঙ্গীয় শল্ক
bony scales অস্থীয় শল্ক
feathers পালক
quills (of feathers) কলম
vane (,,) পুচ্ছ
umbilical aperture (of feathers)
নাড়ী ছিদ্র
feather papilla পালকের গর্ত
after shaft পরপালক
shaft যষ্টি
barb পক্ষ্মন্
barbules পক্ষ্মক
rachis ঈষা
contour-feathers পালক
down feather রোঁয়া, তুল
ostrich উটপাখী
pheasant
turkey পেরু
crane সারস
parrot
cockatoo কাকাতুয়া
parrakeet টিয়ে, তোতা
sparrow চড়ুই
crow কাক
raven
a tuft of feathers পালকগুচ্ছ
snout তুণ্ড
whales তিমি
porpoise শিশুক
dolphin
oxen (as a class) মেষ, গরু, গো
sheep ,,
antelope কৃষ্ণসার
giraffe জিরাফ
deer হরিণ

hippopotamus নদীঘোটক
seal সীল
walrus সিন্ধুঘোটক
civet cat গন্ধগোকুলা
hyæna হেঁাদড়
weasel বিজেল
otter উদবিড়াল
rats ইন্দুর
mice নেংটে ইন্দুর
hares খরগোস
rabbits
squirrels কাঠবিড়াল
porcupines সজারু
spines শল
moles মোল
shrews ছুঁচা
hedge-hog কাঁটাচুয়া
frutivorous (bat) ফলভুক্
insectivorous কীটভুক্
flat nails নখ, খনিত্র (?)
claws নখ
teat স্তন
domesticated গ্রাম্য, গৃহপালিত
wild বন্য
exotic বিদেশী
indigenous স্বদেশী
gregarious বহুচর
not gregarious একচর
classification শ্রেণীবিভাগ
invertebrata অপৃষ্ঠবংশী, অপঞ্জরী
protozoa আদ্য প্রাণী
rhizopoda ভুজপদী ×
foraminifera রন্ধ্রী
heliozoa সূচভূঙ্গী
radiolaria অংশুভৃঙ্গী
infusoria কাথজনি
flagellata প্রতোদী
ciliata রোমী
cœlenterata সুষিরান্ত্রী
porifera কূপী
spongia স্পঞ্জাদি
cnidaria কণ্ডুয়নী
actinozoa তারাভঙ্গী
hydrozoa রাবণছত্রাদি
ctenophora কঙ্কতী
echinodermata কণ্টকচর্মী
vermes কৃমি
platyhelminthes চিপিট কৃমি
nemathelminthes বর্ত্তুল কৃমি
annelida চক্রিতকৃমি
rotifera চক্রধারী
arthropoda পর্ব্বপদী
crustacea খোলকী
phyllopoda পত্রপদী
arachnida ঊর্ণনাভশ্রেণী
arachnida ঊর্ণনাভাদি
scorpionidea বৃশ্চিকাদি
myriopoda সহস্রপদী
henapoda
insecta পতঙ্গ বা ষটপদী
thynasura বলপা পিচ্ছী
orthoptera অসমপক্ষী
neuroptera শিরাল পক্ষী
rynchota

hemiptera শোষণশুণ্ডী বা অর্দ্ধপত্রী
diptera দ্বিপত্রী
lepidoptera সরেণুপত্রী
coleoptera দৃঢ়পত্রী
hymenoptera সূক্ষ্মপত্রী
aptera অপত্রী
mollusca কম্বোজ
cephalapods মুণ্ডপদী
molluscoidea কম্বোজবদাদি
tuniata কঞ্চুকী
vertebrata পৃষ্ঠবংশী, পঞ্জরী
pisces মৎস্য
leptocardii
acrania অকরোটী
cyclostomi সর্পাকৃতি
selachi নাসানিম্নমুখী
ganoidii কচকশল্কী
teleostei সাস্থিকী
dipnoi দ্বিশ্বাসী
amphibia উভচর
apoda অপদী
caudata পুচ্ছী
batrachia
anura অপুচ্ছী
reptilia সরীসৃপ
lepidosauria অপদী
ophidia সর্পবর্গ
sauri
lacertilia গোধাদিবর্গ
hydrosauria জলগোধিকা
crocodilia কুম্ভীরাদিবর্গ
chelonia কূর্ম
aves পক্ষী
carinatæ উড্ডয়নশীল
natatores প্লববর্গ
grallatores কর্দ্দমচারী
columbinæ পারাবতাদি
scansores বৃক্ষারোহী
passeres শাখাশ্রয়ী
raptoris শিকারী
ratitæ অনুড্ডয়নশীল
cursores ধাবনশীল
mammalia স্তন্যপায়ী
aplacentalia
monotremata একছিদ্র
marsupialia স্থিজরায়ুক
placentalia
adeciduata
edentata অদন্তী
cetacea তিম্যাদি
perissodactyla একখুরী
ungulata খুরী
artiodactyla সমখুরী
pachidermata স্থূলচর্ম্মী
ruminantea রোমন্থী
deciduata
proboscidea শুণ্ডী
rodentia কৃৎদন্তী
insectivora কীটভোজী
pinnipedia পত্রপদী
carnivora মাংসাশী
chiroptera করপত্রী
prosimiæ
primates পরমপ্রাণী

Botany উদ্ভিদ্বিদ্যা
organs অঙ্গ
root শিকড়, মূল
axis মেরুদণ্ড, অক্ষ
primary (root) মুখ্য
secondary গৌণ
tap (root) শুণ্ডাকার
true প্রকৃত, অন্তঃ
adventitious আগন্তুক, বাহ্য
root-cap মূলত্রাণ
root hairs মূলরোম
apex (of the root) অগ্রভাগ
cylindrical সমবর্ত্তুল
conical মোচাকার
turnip shaped বর্ত্তুলাকার
fibrous জটাকার
tuberous আলুবৎ
branched শাখান্বিত
underground ভৌম, ভূমিমগ্ন
aerial বায়ুস্থিত
 roots ঝুরি, অবরোহ
aquatic জলজ
climbing আরোহী
suction root শোষক মূল
haustoria পরভৃত মূল
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
embryo ভ্রূণ
radicle ভ্রূণমূল
plumule ভ্রূণকলি
cotyledon ভ্রূণপত্র
stem ডাঁটা, কাণ্ড, স্কন্ধ, গাঁড়
shoot গজা, ডগা, পল্লব

node পর্ব্ব (অর্থ সন্ধি)
internode অন্তঃপর্ব্ব
terete শলাকার
four-sided চতুষ্কোণ
winged সপক্ষ
two-edged দ্বিধার
growing point বৃদ্ধিস্থল
bud কলি, কলিকা
dormant সুপ্ত
terminal অগ্রস্থ
lateral পার্শ্বস্থ
axillary কক্ষস্থ
bulbil আণ্ডিকা
climbing আরোহী
twining বেষ্টিকা
tendrils আঁকড়ি, আকর্ষণী
erect উন্নত
rooting পর্ব্বমূলী
creeping বিসর্পী
creeper লতা
prostrate ভূমিষ্ঠ
procumbent শয়মান
dextrose দক্ষিণাবর্ত্ত
sinistrose বামাবর্ত্ত
furrowed নালীযুক্ত
herbaceous কোমল
woody দারুময়
herb শাক
undershrub ঝোপ, ক্ষুপ
shrub গুল্ম
tree তরু, দ্রুম
branch শাখা

twig ডগা, পল্লব
hairy সরোম
pubescent মৃদুরোম
hirsute খররোম
woolly ঊর্ণারোম
tomentose ঘনরোম
hispid কণ্টরোম
setaceous শূকরোম
scantily hairy বিরলরোম
prickle কণ্টক
thorn শল্য
prickly কণ্টকময়
thorny শল্যময়
tuber আলু
rhizome কন্দ
bulb কোলকাণ্ড, পুটকাণ্ড
corm গেঁড়, বজ্রকন্দ
runners কন্দশাখা
scales খোসা, শল্ক
globular } গোলাকার
spherical }
egg shaped অণ্ডাকার
eye of tuber আলুর চোখ
leaf পাতা, পত্র
leaflet পর্ণ
leaf-bud পত্রকলিকা
,, scale পত্রশল্ক
,, sheath পত্রবাসন
petiole বোঁটা, বোণ্ট, বৃন্ত
petiolule বৃন্তক
petioled সবৃন্ত
sessile অবৃন্ত

alternate একোত্তর
opposite অভিমুখী
decussate চতুষ্কোণী
whorled বলয়িত
channelled সনালী
semi-terete অর্দ্ধ বর্ত্তুল
decurrent অধোধাবক
winged সপক্ষ
stipule উপপত্র
phyllotaxis পত্র বিন্যাস
midrib মধ্য শিরা
nerves শিরা
veined শিরাল
palmi-nerved কর-শিরাল
net-veined জাল-শিরাল
parallel-veined সমান্তর-শিরাল
blade পত্রাংশ, ফলক
simple একপর্ণী
compound বহুপর্ণী
decompound অতিবহুপর্ণ
pinnate পক্ষাকার
pinnæ পক্ষ
pinnule পক্ষক
of the 1st, 2nd, 3rd order একশ-দ্বিশ-ত্রিশ-ক্রমিক
digitate করাঙ্গুলাকার
palmifid করছিন্ন
palmipartite করবিচ্ছিন্ন
palmisect করাতিচ্ছিন্ন
spinous কণ্টী
serrate করপত্রদন্তী
dentate দন্তী

crenate তোরণী
laciniate অঞ্চলিত
entire সম, অখণ্ডিত
margin ধার
surface পৃষ্ঠ
base মূল
apex অগ্র
lobe কর্ণ
cuneate কীলাকার
rounded বৃত্তাকার
cordate তাম্বুলাকার
sagittate বাণাকার
hastate ত্রিশূলাকার
pedate হংসপদাকার
reniform বর্বটাকার
orbicular বিম্বাকার
acute সূক্ষ্ম (অগ্র)
acuminate সশিখ
obtuse কুণ্ঠ
retuse নত
emarginate পরিনিম্ন
obcordate প্রতিতাম্বুলাকার
peltate ছত্রবদ্ধ
symmetrical সমমাত্রিক
asymmetrical অসমমাত্রিক
geminate যুগ্ম
membranous ঝিল্লিবৎ
fleshy মাংসল
coriaceous চর্ম্মবৎ
papery কাগজবৎ
needle-shaped সূচ্যাকার
flower ফুল, পুষ্প

calyx বহির্বাস, কুণ্ড
corolla অন্তর্বাস, কিরিট
stamen পুমঙ্গ
staminodium উপপুমঙ্গ
pistil স্ত্র্যঙ্গ
sporophyl রেণুপত্র
bisexual দ্বিলিঙ্গ
unisexnal একলিঙ্গ
monœcious দ্বিলিঙ্গভাক্, দ্বিলিঙ্গ (গাছ)
diœcious একলিঙ্গভাক্, একলিঙ্গ (গাছ)
androgynous স্ত্রীপুংস্ক
sepal ছদ
gamosepalous যুক্তচ্ছদ
dialy-sepalous মুক্তচ্ছদ
petal পাপড়ি, দল
achlamydeous নিষ্পুট
mono,- di-
chlamydeous এক বা দ্বিপুট
xygomorphic or monosymmetrical
একমাত্রিক
actinomorpic or polysymmetrical
বহুমাত্রিক
perianth পুট
sepaloid ছদবৎ
petaloid দলবৎ
epipetalous দলস্থ
epicalyx উপচ্ছদ
inferior অধঃস্থ
superior উপরিস্থ
hypogynous অধজাত
perigynous পরিজাত
epigynous ঊর্দ্ধজাত

thalamus পুষ্পাধি
filament কেশর
anther পরাগাশয়
anther cell পরাগকূপ
one celled একরূপ
two celled দ্বিকূপ
connective যোজক
terete শলাকার
flat চিপিটি
versatile ঘূর্ণা
basifixed তলে যুক্ত
dorsifixed পৃষ্ঠে যুক্ত
introrse অভিমুখ
extrorse অপমুখ
adnate অভিলীন
dehiscence স্ফোটন
dehiscent স্ফোটক
(dehiscing) longitudinally লম্বালম্বি
by pores ছিদ্রপথে
appendix } উপাঙ্গ
appendage }
pollen পরাগ
pollinia পরাগপিণ্ড
pollination পরাগপতন
ovary ডিম্বাশয়
carpel কপাল
monocarpellary এক কপাল
one celled এককূপ
cell of ovary ডিম্বাশয় কূপ
septa ব্যবধান
parietal পার্শ্বস্থ
basal তলস্থ

central মধ্যস্থ
placenta পরিস্রব
ovule ডিম্ব
integumeut ত্বক্
embryo-sac ভ্রূণস্থলী
micropyle ডিম্বদ্বার
style গ্রীবা
stigma মস্তক, মুণ্ড
bifurcate দ্বিশাখ
bilamellate দ্বিস্তর
globose গুলিকাকার
bifid দ্বিখণ্ডিত
clavate গদাকার
papilla অর্ব্বুদ
papillose অর্ব্বুদাকার
fruit ফল
simple অশ্লিষ্ট
compound সংশ্লিষ্ট
pericarp ফলপেশী, খোলক
epicarp বহিঃপেশী
mesocarp মধ্য পেশী
endocarp অন্তঃপেশী
stone আঁঠি, অস্থি
tough দৃঢ়
leathery চর্ম্মবৎ
dry শুষ্ক
stony অস্থিল
horny শৃঙ্গায়, শৃঙ্গবৎ
follicle অর্কীয়
legume শুঁটি, শিম্বি
capsule পেটক
drupe আম্রীয়

pome

berry কোলি, বার্ত্তাকীয়

achene বীজকল্প

nut পূগীয়

grass-fruit যবীয়

fig fruit উডুম্বরীয়

seed বীজ

testa বীজত্বক্ (অন্তঃ, বহিঃ)

albumen (endosperm) ভ্রূণান্ন

albuminous সভ্রূণান্ন

exalbuminous নিভ্রূণান্ন

mealy গুণ্ডাকার

oily তৈলময়

horny শৃঙ্গবৎ

crustaceous খোলাবৎ

orbicular বিম্বাকার

elliptic দীর্ঘ বৃত্তাকার

ovate অণ্ডাকার

oblong আয়তাকার

oblong (fruit) গোস্তনাকার

lanceolate মৎস্যাকার

linear দীর্ঘাকার

acicular সূচ্যাকার

subulate আরাকার

hairlike লোমবৎ

scalelike শল্কবৎ

colored সরঙ্গ

red লাল, রক্ত

dark-red অতিরক্ত

crimson অলক্তবর্ণ

rose-red পদ্মবর্ণ

lilac উৎপলবর্ণ

magenta গোলাপী, পাটল

orange পিঙ্গল, নারঙ্গ

yellow পীত, হরিদ্রা

strawyellow পলবর্ণ

buff হরীতকীবর্ণ

brown কপিশ, গোমূত্রবর্ণ, খদিরবর্ণ

golden yellow গন্ধকবৎ পীত

yellowish green আপীত হরিৎ

grass-green দূর্ব্বাবর্ণ

emerald-green মরকত বর্ণ

greenish আহরিৎ

greenish blue আহরিৎনীল

sky-blue আকাশবর্ণ

prussian blue হরিত নীল

light blue আনীল

dark blue অতি নীল

indigo blue নীলীনীল

violate ধূমল

purple আরক্তনীল

pink আতাম্র, পাটল

spore রেণু

thallus শর, স্তালা

bacteria বাক্‌টিরিয়া *

pathogenic রোগোৎপাদনীয়, রোগজনক

microbes or germs অণুজীব

fungus ছত্রাকাদি

mould ছাতা

lichen শিলাবাক্

alga শৈবাল

moss শৈলেয়

fern পর্ণাঙ্গ

---

* জীবাণু শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না। জীবাণু, কীটাণু পারিভাষিক নহে।

sorus　স্তোম
veil　চীরি
sporangium　রেণুভাণ্ড
micro, mega　অণু, অতি
unicellular　এককোষ
multicellular　বহুকোষ
tissue　কলা
ground tissue　মুখ্যকলা
epidermis　আধত্বক্
cuticle　কৃত্তিক
cortex　বল্ক
fibro-vascular bundle　নলিকাংশু গুচ্ছ
bast　অংশু
parenchyma　করণ্ড *
parenchymatous　করণ্ডময়
prosenchyma　সূত্রকলা †
bark　ছাল, বল্কল
stoma　নাসারন্ধ্র
guard-cells　নাসাপুট
chlorophyll　পত্রহরিৎ
　„ corpuscles　পত্রহরিৎকণা
protoplasmic strand　জৈবনিক সূত্র
starch　পালো, শ্বেতসার
starch grain　পালোদানা
simple　সামান্য
compound　সংশ্লিষ্ট
aleurone　আলুরোণ
albumen　অণ্ডিন
crystal　কলম
ethereal oil　উদ্বায়ী-তৈল

fatty oil　ঘন তৈল
resin　রজন, গালন
tannin　কষায়িন
cellulose　তুলিন
sieve tube　চালনী নলী
cork　কাক
vessel　নলী
intercellular　অন্তর্কোষিক
stinging hair　কণ্ডুরোম
gland　গণ্ড
glandular hair　গণ্ড রোম
pitted　সবিল
tracheid　উপনলিকা
annular　বলয়াকার
spiral　অলকাকার
xylem　দারু
phloem　অংশু
laticiferous　ক্ষীরবাহী
endogenous　অন্তর্জনিষ্ণু
exogenous　বহির্জনিষ্ণু
medulla　মজ্জা
medullary rays　মজ্জাধারা
annual　একবর্ষী
biennial　দ্বিবর্ষী
perennial　বহুবর্ষী
meristem　ব্যাবর্ত্তক
cambium　পরিণামী
sap-wood　পলকা কাঠ, অসার
hard wood　মাজ কাঠ, সার
inflorescence　পুষ্পমঞ্জরী
raceme　শিম্বাকার
spike　শীষ, শীর্ষাকার

* a basket, a beehive
† a spindle

panicle মন্দিরাকার
spadix পিহিতাকার
spathe পিধান
verticillaster মেখলা
capitulum বৃত্তাকার
palæ পল
umbel ছত্রাকার
involucre উপাবরণ
bract মঞ্জরীপত্র
bracteole মঞ্জরীপত্রিকা
axis ঈষা
peduncle বৃন্ত
pedicel বৃন্তিকা
thalamus or
receptacle পুষ্পাধি
gynophore কর্ণিকা
simple inflorescence অমিশ্র মঞ্জরী
compound মিশ্র মঞ্জরী
racemose অনিয়ত
cymose নিয়ত
valvate অসংবৃত
imbricate সংবৃত
flower bud পুষ্পকলিকা
bunch of flowers পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পস্তবক
thalophyta অপৃষ্ঠবংশী, স্থালরূপী
algæ শৈবালাদি
fungi ছত্রিকাদি
muscineæ শৈলেয়াদি
pteridophyta অস্তিপত্রাদি
ferns পর্ণাজাদি
lycopodium সমঙ্গা
cormophytes পৃষ্ঠবংশী
crypotogams অপুষ্পক
phanerogams সপুষ্পক
gymnosperms নগ্নলিঙ্গী
angiosperms গুপ্তলিঙ্গী
monocotyledons একভ্রূণপত্রী
dicotyledons দ্বিভ্রূণপত্রী
polypetalæ যুক্তদলী
gamopetalæ যুক্তদলা
monochlamydeæ একপুটী
hypogynæ অবজাতাদি
perigynæ পরিজাতাদি
epigynæ উজ্জাতাদি
spadicifloræ পিহিতপুষ্পা
glummiferæ তুষধারী
petaloideæ দলপুটী
menispermaceæ গুড়ূচ্যাদি
nymphœaceæ উৎপলাদি
cruciferæ সর্ষপাদি
guttiferæ নাগকেশরাদি
malvaceæ জবাদি
sterculiaceæ মুচুকুন্দাদি
rutaceæ জম্বীরাদি
meliaceæ নিম্বাদি
anacardiaceæ আম্রাদি
leguminoseæ শিম্ব্যাদি
combretaceæ অর্জুনাদি
myrtaceæ জম্বাদি
cucurbitaceæ কুষ্মাণ্ডাদি
compositæ ভৃঙ্গরাজাদি
acanthaceæ সিংহাস্যাদি
orchidaceæ রাস্নাদি
graminaceæ ধান্যাদি

ganglion বাতগ্রন্থি

convolution (of brain) বলি

সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পরিভাষা এই স্থলে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিতগণ এই পরিভাষা সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
পরিভাষাসমিতির সম্পাদক

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা।

abaxial embryo বাহ্য ভ্রূণ
absorption পরিশোষণ
accessory bud অতিরিক্ত মুকুল
accrescent বৃদ্ধিশীল
achene উপবীজ ফল
achlamydeous অপরিচ্ছদ বা নগ্ন
acotyledon অবীজপত্র
adhesion অসম সংযোগ
adnate পৃষ্ঠিক পরাগকোষ
adnate stipule সংলগ্ন উপপত্র
adventitious root আস্থানিক শিকড়
aerial root বায়বা মূল
aerial stem বাহ্য কাণ্ড
ala পক্ষ
alburnum কোমল কাষ্ঠ
alkaloid উপক্ষার
alternate leaf বিপর্য্যস্ত পত্র
amplexicaul কাণ্ডাশ্লেষি
anatropous ব্যতিক্রান্ত ডিম্বাণু
androecium পুংনিবাস
anisomerous বিষমাংশ পুষ্প
anisostemonous অসম পুংকেশরক
annual plant বর্ষজীবি উদ্ভিদ্
annular অঙ্গুরীয়াকৃতি
anther পরাগকোষ
anthophore পুষ্পবহ
apetalous অদল
apical style অগ্রীয় গর্ভতন্তু
apocarpous পৃথক্‌ফলীয়
appendage of corolla দলোপযোগ
aquatic জলীয়
arillode অপ্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
arillus প্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
auriculate leaf উপকর্ণ পত্র
axial embryo মাধ্যভ্রূণ
accuminate দীর্ঘ সূক্ষ্মাগ্র
axillary bud কাক্ষিক মুকুল
axillary stipule কাক্ষিক উপপত্র
bacca শিরারি
balausta দাড়িম্বী

basilar মূলিক
biennial দ্বিবর্ষজীবী
bifid দ্বিকর্ত্তিত
bilobed দ্বিখণ্ডিত
bilocular দ্বিগর্ভ
biparous cyme দ্বিপার্শ্ব প্রস্থ
bleached শুভ্রীকৃত
bract পৌষ্পিকপত্র
brittle ভঙ্গপ্রবণ
bud মুকুল
bud scale মুকুল শল্ক
bulb কন্দ
caducous আশুপতন
calyx কুণ্ড
calyx-tube কুণ্ডনল
cambium পরিবর্ত্তী স্তর
campanulate carolla উপঘণ্টস্রক্
campylotropous বক্রভাবাপন্ন
capillary attraction কৈশিক আকর্ষণ
capsule উপপেটক
capitale stigma উপশির চিহ্ন
capitulum শিরোনিভ
carina নৌমেরু দণ্ড
carpel কলাণু
carpellary কলাণব পত্র
carpophore কলাবহ
caryophyllaceous corolla উপলবঙ্গ স্রক্
caryopsis ধান্ত
caudicle ক্ষুদ্র পুচ্ছ
cell গর্ভ
cellular protuberence কৌষিক স্ফীতি
cells or loculi গর্ভাগার্শী বা গর্ভাগোপকোষ
central মাধ্য
centrifugal মধ্য ত্যাগী
centripetal মধ্যগামী
chalaza চতুর্শ্মিলন
charisis বিদারণব
chlorophyll পত্রহরিৎ
cicatrix ক্ষতচিহ্ন
circinate মধ্যাগ্র
circumcissile পরিভেদি
clavate যষ্ট্যাকার
claw নখর
cacnanthium বীচিশিরোনিভ
columela পুষ্পস্তম্ভ
coma কেশগুচ্ছ
complete flower সম্পূর্ণ পুষ্প
compound apocarpous fruit অনেকক পৃথক্ কলীয় ফল
compound fruit অনেকপুষ্পিক ফল
compound leaf অনেকপত্রিত বৃন্ত বা অনেকগ্রন্থিত পত্র
conduplicate মুদ্রিত
cone দেবদারবী
confluent stigma সংশ্লিষ্টচিহ্ন
connate একত্রভূ বা মিলিত
connate stipule মিলিত উপতৃণ
connective যোজক
connivent sepal অন্তর্মুখ বৃতি
contorted oestivation কুঞ্চিত পুষ্পমুকুলবিন্যাস
convolute vernation উপবর্ত্তিক পত্রমুকুল
corolla স্রক্

corolline whorl স্রগাবর্ত্ত
corm নিরাটকন্দ
corymb উপকিরীট
cotyledon বীজদল
cotyledonary বীজদলীয়
creeping stem লতানিয়া কাণ্ড
cremocarp ধন্থি
crenate অতীক্ষ্ণ দন্তুর
cruciform corolla উপসর্ষপ স্রক্
crude sap আম বা অপক্ক উদ্ভিদ্‌রস
cryptogamic অপুষ্পক
cupula ক্ষুদ্র কুণ্ড
curved ovule বক্রডিম্বাণু
curvinerved বক্রশিরিতপত্র
cyme বীচি
cypsela বনমূলি
deciduous পতনশীল
decompound বহুভিন্ন
decurrent অধোধাবক
definite নির্দ্দিষ্ট
definite infloresence নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস
defoliation পত্রপতন
dehiscence বিদারণ
dehiscent স্ফোটনশীল
dentate তীক্ষ্ণ দন্তুর
diadelphous দ্বিগুচ্ছক পুংকেশর
dioecious ভিন্নাবাস পুষ্প
dialy sepalous পৃথগ্‌বৃতি
dichlamydeous দ্বিপরিচ্ছদ
dicotyledon দ্বিবীজদল
dictyogens জালোৎপাদক
dimerous দ্ব্যংশক
dimidiate অর্দ্ধাঙ্গ
diplostemonous দ্বিগুণ পুংকেশরক
disc মণ্ডল
dissepiments পৃথক্কিক
divergent বহির্ম্মুখ বৃত্তি
dorsal suture পার্শ্বিক যোড়
dorsum পৃষ্ঠ
drupe সাষ্টি ফল
elaborated sap প্রস্তুতীকৃত উদ্ভিদ্‌রস
emarginate সরসগহ্বরাগ্র
embryo-sac ভ্রূণস্থলী
endocarp অন্তঃফল
endogenous বহিঃসার
endophlæum অন্তর্ব্বল্ক
endopleura অন্তস্পঞ্জর
endosmose অন্তর্গমন
endosperm অন্তর্বীজ (ভ্রূণমাধ্য)
endostome অন্তশ্ছিদ্র
entire leaf অখণ্ডপত্র
epi-calyx উপকুণ্ড
epicarp উপফল
epidermis উপচর্ম্ম
epidermal appendage উপত্বক্‌উপযোগ
epigeal উপপার্থিক
epigynous উপযোষিৎ
epipetalous দলায় পুংকেশর
epiphlalum উপবল্ক
epiphyte পরবৃক্ষী
erect ovule সরল ডিম্বাণু
erect sepal ঋজুবৃতি
erect stem ঋজুকাণ্ড
evergreen চিরহরিৎ

exalbuminous নাস্কর্বীজ
exogenous অন্তঃসার
exosmose বহির্গমন
exostome বহিশ্ছিদ্র
exserted বহির্বর্ত্তী
exstipulate leaf অনুপত্রক পত্র
extrorse বহির্মুখ
face সম্মুখ
fascicled branches গুচ্ছ শাখা
fascicle গুচ্ছ
fatty বাসিক
feathery সপক্ষ
fecundation ডিম্বনিষেক
female flower স্ত্রী পুষ্প
fibrous root তন্তুময় মূল
filament কেশর
florets of the disc কৈন্দ্রিক ক্ষুদ্র পুষ্প
florets of the ray পরিধি ক্ষুদ্র পুষ্প
folded মুদ্রিত
follicle অকি
free central placentation মুক্ত মধ্য পুপ
free stipule স্বতন্ত্র উপত্রণ
fungi ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্
funiculus ক্ষুদ্র রজ্জু বা বীজপাদ
gamopetalous মিলিতদল
gamosepalous মিলিতবৃতি
gonophore গোত্রবহ
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
gland or nectary মাংসগ্রন্থি
glomerulus নিবিড়গুচ্ছ
gymnosperm নগ্নবীজ
gynandrous যোষিদ্‌পুংস্ক
gynobasic যোষিদ্মূলক
gynophore যোষিদ্বহ
herbaceous plant কোমল উদ্ভিদ
herbaceous stem কোমল কাণ্ড
hermaphrodite flower উভলিঙ্গ পুষ্প
hesperidium জম্বীর
hooded সফণ
hooked বড়িশাকার
hypocarpogean ভূগর্ভফলক
hypocrateriform corolla উপস্থাল দলবৃ
hypogeal অন্তর্ভৌমিক
hypogynous অধোযোষিৎ
imparipinnate বিষমপক্ষক
imperfect অসম্পন্ন
included অন্তর্বর্ত্তী
incomplete অসম্পূর্ণ
indefinite অনির্দিষ্ট
indehiscent অস্ফোটনশীল
inflorescence পুষ্পবিন্যাস
infundibuliform উপধূম্র
innate anther মূলিক পরাগকোষ
integumentum externum বহিরাবরণ
„ internum অন্তরাবরণ
internode গ্রন্থিমধ্য
interpetiolar বৃন্তমধ্য
introrse অন্তর্মুখ
involucre পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্ত
involute বিবর্ত্তিক
irregular অনিয়মিক
irregularity অনিয়মিকতা
isostemenous সমপুংকেশরক
labiate corolla ওষ্ঠদলবৃত্ত

laciniated ঝালরিত
lamina পত্রভাগ
latent bud ব্যর্থ মুকুল
lateral পার্শ্বিক
leaf-axil পত্রকক্ষ
leaf bud পত্রমুকুল
leaf insertion পত্রনিবেশ
leaf scale পর্ণশল্ক
leafy appendage পত্রীয় উপযোগ
ligulate corolla উপজিহ্ব স্রক্
limb অঙ্গ
linear উপরেখ
liliaceous corolla উপপলাণ্ডব স্রক্
ligume শিম্বী
lobe খণ্ড
loculicidial গর্ভভেদি বিদারণ
locusta উপমলক
lomentum গ্রন্থিলশিম্ব
longitudinal দৈর্ঘিক
male flower পুং পুষ্প
malic acid শৈবাম্ল
marcescent নীরস
medullary rays মজ্জাংশু
medullary sheath মজ্জাকোষ
membranous ঝৈল্লিক
mericarp অৰ্দ্ধফলাণু
mesocarp মধ্যফল
mesophlœum মধ্যবল্ক
midrib মধ্য পর্শুকা
monoadelphous একগুচ্ছক
monandrous একপুংকেশরক
monilliform শলাকৃতি
monochlamydeous একপরিচ্ছদ
monocotyledon একবীজদল
monogynous একযোষিৎ
mucilaginous নির্য্যাসময়
mucronate খর্ব্বসূক্ষ্মাগ্র
multilocular বহুগর্ভ
mycropyle ক্ষুদ্রদ্বার বা ছিদ্র
naked bud নগ্ন মুকুল
nectary মধু-গ্রন্থি
neuter flower ক্লীব পুষ্প
node গ্রন্থি
nodulose গ্রন্থ্যাকৃতি
normal bud স্বাভাবিক মুকুল
nucleus ডিম্বাবষ্ট
nuculaneum বার্ত্তাকবি
oblique leaf বক্রপত্র
obtuse leaf অতীক্ষ্ণাগ্র পত্র
opposite leaf অভিমুখ পত্র
opposite and decussate leaf= ব্যবচ্ছেদি অভিমুখ পত্র
orbicular leaf উপচাল পত্র
organs of nutrition পোষণ যন্ত্র
organic apex ইন্দ্রিয়ক শৃঙ্গ
orthotropous ovule সরলভাবপন্ন ডিম্বাণু
ovary ডিম্বকোষ
ovule ডিম্বাণু
pallæ উপতুষ
palmate leaf উপহস্ত পত্র
palminerved করতল শিরিত
panicle সরপুষ্প
papilionaceous corolla উপপ্রজাপতিক স্রক্

pappus কোমললোম
parallel nerved সরল শিরিত
,, veined সরল শিরা বিন্যাসযুক্ত
parasite পরবৃক্ষজীবী
parent stem জনক কাণ্ড
parietal placentas ভৈত্তিক কূপ
paripinnate সমোপপক্ষ
peduncle পুষ্পদণ্ড
pendulous ovule লম্বমান ডিম্বাণু
penninerved পক্ষশিরিত
pentamerous পঞ্চদশক
pepo তন্বী (?)
perfect flower সম্পূর্ণ পুষ্প
perfoliate leaf মধ্যচ্ছিদ্র পত্র
perianth পরিপুষ্প
perennial বহুবর্ষজীবি
pericarp বীজকোষ
perigynous পরিবোষিৎ
perisperm পরিভ্রূণ
persistent স্থায়ীপত্র
personate উপমুখ
petal দল
petaloid উপদল
petiole বৃন্ত
petiolate সবৃন্তক
phyllarius পত্রকঙ্ক
phyllode উপপর্ণ
phragmata ভ্রান্তিক ব্যবধান
pinnate leaf উপপক্ষ পত্র
pinnatipartite পক্ষবৎ বিভক্ত
pinnatifid পক্ষবৎ ক্লিষ্ট
pinnatisect পক্ষবৎ কর্তিত
pistil গর্ভকেশর
pistilline whorl গর্ভকেশরিক আবর্ত্ত
placenta কূপ
plicate কচ্ছিত
plumule পক্ষাণু
pollen পরাগ
pollina পরাগপিণ্ড
polyadelphous বহুগুচ্ছক পুংকেশর
polycarpic অসকৃৎফলক
polycotyledonous বহুবীজদল
polygamous বহুপরিণয়
polypetalous বহুদল
polysepalous বহুবৃতি
pomum ভবযুক্তি
porous dehiscence ছৈদ্রিক বিদারণ
premorse root ক্লিষ্ট মূল
procumbent stem ভূমিষ্ঠ বসন্ত
protecting organs রক্ষীন্দ্রিয
pulvinus উপধান
quadrilocular চতুর্গর্ভ
raceme দ্রাক্ষাগুচ্ছ
rachis মূলপুষ্পদণ্ড
radiate বিকীর্ণ
radicle মূলাণু
raphi রেখা
raspberry উপাতৃপা
reclinate মূলিকগ্র
regular flower নিয়মিক পুষ্প
repand বক্রপ্রান্ত
resinoid উপসর্জ্জ
resting bud সুপ্তমুকুল
reticulate জালবৎ

retinaculum ত্রস্থাপক
retrograde প্রতিগত
retroserrate বিকরাতদণ্ডিত
revolute (perfoliation) বিভিবর্ত্তিক (পত্র-মুকুলবিন্যাস)
rhizome সংশ্লিষ্টনিরাটকন্দ
ribs পর্শুকা
rosaceous corolla উপগোল পত্রক্
rotate corolla উপচক্রস্রক
ruminated albumen অন্তস্পঞ্জরাঙ্কিত অন্তর্ব্বীন
runner ধাবক
sap উদ্ভিদ্ রস
sap wood বৃক্ষরণী কাষ্ঠ
scape ভৌমপুষ্পদণ্ড
seed বীজ
sensitive plant লজ্জাবতী গাছ
sepal বৃতি
septifragal ছিন্নব্যবধানিক
septicidal ব্যবধানভেদি
serrate করাতদণ্ডিত
sessile অবৃন্তক (অকেশরক)
sessile leaf অবৃন্তক পত্র
shrub গুল্ম
skeleton কঙ্কাল
siliqua সর্ষপ
simple apocarpous fruit একক পৃথক্ ফলীয় ফল
,, fruit এক পুষ্পিক ফল
,, pistil অমিশ্র গর্ভ কেশর
,, petiole এক পত্রিত বৃন্ত
sinus গহ্বর
solitary নিঃসঙ্গ বা একক
sorosis পনসি
spadix তালগুচ্ছ
spathe অসি ফলক
spermodium বীজস্থক
spike মঞ্জুরী
squamous bulb অপরিশল্ক কন্দ
starch শ্বেতসার
starchy শ্বেতসারময়
stamen পুংকেশর
stem কাণ্ড
sterile বন্ধ্য
stigma চিহ্ন
stipel ক্ষুদ্র উপতৃণ
stipilate ঔপদণ্ডিক
stipule উপতৃণ
stipulate সোপতৃণক
stock কুঁদো
style গর্ভতন্তু
stype উপদণ্ড
superior syncarpons fruit ঊর্দ্ধমিলিত ফলীয় ফল
sutural dehiscence সংযোগিত বিদারণ
suture যোড়
syconus ডুম্বরি
syncarpous মিলিতফলীয়
syngenesious একত্রোৎপাদক
system of bifurcation দ্বৈভাগিক প্রণালী
tap-root প্রধান মূল
tendril আকর্ষণী
terminal bud অন্ত্যমুকুল
tetradynamons চতুর্বল

tetramerous চতুরংশক
throat কণ্ঠ
thyrsus উপগুচ্ছ
torus পুষ্পাধি
trilobed ত্রিখণ্ডিত
trimerous ত্র্যংশক
trunk প্রকাণ্ড
tube নল
tuber স্ফীতস্কন্দ
tubular corolla উপনলকক্
tunicated bail পরিবেষ্টিত কন্দ
twining stem পরিবেষ্টক লতা
tryma
umbel উপচ্ছত্র
umbilicus নাভি
umbellules ক্ষুদ্র উপচ্ছত্র
underground stem অন্তর্ভৌম স্কন্ধ
unguiculate নখর
unijugate leaf যুগ্ম পত্রিক
unilocular একগর্ভ
uniparous একপার্শ্ব প্রসূ
unsymmetrical flower অসমাঙ্গ পুষ্প
urceolate corolla উপকলস ত্বক্
utricle ক্ষুদ্র স্থলী
vagina কাণ্ডকোষ
valvular dehiscence কপাটিক বিদারণ
vegetable fibrine উদ্ভিদিক তন্তুণ
vegetative organ বৃদ্ধিশীল ইন্দ্রিয়
veins শিরা
venation শিরাবিন্যাস
ventral suture সম্মুখিক সেতু
versatile anthers ঘূর্ণমান পরাগকোষ
verticillaster পরিগ্রন্থি পুষ্প
verticillate leaf পরিগ্রন্থি পত্র
vexillum ধ্বজা
whorls of leaves পত্রাবর্ত্ত
winged stem সপক্ষ কাণ্ড
woody stem দারুময় কাণ্ড
woody tissue কাষ্ঠতন্তু

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র।

(সন ১১৭৮ সালের ২৯ পৌষের খত *)

এই পত্রখানি কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর দপ্তরে রক্ষিত আছে। পত্রখানির পার্শ্বে "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে," ইত্যাদি টুকুই কেবল মহারাজের স্বহস্তলিখিত। মূল পত্র তাঁহার কোন মুন্সীর লেখা। পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের আরও দুই এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যেরূপ অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্ব-

* মহারাজ নন্দকুমারের এই পত্রখানি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় ও গুরুদাস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। পত্রে ২৯শে পৌষ তারিখ আছে। কিন্তু সাল লেখা নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবংশের দপ্তরে এই পত্রখানি আছে। তাহার শিরোভাগে ১১৭৮ সালের ২৯শে পৌষের খত বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতেছে। সে সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয় নাই। রাজা গুরুদাসও নিজামতের দেওয়ান হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃত্ব আরম্ভ করেন।

প্রকাশিত কোন পত্র হইতে সেরূপ জানা যায় না। এই জন্ম আমরা পত্রখান প্রকাশ করিলাম। মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুঞ্জঘাটার কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় আমাদিগকে পত্রখানির প্রকাশে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইতি

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার * স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাজ্রি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক বাববার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেদলটীন সাহেবকে জেখত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্দ লা দিয়া মহুর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্দ দিয়া বন্দ করিয়া তাঁহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদাশিষঞ্চ বিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তু ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁএর এথানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন জেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ আউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক + তুমি শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবের ‡ নিকট

* গুরুকালী ও গৌরীশঙ্কর নামক প্রতিমাদ্বয়। এই দুই প্রতিমা আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

\+ রায় জগৎচন্দ্র বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ, ইনি মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা। মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা সন্মানীর সহিত জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয়। মহারাজ নন্দকুমার গুরুদাসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করায় জগৎচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধ হন। এমন কি অবশেষে মহারাজের প্রধান শত্রু মোহনপ্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া জগৎচন্দ্র মহারাজের বিরুদ্ধে সেই জালকরা মোকর্দ্দমায় অনেক কার্য্যও করিয়াছিলেন। মহারাজ অনেক স্থলে জগৎচন্দ্রের বিরুদ্ধভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

‡ মেস্তর মেদলটীন—মিষ্টার মিডলটন। মিডলটন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের চীফ ছিলেন। ওয়ারেন্

জাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও শুনিবে যখন জেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথাক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায় শয়ং জাইতেছেন এঁহার স্থানে বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায় * লিখিয়াছেন ফীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফা † তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিতেছেন এবং কটুকথা কহিয়াছেন এ সে মত দারা ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল এ কারণ আমি এক খত হাজি মুস্তফাকে লিখিলাম এবং তাঁহার বিশয় মেস্তর মেদলটীন সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখিলাম কহিবে পঁহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে এঁহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে ইহার সহিত অজ্ঞমত ব্যবহার না করেন দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কাশীনাথ রায় অভিষেক পঁহুচিয়াছে থাকেন শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরাণি রটন্তির দিবস মন্দিরে স্থাপন করাইবে ‡ তাঁহার সঙ্গে জা জাওর সকলের গিয়াছে পঁহুচিয়া দেয়াইবে তুমি আপনার লইবে ৭ সাত মণ জাল গঙ্গাজলি গহনের কারণ

হেষ্টিংসের আদেশে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই পত্র লেখার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ রেজা খাঁ বিচারার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত রেজা খাঁর ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আগমনের পূর্ব্বেই রেজা খাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়নের জন্য হেষ্টিংসকে আদেশ দেন। হেষ্টিংস কর্তৃভার গ্রহণ করিয়াই রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে মিডলটনের সহিত যে পরামর্শের কথা লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা রেজা খাঁ ঘটিত কোন বিষয় হইবে। অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে পারে।

* নন্দকুমারের জাল করা অভিযোগে লালা ডোমন সিংহ নামে এক ব্যক্তি মহারাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। লালা ডোমন রায় ও লালা ডোমন সিংহ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না।

† হাজি মুস্তফা সায়র মুতাক্ষরীণ নামক পারসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। ইনি একজন ফরাসী। ইহার পূর্ব্ব নাম রেমণ্ড পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাজী মুস্তফা উপাধি ধারণ করেন। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইনি জীবিকার জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অনুকম্পায় মুর্শিদাবাদে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি কার্য্য তাহা ইনি স্বয়ং গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। এই পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে ইনি ফীলখানার দারোগা হইয়াছিলেন। মুস্তফা মুর্শিদাবাদ হইতে পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

‡ মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জন্মভূমি ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এক ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুহ্যকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালী মূর্ত্তির সহিত গৌরীশঙ্কর মূর্ত্তিও উক্ত মন্দিরে স্থাপিত হয়। রটন্তী তিথিতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আজিও প্রতি বৎসর রটন্তীতে ধুমধামে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণের পর মহারাজের দুর্ঘটনা ঘটায় তদ্বংশীয়েরা আর মন্দির সম্পূর্ণ করেন নাই। উক্ত মন্দির ও দেবতার সহিত নানারূপ প্রবাদ বিজড়িত আছে। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আকালীপুরের মন্দির মহারাজের একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। এই পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় পত্রখানি ঐতিহাসিকগণের নিকট যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীচৈতন্যনাথের * পলওয়ারে কাশীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওয়ারে পাঠাইয়া দিবে। আতায়াতে নিজ মঙ্গলাদি বার্ত্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে কিমধিকং ইতি তারিখ ২৯ পৌষ রবিবার রাত্রিই ডাকে বাহি হইল।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

গত বৎসরের প্রথম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন্ কোন্ স্থলে কে, রে, য় বিভক্তির প্রয়োগ হয়, এবং কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল বিভক্তি উহ্য থাকে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা এই :—"ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয় : এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়।"

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রমাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।"

পাঠকবর্গের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিনয়-গর্ভ আহ্বান-বাক্য আমাদিগকে তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনায় উৎসাহিত করিয়াছে।

এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিচার করা যাক্।

(১) তিনি লিখিয়াছেন, ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে লোপ হয় নাই ;—ইংরাজীতে যাহাকে "করোনেশন" বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে "রাজ্যাভিষেক" বলে। তোমরা যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে কর, আমরা তাহাকে তাহা মনে করি না। "সম্রাট্" শব্দটি পুংলিঙ্গ, ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে………। প্রথমে ফিটকারীদ্বারা জলকে পরিষ্কার করিতে হয় ; পরে কর্পূরদ্বারা তাহাকে সুগন্ধ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে ক্লীবলিঙ্গ interrogative pronoun এ বিভক্তি রহিয়াছে—

ইহাকে যদি হিন্দুত্ব বলে, তবে খৃষ্টানী কাহাকে বলে জানি না। কাকে তুমি বিশেষ্য বলছো ?—এ যে বিশেষণ।

পরন্তু নিম্নলিখিত উদাহরণে অ-ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামের বেলা বিভক্তির লোপ হইয়াছে †—

থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য তিনি কি চান্—মানুষ না দেবতা ? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষবেশে দেবতা ? এই সংসারে কেহ পুত্র প্রার্থনা করে, কিন্তু

---

* এই চৈতন্যনাথ মহারাজের জালকরা মোকর্দ্দমায় তাঁহার পক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।
† ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে বিভক্তির প্রয়োগ হয়।"

সে তাহা পায় না; তুমি এ কাজের জন্য স্ত্রীলোক পছন্দ কর, কিন্তু আমি উহা করি না; আমরা যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা পাইলাম না;—(পাঠক দেখিবেন, এগুলির মধ্যে relative ও interrogative উভয়বিধ সর্ব্বনামই আছে।)

(২) ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "সংজ্ঞাবাচক শব্দের (Proper Noun) উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়।" কথাটা ঠিক নহে। তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ Proper Noun দিয়াছেন, অথচ ইংরেজী Proper Noun বলিতে মনুষ্যের নাম ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের নামও বুঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে—আমি লণ্ডন দেখি নাই বটে, কিন্তু প্যারিস দেখিয়াছি। তিনি পায়োনিয়ার রাখেন। আমি মেঘদূত পড়্‌তে ভালবাসি। তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছ, অথচ জগন্নাথ দেখ নাই! যাওয়া সত্যা যাক্‌ তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দদ্বারা মনুষ্যনাম লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও খট্‌কা আছে। নীচের উদাহরণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তও সর্ব্বতঃপ্রেক্ষী হয় না। উদাহরণ—আমি সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ বুঝি না। ইহাদের মধ্যে যাঁহার অবসর ও শ্রমপটুতা বেশী, তাঁহাকেই এই কার্য্যের নেতা করিতে হইবে। তিনি কালী দুর্গা মানেন না। আমি মধুসা, শিবুকুণ্ডু চিনি না।

এই ত গেল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের কথা। তার পরে তিনি অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যখন এই বিশেষ্যগুলি মনুষ্যবাচী হয় এবং defined অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট না হইলে হয় না। যথা ধোপাকে ডাক, ধোঁপা ডাক ইত্যাদি।

কিন্তু এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে মনুষ্য-বাচী বিশেষ্য অনির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তির বোঝা বহিতেছে—অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ। তিনি গরিবকে বড় অনুগ্রহ করেন। আমাদের মত গরিবকে ধ'রে কি হবে? কোন বড় লোককে ধরা উচিত। ছোট বোন্‌কে স্নেহ করা উচিত। কাণাকে কাণা বলিও না। কয়েকজন ভদ্রলোককে সাক্ষী রাখিও (বা সাক্ষী মানিও)। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। গ্রামের পাঁচ জনকে ডাকতে হয়।*

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলিতে মনুষ্যবাচী বিশেষ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তি উহ্য আছে—তিনি ছেলে পিলে বাড়ী পাঠাইয়াছেন। পরিবার বাড়ী পাঠাবে না কি? আর

---

* ললিতবাবু হয় ত বলিবেন, অপরাধীকে ক্ষমা করা, ছোট বোন্‌কে স্নেহ করা ইত্যাদি স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যোগে বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এ গুলি যে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া নহে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

বিলম্ব কেন? চাকর ডাক (অর্থাৎ তোমার চাকরটিকে ডাক)। আমরা মেয়ে দেখ্‌তে এসেছি—মেয়ের বাপকে দেখ্‌তে চাই না।

তার পরে ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরজীববাচী বা অচেতনপদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তি বসে না; এমন কি defined হইলেও বসে না. নীচের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম খাটে নাই:—

মরণকে ডরাই না। মুষিককে বিড়াল করা সেকালে সাজিত, এ কালে নহে। গাধাকে ঘোড়া করা। বরফকে তরল করা। পয়সাকে টাকার মত দেখা। কোন সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা। কোন সংখ্যাকে অপর সংখ্যাদ্বারা ভাগ করা। বিশেষ্যকে বিশেষণ করা। পাপকে ভয় করিও। তৃণকে সামান্য ভাবিও না। উজ্জ্বল পদার্থমাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা অনুচিত। হনুমান্ সূর্য্যকে বগলে রাখিয়াছিলেন। ঋষিরাও এ সকল সত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনাকে অলৌকিক বলিব না ত কি? জলকে বরফে আনিতে হইবে। তিলকে তালে পরিণত করা। কোদালকে 'কোদাল' নামে ডাকা। অঙ্গারকে হীরকে আনা। কোন ঘটনাকে অতি রঞ্জিত করা।

এই নির্দ্দেশ অনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএর কাজ করে; এই 'টা' ও 'টি' যোগে অ-প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না, যথা কলমটা দাও, বইটা পড়, লাঠিটা ঘুরাও।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটিতেও একটু গোলযোগ আছে, নীচের উদাহরণগুলি তাহার প্রমাণ:— ক খ সরল রেখাটিকে গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। এই মৃৎপিণ্ডটিকে ভালরূপ পরীক্ষা কর। অত বড় সম্পত্তিটাকে নষ্ট কল্লে। এই দাঁতটাকে না ফেল্‌লে উপায় নাই। এই খুঁটিটাকে তুলে ফেল্‌তে হবে। এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশ খণ্ড কল্লে। দেশটাকে মাটী কল্লে। কথাটাকে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া।

ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি ঠিক। কিন্তু তিনি দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভ্রম আছে। ঘটককে কনে দেখ্‌তে পাঠাও—এস্থলে তাঁহার মতে 'ঘটককে' ও 'কনে' একই ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের মতে 'পাঠাও' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ঘটককে', আর 'দেখ্‌তে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'কনে'। এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীকে ভক্তি কর, এখানে 'কর' ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম, 'স্বামীকে' ও 'ভক্তি'। এখানে প্রকৃত ক্রিয়াপদ 'ভক্তি কর', এবং 'স্বামীকে' পদটি তাহার কর্ম্ম; অর্থাৎ উক্ত বাক্যটি দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ নহে। যদি এরূপ স্থলে ক্রিয়াকে দ্বিকর্ম্মক মনে করা হয়, তবে মদ স্পর্শ করিও না, প্রত্যহ দুগ্ধ পান করিবে, ইত্যাদি বাক্যও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ বলিতে হইবে। কিন্তু এ সব স্থলে তো গৌণকর্ম্মে বিভক্তির

প্রয়োগ হয় নাই। সেই জন্ত বিভক্তি হয় নাই।* ললিতবাবুর সিদ্ধান্তে ভুল নাই, উদাহরণে ভুল আছে। তাঁহার মতে মরণকে ভয় করি না বাক্য দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ, কিন্তু মরণকে ডরাই না এক-কর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। যদি স্বামীকে ভক্তি কর বাক্যের ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়, তবে আমি তাহাকে ছুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আমি তাহাকে ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করেন, আমি তোমাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিব ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াকে ত্রি-কর্ম্মক বলিতে হয়।

ললিতবাবুর প্রবন্ধে আরো গুটি দুই অসাবধানতার পরিচয় আছে। তিনি কর্ম্মকারকে 'য়' বিভক্তির উদাহরণ দিয়াছেন—তোমায় আর সালিসী করিতে হবে না। এটী ভুল; এখানে 'তোমায়' কর্ম্মকারক নহে, কর্তৃকারক।

কর্ম্মকারকে কে, রে, য় বিভক্তি বাদে আরো একটি বিভক্তি হয়, তাহা তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সেটি হচ্ছে—ষষ্ঠী বিভক্তি; অর্থাৎ কর্ম্মকারকে সময়ে সময়ে (প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলের কথা-ভাষায়) ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; উদাহরণ :—সে কথা তোমাদের বলবো কেন? আমি এখনি তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি। কি প্রকারে তাদের এখন প্রত্যাখ্যান করি? অনুগ্রহ ক'রে আমাদের স্থান দিন্। পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ কত্তে হবে, ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা কেবল সমালোচনা করিলাম। এবার নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে একবার চেষ্টা করিব; কারণ ব্যাকরণঘটিত এই সকল বিষয় একজনের চেষ্টা বা অবসর দ্বারা নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভবপর নহে; এই ক্ষেত্রে যত অধিক লোক পরিশ্রম করিবে, ততই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রকৃতি ও বিকৃতির উল্লেখ আছে, ইহা ইংরাজী ব্যাকরণের incomplete verb-এর complement বা factitive accusative-এর অনুরূপ। মুনিবর সেই মূষিককে মার্জার করিয়াছিলেন; এখানে 'মূষিক' প্রকৃতি, আর 'মার্জার' বিকৃতি। এইরূপ 'সোণাকে লোহা করা';—এখানে 'সোণা' প্রকৃতি, আর 'লোহা' বিকৃতি। যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রকৃতি-বিকৃতির ভাব বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানেই কর্ম্মকারকীয় প্রকৃতিতে বিভক্তি ব্যক্ত থাকে; যথা;—কয়েক-জন ভদ্র লোককে সাক্ষী রাখিও। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। এইরূপ—গাধাকে ঘোড়া করা, জলকে বরফ করা, কোন

---

* স্পর্শ করা, পান করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি; কিন্তু (মন) স্থির করা, (প্রজাকে) দুঃখ মুক্ত করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি না; এখানে শুধু করা সেই ক্রিয়াপদ মনে করি। এখানে স্থির মুক্ত প্রভৃতি বিশেষণ আর স্পর্শ, পান ভাবার্থক বিশেষ্য। তাঁহাকে আমরা স্কুলের সেক্রেটারী করিয়াছি; এখানে সেক্রেটারী শব্দ ভাবার্থক বিশেষ্য (abstract noun) নহে বলিয়া এখানে শুধু 'করিয়াছি'কে ক্রিয়াপদ মনে করিয়া থাকি।

সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা, বিশেষ্যকে বিশেষণ করা, উজ্জ্বল পদার্থমাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা, এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশখণ্ড করা, ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করা, বড়কে ছোট করা।

পরোক্ষ ভাবে—পয়সাকে টাকার মত দেখা, জলকে বরফে আনা, তিলকে তালে পরিণত করা, কোদালকে কোদাল নামে ডাকা, অঙ্গারকে হীরকে আনা।

ব্যতিক্রম—সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম 'ভজহরি' রাখিল, সে দীর্ঘকাল নামধাম লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। *

অতঃপর আমরা ললিতবাবুরই সিদ্ধান্ত কয়টি লিপিবদ্ধ করিব। কিন্তু তাঁহার মত সাফ্ কোবালা লিখিয়া দিতে পারিব না। আমরা লিখিব :—

(২) ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয়; যথা—আমি তাহাকে চাই না। আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে এখানে নাই।

কিন্তু যেখানে এই সর্ব্বনাম মনুষ্যাদির শ্রেণী বিভাগকে লক্ষ্য করে, এবং antithesis বুঝায়, সেখানে বিভক্তির প্রয়োগ হয় না; যথা :—তুমি কি চাও—হিন্দু না মুসলমান? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষ বেশে দেবতা?

(৩) ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির যোগ হয় না; যথা—যাহা করিতে হইবে, শীঘ্র করাই ভাল। তুমি কি মনে করেছ? সেখানে কি দেখ্‌লে?

(৪) প্রাণিবোধক সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। হরিকে ডাক, উমেশকে দেখেছ? তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দেখাইবেন।

প্রাণিবোধক না হইলে বিভক্তি হয় না। যথা :—আমি লণ্ডন দেখি নাই। তিনি 'পায়োনিয়ার' রাখেন।

আমি লণ্ডনকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মনে করি;—এখানে প্রথম নিয়মানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে একাধিক সংখ্যাবাচক শব্দ (প্রাণিবোধক) বিশেষ্য পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়, এবং antithesis বুঝায়, বা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিশেষ্যকে না বুঝাইয়া তাহাদের জাতিকে লক্ষ্য করা হয়, সেখানে বিভক্তি হয় না। যথা antithesis—আমি সুরেন্দ্রনাথ কালীচরণ বুঝি না। জাতি—তিনি কালীদুর্গা মানেন না, অর্থাৎ তিনি দেবতা মানেন না।

(৫) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের মধ্যে যেগুলি মনুষ্যবাচী, তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—আমি একজন চাকর খুঁজছি। তুমি কি কয়েকজন বেহারা চাও নাকি?

---

* কাণ ম'লে লাল করা—এটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ নহে। কারণ এখানে 'কাণ' মলে' ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং 'লাল' করা ক্রিয়ার complement; এইরূপ 'মাথা পিটিয়ে সোজা করা'।

নির্দ্দিষ্ট হইলে সাধারণতঃ বিভক্তি হয়। যথা:—আমি তোমার চাকরকে চাই; বামুনকে ডাক; ইত্যাদি। অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ; আমি চোরকে ডরাই না; ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী অষ্টম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—'আমরা মেয়ে দেখতে এসেছি' 'পরিবার বাড়ী পাঠাবে নাকি?' ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভক্তি হয় নাই।

(৬) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরবাচী বা অচেতন পদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—বক দেখেছ? জল আন! মরণকে ডরাই না, পরনিন্দাকে ঘৃণা করি, ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

সংস্কৃতে জলকে 'জীবন' বলে, গাধাকে ঘোড়া করে, ইত্যাদি স্থলে প্রথম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—সন্ধিকে ডাকিয়া আনা, ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবকে ডাকিয়া লওয়া, মনের শান্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া, গ্রামের পাঁচ জনকে ডাকা, গরিবকে ধ'রে কি হবে?

(৭) দ্বি-কর্ম্মক ক্রিয়ার যোগে গৌণ কর্ম্মে বিভক্তি হয়। যথা—আজ জগৎকে দেখাইব যে—। সে বোবাকেও কথা শিখাইতে পারে। সেই ছাত্রকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মনকে বল যে—। আমি তোমার হয়ে প্রতিফল দিব।

(৮) কতকগুলি বিশিষ্ট ক্রিয়ার যোগে বিশিষ্ট স্থলে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

অপরাধীকে ভয় করিও (ডরাইও)। ছুঁচকেও আদর করিও, (কিন্তু ছুঁচও ফেলতে নাই)। পরনিন্দা করাকে আমি বড়ই ঘৃণা করি। সূর্য্যকে নমস্কার করা, অভ্যাগতকে সম্ভাষণ করা, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া, মনের শান্তিকে বিদায় দেওয়া, স্বাস্থ্যকে বলি দেওয়া, অদৃষ্টকে দুষে লাভ নাই। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা, অপরাধীকে ক্ষমা করা। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। ইতরপ্রাণীকে ভালবাসা উচিত। এইরূপ—সম্মান করা, স্নেহ করা, যত্ন করা, অনুগ্রহ করা, ইত্যাদি ক্রিয়াযোগে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এইরূপ, পৃথিবীকে সূর্য্য বেষ্টন করে বা ঘুরিয়া চলে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *

হেমচন্দ্রের ভেরী নীরব হইয়াছে; আশা করি বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না।

মধুসূদনের অপমৃত্যু নিবারণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজ যত্ন করে নাই। স্মৃতিরক্ষা দূরের কথা। মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্গসমাজ কবিমুখে রোদন করিয়াছিলমাত্র; তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের পরিচালক বঙ্গদর্শন উহাই বঙ্গসমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র স্বয়ং সেই রোদনগীতি গাহিয়াছিলেন।

চক্রনেমির অনুকরণে হেমচন্দ্রেরও দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। ইদানীন্তন বঙ্গসমাজ তাহার প্রতিকারে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাবিষয়েও বঙ্গসমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট নাই। ইহাকেও শুভলক্ষণ মনে করা যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের মুখপাত্র স্বরূপে উভয় কার্য্যে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া অন্ততঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাও শুভ লক্ষণ।

বঙ্গসাহিত্যে বা বঙ্গীয় কবিসমাজে হেমচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহার নিরূপণের সময় আসে নাই। হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনার এ সময় নহে।

হেমচন্দ্রকে আমরা মুখ্যতঃ জাতীয় ভাব উদ্বোধনের কবি বলিয়া জানি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়' বলিয়া করুণস্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতকে জননী-সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কিনা জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে। তাহার পরে বঙ্গের পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানের মুখে আমরা 'বন্দে

মাতরম্' গীতি শুনিয়াছি। তাহার পরে বঙ্গের অন্যতম মনীষী সন্তান ভগ্নকণ্ঠে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু হায়, আমাদের নিদ্রা এখনও ভাঙে নাই। ভাঙিবে কি না তাহা জানি না।

আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক নিদ্রাদশায় সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারকল্পে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া আমরা জানি। রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লোকশিক্ষা, এ সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে গতি হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। নতুবা সব মিছা অভিনয়,—ভূয়া বাজি। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, কংগ্রেস, শিল্পমেলা, সাহিত্যপরিষৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সমস্তই জলের বুদ্বুদ—চিহ্ন না রাখিয়া জলে মিশাইবে।

বৃত্রসংহার দশমহাবিদ্যা বিস্মৃতির কুক্ষিতে মিশিয়া গেলেও ক্ষতি হইবে না। হেমচন্দ্রের ভেরীর প্রতিধ্বনি যেন থামিয়া না যায়। হেমচন্দ্র এখন নাই। 'হেমচন্দ্রের ভেরী অক্ষয় হউক'।
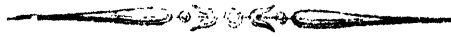
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

রাজপুতানায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে কয়েকটি ধর্ম্মসংস্কারক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন।

গুরু নানক	...	...	১৪৬৯
বল্লভাচার্য্য	...	..	১৪৭৯
কৃষ্ণচৈতন্য	...	...	১৪৮৫

ষোল বৎসরের মধ্যে এতগুলি ধর্ম্মসংস্কারকের উৎপত্তি একটু অসাধারণ ব্যাপার। প্রায় আড়াইশত বৎসর উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানই পাঠানদিগের অধিকৃত ছিল। মুসলমানধর্ম্মের বিস্তার পাঠানরাজগণের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমানদিগের বলে ও কৌশলে পরামৃষ্ট হইয়া মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। হিন্দুপ্রজার অযথা প্রমাণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়। সমাজকে সুশাসিত এবং স্বধর্ম্মে দৃঢ় রাখিবার জন্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন করিয়া নিঘণ্টু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কলনকার চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী আমাদের বঙ্গের রঘুনন্দন। এই সঙ্কলনকারগণ কর্ত্তৃক হিন্দুগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবিধান সৃষ্ট হইল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর এই নিঘণ্টুকারগণ কর্ত্তৃক উপকার তাদৃশ বিস্তার পাইতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাব সকল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার কেহ ছিল না, অথচ তাহারা মুসলমানধর্ম্মের উন্নতভাব সকল কাজি মোল্লা ও মৌলবীদের নিকট শুনিতে পাইত; সুতরাং কয়েকজন মনীষি মহাত্মার মনে ধর্ম্ম বিষয়ের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ধর্ম্মসংস্কার-প্রণালী ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। গুরু নানক কিঞ্চিৎ মুসলমানীভাব গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারে বদ্ধবান্ হয়েন। বঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য অন্যরূপে সংস্কার আরম্ভ করেন; যাহাতে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকে, এমন কি অন্ত্যজজাতি পর্য্যন্ত হরিকথা শুনিতে পায়, সে জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। তিনি বাঙ্গালা উড়িষ্যা এবং

দক্ষিণাপথে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রয়াগে শ্রীরূপকে এবং তদনুজ অনুপম গোস্বামীকে বৃন্দাবনে গিয়া বৃন্দাবন মাহাত্ম্য বিস্তার এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রচারের আজ্ঞা দিলেন এবং কাশীধামে স্থিতিকালে সনাতনকেও ঐ আজ্ঞা দেন।

যে সময়ে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বৃন্দাবনধামে ধর্ম্ম বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই সময়ে আরও কয়েকটি বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্রজখণ্ডে স্থানলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। আমরা এই সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষয় পশ্চাৎ উল্লেখ করিব। ইহাদের মিলিত যত্নে অতি সত্বরই রাজপুতানায় এবং পশ্চিম ভারতে গৃহে গৃহে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত স্রোত প্রসারিত হইয়াছিল। ভক্তমাল প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, অনেক শাক্ত, শৈব, জৈন এবং মুসলমান প্রেমভক্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশে বৌদ্ধাচার্য্যকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব করেন। বঙ্গবিহার প্রভৃতি স্থানে এখনও সমাজের নিম্নস্তরে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিতভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গের সময় অপেক্ষাকৃত বিশিষ্টভাবের বৌদ্ধমত দক্ষিণাপথে ছিল না, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বৌদ্ধ, মুসলমান, শৈব, শাক্ত, জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমতাবলম্বীগণকে কৃষ্ণপ্রেমে দ্রবীভূত করিবার জন্য পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে এক তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল; এবং গৌরাঙ্গ এই আন্দোলনকারীগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে আর একটি কথাও বলা যাইতেছে। ঐ সময় হইতে উপাসকদিগের নিকট বিষ্ণুমূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিরও একান্ত অভাব এবং বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি উপলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ভাস্করকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে সকল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধশিল্পের সহিত ঐ সকলের শিল্পচাতুর্য্যে বিশেষ ঐক্য আছে। জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত সম্বরনগরস্থিত দেবযানীকুণ্ড হইতে কয়েকটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়া রাজধানীর মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মুখ, উদর এবং উত্তরীয় প্রভৃতির ঢং বাস্তবিকই বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত মিলে। ঐ মূর্ত্তিগুলি কোন্ সময় বর্ত্তমান ছিল তাহার স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ যে সময়ে সমসুদ্দিন আলতামস আজমীরের দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিয়া "আড়াই দিন্‌কা ঝোপ্‌ড়া" প্রস্তুত করেন, সেই সময়ে তিনিই দেবযানীকুণ্ডের সমীপস্থ মন্দির এবং বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া থাকিবেন। এ সকল কথার অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, নব্যবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণাবতারই প্রধান আরাধ্য। ব্রজখণ্ডে অনেকগুলি বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, শ্রীসম্প্রদায়, বল্লভীসম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায়, মাধ্বাচারী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়,

রাধাবল্লভি, হরিব্যাসি, মলুকদাসি, প্রাণনাথি, রামদাসি, হরিদাসি ইত্যাদি। এই সকল সম্প্রদায় মৌলিক চারি সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন বা তাহাদেরই শাখা প্রশাখা।

আমরা এই চারি প্রধান সম্প্রদায় এবং ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিয়ে লিখিলাম।

১। সনকাদি সম্প্রদায়। আচার্য্য—নিম্বার্ক স্বামী। দর্শনতত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মতা জ্ঞান ও ধ্যান। নবীন উপাসনা যুগলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা—অনন্যতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ভক্ত এবং প্রকাশক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২। শ্রীসম্প্রদায়। আচার্য্য—রামানুজ স্বামী। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। দর্শনমত—চিদচিৎ বিশিষ্টাদ্বৈত। একমাত্র বিষ্ণুই উপাস্য। বর্ত্তমান উপাসনা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ধ্যান। নিষ্ঠা—কৈঙ্কর্য্য। রামানন্দ রামানুজের শিষ্যাম্বয়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইঁহার প্রচলিত সম্প্রদায়কে রামানন্দী বলে। ইঁহাদের উপাস্য—রামসীতা। ইঁহাদের মতে সকল ভগবদ্ভক্ত একবর্ণ। সুতরাং এইমত অবলম্বন করার পরে সকলেই এক গোত্র হইয়া যায়—তাহা অচ্যুত গোত্র।

৩। শিব সম্প্রদায়। আচার্য্য—বিষ্ণুস্বামী। দর্শনমত—শুদ্ধ অদ্বৈত। নিষ্ঠা—আত্ম-নিবেদন। উপাস্য—বালগোপাল। বিষ্ণুস্বামীর পৌত্র বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনার প্রবর্ত্তন হয় এবং এই মতের বিশেষ আড়ম্বর ও বিস্তার হয়। বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার বংশধরগণ গোকুলস্থ মহাপ্রভু নামে বিখ্যাত। ইঁহারা তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ একজন প্রচারক। শিবসম্প্রদায় বা বিষ্ণুসম্প্রদায় নামের পরিবর্ত্তে বল্লভীসম্প্রদায় নামই বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত বাবালালের উপর সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেই বাবালাল আবার কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এই মতের এক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

৪। ব্রহ্মসম্প্রদায়। আচার্য্য—মধ্বাচার্য্য। দর্শনমত—দ্বৈত। নিষ্ঠা—কীর্ত্তন। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। মধ্বাচার্য্য ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উপাস্য—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমান উপাসনা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের অনুপ্রবিষ্ট। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য। মহাপ্রভুর শিষ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইজন্য বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহাদের অধিক খ্যাতি। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরে যে সকল গৌড়ীয়ভক্তবৈষ্ণব বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীরূপ, সনাতন, নারায়ণ ভট্ট, মধু গোস্বামী, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথ গোস্বামী, নারায়ণ দাস, জীব গোস্বামী, গোপালভট্ট, লোকনাথ, গদাধর ভট্ট, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি। ইঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় বিস্তারিত লিখিতে গেলে, প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া কেবল শ্রীরূপ গোস্বামীর কথামাত্র লিখিয়া অত্র প্রবন্ধের

বর্ণনা ত্যাগ করিব। বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে ভক্তমালে এইরূপ উল্লেখ আছে—"যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশকে রহনে বালেঁ। কা শ্রীবৃন্দাবন মে দেখা লিখা নহী যা সক্তা। অবভী বৃন্দাবন মে আবে বেহী-লোগ হৈঁ। ভগবৎভজন আর কীর্ত্তন মে রহতে হৈঁ।"

হিত হরিবংশ (১৫১০) প্রচলিত রাধাবল্লভীসম্প্রদায়ও মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রাধান্য।

শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন যেরূপে যবন সংসর্গ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপরায়ণ হয়েন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে তাঁহারা যে প্রকারে বিষয় তিতিক্ষু হন, আমরা তাহাই লিখিব। শ্রীরূপ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন বঙ্গের যবনরাজ সংসর্গে ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়েন। নিয়ত বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকায় পরমার্থে একান্ত হতাদর হয়েন। একদা টাকা গণিতে গণিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। উভয় ভ্রাতার মনে তখন এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল যে, উঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায় হায় এইরূপ বৃথা কার্য্যে আমাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, ভগবদ্ধ্যান তবে কবে হইবে।"

উভয় ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে এই কথা বলেন যে, ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সকল লুপ্ত হইয়াছে, তোমরা যাইয়া সেই সকল উদ্ধার কর এবং গন্ধ চরিত্র ও লীলা মাধুর্য্য প্রচার কর। উঁহারা গুরুর আজ্ঞাক্রমে যখন ব্রজভূমে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ স্থান বড় রমণীয়ভাব ধারণ করিল—সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সাধুদ্বয়ের হৃদয় উল্লাসিত করিয়া দিল। বৃক্ষ সকল শ্যাম পত্রাবলীতে বিভূষিত হইয়া যেন উঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। নিবিড় নীপ বনরাজি পুষ্প সৌরভের উপহার প্রদান করিয়া যেন তাঁহাদিগকে আপনাদিগের নিকুঞ্জসমূহ মধ্যে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। তাঁহারা ব্রজধামে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছসলিলা যমুনার তরঙ্গ হিল্লোল সকল দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রমোদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন যমুনাতটবিহারী নন্দদুলাল প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা ব্রজগ্রামের লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রজপুর কোথায়।" একজন গালি দিয়া বলিল, তোমরা কি অন্ধ? ইহা যদি ব্রজ না হয়, তবে ব্রজ আর কোথায়; শ্রীরূপ ব্রজের লোকের মুখে গালি শুনিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মথুরা দেখিয়া পরে বৃন্দাবন পৌঁছিলেন। অনেক অনুসন্ধানে দুই চারি ঘর বসতি দেখিতে পাইলেন। তথাকার বাসিন্দাগণ বৃন্দাদেবীর পূজার জন্য চলিয়া গিয়াছে। তখন বৃন্দাদেবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, একস্থানে গ্রামবাসিগণ দুধ দধি চড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন। রাত্রে বৃন্দাদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন যে, আমার স্বরূপ এইখানে আছে। তোমরা বাহির করিয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ তাহাই করিলেন। এখনও মৃৎপালিত প্রাণী সকলের বধর্ম [illegible] প্রথমে

বৃন্দাদেবীকে দুগ্ধ চড়ান হয়। গোবিন্দদেব সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিলেন, একটি দুগ্ধবতী গাভীর চুচুক হইতে স্বতই স্তনধারা ক্ষরিতেছে এবং গাভীটি দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গোবিন্দদেব স্বপ্ন দিলেন যে, আমার বিগ্রহ এই স্থানে আছে এবং আমি দুগ্ধ পান করি, তুমি আমার বিগ্রহ উঠাইয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ গোস্বামী তাহাই করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জীবকে পূজার ভার দিয়া রাখিলেন। ঐ স্থানটি যোগপীঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। এইখানে শ্রীরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী আর এক প্রকারে মদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। উভয়েই বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সন্নিহিত দেশবাসীরা তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, চিতোরের রাণাকুম্ভের মহিষী বিখ্যাত মীরাবাই জীব গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন তারিখ মিলাইতে গেলে এ কথা ঠিক হয় না। কারণ মহাত্মা টডের মতে কুম্ভ ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং মীরাবাই সধবা অবস্থায় বৃন্দাবনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। তিনি যখন বঙ্গদেশে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, তখন হুসেন শা নবাব। এই হুসেন শার রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত। সেই শ্রীরূপের বল্লভনামা অনুজের পুত্র জীব কেমন করিয়া মীরাবাইয়ের সমকালবর্ত্তী হইবেন? হিন্দুদিগের ভক্তিগলিত মস্তিষ্কে সন তারিখের খেয়াল অতি অল্পই থাকিত। কথিত আছে, মীরাবাইয়ের গাথা ও গীত শুনিবার জন্য আকবর বাদশাহ ও তানসেন চিতোরে আসিয়াছিলেন। কোথায় আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), আর কোথা মীরাবাই (১৪৭৫)? সুতরাং কোনটি ঠিক বুঝিতে হইবে? হিন্দুগল্প-রচয়িতারা আকবর, হুসেন শা, রূপ, জীব, মীরাবাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোককে ঘাড় ধরিয়া এক সময়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। অথবা টড্ মীরাবাই সম্বন্ধে সময় নিরূপণ করিতে বিশেষ সাবধান হন নাই। যাহা হউক সন তারিখের প্রসঙ্গ পুনরায় করা যাইবে, আপাততঃ ৺গোবিন্দজীর কমনীয় মূর্ত্তি কোন্ সময়ে কেন গঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা শুনুন।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ব্রজ। যদুবংশ ধ্বংসের পর একমাত্র ব্রজই অবশিষ্ট ছিলেন। যুধিষ্ঠির ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ ও পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুর প্রদান করেন। কোন সময়ে ব্রজের মাতা উষা পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের গৌরব রবি। মাতৃ আদেশ অনুসারে ব্রজ ভাস্করগণ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। প্রথম যে মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইল, তাঁহা উষাকে দেখানতে তিনি কহিলেন, ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ব্যতীত আর কোনও অঙ্গের ঐক্য লক্ষিত হইতেছে না। সেই মূর্ত্তি মদনমোহন নামে অভিহিত হইয়া সংরক্ষিত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল।

ঊষা দেখিয়া বলিলেন, বক্ষঃস্থল ব্যতীত আর কোন অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত মিলিতেছে না। সেই বিগ্রহ গোপীনাথ নাম প্রাপ্ত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল। এবার মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই ঊষা আপনার মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত করিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার মুখবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছিল। দাদাশ্বশুরেরা নাত্‌বৌদিগের প্রতি যতই প্রাগল্‌ভ্য দেখান না কেন, ব্রীড়াক্লিষ্ট নাতবৌ বুড়া দাদাশ্বশুরকে দেখিয়া অবশ্যই ঘোমটা টানিবেন। ঊষা নিশ্চয়ই তাহা করিতেন, সুতরাং কৃষ্ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সেই অভ্যাস অনুসারে ঘোমটা টানিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটিই আমাদের ৺ গোবিন্দজী। আবার সময় নিরূপণ করা যাউক। কল্যব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন ৫০০৪। কিন্তু ম্যাক্‌স্‌ মূলারের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ নির্ম্মাণকাল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি উহা হইতে অর্ব্বাচীন। কোন্‌টা মানিব? আচ্ছা, ৫০০০ ও ৩০০০ যদিই একাকার করিয়া ধরি, তাহা হইলেও ইহা জিজ্ঞাস্য যে সত্য সত্যই কি ব্রজ ঐরূপ কারণে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভক্তেরা আপনাদেরকৃত কার্য্যকলাপ অতি প্রাচীন কালের সহিত সংযোজিত করিয়া অনেক সময়ে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সে সকল সন্দেহের বিষয় উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে গোবিন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ঐতিহাসিক রাজা ব্রজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যাঁহারা উত্তরপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করুন!

৺ গোবিন্দজীর বর্ত্তমান গোস্বামী শ্রীমান্‌ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্‌ রাধাচন্দ্রের নিকট আমি একখানি পুরাতন গোস্বামীদিগের তালিকা প্রাপ্ত হই। ইহাতে সন তারিখ নাই, কিন্তু কোন্‌ গোস্বামী কতদিন গোস্বামীপদে আরূঢ় ছিলেন, ধারাবাহিক রূপে তাহা লিখিত আছে। এই তালিকাটির অবলম্বনে সহজেই সন তারিখ নির্দ্ধারণ হইতে পারে। পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমি তালিকাটির অবিকল অনুলিপি দিলাম এবং ইহার ভাষারও কিছুমাত্র পরিবর্তন করিলাম না।

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে

শ্রীঅনন্তাচার্য্য গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে

শ্রীহরিদাস গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে বরস	...	...	৫৫
শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	২০
ভতীজে শ্রীনিত্যানন্দজী বৈঠে বরস ...	...	...	২২
শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৪
শ্রীশিবরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৩২
শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	২৪
শ্রীগোবিন্দচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	১৫

শ্রীজগন্নাথ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৩০
শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	২৫

(বিবাহ আরম্ভ)

শ্রীরামশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৩৮
শ্রীনীলাম্বর গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৭
শ্রীবলরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৩
শ্রীকৃষ্ণশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	২৮
শ্রীরামনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস...	...	...	১৭
শ্রীগোবিন্দনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	৩
শ্রীহরেকৃষ্ণ শরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	১৮
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	১১
শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীজী বৈঠে বরস ...	...	...	৩০

চৌদ্দ বৎসর গত হইল, ইনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। বর্ত্তমান গোস্বামীর নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই তালিকা অনুসারে বর্ষগুলির সমষ্টি ৪০৩ বৎসর হইতেছে। সুতরাং হরিদাস গোস্বামীর গাদি বসিবার সময় ৪০৩ বৎসর পূর্ব্বে ধরিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। যে বৎসরে এক জনের গাদিকালের শেষ হয়, সেই বৎসরেই আর এক জনের গাদিকালের আরম্ভ; অথচ একটি বৎসর প্রথমোক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে, দ্বিতীয়োক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে। হরিদাসের পরে আঠার জন গোস্বামী গাদি শোভিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা সমষ্টি হইতে ১৭ বৎসর অনায়াসে বাদ দিতে পারি। এই হিসাবে হরিদাসের গোস্বামী পদের আরূঢ় হইবার কাল ৩৮৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে হইতেছে। এখন আর একটি বিচার আবশ্যক। হরিদাসের পূর্ব্বে অনন্তাচার্য্য, তাহার পূর্ব্বে গদাধর, তাহার পূর্ব্বে শ্রীরূপ। তাহা হইলে কি শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বে অথবা তাঁহার শৈশবাবস্থায় বৃন্দাবনে আইসেন? বড় গোলের কথা। যদি চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের কথা প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হয় অর্থাৎ শ্রীরূপ চৈতন্যদেবের অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সে সময়ে গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসরের কম নহে। কারণ বিশ্বম্ভর চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রমসূচক কৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রাপ্ত হয়েন। পরে কিয়ৎকাল নীলাচলে কাটাইয়া বৃন্দাবন দর্শন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ; তাহাতে অন্ততঃ পঁচিশ যোগ করিলে ১৫১০ হয়। অতএব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারের মতানুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের বৃন্দাবনাগমন ১৫১০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না, বরং

আরও কিছু পরে হওয়াই সম্ভব। গোস্বামীদিগের বর্ষতালিকা এবং চৈতন্যচরিতামৃতের কথা মধ্যে রূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন দর্শনের সময় বিষয়ে যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে; আমরা তাহার সমাধান নিম্নলিখিত প্রকারে করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গদাধর পণ্ডিত, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহাদিগকে এক ব্রাকেটের মধ্যে রাখিয়া ৫৫ বৎসরকে সকলের ক্রমানুসারিক গাদিকালের সমষ্টি মনে করিতে হয়। গোস্বামীদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ তালিকাটি আমি ভ্রমযুক্ত মনে করিতে পারি না। সুতরাং শেষোক্ত মীমাংসা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না। তালিকাটিতে দেখা যাইতেছে যে, গদাধর, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহারা যথাক্রমে একের শিষ্য অপরে ছিলেন। পরন্তু সকলেই "গোস্বামীজীকে শিষ্য" ছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, সকলেই শ্রীরূপ মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন ও সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং ঐ চারিজনকে এক বন্ধনীতে রাখিয়া সামুদায়িক সময় ৫৫ বৎসর ধরা অসঙ্গত নহে। শ্রীরূপ হুসেন শার মন্ত্রী ছিলেন। হুসেন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অতএব শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। বরং আমরা শ্রীরূপের বৃন্দাবন কীর্ত্তির প্রারম্ভ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দকেই ধরিব। হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ তালিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মীমাংসিত হইতেছে। (১) গোবিন্দদাসজীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৯২ সুতরাং বোধ হইতেছে হরিদাসের সময়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং রাজা হিসাবে দেখিতে গেলে রাজা ভগবানদাসের সময়ে মন্দির আরম্ভ হয় এবং মানসিংহের সময় সমাপ্ত হয়। রাজা ভগবান দাস ঐ সময়টায় ঐ সকল স্থানে অনেক বার ঘুরিয়াছিলেন। কারণ তিনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত অনুমৃতা মাতার স্মরণার্থে সতী বুরুজ নামে এক উৎকৃষ্ট সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নন্দগ্রামে হরিদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আমরা ভক্তমালে তানসেনের সঙ্গীতগুরু এক হরিদাস সাধুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাই। আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া উক্ত সাধুর গীত শুনিবার জন্য বৃন্দাবনে আসেন। হরিদাস বাদশাকে ভজনগীত শুনাইয়া এরূপ প্রীত করিয়াছিলেন যে, বাদশাহ কৃষ্ণলীলামাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের অনেক উপকার করেন। এই হরিদাস সাধুই কি শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ হরিদাস? বিচিত্র নহে। (২) কৃষ্ণচরণ গোস্বামীর গাদি অধিকার কাল ১৬৫৫ হইতে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; সুতরাং ইঁহারই সময়ে গোবিন্দমূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে রক্ষিত করা হয়। ইঁহার সময়ে অম্বররাজ মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্র রামসিংহ। উভয়েরই সময়ে কৃষ্ণচরণ বিদ্যমান ছিলেন। (৩) ১৭১০ খৃষ্টাব্দে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী গাদি সমাসীন হন। ইঁহার গাদি সমাপ্তিকাল ১৭৩৮। ঐ সময়ে মহারাজা সোয়াই জয়সিংহ অম্বরেশ্বর। এই সময়ে গোবিন্দজী জয়সিংহের নূতন নগর জয়পুরে আনীত হন। হরেকৃষ্ণের পরে রাধাচরণ গোস্বামী

রাজার নির্ব্বন্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পর হইতেই যথেচ্ছ শিষ্যানুক্রমিকতার পরিবর্ত্তে বংশানুক্রমিকতানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হইতে লাগিল। তবে এইটুকু বিশেষ যে শিষ্যত্ব কথাটির লোপ হয় নাই, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রাদি শিষ্যরূপে গৃহীত হয়।

বৃন্দাবন কীর্ত্তি।

সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত ছয়জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু বৃন্দাবন কীর্ত্তির সূত্রপাত করেন।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ইঁহারা এবং ইঁহাদের শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিগ্রহের সেবক হয়েন, যথা :—

শ্রীরূপ	...	...	৺ গোবিন্দজী
সনাতন	...	...	৺ মদনমোহনজী
জীব	...	...	৺ রাধাদামোদরজী
লোকনাথ	...	...	৺ রাধাবিনোদজী
মধুমঙ্গল	...	...	৺ গোপীনাথজী
রঘুনাথ	...	...	৺ শ্যামসুন্দরজী
গোপালভট্ট	...	...	৺ রাধারমণজী ইত্যাদি

নারায়ণ ভট্টকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি লীলাস্থল আবিষ্কৃত হয়। তিনি বল্লভ নামক এক নর্ত্তককে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার অভিনয় করিবার জন্য আদেশ দেন। বল্লভ একটি ব্রাহ্মণ বালককে কৃষ্ণ এবং আর একটিকে রাধিকা এবং আর আটটি বালককে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী সাজাইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী অনেকগুলি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী-গাথা রচনা করেন, কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে সে সকলের বর্ণনা এস্থলে করিলাম না। কথিত আছে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এরূপ ভক্ত ছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা ভগবানের মানসী পূজা সাধন করিতেন। একবার তিনি মানসিভোগ উৎসর্গ করিয়া, তাহার দুধভাত ধ্যানযোগে প্রচুর পরিমাণে খান। ইহাতে উদরাধ্মান হইয়া পীড়িত হয়েন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠলনাথ বৈদ্য সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসেন। বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, অতিরিক্ত দুধভাত খাওয়াতে অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে; অতএব এই ঔষধ সেবন করাইলে আরোগ্যলাভ হইবে বলিয়া ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন রঘুনাথদাস গোস্বামী কহিলেন, যে ভোজন হইতে আমার এই উদররোগ হইয়াছে, উহা অজ্ঞান রোগের জন্য ঔষধস্বরূপ এবং অনন্তজীবনের জন্য অমৃতস্বরূপ, অতএব আপনি আপনার ঔষধ আপনার নিকট রাখুন, আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় থাকি। বাস্তবিক রাধাকুণ্ডের এই গোস্বামী প্রকৃতপক্ষে দুধভাত খান নাই; কেবল মানসিক পূজনে অতিরিক্ত পরিমাণে [illegible] খাইয়াছিলেন এবং স্থূলদেহে তাহার ঐরূপ পরিণাম দৃষ্ট হইয়াছিল।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিস্থাপন সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী চলিত আছে ; সেটি এই :—বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর যুক্তি ও আশীর্ব্বাদ বলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের তুষ্টির জন্য বৃন্দাবনে লাল পাথরের বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভ্রম আছে। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহ যখন প্রেরিত হয়েন, তখন বাদশাহ আকবর ছিলেন না, জাহাঙ্গীর ছিলেন। সুতরাং ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা। যদ্যপি মানসিংহ যথার্থই কোন বাঙ্গালী গোস্বামীর নিকটে যুক্তি এবং আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মন্দির সমাপ্তিকাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে কে গোস্বামী ছিলেন এবং সে সময়ে মানসিংহ কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন কিনা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। গোস্বামীদের নিকট প্রাপ্ত তালিকা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তি কাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ এবং তাহার পর গোবিন্দদাস ২০ বৎসর গাদি অধিকার করিয়া থাকেন। মন্দির নির্ম্মাণে ২০ বৎসরের অধিক লাগিয়াছিল বই কম নহে। সুতরাং সম্ভবতঃ মানসিংহ যুবরাজ অবস্থায় হরিদাসের সময়ে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ শ্রীরূপের সে সময়ে বর্ত্তমান থাকা আশ্চর্য্য নহে। তিনি গাদি শিষ্যগণকে ছাড়িয়া দিয়া হয়ত জপ তপে সময় কাটাইতেন। তবে তাঁহাকে শতায়ু মনে না করিলে তাঁহার সহিত মানসিংহের একত্রীকরণ সম্ভব হয় না।

৺ গোবিন্দজীর গোস্বামী অত্যন্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে সময়ে বাদশাহ কর্ত্তৃক মানসিং প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য অনুজ্ঞাত হন, তখন তিনি জয়পুর হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনের নিকট ছাউনি করেন। সেই সময় বাবাজীর তপঃপ্রভাব তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তখন লোক পাঠাইয়া বাবাজীকে আপন শিবিরে আসিবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বাবাজীর নিকটে রাজদূতগণ পৌঁছিলে এবং রাজাজ্ঞা জানাইলে তিনি বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাসী মানুষ ; আমার রাজা রাজড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; অতএব তোমরা রাজাকে বুঝাইয়া বলিবে যে আমি বড়লোকের সহিত দেখা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না, সুতরাং আমার মনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতেছে না। রাজদূতেরা রাজাকে এই সকল কথা জানাইলে রাজা পুনরায় আগ্রহপ্রকাশ করিয়া বাবাজীর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং বিশেষ অনুনয় সহকারে যাহাতে একবার দর্শন দেন এই প্রার্থনা করিলেন। এবারেও বাবাজী অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, ফকির ব্যক্তি রাজদরবারে যাইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা রাজার নিকট ঐ কথা যখন জানাইলেন তখন

মানসিংহ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যখন তিনি সহজে আসিলেন না, তখন আমি জোর করিয়া আনাইব। এই কথা তোমরা গিয়া তাঁহাকে বল। বাবাজী দূতমুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে, ইহা দেখিতেছি মহারাজার রাজহঠ। তিনি কেন এরূপ নির্ব্বন্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। আমি রাজদরবার কিম্বা রাজসংসর্গ প্রার্থনা করি না। ও সকল আমার পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। আমি আপনার ছপ্পরে বসিয়া সাধনাদি করিয়া জীবনযাপন করিব জানি। মহারাজ আমাকে যেরূপ দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন; আমি এমন ধন রাখি না, যাহার জন্য আমাকে শোক করিতে হইবে এবং শরীরের সম্বন্ধেও আমার আশঙ্কা নাই, কারণ আমার মৃত্যু হইলে পিছনে কাঁদিবার কেহ নাই। এই সমস্ত কথা যখন মানসিংহকে শোনান হইল, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং নিজেই বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা যে সময়ে সাজসজ্জা করিয়া বাবাজীর কুটীরে আইসেন, তখন বাবাজী চক্ষু মুদিত করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাজা করপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখিতে পান নাই। পরে তিনি যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজীও সসম্ভ্রমে রাজাকে উঠাইয়া সমুচিত সমাদর করিলেন। কিয়ৎকাল পরস্পরের মধ্যে আলাপ আপ্যায়নে অতীত হইয়া গেলে, মানসিংহ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশে সমুদ্রকূলে প্রতাপাদিত্য নামে একজন প্রবলপ্রতাপ নরপতি আছেন। বাদশাহ যে কোন সেনাপতিকে তাঁহার বিপক্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, সকলেই পরাজিত ও নিহত হইয়াছে। আপনাকে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে আমি প্রতাপাদিত্যকে হারাইতে পারিব। বাবাজী উত্তর করিলেন "প্রতাপাদিত্যের গৃহে শিলাময়ী দেবীমূর্ত্তি আছেন, ঐ দেবীই প্রতাপাদিত্যের জয়শ্রীর কারণ। যে প্রকারে ঐ দেবীমূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহাও আপনার নিকটে নিবেদন করিতেছি শুনুন। প্রতাপাদিত্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগ্রায় বাদশাকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি মথুরায় আসিয়া যমুনা স্নান করেন। স্নান করিবার সময়ে একখানি পাথরের কোণ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি পাথরখানি উঠাইলেন, দেখিলেন, একখানি সুন্দর শিলাপট্ট। মথুরার পাণ্ডাগণকে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে এখানি কি এবং এখানে কেন পড়িয়া আছে, পাণ্ডারা তাঁহাকে বলে যে এই খানির উপরে রাজা কংস একে একে দেবকীর সাত সন্তানকে আছাড় মারিয়া মারেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অধিকার করিলে পর আপনার ভ্রাতৃবিনাশস্মারক এই প্রস্তরখণ্ড যমুনায় ফেলিয়া দেন, তদবধি উহা এইখানে পড়িয়া আছে। প্রতাপাদিত্য মনে করিলেন যে এই খানিতে আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বসিয়া রাজত্ব করিব। কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তুমি ইহাতে সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কল্পনা

পরিত্যাগ কর ; আমার অষ্টভুজা মূর্ত্তি খোদাইয়া বিগ্রহ প্রস্তুত কর, এবং তাঁহার পূজা করিতে থাক। যতদিন তুমি আমাকে গৃহে রাখিবে, ততদিন তোমার বিজয়শ্রী অনিবার্য্য। প্রতাপাদিত্য এরূপ পরম কল্যাণকর স্বপ্নের প্রতি অবহেলা না করিয়া পরদিন হইতেই বিগ্রহ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। উক্ত বিগ্রহ বলেই প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরেরও অপরাজেয় হইয়াছেন। আপনি যদপি সেই মূর্ত্তি কোন প্রকারে হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জয়লাভ করিতে পারিবেন, অন্যথা জয়লাভ অসাধ্য। মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি প্রকারে সেই বিগ্রহমূর্ত্তি হস্তগত করিতে পারিব, কারণ তাহা অতি যত্নে প্রতাপাদিত্যের ভবনে সংরক্ষিত। বাবাজী বলিলেন, সে বিষয় আমি বলিতে পারি না। আপনি রাজ-কৌশল বিস্তার করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করুন। মানসিংহ তাহাই হইবে, এই বলিয়া বাবাজীর পদযুগল বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন সুনিপুণ ভাস্করগণকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে অতি গুপ্তভাবে শিলাদেবীর মন্দিরে প্রেরণ করেন। তাহারা তদ্দৃষ্টে হুবহু দ্বিতীয় শিলা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। পরে মহারাজ প্রচুর উৎকোচের দ্বারা শিলাদেবীর পুরোহিতগণকে বশীভূত করিয়া আসলমূর্ত্তিটী নিজ হস্তগত করেন এবং নকল মূর্ত্তিটি যথাস্থানে রাখিয়া দেন। ইহাতেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হয়। যাহা হউক, মানসিংহ বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাদশাহের নিকট সমুচিত সম্মানিত হওয়ার পরে বৃন্দাবনের বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ৺গোবিন্দজীর রৌপ্যময় মন্দির করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। ইহাতে বাবাজী বলেন যে, এ সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত (এখনকার সহর বৃন্দাবনে তখনকার অরণ্য বৃন্দাবনে অনেক প্রভেদ)। আমি সামান্য ব্যক্তি, ঐ রূপার মন্দির কেমন করিয়া চৌকি দিব, উহা আমার পক্ষে একটি বিপৎস্বরূপ হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি ওরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া একটি মজবুত মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনা করুন। আপনি রৌপ্য মন্দিরে যে টাকা ব্যয় করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, দৃঢ়গঠিত প্রস্তরময় মন্দিরে যদি সেই টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলেই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। বাবাজীর অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনের বিখ্যাত লাল পাথরের সাততল মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই মন্দিরে বহুকাল গোবিন্দজী অবস্থিতি করিয়াছেন। পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে ইহা জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সে কথা পরে বিবৃত হইবে।

মানসিংহ এবং বাবাজীর পরস্পর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে অসম্ভব কথাগুলি ত্যাগ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যুবরাজ মানসিংহ বাবাজীর ব্রহ্মনিষ্ঠতা-গুণে মুগ্ধ হইয়া ঐ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎকালে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে আগরায় দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের লাল পাথরের পাহাড় সকল হইতে অন্য কোথাও পাথর না যাইতে পারে, বাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল। রাজা

মানসিংহ আকবরের নিকট আজ্ঞা লইয়া লালপ্রস্তরে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করান। তের লক্ষ টাকা কেবল মশলা মজুরিতে লাগিয়াছিল।

গ্রাউস সাহেব লিখিত মথুরার ইতিবৃত্তে এই মন্দিরের হিন্দী শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া আছে। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ লিখিয়া দিলাম। "বাদশাহ আকবরের রাজত্বের চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষে মহারাজ পৃথ্বীরাজের * বংশসম্ভূত মহারাজ ভগবান্ দাসের পুত্র শ্রীমহারাজ মানসিংহ দেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে গোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কর্ম্ম-কর্ত্তার নাম কল্যাণদাস, সহকারী-পরিদর্শক মাণিকচাঁদ চোপার, স্থপতি শিল্পী দিল্লীর গোবিন্দ দাস এবং মিস্ত্রী গোরখদাস।" আকবর শাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার ৩৪ বৎসর রাজত্বকালে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মন্দির স্থাপিত হয়।

কথিত আছে, বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃন্দা-দেবীর জন্ম সর্ব্বপ্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এখন সে মন্দিরের চিহ্নমাত্রও নাই। কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান সেবাকুঞ্জের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত ছিল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের খ্যাতি এত সত্বর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সম্রাট আকবর এই স্থান দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া নিধুবনের ঘেরাওয়ের মধ্যে লইয়া যান। সেখানে তিনি এমন সকল মানসদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন যে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তিনি বৃন্দাবনে মন্দির সকল নির্ম্মাণ বিষয়ে হিন্দুরাজগণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। আকবরের বৃন্দাবন দর্শনের স্মারক চিহ্নস্বরূপ চারিটি বিখ্যাত মন্দির অতি সত্বরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, যুগলকিশোর এবং মদনমোহন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম এবং প্রধান গোবিন্দদেবের মন্দির। ইহার সৌন্দর্য্য সুখ্যাতি বিষয়ে গ্রাউস মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The first named is not only the finest of the particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu Art has ever produced at least in Upper India" * * * * *

Mr Fergusson in his Indian Architecture speaks of this temple as "one of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which an European Architect might borrow a few hints." I should myself have thought that 'solemn' or 'imposing' was a more appropriate term than elegant for so massive a building and that the suggestions that might be derived from its study were many rather than few."

* ইহাকে কেহ যেন দ্বিতীয় চৌহান পৃথ্বীরাজ মনে না করেন; ইনি [illegible] রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার পরে ভারমল, তৎপরে ভগবান দাস, তৎপরে মানসিংহ।

মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি কথিত হইয়া থাকে। মুলতান-বাসী রামদাস নামক জনৈক বণিক তাঁহার পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া নৌকাযোগে যমুনার উপর দিয়া আগরা যাইতেছিলেন, কিন্তু কালীদহ ঘাটে তাঁহার নৌকা বালুকাচরে সংলগ্ন হইয়া গেল; তিন দিন চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি নৌকাকে ভাসমান করিতে অসমর্থ হইলেন না, তখন তিনি স্থানীয় দেবতার আরাধনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পাহাড়ে উঠিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মদনমোহনের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মদনমোহন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নৌকা উদ্ধার করিয়া দিলে উক্ত বণিক সানন্দে আগরা যাত্রা করিলেন এবং আগরা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার পণ্য বিক্রয় প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এখানেও সনাতন না হইয়া তাঁহার শিষ্য পরম্পরার মধ্যে একজন গোস্বামী হইবেন এইরূপই মনে হয়। এই কারণে মদনমোহনের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের নাম মুল-তান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্য মুলতানে ও পঞ্জাবে বর্ত্তমান এবং তত্রত্য লোকেরা বিশেষ কাণ্ডে মদনমোহনের শপথ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুতদিগের শেখাবৎ নামক শাখাতে উৎপন্ন রায়শিলজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি একদল আফগান আক্রমণকারীকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন যে আকবর শাহ তাঁহাকে দরবারী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহ এবং রাণা প্রতাপসিংহের যখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন প্রথমোক্তের সহায়তার জন্য আকবর রায়শিলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রায়শিল কাবুলের বিরুদ্ধেও অভিযান করিয়াছিলেন। এখন শেখাবৎ রাজপুতগণের রাজ্য জয়পুরের মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত। শেখাবতী প্রদেশের অধিকাংশ রাজপুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের শিষ্য এবং গোপীনাথজীর দিব্য দিলে তাহারা উন্মুক্ত তরবারিকেও কোষ মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করে।

বাঙ্গালী গোস্বামীরা প্রায় দেড় শত বৎসর বৃন্দাবনে আনন্দের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্তু ১৬৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগের উপর একটি সুমহৎ বিপৎপাত হয়। সেটি আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিগ্রহনিগ্রহ। এ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস নিম্নলিখিতভাবে প্রচলিত আছে। কোন সময়ে বাদশাহ ও বেগম রাত্রের প্রথম যামে আপনাদের আগরাস্থ প্রাসাদে বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিলেন। বেগম বলিলেন যে 'ঐ যে উত্তর দিকে একটি আলো দেখিতে পাই, উহা সততই স্থির। সুতরাং উহা চন্দ্র বা বিদ্যুৎ নহে। ওটি কি?' বাদশাহ বলিলেন, যে "কল্য আমি এ বিষয়ে তোমাকে কহিব।" বেগম কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা; এই একটি সামান্য কথার উত্তরের জন্য আপনি একদিন অপেক্ষা করিবেন। আপনি দীন দুনিয়ার মালিক হইয়া এই সংবাদটা রাখেন না। সুতরাং বাদশাহ তৎক্ষণাৎ এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সভ্যগণের নিকট ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সভ্যেরা

কহিল, "জাঁহাপনা, আকবরাবাদ (আগরা) হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে কাফেরদিগের ককীরাবাদ (বৃন্দাবন) নামক তীর্থে এক অতি উচ্চ মন্দির আছে; সেই মন্দিরের চূড়ায় প্রতিদিন একটি ঘৃতপূর্ণ কলসের উপর বাতি জ্বালান হইয়া থাকে, তাহারই কিরণ এখানে পৌঁছিয়াছে। কাফেরদিগের ঐ মন্দির সাততালা উচ্চ; বোধ হয় হিন্দুস্থানে অত বড় উচ্চ চূড়া আর কোথাও নাই। সমবেত সদস্যগণের মুখে রাজধানীর এত নিকটে হিন্দুদিগের এত প্রাদুর্ভাব, ইহা আলোচনা করিতে করিতে হিন্দুধর্ম্মের শত্রু বাদশাহ কহিলেন, তবে ত দেখিতেছি আমার রাজত্বের সমস্ত মসজিদ অপেক্ষা কাফেরদিগের এই মন্দির উচ্চ। ইহা কখনই হইতে পারিবে না। তোমরা কল্য প্রাতেই উক্ত মন্দিরের উচ্চতা খর্ব্বীকৃত কর। আগরায় অনেকগুলি হিন্দু রাজা সে সময় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে বাদশাহের আদেশ শুনিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, যখন ঐ উচ্চ মন্দির ধ্বংস হইবে, তখন অন্যান্য মন্দিরও যে অব্যাহতি পাইবে তাহা নহে ও সেই সঙ্গে বিগ্রহসকলও চূর্ণীকৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তাঁহারা গুপ্তচরের দ্বারা বৃন্দাবনের মন্দিরাধিকারীদিগকে এই বলিয়া পাঠান যে যদি তোমরা আপনাপন বিগ্রহের পবিত্রতা বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে মন্দির ও জীবিকার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিগ্রহ লইয়া পলায়ন কর। আমাদিগের দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য হইবে। ৺গোবিন্দজীর মন্দির জয়পুররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ পাছে যবনহস্তে কলঙ্কিত হয়, এই জন্য অম্বররাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। হঠাৎ অম্বরে বিগ্রহ সরাইয়া আনা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া উহা কাম্যবনে রাখা হয়; পরে কাম্যবন হইতে অম্বরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর নামক স্থানে রক্ষিত হয়। কিছুকাল সেখানে থাকার পর অম্বর সহরের সান্নিধ্যে ঘাটি নামক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে রাখা হয়। ওখানে কিছুকাল অবস্থিতি করার পরে জয়পুর সহরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে রাজভবন সক্রান্ত রাজমন্দির নামক মন্দিরে ৺গোবিন্দজী স্থাপিত হয়েন। অদ্যাবধি তিনি সেই খানেই অবস্থিতি করিতেছেন। গোবিন্দদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি বিগ্রহ এবং তাঁহাদের গোস্বামীদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়, যথা গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও রাধাবিনোদ। মদনমোহনের বিগ্রহ সম্প্রতি করেলীতে বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিব।

আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের যে নিগ্রহ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার কারণ যে অতটা তুচ্ছ তাহা বোধ হয় না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আওরঙ্গজেবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দারা হিন্দুদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার পিতার এবং শান্তিপ্রিয় মুসলমানদিগেরও প্রিয় ছিলেন। [illegible] ধরিলে সিংহাসনের তিনি প্রকৃত অধিকারী ছিলেন সুতরাং আরঙ্গজেবকে দারাকে পরাভূত করিবার জন্য কাবুল, সমরকন্দ প্রভৃতি পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সৈন্যাপত্যের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ঐ

সকল মুসলমান সেনানায়কের মধ্যে জুলফিকার একজন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেব পিতাকে কারারুদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সমরে পরাস্ত ও বধ করিয়া পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সন্তোষের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানে যে সকল মুসলমান বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন, হিন্দুজাতির উপর এবং হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহারা তাদৃশ বিদ্বেষ রাখিতেন না। বৈদেশিক মুসলমানগণ বুৎশিকনী অর্থাৎ বিগ্রহনাশের নামে অত্যন্ত উল্লসিত হইত। দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া আরঙ্গেব তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিতে সে বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই ; কারণ পাছে হিন্দু-রাজগণ পিতার সহায়তা করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ় করিবার জন্য একটা বিভ্রাট বাধায় এই ভয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ আরঙ্গেব মথুরার উপর পূর্ব্ব হইতেই চটা ছিলেন ; কারণ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বাবালাল নামক ভক্তকে দারাসিকো অত্যন্ত মান্য করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণ হইতেই দারার হিন্দুদিগের সহিত অধিক প্রণয় এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অধিক প্রবেশ এবং হিন্দুদিগের সহানুভূতির সূত্রপাত। আরঙ্গেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই মথুরার লোকেরা ধর্ম্মসাহস দেখাইয়া মুসলমান, বাদশাহ বা তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক পীড়ন প্রাপ্ত হইত ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও মথুরাবিদ্বেষ প্রকটিত করিবার একটি বেশ সুযোগ উপস্থিত হইল। কোকিল নামে একজন জাঠ সাদাবাদ পরগণা লুঠ করিয়া ধনশালী এবং জনশালী হইয়া মহাবন পরগণার অধীন কোন গ্রামে রাজবিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে। মহাবনের শাসক আবদুল নবী কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া নিজে মারা পড়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসক কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে অকৃতকার্য্য হয়েন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে সেখ রজউদ্দীন কর্ত্তৃক কোকিল ধৃত হয় এবং আগরায় প্রেরিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই বৎসরেই ফেব্রুয়ারী মাসে আরঙ্গেব স্বয়ং মথুরায় গমন করেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই তথাকার কেশবদেবের বিখ্যাতমন্দির সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তাহার উপর মস্জিদ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনের উপর আরঙ্গেবের এতটা ক্রোধ ছিল না কিন্তু তিনি অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দেন। অধিকারী, পূজারী এবং গোস্বামীগণ ইতিপূর্ব্বেই অনেকে পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন। এই পলায়ন সময় হইতেই রাজপুতনায় প্রবলতররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হইল।

কেশব দেব বল্লভাচার্য্যদিগের বিগ্রহ এবং ইহার এতদূর খ্যাতি যে বরাহপুরাণোক্ত বচন ইহারই সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত। ন কেশবসমো দেবঃ ন মাথুরসমো দ্বিজঃ॥ উদয়পুরের বিখ্যাত রাণা রাজসিংহকর্ত্তৃক কেশবদেবের মূর্ত্তি তাঁহার রাজ্যান্তর্গত নাথদ্বার নামক স্থানে রক্ষিত হয়। মথুরা বৃন্দাবন গোকুল মহাবন প্রভৃতি ও উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেকগুলি প্রতিমা যেমন জয়পুরে রক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি প্রতিমা নাথদ্বার

কোটা, কনকরোলী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানেও রক্ষিত হইয়াছে। আমরা আর একবার কেশবদেবের উল্লেখ করিব। ইহার বর্ণনা বর্ণিয়ার, ট্যাবার্ণিয়ার প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ প্রশংসার সহিত করিয়া গিয়াছেন। বুন্দেলজাতীয় বীরসিংহদেব কর্তৃক তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাসিরি আলমগিরি নামক পুস্তকের রচয়িতা এই মন্দিরের ধ্বংসে কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতব্য।

"অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে এই ভ্রান্তির স্থান সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই সুকঠিন কার্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ত্তমান বাদশাহের অতিসুলক্ষণযুক্ত রাজত্বকালে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। এ রাজত্বে পৌত্তলিকতা এবং অপধর্ম্মের অনেকগুলি পঙ্কিলগর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষমতা এবং সত্যশাস্ত্রের সাফল্য দৃষ্টে গর্ব্বিত রাজগণ তাহাদিগের বিশ্বাস সকলকে কণ্ঠমধ্যে অত্যন্ত জ্বালাযুক্তভাবে অনুভব করিতে লাগিল এবং প্রাচীরে অঙ্কিত প্রতিকৃতির ন্যায় নীরব হইয়া থাকিল। বহুমূল্য রত্নরাজিতে ভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত মূর্ত্তি কাফেরদিগের মন্দির হইতে আগরায় নীত হইল; সেখানে সেগুলা নবাব কুদসিয়া বেগমের মসজিদের সিঁড়ির ধাপের নীচে পুঁতিয়া ফেলা হইল, যাহাতে লোকে উহাদিগকে মাড়াইয়া চিরদিন চলা ফেরা করিতে পায়। এই ঘটনার পর হইতেই মথুরার নাম ইস্‌লামাবাদ রাখা হইল।"

আরঙ্গেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নির্য্যাতনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ আপনার আপনার ঠাকুর লইয়া রাজপুতানার রাজগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণ একমাত্র জয়পুররাজেরই শরণাপন্ন হন। আমরা সর্ব্ব প্রথমে গোবিন্দদেবের বিষয় বর্ণনা করিব। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেব মন্দির ভগ্ন করিতে আরম্ভ করেন; তাহার পূর্ব্ব বৎসরেই অম্বররাজ প্রথম জয়সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রামসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন; অতএব গোবিন্দজীকে বৃন্দাবন হইতে আনয়নকারী এই রামসিংহই হইবেন। প্রথমে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি কাম্যবনে কয়েক বৎসর রক্ষা করা হয়। অনুমান ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ঐ মূর্ত্তি অম্বরনগর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বড় গোবিন্দপুরা নামক গ্রামে স্থাপিত করা হয়। কারণ গোবিন্দপুরার কর্ম্মের হিসাবের প্রাচীন খাতাতে উহার অপেক্ষা পুরাতন তারিখ নাই। কয়েক বৎসর সেখানে রাখা হইলে অম্বরনগরের তোরণদ্বারের নিকটেই ঘাটী নামক স্থানে এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় জয়সিংহ রাজত্ব করেন এবং তিনি জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার প্রাসাদের সম্মুখে রাজমন্দির নামক মন্দির প্রস্তুত করান। সেই মন্দিরে গোবিন্দদেবকে স্থাপিত করা হয়, অদ্যাপি তিনি সেইখানেই বিরাজমান। গোবিন্দজীর ঘাটীতে আগমন এবং তৎপরে রাজমন্দিরে অবস্থানের ঠিক সময় নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই; তবে উক্ত

ঘটনাই দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ের, ইহাই সম্ভব। রামশরণ গোস্বামী যখন গদিতে বসেন, সে সময় বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক ইনিই প্রথমে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। প্রায় চৌত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি গোবিন্দজীর সেবার জন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমান গোস্বামিগণ জমীদারের মত সচ্ছল-ভাবে কালযাপন করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলার অধীন ওকড়সা গ্রামে। ইঁহারা পণ্ডিতবংশীয়। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ এখনও ওকড়সায় বাস করেন এবং ভট্টাচার্য্য উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত ইহাও বলা আবশ্যক যে রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, করোলী, আলওয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম রাজপুতানার দিকেও পরম্পরাসম্বন্ধে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কৃতিত্ব পৌঁছিয়াছে। টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত নাথদ্বার নামক তীর্থে মথুরা হইতে পলায়িত গোস্বামিগণের অনেকেই আপনাপন বিগ্রহের সহিত অন্নকূট পর্ব্বোপলক্ষে মিলিত হইতেন। ধারাবাহিকরূপে অনেক বৎসর এই বৈষ্ণব সম্মিলন প্রচলিত ছিল। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের সমাদর এই সূত্রে পশ্চিম রাজপুতানায় বিলক্ষণ হইয়াছিল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত কথার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জয়পুরে দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্মান থাকিলেও রামানুজ এবং বল্লভীসম্প্রদায়েরও যথেষ্ট প্রাবল্য আছে। শত শত কৃষ্ণমন্দিরে ক্রমাগতই ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদির কথা কথিত হইয়া থাকে। যে কথক যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তিনিই সেই সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভূমিকা কথা আরম্ভের সময় ব্যবহার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায়ের কথকের কথাতে এই শ্লোকটি নাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, আমাদের দেশের কথক মহাশয়েরা এই শ্লোকটি না গাইয়া কথার ভূমিকা শেষ করেন না।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব।

ভারতের সভ্যতা প্রাচীন অথবা আধুনিক এই দুই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত সমাজে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ হইতেছে। গ্রীকসভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন, এমন কি বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইতেছেন যে, ভারতের সভ্যতা স্বদেশপ্রসূত নহে, বিশেষতঃ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব হিপক্রেটিসের গ্রন্থ বা মত হইতে গৃহীত, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মৌলিকতা কিছুই নাই। ইউরোপীয় মনীষীরা যাহা বলিতেছেন ও নানা উপায়ে যাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি বেদ-বেদাঙ্গাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, সভ্যতার ফলস্বরূপ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক নহে, তাহার মূলসূত্র ও উপকরণগুলি বেদ-বেদাঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

বেদশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। * মন্ত্রভাগ সংহিতা নামে অভিহিত, এবং অত্যন্ত প্রাচীন। ব্রাহ্মণভাগ বেদসংহিতার ভাষ্যস্বরূপ। ঋগ্বেদসংহিতা কত প্রাচীন, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বেদ পূর্ব্বে একই ছিল। † বোধ-সৌকর্য্যের জন্য পারাশর্য্য ব্যাস বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির সময় একরূপ নির্ণীত হইলেও তৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত মহামুনি ব্যাস কোন্ সময়ে ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বেদ, বিশেষতঃ ঋগ্বেদসংহিতা কতকালের, তাহা বলিতে কেহই পারেন নাই; ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঋগ্বেদের যে সময় নির্ণীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি কোনরূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।

ভগবান্ শাক্যসিংহ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীর সম্মত। তাঁহার পূর্ব্বে পাণিনি ও বেদব্যাখ্যাকার যাস্ক এবং তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বে মহা-বৈয়াকরণ শাকটায়ন ইহ সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে, শাকলযজুর্ব্বেদে, যাস্কের নিরুক্তে, পাণিনির সূত্রে এবং পাতঞ্জল মহাভাষ্যে শাকটায়নের

---

* ব্রাহ্মণো মন্ত্রেতরবেদভাগঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী-টীকা।

† এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ভাগবত।

নাম উল্লিখিত আছে। * সুতরাং এই মহাবৈয়াকরণ শাকটায়ন কত প্রাচীন, তাহা লিখিত দলিল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও নানা শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি তাঁহার উণাদিসূত্রে পায়ু (anus), জায়ু (ঔষধ ও বৈদ্য), মায়ু (পিত্ত), আয়ু এবং ভিষক্ (বৈদ্য) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। † শাকটায়নের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ লোকসমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল এবং ঐ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য তিনি ঐ ঐ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বৈদিকমন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনেক পরে কল্পসূত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পসূত্র শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম্মসূত্র ভেদে ত্রিবিধ। বেদের অন্তিমভাগ উপনিষদে কল্পসূত্রের উল্লেখ আছে। ‡ আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞিয় পশুর কোন্ অঙ্গ কে পাইবেন, তাহার নির্দ্দেশ উপলক্ষে শারীরস্থানের অনেক শব্দ পাওয়া যায়। § অবশ্য এস্থলে ইহা বলা নিতান্ত সঙ্গত যে, সমস্ত কল্পসূত্রের উপাদান বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দাক্ষীতনয় পণিবংশোদ্ভব অষ্টাধ্যায়ীপ্রণেতা পাণিনি মহাত্মা শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বে গান্ধারপ্রদেশস্থ শলাতুর নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থান চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ অদ্বিতীয় বৈয়াকরণের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কল্পসূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ‖ অতএব কল্পসূত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং কল্পসূত্রে উল্লিখিত আয়ুর্ব্বেদিক পারিভাষিক সংজ্ঞা খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কল্পসূত্রের উপাদান বেদে বর্ত্তমান ছিল, ইহা বলা অযৌক্তিক নহে। এই কল্পসূত্রগুলি রচিত হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সৌত্রিক কাল ভারতীয় শাস্ত্রে চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বিবিধ বিদ্যার সূত্রপাত ও যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল। যাঁহার যে যে বিষয়ে অভিরুচি ও পারদর্শিত্ব ছিল, তিনি সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা তদানীন্তন লোকদিগের অতিদুর্গম জ্ঞান-পথ যথাসাধ্য সুগম করিয়াছেন এবং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য পরপদ-দলিত লোকেরও ভারতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনার পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন।

এখন এই আপত্তি হইতে পারে যে, বুঝিলাম, আয়ুর্ব্বেদের মূল উপাদানগুলি বেদ-বেদাঙ্গে

---

* যাস্ক নিরুক্ত—নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। পাণিনি সূত্র—লঙঃ শাকটায়নস্য ৩।৪।১১১ এবং ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য ৮।৩।১৮। বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গে আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নোপলেভে। পা ৩।২।১২৫ সূত্রভাষ্য।

† উণাদিসূত্র ১।১,১।২, ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

‡ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পঃ * * *। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫।

§ ৩।১।২—১৪ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দ্রষ্টব্য।

‖ পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।

থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল কই? বেদ কোন্ কালে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রস্তিজ্ঞাত বিষয়ের সমস্যা নির্ণীত হইল না। বেদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যদি আর্য্যশাস্ত্রে কিছু থাকে, তাহা দেখান কর্ত্তব্য। উক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়ার নিমিত্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে যে কয়েকটি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, ঐ জ্যোতিষিক গণনাও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া বেণ্টলী, আর্কডেকন প্র্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সভ্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে মহারাজ জয়সিংহ ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণের গণনা সংশোধন করিয়া দিতেন, সেই মহারাজের ন্যায় খগোলবিৎ পণ্ডিত এখন ভারতে আর নাই। মহামতি ভাস্করাচার্য্যের পদানুবর্ত্তী হইয়া আশা করিতেছি, আবার ব্রহ্মগুপ্তাদির ন্যায় মনীষিগণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বতন আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিবেন। আদিত্য-দাস-তনয় আবন্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহার গণনায় বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৫৪ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন। বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের পিতামহ। সুতরাং বরাহমিহিরের গণনানুসারে ৪৩৫৪ বৎসরেরও পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান ছিল। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের গণনার সহিত বরাহমিহিরের গণনার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। জ্যোতির্নিবন্ধ-মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহগণের বিশেষ বিশেষ রাশিতে স্থিতি অনুসারে গণনায় বর্ত্তমান সময়ে ৪৩৬০ বৎসর হয়। এই দুই গণনায় কেবল ৬ বৎসরের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ ব্যতিক্রম অতি সামান্য।* বিষ্ণুপুরাণের গণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মগধরাজ নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর গত হইয়াছে এবং মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণ আরও ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।† তৎপরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ ৩১৫ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং এতদনুসারে ১২১৫ বৎসরের সহিত ৩১৫ + ১৯০৩ যোগ দিলে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল ৩৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে হয়। বিবিধশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিৎ মহামতি কোলব্রুক্ বলেন, খ্রীষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসমুনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন। এই উভয় গণনা মিলাইয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, ব্যাসমুনি অনূ্যন ৩৩০০ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব বেদ ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। ফলতঃ মহাত্মা শাক্যসিংহের পূর্ব্বে প্রায় ১০০০ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ভারতে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়েই আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান শিষ্য অগ্নিবেশ ঋষি, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর প্রভৃতি

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ। বৃহৎসংহিতা ১৩।৪।

† যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।
মহাপদ্মস্তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৮।

কায়চিকিৎসার মৌলিক গ্রন্থ এবং ধন্বন্তরির যোগ্যতম শিষ্য সুশ্রুত, গোপুর, পৌষ্কলাবতাদি ঋষিগণ শল্যতন্ত্রের আদিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। চরক অগ্নিবেশতন্ত্রের এবং নাগার্জ্জুন সুশ্রুতগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা মাত্র, তাঁহারা ঐ ঐ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন। *

মানিলাম, বরাহমিহির ও জ্যোতির্নিবন্ধের গণনায় ভ্রম রহিয়াছে। ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই বেদব্যাসের পিতা, জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক †, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ষট্‌শিষ্যের অন্যতম শিষ্য পরাশর যে আরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এমন কি প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মিয়াছিলেন, উক্ত গণনায় তাহা অবশ্যই সপ্রমাণ হইতেছে। এই পরাশরও অগ্নিবেশের ন্যায় কায়চিকিৎসার প্রণেতা। তাঁহার নাম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, এই সকল প্রমাণে তাহা যথাসম্ভব উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক উপাদানগুলি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া অগ্নিবেশ পরাশর প্রভৃতির গুরু আত্রেয় পুনর্ব্বসু ও সুশ্রুতাদির উপদেষ্টা ধন্বন্তরি, স্বস্বশিষ্যগণকে লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের নগণ্য বিচারশক্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ধন্বন্তরির নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিকসূত্রে বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর নাম পাওয়া যায়। ‡

এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক ব্রাহ্মণভাগও বেদেরই অন্তর্নিবিষ্ট ও তাহারই ভাষ্যস্বরূপ। এই ব্রাহ্মণভাগ নানা বিদ্যার, বিশেষতঃ শরীরতত্ত্বের সুবিস্তীর্ণ গভীর আকরস্বরূপ। মানবজন্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত-তন্ত্রের শারীর স্থানে যত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল তত্ত্বই শতপথ, ঐতরেয়, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। উল্লিখিত এই তিন ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে নানাবিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাই। ভারতীয় পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে এই ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় আয়ুর্ব্বেদ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ইহাতে কি কি আছে তাহা লিপিবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লিখিত শারীরতত্ত্বের সহিত অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত গ্রন্থের শারীরস্থান তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

---

* "History of Hindu Chemistry." *Intro. p p. VIII—XVI.*

† পরাশরাদ্বিগতং পর্গেণ বিশদীকৃতম্।
আর্য্যাচার্য্যেণ রচিতং মিতিশাস্ত্রং প্রচক্ষতে।
আর্য্যভটপ্রণীত দশগীতিকা-পরিশিষ্ট।

‡ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১২ কণ্ডিকা, ৭ম খণ্ড দেখ। শতপথ ব্রাহ্মণ ৪র্থ কাণ্ড, ৩য় অং, ৪র্থ ব্রাং, ২১ খণ্ডে অত্রি ও অত্রিগোত্রোৎপন্ন আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিক সূত্র ২৬। ১।

শতপথ ব্রাহ্মণ	চরক ও সুশ্রুত
অথ যৎপত্নী অঙ্কস্থ সংতাপমুপানক্তি প্রজননমেবৈতৎ ক্রিয়তে, যদা বৈ স্ত্রিয়ৈ চ পুংসশ্চ সংতপ্যতেঽথ রেতঃ সিচ্যতে, তৎ ততঃ প্রজায়তে, পরাঙুপানক্তি পরাগ্‌-ধোব রেতঃ সিচ্যতে। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৫,৩।১৬	চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-তন্ত্র, শারীর স্থান ৩য় অধ্যায়, ২য় শ্লোক। সুশ্রুত-সংহিতা শারীর-স্থান ৩য় অ, ৩য় শ্লোক।
বৎসরে ৩৬০ রাত্রি, পুরুষেরও শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি, বৎসরে ৩৬০ দিন, পুরুষেও ৩৬০ মজ্জা। হৃদয়ই প্রাণ বা প্রাণই হৃদয়; যখন প্রাণ যায়, তখনই প্রাণী দারুবৎ ভূমিতে শয়ন করে অর্থাৎ পতিত হয়।*	দন্ত, উলূখল ও নখ সহিত নরদেহে ৩৬০ খানি অস্থি।—সুশ্রুত ৬০ খানি অস্থি বাদ দিয়া বলিয়াছেন, শল্যতন্ত্রে অস্থির সংখ্যা ৩০০। † হে বৎস সুশ্রুত! দেহীদের হৃদয়ই চেতনা স্থান। ‡

স্তোমই ইহার মস্তক, সুতরাং মস্তক ত্রিবিধ উপাদানে—ত্বক, অস্থি ও মস্তিষ্কে গঠিত। § গ্রীবাঃ পঞ্চদশ। গ্রীবাঃ=seven cervical vertebrae and seven dorsal vertebrae. শতপথ—১২।২।৪।

জত্রু, পশু (পর্শুকা) প্রভৃতি শারীর স্থানের পারিভাষিক শব্দ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।

উল্ব (amnion), জরায়ু (uterus) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও ঐ ব্রাহ্মণে দেখা যায়।

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে শারীরতত্ত্বের যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-যুগে—অতি প্রাচীনকালে—ঐরূপ অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। প্রশ্নগুলি এই—মনুষ্য কেন অদন্তকাবস্থায় জন্মে, ঐ দন্ত কেন বাল্যে পড়িয়া যায় এবং কিছুদিন স্থির থাকিয়া কেনই বা উহা আবার শেষাবস্থায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়? বাল্য ও বৃদ্ধকালে সন্তান হয় না কেন এবং মধ্য বয়সে সন্তান হয় কেন? ‖ বাহুল্যভয়ে সমস্ত অংশের অনুবাদ দেওয়া হইল না। পাঠক দেখিবেন

---

* ত্রীণি চ বৈ শতানি ষষ্টিশ্চ সংবৎসরস্য রাত্রয়স্ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চ পুরুষস্যাস্থীনি ইত্যাদি। শতপথ ১২।৩.২।৩
প্রাণো বৈ হৃদয়ং যাবদ্ধ্যেব প্রাণেন প্রাণিতি তাবৎপশুরেব যদাস্মাৎ প্রাণোঽক্রামতি দারুরেব তর্হি ভূতোঽনর্থ্যঃ শেতে। শতপথ ৩,৮।৩।১৫

† ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থ্নাং সহ দন্তোলূখলনখৈঃ। চরক শারীরস্থান ৭।৫
ত্রীণি সষষ্টীন্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে, শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অধ্যায়।

‡ [illegible] চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাম্। সুশ্রুত শারীরস্থান ৪র্থ অ।

§ শিরএবাস্য ত্রিবৃৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং ভবতি ত্বগস্থি মস্তিষ্কঃ।৯।

‖ শতপথব্রাহ্মণ ১১।৪।১।৫—৭।
গোপথ ব্রাহ্মণ [illegible] প্রপাঠক, [illegible]।

চরক ও সুশ্রুত উল্লিখিত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। * ফলতঃ ব্রাহ্মণযুগে আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্বানুসন্ধান আরব্ধ হইয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুতশাস্ত্রে যথাসম্ভব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অতীব প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর স্থানের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। ফলতঃ অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য চরক, সুশ্রুত ও চরণব্যূহের উক্তি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বা উপবেদ বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় সমস্ত সূক্ত ও তাহার সায়ণ ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। † এই সূক্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে বিদ্যমান আছে। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন অথর্ব্ববেদের ঋষি ঋগ্বেদ হইতেই ঐ সূক্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সুবিস্তীর্ণ আকার দিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদে শত শত ধমনীর কথা আছে। ‡

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কেশবৎ সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক নাড়ী সহস্র প্রকারে ভিন্ন হইয়া শোণিত চালনা করিতেছে, এরূপ বর্ণনা আছে। §

সুশ্রুত মুদ্রিত ও অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণস্বরূপ কতক অংশ উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

---

* সুশ্রুত সূত্রস্থান ১৪শ অং, ৪৩ পৃষ্ঠ।
চরক চিকিৎসা স্থান, বাজীকরণাধ্যায়।

† অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি[১]।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামি তে॥
গ্রীবাভ্যস্ত[২] উষ্ণিহাভ্যঃ[৩] কীকসাভ্যো[৪] অনূক্যাৎ[৫]।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্ণাৎ পার্শ্বাভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি॥
অথর্ব্ববেদ দ্বিতীয় কাণ্ড, ৬।৩৩।১—৭ এবং ১০।৯।১৩—২৪।

১ ছুবুকাৎ, ২ গ্রীবা শব্দেন তদবয়বভূতানি চতুর্দ্দশ সূক্ষ্মাণাস্থীনি উচ্যন্তে বহুবচননির্দ্দেশাৎ।
৩ উষ্ণিহা=nape, ৪ কীকসা=পৃষ্ঠবংশগতাস্থিভ্যঃ=from dorsal vertebrae, অনূক্য=spine, তথাচ বাজসনেয়কম্—অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশৎ, দ্বাত্রিংশদ্ বা এতস্য কক্ষকরাণি, অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি [শতপথ ১২।২।৪।১৪]

‡ শতং ধমন্যঃ—৬।৯০।২

§ তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।—৪।৩।২০

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবল-বভ্রু-কপিশ-কপোত-মেচকাদীনাং বর্ণান্তরাণামনেকধানুৎপত্তির্ভবতি। সুশ্রুত প্রমেহ নিদান।

তত্র কেচিদাহুঃ শিরাধমনী স্রোতসামবিভাগঃ শিরা বিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক্, অন্যা এব হি ধমন্যঃ স্রোতাংসি চ শিরাভ্যঃ। শারীর স্থান—৯ অং।

তির্য্যগ্‌গানাং তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্ত্বসংখ্যেয়াস্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততং চ। তাসাং মুখানি রোমকূপ প্রতিবদ্ধানি।
যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ। ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥ ঐ ঐ

অথর্ব্ববেদে জরায়ু শব্দ আছে। (১)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, জরায়ুমধ্যে গর্ভ অধোমুখে অবস্থিত থাকে ও প্রসবের সময় মস্তক অগ্রে বহির্গত হয়। (২)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদরী ও কামলা রোগ উল্লিখিত আছে।—৭।১৫

শ্বিত্র (white leprosy)—ঐং ব্রাঃ ৬।৩৩

অথর্ব্ববেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যাহা আছে, তৎসমস্তই চরক ও সুশ্রুতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (৩)

অথর্ব্ববেদে রসায়ন শাস্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কারণ উহাতে লিখিত আছে যে রুদ্রের মূত্র (হরবীর্য্য পারদ) অমরত্বস্থাপক। (৪)

যজুর্ব্বেদে যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্ক (বৃক্ক), দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, বসা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া বিধি দৃষ্ট হয়। (৫)

ঋগ্বেদে ত্রিধাতু (বায়ু, পিত্ত, কফ), যথাঋতু উৎপন্ন ওষধি ও ভিষক্ শব্দের উল্লেখ আছে।—১।৩৪।৬, ১০।৯৭।১, ২ ও ৬ ঋক্।

অথর্ব্ববেদে ক্ষতজনিত রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য লাক্ষা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। (৬)

অথর্ব্ববেদ পাঠে জানা যায় জ্বরের প্রথম আবির্ভাব বাহ্লীক দেশে হইয়াছিল, তদবধি জ্বর বাহ্লীক দেশেই প্রচলিত ছিল এবং মুঞ্জবান্ ও মহাবৃষ জ্বরের বাসস্থান। (৭)

---

(১) অং জরায়ু শেদ্বিব।—৬।৪৮।৪

(২) তস্মাৎ পরাংচো গর্ভা ধীয়ন্তে পরাংচঃ সংভবন্তি। তস্মান্ মধ্যে গর্ভা ধৃতাঃ।
তস্মাদমুতোঽর্বাংচো গর্ভাঃ প্রজায়ন্তে প্রজাত্যৈ।—ঐ. ব্রা. ৩।১০।

(৩) ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতা। তস্যা তৃতীয়াবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ। তৎ সংস্থানা তথা রূপা গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥
আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ। স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি॥
শারীর স্থান—৫ম অঃ।

(৪) রুদ্রস্য মূত্রমমৃতস্য নাভিঃ।
ভাষ্য—অমৃতস্য অমরণস্য চিরকালজীবনস্য নাভিঃ বন্ধকং স্থাপকমসি। নহোক্তঞ্চ (উঃ ৪।১২৫) ইতি ইঞ। রসশাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ ঈশ্বরবীর্য্যস্য রসস্য আসেবনেন হি সিদ্ধাঃ অজরামরত্বং লভন্তে ইতি তদভিপ্রায়েণ উক্তং রুদ্রস্য মূত্রমসি ইতি।—সায়ণ ভাষ্য।

(৫) যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৬) "রোহিণ্যসি" ইতি সূক্তেন শস্ত্রাদ্যভিঘাতজনিতরুধিরপ্রবাহনিবৃত্তয়ে অস্থ্যাদিভঙ্গনিবৃত্তয়ে চ লাক্ষোদকং কথিতং অভিমন্ত্র্য উষঃকালে ক্ষতপ্রদেশং অবসিঞ্চেৎ।—৪।১২।১—৭।

(৭) ওকো অস্য মূজবন্তো ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
[illegible]স্তাবানসি বাহ্লীকেষু ন্যোচরঃ।
—৫।২২।৫

আয়ুর্ব্বেদিক প্রাণিবিভাগ বেদবেদাঙ্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে।* জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে যে প্রাণিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বেদবেদাঙ্গ এবং আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। †

চরক ও সুশ্রুতের শিষ্যোপনয়ন বিধিও বেদানুমোদিত। ‡

ঋগ্বেদে শ্রমবিভাগ স্থিরীকৃত দেখা যায়। তখন যে চিকিৎসক সম্প্রদায় সমাজে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ‖ ফলতঃ শারীরতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক উপাদান বেদবেদাঙ্গে সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। অনুসন্ধিৎসু আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে তাহার সংপ্রসারণ করিয়া লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বেদবেদাঙ্গেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং বলিতে পারি বেদবেদাঙ্গ যত প্রাচীন, আয়ুর্ব্বেদও তত প্রাচীন. বৈদিক যুগের পরে আয়ুর্ব্বেদের সংপ্রসারণ হইয়াছে মাত্র। ভগবান্ শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্বে অগ্নিবেশ তন্ত্র ও সুশ্রুত কোন না কোন আকারে যে বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলেই তাহা সহজে প্রতীত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান গৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ও সুশ্রুত সূত্রস্থান ৯ম অঃ দ্রষ্টব্য।

† Thus I say: There are beings called the animate, *viz* those who are produced 1. from eggs (birds &c.), 2. from foetus (as elephants, &c.), 3. from a foetus with an enveloping membrane (as cows, buffaloes &c.), 4. from fluids (as worms, &c.), 5. from sweat (as bugs, lice, &c.), 6. by coagulation (as locusts, ants, &c.), 7. from sprouts (as butterflies, wagtails, &c.), by regeneration (men, gods, hell-beings)

আচারাঙ্গ সূত্র—Sixth Lesson. p. 11. Jain Sutras translated by Hermann Jacobi *Part I.*

‡ সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্র ২।২
আশ্বলায়ন ,, ,, ১।২০
পারস্কর ,, ,, ২।৫
গোভিল ,, ,, ২।১০
খাদির ,, ,, ২।৪
হিরণ্যকেশী ,, ,, ১।১
আপস্তম্ব ,, ,, পটল ৪।১০
সুশ্রুত সূত্র স্থান এবং চরক শারীর স্থান দ্রষ্টব্য।

‖ নানানং বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

হে সোম নোহস্মাকং ধিয়ঃ কর্ম্মাণি নানানং নানা জাতীয়কানি বহুনি ভবন্তি। তথান্যেষামপি জনানাং ব্রতানি কর্ম্মাণি বিবিধানি ভবন্তি। তক্ষা ত্বষ্টা রিষ্টং দারুতক্ষণমিচ্ছতি। তথা ভিষক্ বৈদ্যশ্চিকিৎসকো রুতং রোগমিচ্ছতি। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ সুন্বন্তং সোমাভিষবং কুর্ব্বন্তং যজমানমিচ্ছতি। তথাহং ত্বৎপরিস্রবণমিচ্ছামি। তস্মাৎ হে ইন্দো সোম ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং পরিস্রব পরিতঃ ক্ষর।—সায়ণ ভাষ্য।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে বিশ্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীর সম্মত। জ্ঞমিতায় ও পালিভাষায় লিখিত মহাবগ্‌গনামক বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে যে, জীবক বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। বিশেষতঃ মহাবগ্‌গে স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য ও মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক কৌমারভৃত্যক উক্ত মহাত্মার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। * সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন বলেন, জীবক ও অন্য আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের পুস্তক হইতে ঐ সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত। মহামতি বাগ্‌ভট ঐ বিভাগ অনুসরণ করিয়াই অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্যা অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদের এক অতি প্রসিদ্ধ অঙ্গ। এই অঙ্গের বিবরণ চরক ও সুশ্রুত হইতে পাওয়া যায়। জীবকের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৌমারভৃত্য নামক শাস্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ শাস্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা কৌমারভৃত্যক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। জীবক কৌমারভৃত্যক তক্ষশিলা নগরস্থ কোন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৌমারভৃত্য শাস্ত্রে যে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা মহাবগ্‌গ পাঠে জানিতে পারিতেছি। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ঐ কুমারভৃত্যা বা কৌমারভৃত্য শাস্ত্রের যথাযথ বিবরণ নাই। জীবক স্বয়ং যে উহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাও মহাবগ্‌গে বা অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত যে সকল শাস্ত্রদ্বারা জগতের হিত হইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি বহুশাস্ত্রদর্শী মোক্ষমূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুতরাং বৌদ্ধ জীবক আত্রেয় ঋষির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রণীত সংহিতা এবং ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া কৌমারভৃত্যশাস্ত্রে যে পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। চরক ও সুশ্রুতের নাম মহাবগ্‌গে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত বিবরণ ও বস্তিকর্ম্মাদি যে সকল পারিভাষিক সংজ্ঞা তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠে স্বতই প্রতীত হইয়া উঠে যে উক্ত দুই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশগুলি অবশ্যই জীবকের সময়ে প্রচলিত ছিল। "প্রাচীনতর" এই বিশেষণ দেওয়ায়

---

* যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ।
ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু যে প্রোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ॥
সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ১ম অঃ।

পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধক প্রভৃতিভিঃ প্রণীতাঃ কুমারাবাধহেতবঃ ষণ্মহগ্রহভূতয়ঃ।—ডল্লন টীকা।

For the history of জীবক see মহাবগ্‌গ vii, 1, pp. 173-193; অভিজ্ঞায়ুর্নিদ্দেশ I. pp. 163-164; অঙ্গুত্তর নিকায় I. xiv. 6. p. 26 and the Jataka, Book I, pp. 14, 16, 320.

তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান সুশ্রুতে বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী গৌতম সুভূতির * নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকার ডল্লনের লেখানুসারে উহা ন্যূনাধিক দ্বিসহস্রবর্ষীয় নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং বর্ত্তমান চরক সংহিতার অন্তিম ৪১টী অধ্যায় পঞ্চনদে জাত দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সংযোজিত।

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ সুত্তপিটকের পরিত্ত নামক অধ্যায়ে মানবদেহের যে বত্রিশটী উপাদানের কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় চরক সুশ্রুতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী বৌদ্ধগণ ঐ শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন, নূতন তত্ত্ব অধিক কিছু উদ্ভাবিত করেন নাই। জীবক ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদেরই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ, এবং গজায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা দেশ বিদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বরাহমিহিরপ্রণীত বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল ৮৮৮ শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহার টীকায় চরকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে চরকসংহিতা প্রচলিত ছিল। মহাকবি কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর অপশ্চাৎ নহেন এবং আবন্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহ মিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যে যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহারা উভয়ে চরক এবং সুশ্রুতের নাম উল্লেখ না করিলেও ঐ দুই গ্রন্থ যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঠিত হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী; কনিষ্ক খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তৎপ্রণীত বুদ্ধচরিতে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, যে চিকিৎসাশাস্ত্র অত্রি প্রণয়ন করেন নাই, তাহা পরে তৎপুত্র কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই চিকিৎসা গ্রন্থ অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসুপ্রোক্ত অগ্নিবেশ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং এই অগ্নিবেশ তন্ত্র যে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বঘোষ 'চকার' এই লিটের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনি কলাপ প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণেরা পরোক্ষে অর্থাৎ যাহা নিজে দেখিতে পারেন না, এমন স্থলে লিট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু, অশ্বঘোষের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের আর্য্যশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাদের জ্ঞানরূপ বৃক্ষের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের অসতর্কতা বশতঃ বা অন্যকারণে স্থানে স্থানে তাঁহাদের লেখনী প্রসূত গ্রন্থাদিতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয়, তাহা বিনীতভাবে প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসুর অন্যতম শিষ্য ভেল তদীয় সংহিতার গান্ধারভূমি ও স্বর্গ-

* সুশ্রুত শারীর স্থানে, অঙ্গুত্তর নিকায় ১।১৪।২, এবং প্রজ্ঞা পারমিতায় সুভূতির নাম উল্লিখিত আছে।

মার্গদ রাজর্ষি নগ্নজিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঞ্জোররাজপ্রাসাদের সংস্কৃতগ্রন্থের তালিকা লেখক প্রবীণ পণ্ডিত বার্ণেল লিখিয়াছেন, "The repeated mention of গান্ধার and the neighbouring countries suggests that it was composed thereabout, and therefore probably under Greek influences." p. 64. এরূপ উক্তি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে উচিত হয় নাই। কারণ শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গান্ধার এবং নগ্নজিতের নাম পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভেলসংহিতায় চন্দ্রভাগা তনয় পুনর্ব্বসু এই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মহামতি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি যেন ঐ শব্দটি ও তদনুরূপ অন্যান্য শব্দ লক্ষ্য করিয়াই সূত্র লিখিলেন, অবৃদ্ধাভ্যো নদী মানুষেভ্যস্তন্নামিকাভ্যঃ। ৪। ১। ১১৩। এই সূত্রের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, পুনর্ব্বসুর মাতার নাম চন্দ্রভাগা। চন্দ্রভাগা নামে নদীও সিন্ধু নদীর শাখা। রসসারগ্রন্থকর্ত্তা তদীয় পুস্তকের শেষে লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধদিগের মত জানিয়া রসসার লিখিলাম এবং ভোটদেশী বৌদ্ধেরা এইরূপ জানেন। তদ্দৃষ্টে বার্ণেল লিখিলেন—"By Buddhas he probably meant the Mahommedans * * * though studies of this nature were much pursued by the later Buddhas" এরূপ উক্তিও তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। এস্থলে বৌদ্ধ মুসলমান নহেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক বেবর (Weber) পাণিনি সূত্রে শ্রমণ শব্দ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এই শ্রমণ শব্দ বৌদ্ধসন্ন্যাসীবাচক, অথচ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও শ্রমণ শব্দ উল্লিখিত আছে। তাঁহারা উভয়ে (বার্ণেল ও বেবার) পাতঞ্জল মহাভাষ্য খ্রীষ্টের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থ, এই মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের ভ্রম দেখাইতে পারা যায়।

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুর বৈষম্যই সমস্ত রোগের নিদান, এই তত্ত্ব সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই নিদান তত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের humoral patholgyর ন্যূনাধিক সাদৃশ্য আছে। এতটা সাদৃশ্য বিনা ঋণ গ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। গ্রীক চিকিৎসক হিপক্রেতিসের উদ্ভাবিত ঐ তত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এইরূপ তাঁহাদের অভিপ্রায়। ফরাসী পণ্ডিত লিএতার্ড হিন্দুজাতির আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এমন কথা বলিয়াছেন, যে যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে হিন্দুদের মধ্যে এই ত্রিধাতু তত্ত্ব হিপক্রেতিসের জন্মের পূর্ব্বতন কালে বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক শাস্ত্র হইতে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এমন কি গ্রীকরাই হিন্দুদের নিকট ঐ তত্ত্ব ঋণ করিয়াছেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এখন আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহি যে হিপক্রেতিসের পূর্ব্বেও ঐ তত্ত্ব হিন্দুদের শাস্ত্রে বিদ্যমান ছিল। অথর্ব্ববেদে এক স্থলে

"বাতীকৃত নাশনং" * এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ শব্দের স্পষ্ট অর্থ বাত প্রকোপ বিনাশকারী। তদ্ভিন্ন অন্ত কোনরূপ অর্থ ঐ স্থানে সঙ্গত হয় না। ব্লুমফিল্ড্ ও জলি সাহেব ঐ অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অথর্ব্ববেদের সময়ে বাতের প্রকোপে পীড়া হয়, এই তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল স্বীকার করিতে হইবে। অথর্ব্ববেদকে যাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলেন, তাঁহারাও উহাকে হিপক্রেতিসের পরবর্ত্তী বলিতে সাহস করিবেন না। †

আর একটি প্রমাণ দিব। বৌদ্ধদিগের বিনয় পিটকে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন "দোষ জনিত পীড়া হইয়াছে তাহা আরোগ্য করিতে হইবে। ‡ এই দোষ শব্দের আয়ুর্ব্বেদসম্মত অর্থ ত্রিধাতুবৈষম্য। ইহার ইংরাজি অনুবাদ disturbance of the humours রিস ডেবিডস এবং ওলদেনবার্গের মতে বিনয়পিটকের যে অংশে ঐ কথা আছে, সে অংশ বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে রচিত। তাহা হইলে বিনয় পিটকের ঐ অংশ খ্রীঃ পূঃ ৪০০—৩৫০ মধ্যে রচিত হয়। হিপক্রেতিসের জন্মকাল ৪৬০ পূঃ খ্রীঃ; তিনি প্রায় শত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে হিপক্রেতিস জীবিত থাকিতেই বিনয়পিটকের ঐ অংশ রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার জীবৎকালেই যে তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্ব ভারতবর্ষে আনীত ও ভারতবর্ষের জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ যখন আলেকজাণ্ডারের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩২৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণের সহিত ভারতবাসীদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ নাই, তখন বিনয়পিটকের উল্লিখিত ত্রিধাতু তত্ত্ব যে ভারতবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট পাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কাজেই আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু তত্ত্ব যে গ্রীকদিগের নিকট গৃহীত নহে, উহা অন্ততঃ হিপক্রেতিসের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, ইহা না মানিলে চলে না।

ইউরোপীয় মনীষীরা গ্রীক সভ্যতার পক্ষপাতী এবং আশৈশব গ্রীক্ ভাবে ওতপ্রোতরূপে অনুপ্রাণিত। তাঁহারা গ্রীকদিগের যে পক্ষপাতী হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা কয়জন আমাদের দেশের শাস্ত্র পড়ি? কে আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করেন? ইউরোপীয়গণই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া যদি ভারতের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা কেবল তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
শ্রীনবকান্ত গুহ কবিভূষণ।

---

* অথর্ব্ব বেদ সংহিতা—VI, 44, 3.

† M. Liétard; Bulletin de l' Academie de Médicin, Paris, mai 5, 1896, et mai 11, 1897.

‡ বিনয় পিটক—Intro. p. xxiii.

শরৎ-কালী।

(গ্রাম্য কবিতা)

শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন,
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন।
মায়া করি শুনায় গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি,
মা বলিয়া কাঁদছে কত মোর নিকটে বসি।
রাণী কেঁদে কন বিবাহ দেন পাগল পতির ঠাঁই,
রাত্রি দিনে শ্মশান বিনে আর না বুঝে তাই।
সে কথা বলতে উঙ্ক করে মারতে আসে ধেয়ে,
অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচে না বাঁচব কি খেয়ে।
শূন্য পুরী রৈতে নারি তার করিব কি,
অশোক বনে ছিলেন যেমন জনকরাজার ঝি।
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা,
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল এও ললাটের লেখা।
বৎসর কত হ'ল গত করছে হরের ঘর,
চল গিরি আন্‌তে গৌরী কৈলাস শিখর।
হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী,
নিদ্রায় দেখেছ কত নিদ্রার ভাবনা।
নিশির ঘুমে মন ভ্রমে স্বর্গমর্ত্ত্য দেখে,
স্বপ্ন কালে রাজা হ'লে তাই কতক্ষণ থাকে।
সেই জামতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল,
বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল।
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে,
তাহার, কথার সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে।
তা'র, নাহিক লাজ ফকির সাজ ফিরে সর্ব্বদেশ,

* * * *

পিতার নির্ণয় নাই জেনে বেটা শিব।
কন্যা হ'লে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়,
ধিক্ থাক্ তোর এমন প্রাণে নাইক লাজের ভয়।
ইচ্ছা যদি থাকে তোর মরছিস্ কেন দুখে,
যা কৈলাসে হরের কাছে থাকবি গিয়ে সুখে।

বৃষে চড়ি দড়াদড়ি ফিরবি নানা দেশ,
দেখবি গৌরী ত্রিপুরারি থাকবি বড় বেশ।
গত বৎসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি,
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামতার বাড়ি।
রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া,
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া।
দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে,
যাহার নিকটে প্রাণ সঁপেছে মান কর তার সাথে।
সে যে দেব দেব মহাদেব বসে সর্ব্ব ঘটে,
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে।
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্ত্তি অনুপম,
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম।
সেই জামতার নিন্দা কথা কখনও না বলো,
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো।
আমি শম্ভু নামে সেধেছিলাম কত,
দুর্গা সখা শিব জামতা মিলেছে মনোমত।
তবে চল রতি শীঘ্রগতি গৌণ কর কিসে,
তোমার কথায় প্রাণের ব্যথা জারলো যেন বিষে।
আমি হিয়ানলে শোকাজলে দুঃখে ডুবে আছি,
তোমার গৌরী ধন্বন্তরি তারে আন্‌লে বাঁচি।
গিরি বলে এবার গেলে আস্‌বো বিরূপ হয়ে,
যা হ'ক তা হ'ক যাব কোন্ দ্রব্য লয়ে।
তা শুনে মেনকা রাণী উঠ্‌লেন শীঘ্র করি,
চিনি মণ্ডা মনোহারা দিলেন ভাণ্ড ভরি।
মিছির শর মিছিরির নাড়ু স্বস্তি থরে থর,
এলাচদানা চিনিরপানা ক্ষীর তক্তিসর।
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়।
ভাঙের নাড়ু সিদ্ধি পেলে পঞ্চমুখে খায়।
তবে গিরি রঙ্গ করি নিলেন উপহার,
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার।
ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ,
গঙ্গা আন্‌তে যেমন চল্‌লেন ভগীরথ।

কোথাকার, কৈলাসপুরী সভা করি বসেছে দেবগণ,
দেব সঙ্গে নারদমুনি আর পঞ্চানন।
বিপদ কালে নারদমুনি তুষ্ট হলেন যাতে,
ছাড়্লেন কোন্দলের ঝুলি মহাদেবের মাথে।
শ্বশুরে জামতায় যখন দরশন হ'ল,
হুতাশন মধ্যে যেন ঘৃত ঢেলে দিল।
বিষ নাল ভাঙ্গিলে যেমন ব্যথা পান ফণী,
অমনি, গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব চূড়ামণি।
বল্‌ছে বাণী শূলপাণি উষ্ণ করে মনে,
জেরে, দেবের মুখ দেখিতে পাষাণ আস্‌ছেন কেনে।
তখন বল্‌ছে গিরি কপট করি কি বলিব আর,
গত নিশি দেব দৃষ্টি হয়েছে মেনকার।
অন্নপানি না খায় রাণী ভাবছে সর্ব্বক্ষণ,
জান্‌তে এলাম কোন্ দেবতা কর্‌ছে বিড়ম্বন।
রোগ ঔষধের কর্ত্তা বটে রক্ষা করেন জীব,
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব।
তখন, সন্তোষ সন্তোষ বলি বল্‌লেন মহাশয়,
দেব সভাতে প্রণাম লয়ে বস্‌লেন হিমালয়।
গুটি পাঁচ সাত সিদ্ধি বড়ি মহাদেবকে দিলেন,
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন।
নিজপুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল,
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল।
নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ কি,
শিব নিন্দা কর্‌ছ কত তার বলিব কি।
কও গো বাবা কত কথা তা পারনি পাছে,
সত্য করে বল বাবা মা কেমনে আছে।
তুমি বল নিঠুর কঠোর, শম্ভু বলে শিলে,
তার মেনকার বাক্য শুনে তোমায় নিতে এলে
তা শুনিয়া গৌরীমাতা কাঁদিয়া অস্থির,
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি যেন পড়্‌ছে আঁখি নীর:
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
খেয়ে গেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে

যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা,
শ্বশুরে জামতায় তাহে ভোজনে বসিলা।
বাপকে বসিতে দিলা রত্নসিংহাসন,
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙ্গা কুশাসন।
শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি।
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই,
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজা নাই।
দুর্গা বলে আমি ক'লে পাছে দ্বন্দ্ব হবে,
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ্ মেঙ্গেছে কবে।
তারা, নানা দান পুণ্যবান দেব কার্য্য করে,
এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাং নাই তাদের ঘরে।
নানা রসে ভুলে শেষে বল্‌ছেন ত্রিলোচন,
মর্ত্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ।
গুটি পাঁচ সাত বিল্বপত্র এই আমি পাই,
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই।
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী,
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগৎ জননী।
উল্কি ফোঁটা সিন্দুর ছটা মুক্তা বান্ধা কেশে,
সোণার ঝাঁপা কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে।
গলায় সুচন্দ্র হার নিশ্চন্দ্র তার উপরে,
চন্দ্র যদি অস্ত যান কি করে সে চন্দ্রে।
চল্‌লেন বাপের বাড়ী দেব ভগবতী,
সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
জয়া বিজয়া চল্‌লেন দিয়া দরশন,
গুপ্তবেশে চল্‌লো শেষে দেব পঞ্চানন।
সারি সারি শঙ্খ বাজে উলু ঝাঁকে ঝাঁক,

* * *

উমা এলে রাণী ভাগ্যবান

* * *

মর্ত্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান
পূজিয়া অভয়পদ পায় পরিত্রাণ।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদি সমেত গঙ্গাজল,
দেবগণে সাবধানে গাইছে মঙ্গল।
উমা কোলে রাণী বলে চুম্ব দিয়া মুখে,
কহ তারিণী হরের ঘরে ছিলে কেমন সুখে।
পঙ্ক রাজার ধন যেমন অমূল্য রতন,
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

শব্দ সমালোচনা।

আলিফ

[নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষরগুলি পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পা=পার্সী, আ=আরবী, তু=তুর্কী, সং=সংস্কৃত, হি=হিন্দী, উ=উর্দ্দু, বাং=বাঙ্গালা এবং ইং=ইংরাজি।

আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলির সমালোচনা করিব। পার্সী বর্ণমালা অনুসারে শব্দগুলি সাজান হইতেছে। আমাদের এই প্রবন্ধে এমনও অনেকগুলি পার্সী শব্দ মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে, যে গুলি বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নহে বটে, কিন্তু যেগুলি সমার্থবোধক সংস্কৃত শব্দের সহিত অভিন্ন, কেবল ভিন্ন ভাষার অক্ষরে বানান করা মাত্র, যথা—অস্প=অশ্ব, উশতর=উষ্ট্র, অঙ্গুশত্=অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, ইত্যাদি।

আব (পা)—ইহার প্রকৃত অর্থ জল—কিন্তু চমক্ প্রভৃতি অর্থেও ইহার ব্যবহার আছে, যথা—হীরক সম্বন্ধে আব বলিলে উজ্জ্বলতা বুঝায়। তরবারি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া=জল বায়ু; এখানে আব অর্থে জল=অপ্ (সং)।

আবদার এবং আবদারি (পা)=উজ্জ্বল অথবা উজ্জ্বলতা। "এই মুক্তাটির চমৎকার আবদারি।" বাঙ্গালী জহুরীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে। ছেলেরা যে আবদার করিয়া থাকে, সে আবদার কথার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার এই আবদার কথাটী হিন্দী আবদা=তীব্র ইচ্ছা, হইতে উৎপন্ন।

আব, আবু (আ)=পিতা। আবু হোসেন, আবু বকর প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আবু=পিতা বা পিতৃস্থানীয় বা সম্মানার্হ।

আবাদ (পা)=যেখানে লোকজন বসবাস করিতেছে। আমাদের দেশে যে জমিতে চাষ বাস হইতেছে সেই জমিকে আবাদ জমি বলে। কিন্তু উর্দ্দুতে আবাদ অর্থে বসতিযুক্ত। অমুক বাদশাহ অমুক সহর আবাদ করিলেন অনেক সহরের সঙ্গে আবাদ শব্দ সংযুক্তও

থাকে যথা—সাজেহানাবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, ফৈজাবাদ, শিকোহাবাদ (যাহা দারাশিকোহ কর্ত্তৃক স্থাপিত)। "এমন মানব জনম রৈল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা।"

রামপ্রসাদ।

আবখোরা (পা)=জলপান করিবার বাসন।

অব্‌র্ (পা)=অভ্রক (সং)=অভ্র (বাং)।

আবরূ (পা)=ইজ্জত, সম্মান, সুনাম। বাঙ্গালাতেও প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে স্ত্রীলোকঘটিত সম্মান সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ অধিক।

অব্রূ (পা)=ভ্রূ (সং)।

আবকার (পা)=যাহারা মদিরা বিক্রয় করে। আমাদের দেশে আবকারী শব্দে মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়কে বুঝায়।

আবনুস (আ), (ইহা এবনিয়স্ শব্দ হইতে উৎপন্ন—ইংরাজীতে এবনি কহে)=কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ=আবলুস (বাং)।

আতালিক (তু)=রীতিনীতি শিক্ষাদাতা।

আতস (পা)=অগ্নি। আতসবাজী শব্দে অগ্নিসংশ্লিষ্ট ক্রীড়াকে বুঝায়।

আসার (আ)=চিহ্ন, পুরাতন নিশানা। আমাদের দেশে প্রাচীরের গাঁথনি যদি ভবিষ্যতে বাড়াইতে হয়, এজন্য 'আসার' রাখিয়া দেয়।

ইজারা (আ)=ঠেকা। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থ।

ইজারা (আ)=জেরা (বাং) জারি করা।

ইজলাস (আ)=বৈঠক=এজলাস (বাং)=কাছারির বৈঠক।

ইজমাল (আ)=একত্রিত করা। বাঙ্গালায় এজমালি সম্পত্তি=যে সম্পত্তি পাঁচজনে একত্রে ভোগ করে।

অচি (তু)=বড় ভাই। বাঙ্গালায় "এলি অচি"=অভিভাবক।

আজনবী (আ)=বিদেশী মনুষ্য। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় যাহা কিছু অদ্ভুত তাহাকেই আজনবী বলে।

ইজহার (আ)=প্রকাশ করিয়া বলা=এজেহার (বাং)।

আচার (পা)=অম্লরসাত্মক চর্ব্বচোষ্য খাদ্য=আচার (বাং)।

আহ্‌মক্ (আ)=নেহায়ৎ বেওকুফ=আহাম্মুক (বাং)=বুদ্ধিহীন।

অহ্‌মাল (আ)=বোঝ সমূহ। (হমল্=বোঝ=গর্ভ, যেহেতু গর্ভও একটা বোঝ) বাঙ্গালায় এই কথা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।

আহো আল (আ)=বর্ত্তমান অবস্থাসমূহ। হাল শব্দের বহুবচন। বাঙ্গালায়ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। "লোকটার আহো আল কেমন বল শুন"

আখ্‌বার (আ)=খবর সমূহ, সুতরাং খবরের কাগজ।

ইখ্তিয়ার (আ)=স্বীকার করিয়া লওয়া, মানিয়া লওয়া। অধিকার অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়=এক্তার।

আখির (আ)=দুসরা, যাহা পরে আছে। বাঙ্গালাতে আখির মানে শেষ। "আমার আখেরের কি উপায় করে?" "লোকটা আখের খোয়ালে।"

আদব্ (আ)=উত্তম রীতিনীতি। আদব যাহার নাই সে বেআদব (বাং)।

আদমী (আ)=মনুষ্য; কারণ সকল মনুষ্যই প্রথম পেগম্বর আদম্ হইতে উৎপন্ন।

আদম শুমারী (পা)=মনুষ্য গণনা=Census.

আজান (আ)=নমাজ করিবার সময়কার শব্দ।

আরাম (পা)=চায়েন, সুখ।

আরায়েশ (পা)=সৌন্দর্য্য। আমাদের দেশে আরাশের কাজ মানে যে কাজে চুণকামের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অধিক সৌন্দর্য্য বিধান করা হইয়াছে।

উর্দ্দু (পা)=বাদশাহী লস্কর বা যেখানে লস্কর থাকে। আকবর বাদশাহের সময়ে লস্কর সম্পৃক্ত বাজারে যে কথাবার্ত্তা প্রচলিত ছিল, তাহাতে হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত থাকাতে আকবর শাহ এ মিশ্রিত ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক হয়েন এবং সভাসদগণকে এ ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ দেন। এইরূপে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং উর্দ্দুই বাজার হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম উর্দ্দু হইল।

আসামী (আ)=নাম সমূহ। বাঙ্গালায় যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, সেই আসামী। কি প্রকারে হইল বুঝা যায় না।

আস্বাব (আ)=কারণ সমূহ, বস্তু সমূহ। (এ দেশে ও বাঙ্গালাতে ক্রমে ক্রমে) =জিনিষপত্র।

অস্প্ (পা)=অশ্ব (সং)।

উস্তাদ (পা)=শিক্ষক।

উস্তাকার (পা)=শিক্ষক। বাঙ্গালায় ওস্তাদ=যাহার চালাকি বেশী। বাঙ্গালায় ওস্তাগর কথা আছে, অর্থ উচ্চদরের কারিকর।

অস্তর (পা)=যে কাপড় জামা প্রভৃতির ভিতরের দিকে লাগান হয়।

আস্তীন (পা)=কোর্‌তা জামা প্রভৃতির হাত।

ইস্লাম (আ)=মুসলমান হওয়া।

আসোয়ার (আ)=সওয়ার সমূহ। বাঙ্গালা দেশে খালি সওয়ার।

আস্মানী (পা)=নীলরঙ। যেহেতু আস্মান বা আকাশের রঙ নীল।

ইসারা (আ)=ইঙ্গিত।

আসাম (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

উস্তুর (পা)=উট।

ইস্তহার (আ) (সোহরত=প্রচার শব্দ হইতে উৎপন্ন)=বিজ্ঞাপন। বাঙ্গালায় এস্তেহার।

আশ্‌রফী (পা)=স্বর্ণমুদ্রা। আশরফ্‌ নামক বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত হয়, ওজন দশমাসা। এইজন্য ইহার নাম আশ্‌রফি।

আশনা (পা)=দোস্ত, মেলাপি, বন্ধু। বাঙ্গালায় আসনা=বন্ধু। কোন স্ত্রীপুরুষে অসামাজিক প্রণয় ঘটিলে আমরা বলিয়া থাকি, অমুকের সহিত অমুকের আস্‌নাই হইয়াছে।

ইস্তবল্‌ (আ)=ঘোড়া রাখিবার স্থান=আস্তাবল (বাং)।

আসল্‌ (আ)=মূল। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহা নকল নয় ঠিক তাহাকে বলে।

ইত্তিলা (আ)=খবর দেওয়া=এত্তেলা (বাং)।

আলী (আ)=বহু উচ্চ। বাঙ্গালায় অমুকের ভারি আলী মেজাজ=উঁচু মেজাজ।

আলিম্‌ (আ)=বিদ্বান্‌।

উলমা (আ)=বিদ্বান্‌। উভয় শব্দই ইল্‌ম্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইলম্‌ (আ)=বিদ্যা সমস্‌-উল-উলমা

আয়মাল (আ)=গ্রাম ও পরগণা।

আফৎ (আ)=আপদ।

আফ্‌তাব (পা)=সূর্য্য। "আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুর।"

আফ্‌শোষ (পা)=দুঃখ প্রকাশক আহা বলা=আপশোস (বাং)।

আপস্‌ (উ)=পরস্পর=আপোস (বাং)। "আপোসে মিটাইয়া ফেল।"

ইব্‌ন্‌, বিন্‌ (আ)=পুত্র। "জাহাঙ্গীর ইব্‌ন্‌ আকবর।" "মহম্মদ বিন্‌ কাসিম।" "ইব্‌ন্‌ বতোতা।"

আফিউন্‌ (আ)=আফিম্‌ (উ)=অহিফেন (সং)=আপিং (বাং)।

আসান (উ)=সহজ।

আশা (আ)=দণ্ড। "আশা সোঁটা।"

অকসর্‌ (আ)=বহুত জেয়াদা=সচরাচর। বাঙ্গালা আকসার মানেও সচরাচর।

আল্লা (আ)=খোদাতালা=ঈশ্বর।

আলবত্তা (আ)=বেহ্‌শকী (উ)=নিঃসন্দেহ (বাং)।

আলাহিদা (উ)=জুদা=ভিন্ন।

আম্‌ (আ)=অম্বা (সং)=মা (বাং)।

আমানৎ (আ)=কাহারও নিকট কোন বস্তু রাখিয়া দেওয়া।

আমীর (আ)=বড়লোক।

আমেজ (পা)=মিশ্রিত। "হাওয়াটাতে আতরের গন্ধের আমেজ আসছে" অর্থাৎ আতরের গন্ধে মিশ্রিত।

আমিন্ (আ) = ঈশ্বর এইরূপই যেন করেন = স্বস্তি (সং) = Amen (ইং)। আমাদের দেশে সভ্যনাবারণের কথা সমাপ্তির পর আমিন আমিন শব্দ উচ্চারণ করা হয়; উহা স্বস্তিবচন মাত্র।

আমীন (আ) — যাহার নিকট কোন বস্তু আমানত রাখা হয়। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি জরিপ করে, তাহাকে আমীন বলে।

আনার (পা) = দাড়িম্ব।

আলোয়ান (আ) — রঙসমূহ। অতএব যাহাতে রঙসমূহ ফলান আছে, তাহাই আলোয়ান।

আম্ব (পা) — আম্র (সং)।

আন্দাজ (পা) = অনুমান; ডৌল।

অন্দর (পা) — ভিতর। অন্দর মহল — ভিতরের মহল।

আঙ্গুশত (পা) = অঙ্গুলী (বাং)

"নহর্ জন্ জন্ হর্ মরদ্ মরদ্
খোদা পঞ্চ অঙ্গুশত্ না একসাঁ করদ্।

প্রত্যেক স্ত্রী স্ত্রীলোকের মত হয় না এবং প্রত্যেক পুরুষ পুরুষের মত হয় না; ঈশ্বর পাঁচ অঙ্গুলি একপ্রকার করেন নাই।

আঙ্গুর (পা) = স্বনাম প্রসিদ্ধ ফল।

আওয়াজ (পা) — মুখের শব্দ সুতরাং শব্দ।

আঃ (আ) = হায়। আহা (পা) = কোন জিনিষ উত্তম বোধ হইলে আহা শব্দ প্রয়োগ করা যায়। "আহা মরি সুন্দরী"। দুঃখ প্রকাশ করিতে হইলেও বাঙ্গালায় আহা শব্দের প্রয়োগ হয়।

আহিস্তা (পা) = ধীরে = আস্তে (বাং)।

আয়েন্দা (পা) — আগামী।

আইন (পা) = রাজব্যবস্থা, কায়দা, নিয়ম।

আওলাদ (আ) — পুত্র, বংশ।

উমরা (আ) = আমীর সমূহ = ধনী সকল। আমরা সচরাচর 'আমীর ওমরা' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আসান (পা) = সহজ। "মুসকিলে আসান পীর গোরাচাঁদ।"

আসালতন্ (আ) = আছালতন, (বাং) = আসল হওয়া, আপনি উপস্থিত হওয়া,—personally—যথা বাদীকে আছালতন জবাব দেওয়া চাহি, উকিলের মারফৎ দিলে চলিবে না।

ইকরার (আ) = (আ) = হাঁ বলা, স্বীকার করা = একরার (বাং)।

আরব আ) — স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

আফ্গান (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ জাতি।

আকবর (আ)=বহুত বড়া অর্থাৎ খুব উচ্চ। "আকবর বাদশাহ।"

আতলাস্ (আ)=Atlas (ইং)=রেশমী শাদা কাপড়। আরবদিগের অভ্যুদয়কালে শাদা রেশমী কাপড়ের উপর পৃথিবীর মানচিত্র বুনিয়া রাখা হইত।

আমদনী (পা)=আমদানী (বাং)=আয়।

ইমাম্ (আ)=পেশওয়া অর্থাৎ যিনি অগ্রে অগ্রে গমন করেন। ঈশ্বরের ইমাম্ হজরত আলী প্রভৃতি।

ইমান (আ)=অন্তরের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। ইমানদার অর্থে ধার্ম্মিক। মুসলমান শব্দ ইমান হইতে উৎপন্ন। বেইমান=যাহার ইমান নাই=অধার্ম্মিক, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি।

ইনাম (আ)=পুরস্কার।

ইনসাফ্ (আ)=বিচার। মুন্সেফ=যিনি সুবিচার করেন।

আয়িনা (পা)=মুখ দেখিবার কাচ=দর্পণ (সং)=আয়না (বাং)।

ইন্তজার (আ)=প্রতীক্ষা করা। বাঙ্গালায় এন্তেজারি।

ইন্তজাম (আ)=বন্দোবস্ত।

উমিদ (পা)=আশা। উম্মিদওয়ারী=(পা)=কর্ম্মপ্রার্থী=উমেদার (বাং)।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এক আলিফ্ হইতে অ, আ, ই, উ এই কয়েকটি উচ্চারণ হইয়া থাকে। রেফ্ এর মত একটি চিহ্ন আছে, সেইটি মাথায় থাকিলে 'আ' হইবে; ঐ চিহ্নের নাম জবর্। ঐরূপ একটি চিহ্ন নীচে থাকিলে 'ই' হইবে; উহার নাম 'জের'। ইংরাজী 'কমা'র মত একটি চিহ্ন মাথায় থাকিলে 'উ' হইবে; এই চিহ্নটির নাম 'পেশ'।

— শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর *)

অদ্য 'পত্রিকার' পাঠকবৃন্দকে আরো কতকগুলি ছড়া উপহার দিতেছি। আর কিছু লাভ না হউক, এরূপ ছড়ার প্রকাশের দ্বারা অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহের সুবিধা ও হইতেছে।

চট্টলী ভাষার অপূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। ছড়াগুলিতে তাহার পূর্ণ নিদর্শন বজায় রাখিতে গেলে, ছড়াগুলি দেশীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্যই হইবে। এই কারণে, আমরা স্থানে স্থানে কিছু কিছু রূপান্তর করিলাম। নিম্নে চট্টলী ভাষার আরো কয়েকটি নিয়ম লিখিত হইল।

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্তস্থিত 'আ' (বা 'য়া') প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা,—'ভিজি যাওর্' = 'ভিজিআ যাওর্'; 'তোয়াই মরিম' = 'তোয়াইআ মরিম।'

২। প্রাচীন সাহিত্যের মত নাম পুরুষে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা,—'(বাছা) লক্ষ বছর জীবো (জীয়িবে) ।'

৩। তদ্রূপ, কর্ত্তৃকারকে প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—'দেয়াএ আস্তে ঝড়'; 'জামাইএ ন খায়।'

৪। সম্বোধনে প্রায়ই 'ও' হয়। যথা— ও বুড়ি ও বুড়ি কুটনী। এই 'ও'র উচ্চারণ আবার অনেকস্থলে 'অ' র মত হয়। যেমন, অড়ি বেড়ি = ও বেটি বেটি। (অড়ি = অ বেড়ির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

৫। আমরা, তোমরা, তাহারা,— ইহাদের ষষ্ঠীর বহুবচনে যথাক্রমে আমরার, তোমরার এবং তাহারার হয়। সেইরূপ, তোদের = তোরার, তাদের = তারার, যাদের = যারার ইত্যাদি।

৬। অনুরোধ বা আদেশ-বাচক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রায়ই 'না' ব্যবহৃত হয়। যেমন,— কুট না = কুট, আইওনা = আইও। ইত্যাদি। পুনরুক্তি স্থলেই ইহার প্রয়োগ বেশী হয়।

৭। মধ্যম পুরুষে তুমর্থক 'তে'র পরিবর্ত্তে 'তা' হয়। যথা—'মাউ কহিএ দা দিতা' = 'মাউ দা দিতে কহিএ'।

নিম্নে এই প্রবন্ধান্তর্গত নূতন শব্দগুলির অর্থ প্রদত্ত হইল। কোন কোন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।

আহ্ল্যা—অগ্নাধার।

কাউআ—('কাকাতুয়া' শব্দ জাত ?) কাক; কানি—ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড; কিলাই = কি লাগি—কি জন্য; কুড়ুরী—('কুমারী' শব্দ জাত ?) মোরগী; বড় মোরগ = 'রাতা' কুড়া; কড়ই = যে মোরগীর ডিম্ব পাড়িবার সময় হইয়াছে, কিন্তু এখনো পাড়ে নাই; কৈতর = কবুতর; কোড়ে বা কোরে—দিকে বা নিকটে।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-৯ম ভাগ ২য় সংখ্যা।

থর—টক।

থরলম্—প্রবেশ করম্ (করি)।

চইল-চালনী—যে স্ত্রীলোক চাউল চালে। 'চালনী'র অপরার্থ,—যদ্দারা চাউল চালা যায়; বংশনির্ম্মিত এক প্রকার জিনিষ।

চেরাগ—প্রদীপ।

ছাউআ=ছাগোটা=ছাগোআ=ছাওআ =ছাউআ—ছানাটি।

টুগুর বা টুউর—মাছ বিশেষ।

ডাউর=ডাবুর (?)—মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বোতল।

তও=তবুও; তৈক্যা=তকিআ—টুপি।

থির—স্থির।

দুপুরগ্যা=দুপুরিআ; দুপুর—দ্বিপ্রহর।

দেয়া=দেবা—মেঘ।

পাঙ্গিলে=পাকিলে; পাড়া—মরিচ পিসিবার শিলা; পাহালা=পাখালা—প্রক্ষালন করা; পিরা—গৃহের অংশ বিশেষ।

পেয়লা—এক প্রকার টক ফল বিশেষ; পোআরি=পোখরি—পুকুর।

ফলৈ—মাছ বিশেষ।

বইট্যা—পাকানো সূতা, যদ্দারা কাঁথা প্রভৃতি সিলা যায়। বাইঅন—বেগুন; বাটা—ভাগ; বোচ্‌কা—গাঁটুরি।

ভুডি—বোচ্‌কা বা গাঁটুরি।

মেহেতারা—মৎস্যাশী পক্ষী বিশেষ।

লৈল্যা ইচা—এক প্রকার ইচা মাছ বিশেষ।

সুর্কা—ঝোল।

হাজুরি—হামাগুরি; হাঁরি কুকুরী—পক্ষী বিশেষ।

(৭৯)

নাচনি গিয়ে কাচনি পাড়া।
যেয়াএ আস্তে ঝড়
কেয়া রে নাচনি, ভিজি যাওয়্,
ফুলর ছাতি ধর্।
ফুলর ছাতি, বেতর বান (বাঁধ,)
নাচনিরে ঘরত্ আন্।

(৮০)

মণি, পুকুরত্ ন যাইস্ তুই।
মুঁটা মরনাএ ধরি নিব তোয়াই মরিম্ মুই।

(৮১)

আস্তুক্ লক্ষ্মী বস্তুক্ ঘরে।
খাট বিছাই দিম্ থরে থরে।
খাটর নীচে বাঘর ছা।
যে ন যাতে তারে খা।

(৮২)

সুধা ন খায় হুধা (শুধু) ভাত,
গোয়ালা ন দে দই।
গিছ গিরা দি' হরিণ ধাইল,
সুধার মারে লই।

(৮৩)

চুলো চুলো চুলো মালা।
রাম জীবনার হালা (শালা)।
চুয়া চুকে বালা।
চুরাত্ কেয়া ধান?
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা?
নাক কাটি গেলা।
নাকত্ কেয়া লো?
বাঘা মণির বৌ।

(৮৪)

হাজুরি আইএ হাজুরি যায়,
কালা তুলসীর তলে।
ঠাকুর বৌএ ঝিকমিক চায়,
কপালে রতন জ্বলে।

(৮৫)

হাঁড়ি চুন্ চুন্ পাতিলা চুন্ চুন্,
ছেঁয়া কেলে চোরে ।
কৈলকাত্তার্তুন্ কি বৌ আন্লুম্,
সদা পরাণ পুড়ে ॥

(৮৬)

ঠাকুর পোঅরির টুগুর মাছ উআ,
মোচরি ভাঙ্গম্ কৈটা ।
তেলর্তুন্ তুলি ঝোলত দিলুম,
বাছা মণির বাটা ।
বাছার বাটা কৈ ?
ছিকা ছিঁড়ি বিলাইএ খাইয়ে,
বাছার মলাই লই ।

(৮৭)

বড় পোঅরির চার ইঁচা,
ডাউর ভরণ তেল ;
সোণা বাবু বিদা করি,
চাকরীতে গেল ॥
আইস আইস সোণা বাবু,
রৌদে পুড়ের গা ।
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও,
চাকরে বিচৌক্ গা ॥

(৮৮)

হাতত চুম ন দিও,
কড়ি ছাড়া হইবো ।
পা অত চুম ন দিও,
বিদেশেত যাইবো ॥
কপালেত দিও চুম,
লক্ষ বছর জীবো ॥

(৮৯)

নিত্রালী মা বাপ রে, আঙ্গারো বাড়ীত আইও ।
উঠানেত পদ্মনদী, পা পাখালিয়া যাইও ॥
হাক্সিনাতে কানির বোচ্‌কা পা মুছিয়া যাইও ।
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা, মাথাত টৈকা দিও ।
সোণার চুলন পাড়ি দিয়ম্ পড়িয়া ঘুম যাইও ॥

(৯০)

অরণ ভরণ শোলকর পাতা ।
বকর বউঅরে ন কৈও কথা ॥
আক্কা গরুআ বাছা দিম্ ।
যমুনারে বিভা দিম্ ॥
উঠ উঠ যমুনা ।
ছ কুড়ি খাইঅন কুট না ॥
জামাইএ ন খায় কৈল মাছ,
আঁশে আঁশে কৈটা ।
কন্যার মায়ে কহ গৈ,
কাটৌক্ টেকতর বাছা ॥

(৯১)

মাউ খছিএ দা দিতা ।
দা কি লাই ?
খুঁটা কাটিতাম্ ।
খুঁটাএ কি লাই ?
ঘর বাইন্তাম্ ।
ঘর কি লাই ?
বৌ আন্তাম্ ।
বৌঅর নাম নক্‌চুনি ;
পোআ হইএ একচুনি ॥

(৯২)

অডি বেড়ি টৈন দি বেড়ি ।
তোর লাই বুলি তিন দিন হাটি ॥
ঘোড়ার ঠেঙ্গ বাড়া বাজি ।
হাতির ঠেঙ্গ চইল চালি ॥
চইল-চালনী ঘরত নাই ।
থাজানা দিতাম মনত নাই ॥

(৯৩)

ও বুড়ি ও বুড়ি সুতা কাট ।
কাইল বেহানে অলি হাট ॥
অলি হাটত যাবি নী ।
চড়্‌কা বুড়া দিবি নি ॥
চড়্‌কা দিলা বিয়ালে ।
বুড়ী কাজেদ্ বিয়ালে ॥

(৯৪)

মর্দ্দিনী রে মর্দ্দিনী।
খই ভাজি দে খাম্।
খইঅত কোয়া ধান্।
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা।
নাক কাটি গেলা।
নাকত্ কোয়া লো।
ফুলমণির বো।

(৯৫)

অলি আয় রে আয়্।
বার্গ্যা বাঁশর চুলন রে বাছা,
কেয়াঙ্ বেতর বান (বাঁধ)।
গুয়া বাছা চুলের্ রে মোর পূর্ণমাসীর চান।

(৯৬)

ঘুম যারে ঘুমর বাছা ঘুম যারে তুই
তোর মা গেইয়ে পইরত্ পড়ি ঘুম যা।
সোনার দিয়ম্ চুলন রে বাছা রূপার দিয়ম্ দড়ি।
চাইর কোড়ে দিয়ম্ বাছার চাইর বান্দী দাসী।
আরো একজন দিয়ম্ বাছার পাংখা-করণী।

(৯৭)

তা থৈয়া থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী।
হাতত্ তালি দিয়া নাচের্ আণ্ডার যাদু বাছামণি।

(৯৮)

টাওনি ভাইঅর টুউনি।*
হারগ উ্যা গাছর বুউনি।
সাত কাউআ আইএ যায়।
পাড়ার মাঝে থুৎ খায়।
কহ রে কাউআ ভাজি চুনি।
কারুতে আছে করিতে নাই।

(৯৯)

ঝুখা রে ঝুখা, কিরে ভাই ঝুখা। †
ঝুখ কেয়া ন দেয়র্?
বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে?
মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম?
চোঙরা।
গাছে গাছে জোঙরা।
হাত (সাত) গাছ বইটা।
গাছ বাহি উট্‌ঠে।

(১০০)

শীত করের্ বান করের্ কইই ভাজি দে।
তোর কইইএ মোর কইইএ ভুড়ি বাধি দে।
ভুড়ির ভিতর চেরাক জ্বলের থালত্ পেলাই দে।
থালর মাঝে নৈস্যা ইঁচা সুর্কা রাখি দে।
সুর্কা খাইয়ে বিলাইএ।
বউঅরে ধরি কিলাইএ।
কোড়ে পলাইম্ কোড়ে পলাইম্,
সিন্দুর গাছের তলে।
সিন্দুর গাছে সোহাই দিএ আইআ বাড়ির তলে।
আইআ বাড়িত লতা পাতা যদুর বাড়িত্ তেল।
তেল পড়াই ভাম্ গেলুম্ রে উন্দুর গুয়া গেল্।
বাঘ মারম্ ধুম্ খাম্ উন্দুর মারম্ গুয়া।
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ।
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকর কেশ।
আর কত দূর গেলে দেইবি (দেখিবি) তোমার মা বাপর দেশ।

(১০১)

ঝিঁ ঝিঁ ঝিরলা।
বুড়ীর বাড়ীত গেরলা।
গেরলা খাইতাম্ গেলাম্ রে।
কেঁটা ফুটি মৈলাম্ রে।
বুআ বউএ বুতা কাটে।

শ্রীআব্দুল করিম।

---

* "টাওনি ভাইঅর টুউনি" নামক খেলাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

† "ঝুখা খেলা" নামক খেলাতেই একটু বয়স্ক ছেলেরা ইহার আবৃত্তি করে।

বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা।

১। অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র।

আরম্ভ—

গণেশায় নমোনম আদি ব্রহ্ম নিরুপম
পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযুগী পরম সুন্দর॥

শেষ—৫৭ পৃঃ খণ্ডিত—

কেবল যমের দূত সঙ্গে শত রজপুত
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বোন এড়াইয়া নানা দেশ ছাড়াইয়া
উপনীত হইল বর্দ্ধমান॥

মন্তব্য—তারিখ লেখকের নাম ইত্যাদি নাই। অন্নদামঙ্গল সমস্ত আছে। বিদ্যা-সুন্দরের আরম্ভ মাত্র আছে॥

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল মোক্তার, জামালপুর ময়মনসিংহ।

২। আশ্রয়নির্ণয়—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

১ম পৃষ্ঠা নাই। ২য় পৃষ্ঠায় আরম্ভ—
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
আশ্রয় নির্ণয় এহি পঞ্চ প্রকার॥
এহিত কহিল সর্ব্ব আশ্রয় লক্ষণ।
প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধি করি নিবেদন॥

অন্তত্র—ভক্তি বলি কারে। শ্রীগুরুচরণ। ভক্তির অঙ্গ কি। সদা সেবা। সেবা দুই প্রকার। কি কি দুই প্রকার। সাধকরূপে সেবা। আর সিদ্ধিরূপে সেবা। তথাহি রসামৃত সিন্ধু।

সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধিরূপেন চাএহি
তদ্ভাব নিপ্সুণা কার্য্য ব্রজলোকানু সারত॥

প্রেম বলি কারে। শ্রীমতি রাধিকারে।
প্রেমের অঙ্গ কি। আসক্তি॥ ইত্যাদি॥

বিষয়—সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব॥

শেষ—

গুরু আজ্ঞা দিড় করি কর সাধু সঙ্গ।
তবে সে উদিত হবে প্রেমের তরঙ্গ।
সাধু সঙ্গক বিনে হয় দিড় মতি।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় কুঞ্জে হয় স্থিতি॥
শ্রীগুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবপদে করিআ বিশ্বাসে।
আশ্রয় নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাসে।

আশ্রয় আনক্কর (?) উদ্দিপন ভজন তর্থ-নিরোপন সমাপ্ত। ইতি শন ১২৩৭ বাঙ্গালা সনের অস্রেষ (আদর্শ ?) লিখা গ্রন্থ দেখিয়া লিখা গেল। সন ১২৪৩ বাঙ্গালা তারিখ ৮ই চৈত্র রোজ সমবার বেলা ১ প্রহর থাকিতে লিখা সম্পুর্ণ। শ্রীনবকিশোর শর্ম্মণঃ সাকিম জালালপুর পরগণে রায়দম॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

আরম্ভ—

শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্বদেবগণ।
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥

ভণিতা—

নবদ্বীপ বসতি, মহেন্দ্র ভূপতি
গোপীপতি পতি আর বলে।

তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম
মুখটী বিখ্যাত মহীতলে ॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—

খড়দ কুলের সার বশিষ্ঠ তুলনা যার
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর শিব শিবা অবতার—
ব্যবহারে হেন অনুমানী ॥
তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গা প্রসাদ হীন
দারা যার হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষা গান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী ॥
* * * *
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গা প্রসাদ তার
কথাগুলি ভাবিতে লাগিল ॥

শেষ—

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গা গুণ গান।
অথাষ্ট মঙ্গলা গীত অমৃত সমান ॥

তাঃ ১২৩৯ সাল। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তক অর্থাৎ শ্রীভগীরথ গঙ্গা আরাধনা এবং গঙ্গার আগমন ও সগর সন্তানের উদ্ধার। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্তৃক রচিত। ইদানীং শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্তের দ্বারায় প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন দাং সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৩৭ সাল ॥

মন্তব্য। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে অনেক অধিক আছে। দুঃখের বিষয় আধুনিক প্রকাশকেরা প্রাচীন কবির আদর্শ পুস্তকের সন তারিখ দেন না। সুতরাং আলোচনা কঠিন হইয়া উঠে। বোধ হয় এ পুঁথিখানি কোন ছাপান পুস্তক হইতে নকল করা।

৪। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য—পূর্ব্ব পুঁথির সঙ্গে মিল আছে। "১২৫৭ সালে জয়মণি দেব্যার ছাপান পুঁথির পৃষ্টে লিখিত"।

৫। গঙ্গার মাহাত্ম্য—
কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ—

গঙ্গার মাহিত্য কথা শুন সর্ব্বজন।
যে কথা শুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা শুন সাধু ভাই।
শুনিলে সে সব কথা আর জন্ম নাঞী ॥

ভণিতা ও শেষ—

বিশ্বামিত্র মুনি গেল রাম লক্ষ্মণ লইয়া।
তপবন মহামুনি গেলেন চলিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে রচে হইয়া সাবহিত।
গঙ্গার কথা কহিলাম ভগীরথের কীর্ত্তিত ॥
ইতি গঙ্গার মাহিত্য সমাপ্ত। * * *

শ্রীজয়শঙ্কর পাল সাকীন কুরুশা পরগণে পুখরিয়া। এতি পোস্তক সন ১২৫৭ সাল ভাদ্র মাসের ৭ তারিখ বেলা আন্দাজ এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল ইতি।

শ্লোক সংখ্যা। প্রায় ৪০০ শ্লোক। *

মন্তব্য—প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যথা—"গায়ন্তি গীত" "পৃথিবীত" "ভূমিত" ইত্যাদি। কৃত্তিবাসের প্রায় ৫.৬ ভণিতা আছে।

৬। গোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয়—নাম নাই।

আরম্ভ—৩য় পৃষ্ঠা—

গোপিকার অঙ্গে দিলা আপনার বেশ।
নন্দের নন্দন সঙ্গে নাহি ভাব লেশ॥
যাহার স্বরূপ কৃষ্ণ আপনে বিহরে।
লইয়া গোপের কন্যা কৃষ্ণত বিহরে।

শেষ—

পুত্র কন্যার বাসনা দেহ সমাধান।
নন্দের [illegible] সঙ্গে হইবা বিদ্যমান॥
কুটীনাটী দূর কর সেবার কারণ।
ব্রজেন্দ্র নন্দের সঙ্গে পাইবা দরশন॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয় গ্রন্থ সমাপ্ত॥

মন্তব্য—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা, তারিখ, লেখকের নাম ধাম কিছুই নাই। গোবিন্দ শব্দের উৎপত্তির কারণ, "চৈতন্য নামের উৎপত্তি বৃষভানুসুতা যেহ সেহি গদাধর" ইত্যাদি বিষয় লইয়া পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় গ্রাম্য।

৭। গানের খাতা—নাম নাই।

মন্তব্য—ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন গান আছে। লেখা বড় অস্পষ্ট "ত্রিলোচন"—"দ্বিজগোপাল"—"রামপ্রসাদ"— "দ্বিজ মৃত্যুঞ্জয়"— "নরচন্দ্র" — শ্রীগোপাল—গৌরমোহন—দ্বিজ মোহন—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ—গোসাই শুকময— ইত্যাদি ভণিতা যুক্ত গান আছে। ৫০ বৎসরের প্রাচীন অনুমান।

৮। চণ্ডী—কবিকঙ্কণ।

আরম্ভ—

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্মা জারে বাখানে
অন্যে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি,
তার পদে লক্ষ প্রণাম॥

শেষ ৪৯ পৃঃ খণ্ডিত—

নিশিদিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নৌতুন মঙ্গল অভিলাষে॥

মন্তব্য—

প্রায় ১০০ শ্লোক আছে মাত্র। তারিখ নাই।

৯। দাতাকর্ণের সংবাদ—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি তবে পূর্ব্ব কথা কয়।
শ্রীমহাভারত কথা শুন জন্মেজয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাপ তাপ দূরে যায় শুনে পুণ্যবান॥

ভণিতা—

অনুমতি পায়া কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ মঙ্গল।

শেষ—

কর্ণের সমান দাতা কেহ নাহি হয়।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র কয়॥
হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন।
এহি খানে রহিলেক গোবিন্দ কীর্ত্তন॥
তাঃ শকাব্দ ১১৪০ শক। সাকিন জালাল-পুর।

১০। নৈষধ পুস্তক—রামনারায়ণ ঘোষ।

আরম্ভ—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
ইহলোকে সোখ ভোগ পরলোকে তরি॥

এক দিনে বোনবাসে রাজা যুধিষ্টির।
মহাদুঃখ ভাবে রাজা চিত্ত নাহি স্থির ॥

ভণিতা—

(১) জয়মণি কহন্তি কথা শোন জন্মেজয়।
বনপর্ব্ব ইতিহাস কৈল উপচয় ॥
রামনারায়ণ কহে সেহি অনুসারী।
বলিব নাচাড়ী এক দীর্ঘ ছন্দ করি ॥

(২) শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন কহে কবি নারায়ণ

শেষ তাঃ—

সহিত মৃত্তিকা দেহ করি নিজ জ্ঞান।
নানা যোনি ভ্রমি পায় নানা অপমান ॥
মৃত্যু আসি উপস্থিত হইব যখন।
সকল অসার সার ব্রহ্ম সোনাতন ॥

১১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ—

গন্ধাধিবাস—

সত্বরে পবন করয়ে গমন
যথা আছে দেবগণ,
বাট্টা ভরি গুয়া পান সমঞ্জীর বিদ্যমান
নিমন্ত্রিয়া আইল দেবগণ ॥

ভণিতা—

(১) নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ।
জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
পদ্মা পুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেবে তাকে পাঁচালী রচিছে ॥

শেষ—

১৮৯ পৃঃ খণ্ডিত—

অষ্টাকুটী নাগ লইয়া উজানী চলিল ধাইয়া
লঘু কবি নারায়ণ দেবে বলে ॥

১২। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ— ঐ

ভণিতা— ঐ ও অন্যান্য যথা—

(২) সুকবি নারায়ণ দেবের অমর পাঁচালী।
দেবের আনন্দে এক বলিব নাচাড়ী ॥

(৩) দেখিয়া সাগর মুখ বিদরিয়া যায় বুক
নারায়ণ দেবের সুবচন ॥

অন্যান্য লোকের ভণিতাও আছে, যথা—

(১) বিপ্র জানকীনাথ পদ্মার দাশ।
বিশ হরি অবতার করিলা প্রকাশ।

(২) পদ্মাবতীর সনে বাদ কর অকারণে
নাচাড়ী জগন্নাথে গায়।

(৩) শোত্রে হয়া পিতৃবধে সদা থাকে বিশমদে
নাচাড়ী রচিল চন্দ্রপতি।

শেষ—

কার নাম জানী কার নাম না জানী।
সমাকে কল্যাণ করুণ জয় ব্রহ্মাণী।
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ সুতে।
পদ্মপুরাণ গীত সম্পূর্ণ এহি হৈতে ॥

* * * * *

সম্পূর্ণ হইল গীত চল ঘরে যাই।
হরি হরি বল ভাই ভাঙ্গিল দোহাই ॥

সন ১১৮৩ মাহে শ্রাবণ ৬ রোজ বৃহস্পতিবার পৌণে দুই প্রহর কালে শুক্লা ত্রিতিয়া কর্কট রাশৌ চন্দ্রে সমাপ্ত ॥

মন্তব্য—

পুস্তক বৃহৎ। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০০। ভণিতায় জানা যায় নারায়ণদেবের পিতার নাম নরসিংহ ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ। দুই খানা পুঁথিতেই একরূপ ভণিতা। দীনেশ বাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কিন্তু ইহাকে কায়স্থ বংশোদ্ভব বলিয়াছেন। কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ উদ্ধার করিতে পারি নাই। আরেন

ইহাতে অন্যান্য কবিদিগের পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ভণিতা দৃষ্টেই বুঝা যায়। ভাষা ময়মনসিংহের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠিকানা—শ্রীদুর্গাচরণ নিয়োগী, মোক্তার, জামালপুর।

১৩। পদ্মাপুরাণ—বৈদ্য জগন্নাথ।

আরম্ভ—

জয় গণপতি বন্দোরে অয় আরে শিবের নন্দন।
স্মরণে না রহে পাপ অয় আরে দুঃখ বিমোচন॥
গজরাজ দশনে বদনে শশধর।
জমুনার অমলগ্নে অ আরে বহে চন্দ্রধার॥
কহে শ্রীদেবীদাস সুচরিত গান।
ভক্ত নরেকে পদ্মা করুকা কল্যাণ॥

ভণিতা—

(১) বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
মধুর কোমল বাণী করিল প্রকাশ॥
(২) বোলে বৈদ্য জগন্নাথ সরস শুদ্ধমতি।
রচিল নাচাড়ী জেন পয়ারের গতি॥

শেষ—

হংস বাহনে চলে নবগ্রহগণ।
কিন্নরাকিন্নরী যায় আর ভূতগণ॥
একে একে চলিল সব দেবগণ।
পদ্মার চরণ শিরে বন্দি করিল রচন॥
বোলে বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ॥

ইতি পদ্মাপুরাণে গাথা সম্পূর্ণ। সকাব্দা ১৬৯৪ সক পরগণাতি সন ১৬৭৯ সাল মাহে ১২ শ্রাবণ সমবারে তিথি শুক্লা পঞ্চমী স্বাক্ষর শ্রীসহদেব পালদাসস্য কুরুষা পরগণে পুখরিয়া।

মন্তব্য—ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার নারায়ণ দেবের ভণিতা, তাহার পর দ্বিজ মনোহর শিবের বিবাহ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। তাহার পর হইতে বৈদ্য জগন্নাথের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে নারায়ণ দেব মনোহর জানকীনাথ ইত্যাদি ভণিতা আছে। যথা,—

(১) কহে গায়েন চন্দ্রবতি বিষহরির বর।
লোহার ঘরে উমা বিলাপ করিলা বিস্তর॥
(২) কহে দ্বিজ মনোহরে চণ্ডীর চরণে।
চণ্ডী বিনে শিবের আর না লয় মনে॥
(৩) পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাশ।
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ॥

গ্রন্থ বৃহৎ। প্রায়, ৮০০০ শ্লোক আছে।

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৪—১৫। প্রহ্লাদচরিত্র—দ্বিজ কংসারি।

আরম্ভ—

প্রণোমোহ নারায়ণ গোবিন্দ চরণ।
জার নাম লইলে পাপ খণ্ডে ততক্ষণ।
পুরাণ ভাগবতে সেহি প্রভু কৃপাময়।
যাহার প্রসাদে মহা সর্ব্ব তীর্থ হয়।

ভণিতা—

(১) দ্বিজ কংসারি বোলে সুকৃত পদ বন্ধে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলো পাঁচালী প্রবন্ধে।
(২) দ্বিজ কংসারি ভণে ভজ হরির চরণে
অনাসে তরিবা আপদ॥

১৪। শেষ—

এহি মতে প্রহ্লাদকে রাজ্য দিলা হরি।
অন্তর্ধান হৈয়া প্রভু গেলা নিজ পুরী॥
দ্বিজ কংসারী বলে সুকৃত—

ইহার পর খণ্ডিত। শেষ পাতা নাই। সন তারিখ নাই। মধ্যে এক পৃষ্ঠায় ১১০৯ সাল পাওয়া গেল।

১৫। দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ চরিত্রের আধুনিক পুঁথি। বোধ হয় উক্ত পুঁথি কীটদষ্ট হওয়াতে এই খানি নকল করা হইয়াছে। ইহাঁতে শেষ ভণিতা ও সন তারিখ আছে, যথা—

দ্বিজ কংসারী বোলে সকৃত পদ বন্দে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলে পাচালী প্রবন্ধে॥
* * * *
যেবা পড়ে যেবা শুনে এসব কথন।
অন্তকালে চলি যায় বৈকণ্ঠ ভুবন॥
রাজা হইয়া প্রহ্লাদ বসিলা সিংহাসনে।
তবে নারায়ণ গেলা বৈকণ্ঠ ভুবনে॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত। সন ১২৫৭ সাল। শ্লোক সংখ্যা—৫০০ শ্লোক।

ঠিকানা—শ্রীঈশান চন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৬। ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য—নাম নাই।

আরম্ভ—

নম ব্রহ্মপুত্র নম ব্রহ্ম অবতার।
নমো শম্ভ পঙ্করায় করো নমস্কার॥

শেষ—

কামনা করিয়া যেবা (?) স্নান করে৮
অন্তকালে চলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

মন্তব্য—সন ১২৫৭ শ্লোক সংখ্যা ২০০। শেষ পত্রে স্থানে স্থানে ফাঁক আছে। লিপিকার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভণিতা পাওয়া যায় নাই। ভাষা অমার্জ্জিত।

১৭। বাণযুদ্ধ—বিপ্র পরশুরাম।

আরম্ভ—

পৃথিবীতে বলিরাজা ধর্ম্মশীল মহাতেজা
তাহাকে ছলিল ভগবান।
একশত পুত্র থুইয়া গোবিন্দ চরণ পাইয়া
গেলা বলি পাতাল ভুবন॥

ভণিতা—

বন্দী করি অনিরুদ্ধ থুইল কারাগারে।
বিপ্র পরশুরাম গায় গোপালের বরে॥

শেষ—

ধ্যানে না পায় যারে ব্রহ্মাদি দেবতা।
আমি মূঢ় কি জানি কৃষ্ণের গুণ কথা॥
শুনিয়া প্রণাম করে উষা রূপবতী।
আনন্দ রহিলা দুহে আপন বসতি॥
ইতি শ্রীভাগবতে।

দশমস্কন্ধে বাণযুদ্ধ উষা অনিরুদ্ধ হরণ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ শক। শ্লোক সংখ্যা—২০০।

১৮। মন্তব্য :—

আজ পর্য্যন্ত পরশুরামের কোন জীবনী দেখি নাই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রাচীন পুঁথির তালিকা দেখিলে দেখা যায়, পরশুরামকৃত অনেকগুলি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথা—

১। কালীয় দমন—দ্বিজ পরশুরাম ১২৪৬
"শ্রীকৃষ্ণচরণে দ্বিজ পরশুরাম ভণে"

২। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম ১২৩১
"দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার"
১৩০৪—৩০৬ পৃষ্ঠা

৩। প্রহ্লাদ চরিত্র—বিপ্র পরশুরাম ১১৫৯
"গোপালের কৃপায় বিপ্র পরশুরামের গান"
১৩০৬—৩য় সংখ্যা

৪। গুরুদক্ষিণা—কবি পরশুরাম—১০৫৬ সাল। এই কয়েকটী পুঁথির দৃষ্টে বুঝা যায় কবি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ও সম্ভবতঃ গোপাল-বিগ্রহ তাঁহার গৃহে দেবতা ছিলেন, এবং তিনি প্রায় ৩০০ শত বৎসরের লোক। কোন বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

১৮। বিবেকের যুদ্ধ—গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—

জয়মণি কহিল কথা শুনহ রাজন।
বিবেকের যুদ্ধ কহি অপূর্ব্ব কথন॥

বিষয়—

সুধন্বানন্দন বিবেকের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

ভণিতা ও শেষ—

ষষ্ঠীবর সেন সুত গঙ্গাদাসে কয়।
বিবেকের যুদ্ধ কথা বিংশতি অধ্যায়॥

মন্তব্য—তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ৫০০।

১৯। ভারত সাবিত্র।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুর চরণে অখণ্ড দণ্ডবত।
মহত বিনে কেবা প্রভু জানে তোমার তত্ত্ব॥

শেষ—

কৃষ্ণব্যাসে কহিয়াছে জানিয়া আনন্দ
ভারত সাবিত্র রচে পয়ার প্রবন্ধে॥

মন্তব্য—সংক্ষেপে দুর্য্যোধন নিধন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। তাং ১২৫৭। শ্লোক সংখ্যা ২০০।

২০। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী—দ্বিজ কালীপ্রসাদ।

আরম্ভ—

শুন এক ইতিহাস কলুষ হইবে নাশ
মঙ্গল চণ্ডীর বিবরণ।

ভণিতা ও শেষ—

কালীর চরণে মোন সদা করি নিজোজন
বিরচিল দ্বিজ কালীপ্রসাদে।

তারিখ ১২৬৭ সাল।

২১। মনসামঙ্গল—গোপালচন্দ্র মজুমদার।

আরম্ভ—

প্রণমামি গণাধীশ গিরিজা নন্দন।
গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন দূর কর গজানন॥

* * *

ভণিতা—

পুখরিয়া দেশ ধাম দ্বিজ আত্মারাম (নাম?)
মজুমদার খ্যাত সর্ব্বস্থান।
গোপাল তনয় তাঁর অভিমত মনসার
রচন করিল নবগান॥

মন্তব্য—

৯৫ পৃঃ খণ্ডিত—

সিংহল গমন কথা শুনি লাগে ত্রাস।
পক্ষীরে কুঞ্জর ধরি করয়ে গরাস॥

ছন্দ নানাপ্রকার আছে। ভাষা মার্জ্জিত ও আধুনিক। কবি ৬০।৭০ বৎসরের বেশী প্রাচীন নয়।

মানবীর রূপ যুতা চলিলা শিবসুতা
মোহিতে সাধুর মন।
সঙ্গেতে সুরঙ্গিনি নবীন নিতম্বিনি
চলিল সব সখিগণ॥
করিয়া শুভক্ষণে দোলায় আরোহণে
আপনি জান বিষহরি।
সঙ্গেতে ভারিগণ লইয়া নানাধন
চলিল সভে সুর নারি॥ ইত্যাদি

এই জামালপুরেই ৪।৫ খানা সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাইবে। জামালপুরে ব্রজপুরে তাঁহার বাস। সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

২২। মণিহরণ।

আরম্ভ—

সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিয়া কৈল কন্যা সমর্পণ॥

শেষ—

এড়াইল সে সব দুঃখ দেব চক্রপাণি।
পাপীষ্ঠ সত্রাজিতে দোষিল পুত্রেরে।

মন্তব্য—

১৫ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। সন তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ২৫০।

২৩। মহামুগদ পাঁচালী— পুরুষোত্তম দাস।

আরম্ভ—

আদিপর্ব্বে সমার জন্ম দ্রৌপদির বিহা।
সভাতে পাণ্ডব গেল রাজ্য হারাইয়া॥

* * *

ভারতের অষ্টম পোথা দ্রোণ পর্ব্বর।
ইতিহাস ক্রমে কথা পুরুষোমে কয়॥

ভণিতা ও শেষ—

অর্জ্জুনের মায়ামোহ সব হইল পাত।
আপনে দ্বারিকা কৃষ্ণ পার্থ হস্তিনাত॥
গোবিন্দ চরণে কহে পরুষোত্তম দাসে।
এহিরূপে পার্থকে সাস্তিনা হৃষীকেশে।
এহিরূপে সাঙ্গ হৈল পাণ্ডব পাঁচালী।
মায়ামুহ বের্থা ভাই বল হরি হরি॥

মন্তব্য—

অভিমন্যু শোকে অভিভূত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা করিবার জন্য মহামুগদের প্রকৃত ভক্তি দেখান। ঘটনাটি দাতাকর্ণের অবিকল অনুকরণ। তবে তাহা হইতে অনেক বাহুল্য কথা আছে। তারিখ ১৬৮৭ শক।

২৪। মহাভারত সভাপর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ দেবের দেবতা।
প্রণমোহ ব্যাসদেব জাহার কবিতা॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
ইহকালে সুখলাভ পরকালে তরি।

শেষ—

পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃত সমান।
জেবা পড়ে জেবা শুনে সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

ভণিতা—

জরাসন্ধের বধ হৈল ব্রত ঘরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

তারিখ ১২:৮ সাল—৩৫০ শ্লোক।

২৫। মহাভারত উদেযাগ পর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

বিরাটপর্ব্ব জদি হৈল সমাধান।
জন্মজয় জিজ্ঞাসিল জয়মুনির স্থান॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা শুনিলে পাপ ক্ষয়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

শেষ—

এতেকে উদ্যোগ পর্ব্ব হইল সমাপয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।

তারিখ ১২৫৬। ৯০০ শ্লোক।

২৬। মহাভারত বনপর্ব্ব— কাশীরাম দাস।

ছাপান পুস্তক। কীট দষ্ট। ছাপা অনেক দিনের। কত দিনের তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষের দু পৃষ্ঠা নাই। ৩৭৮ পৃষ্ঠা সূচীপত্র সমেত।

২৭। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ সংসারের সার।
জাহা বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥

আদি নিরঞ্জনে বন্দো ধর্ম্মাধর্ম্ম সার।
শব্দব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় নাহিক আকার॥

ভণিতা—

পণ্ডিতে বুঝিতে পারে না বুঝে বর্ব্বরে।
সঞ্জয় কহিল কথা লোক বুঝাবারে॥

শেষ—

পঞ্চম দিনের কথা দ্রোণাচার্য্য বধে।
সঞ্জয় কহিল কথা পয়ার প্রবন্ধে॥
সঞ্জয় কহিল কথা অন্ধরাজা স্থানে।
দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা সাঙ্গ এহি খানে॥

তারিখ—১১৮৮ সাল।

ঠিকানা—শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত আদিপৎ গ্রাম, জামালপুর ডাকঘর, ময়মনসিংহ।

২৮। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

ভীষ্মপর্ব্ব কথা শুনি মুনি জন্মজয়।
কৌথুকে পুছয়ে মুনি বৈশম্পায়নয়॥

শেষ—

দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা নানা রসময়।
দ্বিতীয় দিবার যুদ্ধ কহিল সঞ্জয়॥

মন্তব্য—এইখানে ৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ৭০৬ শ্লোক। ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

২৯। মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ ২য় পৃষ্ঠা হইতে—

অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অর্জ্জুন সংহতি॥
শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নকুল সহদেব আর কর্ণ মহাবল॥

ভণিতা—

সঞ্জয় কহে পদবন্দে শুনিলে হরে শোক।

মন্তব্য—৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। তারিখ নাই।

৩০। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ পুস্তক—গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—

বাসুদেব এথা নাহি সহায় আমার।
জ্ঞাতিবধ পাপে মোর নাহিক নিস্তার॥

ভণিতা—

পিতামহ নৃপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
জাহার কীর্ত্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানাশাস্ত্র বিশারদ গুণে নাহি অন্ত।
গঙ্গাদাস সেনে কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার॥

শেষ—

পৃষ্ঠা ১৮৬ ছিন্ন কীটদষ্ট; পাঠ উদ্ধার করা যায় না। পুস্তক ভাল অবস্থায় আছে। হয় ত ষষ্ঠীদাসের অন্য ভণিতা পাওয়া যাইবে। প্রায় ৪০০০ শ্লোক। তারিখ ১১৩১ সাল।

মন্তব্য—

গঙ্গাদাস অনেক পুঁথি লিখিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রবন্ধ পাই নাই।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

১। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল—

হরিচরণ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীসীতা অদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ॥

বন্দে রাধাং প্রেমমূর্ত্তির্যস্যা কৃষ্ণেণ চেতনা।

বুদ্ধাচ বচসা তস্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, মনেতে করিয়া সদা

যে লেখায় পরশমণি মোকে।

কৃষ্ণের জীবন প্রাণ, প্রেম মুক্তি যার নাম,

আজ্ঞা মাগি তাহার শ্রীমুখে॥

শেষ—

মনের মানসে মনঃ হরি হরি বল।

একমাত্র হরিনাম পথের সম্বল।

না কর আলস কেহ লতে হরিনাম।

জানিহ নিশ্চয় এই সুখ মোক্ষধাম॥

অতএব ভাই সবে হরি হরি বল।

এত দূরে সমাপ্তি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল। ইতি।

পুস্তকমিদং শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামিনঃ স্বাক্ষরঞ্চ শকাব্দা ১৭১৬ সন ১২০১ সাল তারিখ ৯ বৈশাখ [illegible]।

লেখকের পরিচয়—

শান্তিপুর অদ্বৈতপাঠ যে বিখ্যাত।

সেই প্রভুর কুলেতে হইয়াছি জাত॥

বলরাম মিশ্রের হয় দুই পরিবার।

দশ পুত্র তাহাতে হইলা অবতার॥

মথুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভুর ঔরসে।

তিন পুত্র জনমিলা সময় বিশেষে॥

রাঘবেন্দ্র ঘনেশ্যাম রামেশ্বর নাম।

তিন পুত্র হয়েন প্রভুর অতি গুণধাম॥

কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর প্রভুর ঔরসে।

জন্মিলেন কেশব নামেতে পুত্র শেষে॥

তাঁহার তনয় হন প্রভু পীতাম্বর।

তৎপুত্র নয়নচন্দ্র বিখ্যাত সংসার॥

তৎপুত্র উদয়চাঁদ প্রভু যাঁর নাম।

মম পিতামহ হন সর্ব্ব গুণধাম॥

তৎপুত্র মম পিতা নামে রঘুনাথ।

[illegible]গ্রামে নামেতে প্রকাশ [illegible]॥

তৎপুত্র হই আমি নাম শ্রীগোপাল।

এই মম পরিচয় দিলাম সকল॥

গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ৪১, দুই পৃষ্ঠা লেখা, তন্মধ্যে একখানি পাতা নাই।

হরিচরণ দাস অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় শান্তিপুরেই বাস করিতেন। আলোচ্যগ্রন্থের কুত্রাপি তাঁহার বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমি শুনিয়াছি, হরিচরণের স্বহস্ত লিখিত অদ্বৈত মঙ্গল শান্তিপুরের বড় গোস্বামিদিগের ভবনে আছে। শান্তিপুরের বড় গোস্বামী মহাশয়দিগের বাড়ীর একজন প্রভুর নিকট হইতে আমি এই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছি।

২। উপাসনা রহস্য।

পত্র সংখ্যা ২০, দুই পৃষ্ঠায় লিখিত।

পুঁথিখানি জরাজীর্ণ, লেখকের কিম্বা রচয়িতার নাম নাই, কেবল মলাটের উপর লিখিত আছে,—"সেবকস্য শ্রীকালীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ প্রণামা নিবেদনঞ্চ—" এবং চতুর্থ পৃষ্ঠার কোণে সন '১২৮৫' সাল দেখিতে পাওয়া যায়।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

(১) আশ্রয় নির্ণয় লিখ্যতে॥

আশ্রয় পঞ্চমত প্রকারঃ।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, রসাশ্রয়,

প্রেমাশ্রয় এই পঞ্চমত। ৫।

তথাহি রসভক্তি চন্দ্রিকায়াং॥

আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।

যেমত আশ্রয় তাহা শুন শ্রোতাগণ॥

এহিত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার।

এবে তাহা কহি শুন করিয়া বিস্তার॥

শেষ—

সাধ্য বস্তু সাধন বিনে অন্ত নাহি পায়।

সাধ্য সাধনের অবধি এই ত নির্ণয়॥

সাধ্য বস্তু সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
* * * স্ফুরি পরিচয়।
উপাসনা রহস্য এই কহিল নিশ্চয়॥
"ইতি শ্রীরূপ সনাতন মুখাশ্রুত উপাস্য উপাসনা সমাপ্ত॥

অথ শ্রীজিব গোস্বামিনাং স্মরনি টিকা অথ সার বর্ণনং শ্রীগুরুচরণে মোন ইতিতি॥"

পুঁথিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।

৩। নিগম গ্রন্থ—গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নম নম॥
অথ নিগম লিখিতে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পারে॥
বন্দিয়া শ্রীচৈতন্য চূড়ামণি।
বন্দো পদ্মাবতিসুত নিত্যানন্দ মুনি।

শেষ—
কহে গোবিন্দ দাস হৃদয়ে আনন্দ।
বৈষ্ণব ঠাকুর হন চারিযুগের মূল॥
* * *
বৈষ্ণবের পদরেণু সেবা করে আসা।
কেবল গোবিন্দ দাস তার ধূলির প্রত্যাসা॥
ইতি নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

'ইতি তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠী রোজ মঙ্গলবার সন ১২১৪ সাল লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দাস মোকাম কোঙরগঞ্জ সাকিন কিশোরপুর পরগণে লস্করপুর।'

তুলট কাগজে দুই পৃষ্ঠায় লেখা পত্র সংখ্যা ৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টী করিয়া শ্লোক আছে।

৪। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দদাস।

এ পুঁথিখানিতে লেখকের নাম কিম্বা সন তারিখ কিছু নাই।

আরম্ভ—
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনারগণের সব জীবে কহেন সার॥
* * *
বন্দিব সে দয়ার শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হইতে পাইয়াছি জ্ঞান অর্জ্জন॥

শেষ—
কহএ গোবিন্দ দাস ভজ আরে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাই॥
* * *
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে॥
কলিযুগে প্রেমধন দিলা সভাকারে।

পুঁথির পত্র সংখ্যা ৮, শ্লোক সংখ্যা ২১৭।

৫। রাগমালা—নরোত্তম দাস।

এ পুঁথিখানির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত পাঠোদ্ধার করা যায় না।

আরম্ভ—
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
অথ বর্ণ নির্ণয়॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ ১ * * * ২ * * গুণ ৩ রসগুণ ৪ স্পর্শগুণ ৫। এই পঞ্চগুণ শ্রীমত্তিতে বৈসে।

শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসায় রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণ পূর্ব্ব রাগের উদয়। * * * দুই। হঠাৎ শ্রবণ ১ অকস্মাৎ দর্শন ১ দুই দুই পূর্ব্ব রাগমূল।

শেষ—
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিঞা ধিয়ান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আক্ষান॥
প্রভুর সম্মত কৈল রাগমালার প্রকাশ।
এসব আক্ষান কহে নরোত্তম দাস॥ ৪৪॥

"ইতি শ্রীব্রজপুর কারিকায়াং রাগমালা সমাপ্ত॥ ৪॥ তারিখ ১৯ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবারে মোকাম হজরতগঞ্জ বেলা ছয়দণ্ড কালে লেখা সমাপ্ত হইল। স্বাক্ষরমিদং শ্রীমদনমোহন দাস॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ।"

পুঁথিতে সনের উল্লেখ নাই। হস্তাক্ষর ও পুঁথির কাগজ দেখিয়া ইহাকে ১০০ বৎসরেরও প্রাচীন বলিয়া আমার অনুমান হয়। পুঁথিখানি গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। পত্র সংখ্যা ৯, শ্লোক সংখ্যা ৪৪৪।

৬। রসভক্তি চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

রসের বর্ণন করি পঞ্চ পরকার।
শান্তরস দাস্তরস ভাবরস আর॥
প্রেমরস * * * পঞ্চ যে কহিল।
এই ক্রমে রসভক্তি চন্দ্রিকা রচিল॥

শেষ—

রসভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
দীন হীন জন এই নরোত্তম দাস॥

'ইতি রসভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণ। হরিবোল হরিঃ॥ রোজ সোমবার সন ১১৭৫ দ্বিপ্রহর বেলা। যদৃষ্টং তৎলিখিতং শ্রীরাইমোহন সরকার সাকীন বসন্তপুর পরগনে লস্করপুর।' বসন্তপুর রাজসাহী জেলায়। পত্র সংখ্যা ১০, শ্লোক সংখ্যা ১৫০।

৭। সত্যপীর—ফকিরদাস।

আরম্ভ—

করজোড়ে বোন্দিব মুক্তি সিদ্ধ গণপতি।
জগতে হরশিত হন পঞ্চানন পার্ব্বতী॥
প্রণমিহ শ্রীরাম লক্ষণ আর সীতা।
সপ্তমাতা বোন্দিয়া বোন্দিব পঞ্চপিতা॥

শেষ—

সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর সিদ্ধির ঠাকুর।
সভাকার বাসনা সিদ্ধ করেন ঠাকুর॥
পীর পদকমলে ফকিরদাস ভনে।
শ্রীগুরু প্রেমেতে হরি বল সভাজনে॥

ইতি সত্যপীর গ্রন্থ সমাপ্তমিদং। আশ্বিন মাসের ২২ তারিখ শুক্রবারে সম্পূর্ণ। জিউপাড়া নিবাসি শ্রীআনন্দমোহন কবিরাজ স্বাক্ষর মিদং।'

পুঁথিতে সনের উল্লেখ নাই, পত্র সংখ্যা ২২, শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৭৫০। এই জিউপাড়া রাজসাহী জেলায়।

৮। শিবরহস্য—জ্ঞানদাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানেত্যাদি।
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রেমরস সিন্ধু॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ যুগে করি আস।
ভগবত্তত্ত্বে কিছু কহে জ্ঞানদাস॥

'ইতি শ্রীশিব রহস্যাগমে হরগৌরি সম্বাদে আগম প্রসঙ্গে ভগবততত্ত্ব লিলা সমাপ্তঃ।'

পত্র সংখ্যা ১২, শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত। লেখকের নাম কিম্বা সন তারিখ কিছুই নাই। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন কার্য্যাদি পাঠ করি নাই। শিবরহস্য প্রণেতা জ্ঞানদাস ও পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস একই ব্যক্তি কিনা তাহা বলা সুকঠিন। শঙ্করের মুখ দিয়া জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।

৯। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দঃ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈঞা মন।
গৌরচন্দ্র অবতারে কৈল যে কারণ॥

শেষ—

শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌরভক্ত সব তাহা আচারিলা॥

১০। বৈষ্ণববন্দনা, দৈবকীনন্দন দাস।

আরম্ভ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দো ইত্যাদি।
প্রাণ গোরা চান্দ মোর ধন গোরা চাঁন্দ।
সচির দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু বৈষ্ণব চরণে॥

শেষ—

জ্ঞানে ভাবি হারাই বৈষ্ণব গোসাঞী।
বিনে তব তরাইতে আর কেহু নাই॥
দেবের দুর্ল্লভ এই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকি নন্দন বলে সব লোভে॥

'ইতি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যো এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যোনমনমঃ॥ এতৎ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সদাসিব সান্ন্যাল মহাশয়। স্বাক্ষরমিদং শ্রীঅনাথবন্ধু শর্ম্মা জোয়ারদার লিং আরনপুর জেলা নদিয়া॥' সদাশিব আমার জ্যেষ্ঠতাত। পুঁথিতে সন তারিখ নাই, লেখা দেখিয়া ৭০, ৮০ বৎসরের অনুমান হয়। পত্র সংখ্যা ৬।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

এই হস্তলিপির শেষ পত্রে নিম্নোদ্ধৃত পারমার্থিক সঙ্গীতটিও আরবীয় অক্ষরে লিখিত আছে।

নাচারি।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ ॥ ধু।

অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে,
আকুল করিল নারীর চিত ॥
শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী,
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
ন দেখি তোমার জ্যোতি, স্থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর নারীর সনে ॥
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি,
তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কেনে,
তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥
তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই মত আকার করি, এক দিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
ওহুর অন্তরে পশি, মথুরা * রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত ব্যাপ্যুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥

'সাহা' মুসলমান ফকিরদিগের উপাধি। সম্ভবতঃ এই কবিও কতকটা সেরূপ ছিলেন। উদ্ধৃত গীতটির ভাব দেখিলেও ঐরূপ অনুমানের কতকটা সার্থকতা দেখা যায়।

৮৮। মেহেরনেগারের বারমাস।

পদ সংখ্যা ৫৩।

আরম্ভঃ—

প্রথমে প্রণাম প্রভু কায়মনে স্মরি।
বিরহ বিয়োগ গাএ জানকীর হারি ॥

* মথুরা—আত্মা।

কৃষ্ণ বিষ্ণু যার আজ্ঞা করিছু রচন।
রত্নদেব মাস গাছে করিছু প্রথম ॥
নৃপকুল পতি সুতা মেহের নেগার।
অন্তরে অঙ্কুর নিত্য বিরহ বিকার ॥

শেষঃ—

চৈত্র মাস উপস্থিত বৎসর পূরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ ॥
চাচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চান্দ বিনে চাকার গণিতে প্রাণশেষ ॥
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু জথাতে প্রভু চকলা গমনে।

৮৯। সুন্দর কাণ্ড।

এখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই এক কাণ্ড। কেবল এক পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ছাপা রামায়ণের সহিত কিছুই মিল নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া এখন যে সকল রামায়ণ দেখা যায়, তাহাতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তি কিছু বজায় আছে, বোধ হয় না। এই হস্তলিপি বহুদিনের বোধ হয়। আরম্ভটি দেখুন:—

নমো গণেশায়।

অথ সুন্দর কাণ্ড লঙ্কা দাহন পুস্তক বিধি।
অধিক সুন্দর কাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে ॥
ডরে গর্জ্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে ॥
সাগর দেখিআ কপি লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিআ আশ্বাস ॥
বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥

ইহার পর আর পাওয়া যায় নাই। ছাপা

রামায়ণের ঐ অংশটি এই :—

সিন্ধু কূলে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সাগরের জল॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥

*　　*　　*

সাগর দেখিয়া হবে পাইল তরাস।
অঙ্গদ সবারে তথা দিলেন আশ্বাস॥
বিবাদে বিক্রম টুটে বিবাদেতে মরি।
বিবাদ ছাড়িলে তাই সর্ব্বত্রেতে তরি॥

ইহার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

৯০। মুক্তালতাবলী।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিখানি সন ১২৭৯ সালে কলিকাতা সিন্ধু গোস্বামীর লেনস্থ সুধার্ণব-যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালেও বটতলায় ইহার প্রচার আছে। বটতলার দিগ্‌গজগণের মাহাত্ম্যে, প্রাচীন রচনা হইলেও ইহাকে নব বেশভূষায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। বটতলায় কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আত্মার কি গতি হইয়াছে, সকলেই জানেন; এই গ্রন্থেরও যে সেইরূপ পরিণতি ঘটে নাই কিরূপে বিশ্বাস করিব?

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার।
পরস্থলে যেমনস্থ দক্ষিণে তাহার॥
রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত।
পশ্চিমবাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদূরেত॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়।
শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি মহাশয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ দ্বিজ তাঁহার সন্ততি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্যবসায় করি অকপটে।
পুরাণ প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে॥

*　　*　　*

মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন।
অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন॥

*　　*　　*

শিশুরাম বাক্যে গ্রন্থ সমস্ত পূরণ।
এই হেতু করি পদে এই নিবেদন॥
শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরে।
নিরাপদ করিয়া রাখ নিরন্তরে॥

কবির নাম দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা। শিশুরাম ও হরেকৃষ্ণের নাম আরও দুই স্থানে দৃষ্ট হয়। কবি একটা বিষয়ে বড়ই ভুল করিয়াছেন। কোথাও গ্রন্থারম্ভের কি সমাপ্তির কোন তারিখ দিয়া যান নাই।

গ্রন্থখানি "কল্কি পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-নন্দার্ণবোদ্ধারিত দ্বাদশাধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত" বলিয়া মার্কা-মারা। কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি একজন পণ্ডিতাত্মজ, নিজেও পণ্ডিত না হউন বেশ শিক্ষিত ছিলেন, দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন :—

পণ্ডিতের বোধ হেতু কোন কোন স্থান।
যত্ন করি লিখিয়াছি মূলের প্রমাণ॥

এই বাক্য সত্য কি না, দেখা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে 'তস্য ভাষা' দিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। 'ছন্দেশ বন্ধনায়'

আরম্ভ :—

জয় লম্বোদর গণপতি।
আপনি যোগেশ হয়ে যোগে সদা মতি। ধু।
নমস্তে পার্ব্বতী-পুত্র পুরুষ প্রধান।
পরম যোগেন্দ্র যোগাসনে যোগবান।

'গ্রন্থ-সূচনার' আরম্ভ :—

একদিন গৌরমুখ আদি মুনিগণ।
ব্যাসের নিকটে গিয়া উপনীত হন।
দ্বৈপায়ন বলে ব্যাসদেব তপোধন।
শিষ্য সঙ্গে করিছেন শাস্ত্র আলাপন।

* * *

বীজ হৈতে হইয়াছে অঙ্কুর সৃজন।
অঙ্কুর হইতে বীজ সৃষ্টি হয় পুনঃ।
ইহা মধ্যে প্রধানতা শক্তি আছে কার।
বীজ কি অঙ্কুর আদ্য কহ সারোদ্ধার।

গ্রন্থ শেষঃ—

এই গ্রন্থ সার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার কলুষ নাশে।
ধন পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিবসয় বিষ্ণুর বাসে।

* * *

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, বাচ রে সার।
দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, ভব ঘোর বারি, করহ পার।
তব কৃপাবলে, শমনের দলে, যাই আমি চলে, তোমার বাস।
শিশু রামদাসে, চির সুখবাসে, রাখিয়া উল্লাসে, পুরাও আশ।

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সুন্দর সুন্দর ধুয়া আছে। গ্রন্থখানি বেশ সুন্দর। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল। আট পেজি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

৯১। লৌহ-স্বর্ণ বিবাদ—

চরণ সংখ্যা ৭০।

সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হস্ত-লিপির তারিখ বা রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

ঈশ্বর ইচ্ছাএ শুন দৈবের ঘটন।
লোহা স্বর্ণ বিবাদ হইল যে কারণ।
কৈলাশ শেখর মাঝে অষ্ট ধাতু ছিল।
তার মধ্যে লোহ গিয়া স্বর্ণকে নিন্দিল।

শেষ :—

অমূল্য আমার মূল্য তুল্য হবে কে।
জন্ম দেবতা মোরে হস্তে রাখিছে।
ত্রেতাতে জানকী হরিল দশানন।
আমা হইতে কনক লঙ্কা হইল নিধন।
সূর্য্য বংশ ধ্বংস হইল আমার কারণ।
কুন্তীসুত রক্ষা পাইল বিপদ ঘটন।
আমা হইতে * * * কাটি কলম।
চাইর বেদ চোদ্দ শাস্ত্র হইল লিখন।
আক্ষা ছাড়া কোন কর্ম পৃথিবীতে আছে।
বিবেচনা করি দেখ কহিলুম তব কাছে। ইতি।

৯২। জ্ঞান-সাগর।

বহুদিনের চেষ্টাতেও এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অত্যল্প মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আধুনিক নকল। রচয়িতার নাম আলি রাজা। কেহ কেহ ইঁহাকে 'কানু ফকির' নামে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। এই ফকিরের নিবাস স্থান, চট্টগ্রাম বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশখাইন। এখনও বংশ আছে। আলি রাজাই নাকি 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ। আলি রাজার রচিত 'ধ্যান মালা' পাওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

আরম্ভ :—

এক প্রভু নিরঞ্জন, এক ডিম্ব ত্রিভুবন,
এক তনু সকল জগত।
এক মোহাম্মাদ মুর্শা, ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ,
ডাল ফল হয় নানা মত॥
সর্ব্ব জল এক সিন্ধু, নানা রূপ জলবিন্দু,
সর্ব্ব স্থানে আছে যেরূপময়।
যথা তথা রহে বারি, চলে সর্ব্ব স্থান ছাড়ি,
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মজ্জয়॥

এইখানি ফকিরী গ্রন্থ। এই সাধক-কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামদ্দিন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে তাঁহার চরণ বন্দনা আছে।

১৩০৬ সালের ৩য় সংখ্যক 'আলো' পত্রের আলি রাজা ও এই জ্ঞান-সাগর প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই প্রবন্ধে আলি রাজার যে বিবরণাদি দেওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন আমাদের মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখিতেছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

৯৩। রাধিকা-মঙ্গল।

ইহার অনেকগুলি হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি। তজ্জন্য বোধ হইতেছে, ইহা চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও আড়ম্বর হীন। মধ্যে কতকটা অশ্লীলতাপূর্ণ। ১৩০৬ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গিরিসুতাসুত মহাশএ।
জাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশ হএ॥
সরস্বতীর চরণ যুগে করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদ হএ কবিত্ব প্রচার॥
প্রণতি করিআ বন্দম হরিহর ধাতা।
সত্ব রজ তম গুণ তিনের জে কর্ত্তা॥
নিশাপতি দিনমণি বন্দম হরিষে।
শীত উষ্ণরাশি জার সংসার প্রকাশে॥

ভণিতা :—

কৃষ্ণরাম রস্তে বোলে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক নাশে শরীর নির্ম্মল॥

লেখকের বাসস্থানাদির কোন উল্লেখ নাই। পত্র সংখ্যা ২৯; লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ নাই। স্থানে স্থানে রচনা সুন্দর।

৯৪। দাতাকর্ণ।

আরম্ভ :—

রাজা বোলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ॥
মুনি বোলে সেই কথা শুনহ রাজন।
যেই রূপে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সার।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হএ জে জন গাওআএ॥

৯৫। দেবীর চৌতিশা।

শ্রীমন্তের স্তব।

আরম্ভ :—

কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী,
শ্রীমন্তেরে হও সুপক্ষ।
কোপে কাপে মোর, কাতর কিঙ্কর,
করি কৃপা * * রক্ষ॥

শেষ :—

লএ লক্ষ্মী রূপে ক্ষিতি, বএ বৈষ্ণবী স্থিতি,
শএ শিব শঙ্কর ঘরিণী।
ষএ ষষ্ঠী সনাতনী, শক্তিরূপা লোকাস্বরী,
হএ হরের ঘরিণী॥

কএ ক্ষেমঙ্করী জায়া, কুস্থ জনেরে কর কৃপা,
ক্ষিতি চান্দ দাসের কাকুতি।

৯৬। সুবচনীর পাঞ্চালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা তত প্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মা (সাকিম সম্ভবতঃ পটৈরকোড়া)।

শেষঃ—

এই মতে মহামায়া প্রতিরে হইল তুষ্ট।
সেবকের প্রতি তুমি না হইঅ রুষ্ট॥
তোমার মহিমা দেবী জানিবেক কে।
আপনে প্রসন্ন হইলে তবে সর্ব্বলোকে॥
এই কথা শুনে জেবা হয়ে এক মন।
রোগ শোক দুঃখ তার হএ বিমোচন॥
তোমার চরণে মাতা মাগি এই বর।
জন্মে জন্মে হই যেন তোমার নফর॥

ভণিতাঃ—

নৃপতি জে হরিদাস, সবংশে হউক নাশ,
মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি।
কহে দুঃখী বিজবরে, বন্দন মাতা জোড় করে,
উদ্ধার করহ সুবচনী॥

৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস।

আকারে এই গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পত্র সংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা প্রায় ২৩৫০। সমস্তই পয়ার, কেবল ১৯শটি চরণ মাত্র লাচাড়ি ছন্দে লেখা। যুধিষ্ঠিরাদি শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। রামচরিত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনার বিষয়টি আমাদের এত পরিচিত যে, রামায়ণ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতেও ইচ্ছা যায় না। এই জন্যও এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। রচনা শুষ্ক এবং নীরস। ভাষাও কিছু প্রাচীন বোধ হয়। সর্ব্বোপরি এত বড় এক খানি কাব্য কেবল পয়ারে লিখিত হওয়ায়, পাঠকালে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অনিবার্য্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এ সকল প্রতিকূলতা কিছুই নয়।

আরম্ভ :—

হরি হর নারায়ণ শ্রীমধুসূদন।
অখিলের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ॥
শরীর পবিত্র হএ লইলে হরির নাম।
শরীর পবিত্র হএ লৈলে রামের নাম॥
মহা মহা মুনি সবে জপে যার নাম।
হেন জে গোবিন্দর নামের কি দিমু উপাম॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যার গুণ গাএ।
আমি অতি মূঢ়মতির কি হৈবা উপায়॥

শেষঃ—

অবিলম্বে হএ তোমার শত্রু নাশ।
পাইবা পৃথিবী সব তুমি না হইঅ হতাশ॥
আমি সে বনিতা রূপ আমি সে প্রাম।
আমি সে বনিতারূপ আমি পুণ্য কাম॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আমি সে বাড়াই।
আগে পাছে পথ ক্রমে আমি সে পাঠাই॥
সংহারিআ গেল বীর পৃথিবী দিবা তরে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মোর উদর ভিতরে॥
বসিব সারথি সব অর্জ্জুন সঙ্গতি।
কালরূপ হইল আমি কুরুবংশপতি॥
পঞ্চ ভাই তোহ্মরা জে রহিব কেবল।
আর সব দেখি জেন পদ্মপত্রের জল॥
এই মতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি সদাএ পঞ্চবীর॥
এই ত অমৃত ভাও ধর্ম্ম ইতিহাস।
শুনিলে পাতক খণ্ডে অন্তে স্বর্গবাস॥

ভণিতা :—

জগন্নাথ খানে ভণে শ্রীরামের চরণে।
কলিকে ছলিলেন প্রভু হইআ রাবণে॥

ইতি শ্রীধর্ম্মে ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীমার্জ্জুনাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। দুর্যোধনের

লিখিতং। ইতি সন ১২১৫ মঘী তারিখ ২৪ আঘ্রাণ রোচ শুক্রবার বেহান বেলাতে লেখা সমাপ্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত অভআচরণ শর্ম্মণঃ স্বআক্ষর সাং পার্টানিকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

তৎকালে 'গুণরাজ' নামের ভূরি প্রচলন ছিল, দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কার মালাধর বসু গুণরাজোপাধিক ছিলেন; কবি ষষ্ঠীবর সেন ও হৃদয় মিশ্রেরও ঐরূপ উপাধি ছিল, তাহা দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন। এসব ছাড়া আমরাও আরো দুই জন গুণরাজের আবিষ্কার করিয়াছি। এক জন 'লক্ষ্মীচরিত্র' প্রণেতা, আর এক জন একখানি অজ্ঞাতনাম গ্রন্থ-রচয়িতা। আলোচ্য গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা পরে করার বাসনা আছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পটিয়েকোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী। উপযুক্ত মূল্য দিলে তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

৯৮। দূতী সংবাদ।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। রয়াল ফরমের পৃষ্ঠা, সংখ্যা ১৩; হস্তলিপির অপকৃষ্টতা হেতু আমি অনেক স্থান উদ্ধার করিতে পারি নাই। রামবল্লভ ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

কি কব সখি দুঃখ আমার।
আপনার কর্ম্মের ফলে, নবীন যৌবন কালে,
বিদেশেতে প্রিয়া রইল মোর॥
সেই দুঃখ সহিতে নারি, মরম বাঞ্ছিত করি,
গমন হইল আজ দূর।
আর এক দেখ সখি, দারুণ কোকিলা পাখী,
নিরবধি বোলে সুমধুর॥
সহস্র বাহুর সুতা, তাহার পতির পিতা,
সেহ মোরে গৌরব কৈল চুর।
রাম বল্লভ বাণী, হইআ কুল কামিনী,
কেমনে বঞ্চিব নিজপুর॥ ধুআ।

ইহাতে 'ধোয়া', 'কথা', 'ঘোষা' আছে। ধুয়া ও ঘোসা একই কথার ভাষা গদ্য।

কথা।

তখন রাধে বোলতেছেন।

আমি আহিরিনী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুআ।

আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ কর্‌ল্যা গেল পরাধিনী॥

তখন রাধে রোদন করুতেছেন, আর ধর ধর (দর দর) কইরে দুই নেত্রে জলধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে, ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকা ও সব সখি। ধুআ।

আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না॥

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন;—ও প্রাণ সখি এই কৃষ্ণপ্রেমে আমার প্রাণ পরিত্যাগ করিবো। তখনে তোরা একটি কাজ্য কইরো। ধুআ।

আমি কৃষ্ণপ্রেমে যখন মরি, তখন সবে বৈল হরি হরি।

শেষ :—

অমনি কালেতে বৃন্দাদূতী আইআ বল্যাছে
ও ধনি রাধা গো। ঘোষা।
উঠ রাধে শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
তখন রাধে পাছি বোল্যাছেন,—
ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,
মধুপুরে গিআছিলে।
কোথাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোষা
গেলা একা আইলা এথা,
রাধামোহন বৈল কথা
অমনি সময়েতে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বল্যাছেন।
ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।

যেহা বুলী হাসে যাব কি বলে,
এহা হাসে মোর মনে । বোধা ।

"ইতি সন ১১৮৭ মঘী তারিখ ৩০ পৌষ রোজ বৃহস্পতবার বেহান বেলা**শ্রীকাশীনাথ পীং রামমোহন চৌধুরী সাং সুচিআ মস্তালোকে চাকলে পটিআ জিলে চাটিগ্রাম** মোকাম ফিরিঙ্গি বাজার সমাপ্ত।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে যে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই কাব্যে দেখা যায়।

৯৯। মুক্তাল্ হোসেন।

ইহাতে নবীবংশের, বিশেষতঃ ইমাম হাসন হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহরমের ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন, ইহাতে তাহারই আমূল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। গ্রন্থের বিষয় ও নাম মুসলমানী আবররণে আবৃত হইলেও ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ; ভাষা সুন্দর।

আমাদের নিকট দুইখানি পাণ্ডুলিপি আছে, দুই খানিই অসম্পূর্ণ। একখানি বাঙ্গালায় আর একখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা। বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তি প্রভৃতির অনেক আলোচনাযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

রচয়িতার নাম মহম্মদ খান। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথিতে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরে এ সকল আলোচনা করা যাইবে।

১০০। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তখন ভণিতাটি পাওয়া যায় নাই। আজ তাহা দিতেছি:—

অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস দ্বারকা-রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালিয় দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥

১০১। চৌত্রিশ পদাবলী।

নিম্নের এই কয় ছত্র মাত্র পাইয়াছি। চৌত্রিশ অক্ষরে চৈতন্য চরিত বর্ণনা। কোন বৈষ্ণবের লেখা।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খেলাবার প্রবন্ধ কৈল খোল করতাল॥
গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দিছে সর্ব্ব জনে॥
উচ্চস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চেতন করাইল চৈতন্য নাম দিয়া॥
ছল ছল আখি নয়নের জলে।
জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর।
এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপর॥

১০২। সূর্য্যব্রত (পাঞ্চাল)।

ইহা অসম্পূর্ণ। ২য়, ৩য়, ৫ম এবং ২২শ হইতে শেষ পত্র নাই। অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। হস্তলিপি আধুনিক; লেখকের নাম নাই। আখ্যান বস্তু একই, সামান্য ইতর বিশেষ যদিও আছে, তবে নূতনত্বের মধ্যে দেখিতেছি, তিনটি লোকের নাম,—পার্ব্বতী, কুব্জা ও যুবরাজ। এ সকল কি হিন্দু নাম? আরম্ভ:—

ওহে মাতঃ সরস্বতী বরপ্রদায়িনী।
ত্রৈলোক্যের মহাপ্রভু বিষ্ণু-ঘরণী॥

তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ।
দুর্ব্বাদেব ব্রত কথা কহিতে প্রকাশ।
সত্যযুগে ছিলেন বিপ্র একজন।
এক পত্নী দুই সুতা * * ব্রাহ্মণ।
প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিবার।
নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরন্তর।

ভণিতা :—

দুই কন্যার বিলাপে, বনে মৃগ পশু কান্দে,
ভক্ষ্য বস্তু কেহ নাই খাএ।
দ্বিজ লক্ষ্মণে ভণে, শোক ক্ষেমা কর মনে,
কর্ম্মভোগ ভুগিলে সে যাএ।

এই গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে:—ব্যাজ—বিলম্ব, দুর্ভিক্ষতা—দরিদ্রতা, ভাইঅা—ভায়া, (যথা, 'সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে শুন অহে ভাইঅা'), দাওন—ধান্য কর্ত্তনকারী, (যথা, "অএরে দাওনা ভাই শুনহ বচন। এগইশ ছারা ধান্য দেও ব্রতের কারণ"।), তহনা—তবুও না, (যথা 'সর্ব্ব সৈন্যে জল খাএ তহনা ফুরাএ।'),কেনি—কেন, উহারি মেহারি— অর্থ কি ? (যথা, 'হস্তি ঘোড়া যতেক ভাণ্ডার আদি করি। সর্ব্ব নষ্ট হইল তার উহারি মেহারি।'), বিমুখ—বিষণ্ণ।

১০৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ইহা ঠাকুর নরোত্তম দাস বিরচিত, বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। প্রকাশের একান্ত উপযুক্ত। একখানি প্রাচীন হস্তলিপি আমাদের নিকট আছে। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ১১, এক পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দোম মুক্তি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিআ জাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ো জাহা হনে।

শেষ :—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায়ে জেবা বাণী।
তাহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
লোকনাথ-পদ-দ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস।

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ বিহার শ্রবণং কীর্ত্তনং। বিষ্ণু স্মরণং। পাদসেবনং। অর্চ্চনং। বন্দনং। দাস্যং সখ্যং। আত্ম নিবেদনং। ইতি। পুংসার্পিতা বিষ্ণুভক্তিশ্চেন বলক্ষাং প্রাপ্য। প্রণমাম্যদৌ কৃপাদৃষ্টি কৃতার্থে কৃত ভূতলঃ॥ সর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং। বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীযুতপাদকমলং শ্রীগুরু বৈষ্ণবাংশ্চ।

শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং দাসান্বিতং ওং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজন সহিতং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদানাং। সগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

১০৪। সেকান্দর নামা।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি সৈয়দ আলাওল সাহেবের রচিত। অন্যত্র আমরা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সময় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ খানি স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা না করিয়া এই স্থলে সকল কথা বলা অসম্ভব। অন্য

ইহার একটা স্থূল বিবরণ মাত্র সাহিত্য সমাজের গোচর করিব।

'সেকেন্দার নামা' পারস্ত মহাকবি 'নেজামী কর্ত্তৃক আদৌ পারস্ত ভাষায় বিরচিত হয়। আলাওল তাহাই ভাষান্তরিত করেন। সে কালের ভাষান্তরকে কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না; তাহার অর্থ অনেক স্থলেই 'নূতন সৃষ্টি'। এই কাব্যও কতটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে।

গ্রন্থ মধ্যে মহাবীর সেকান্দরের আজন্ম-মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্তরাজ দারার (দারায়ুসের)ও অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ সুতরাং ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বও নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা শিবাদহ হইতে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মুসলমান-সম্পাদিত গ্রন্থরাজির দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন। এই সুন্দর কাব্যখানিও সেই দুর্দ্দশার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। "পদ্মাবতী" প্রভৃতির মত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থনিচয় সম্পাদন করিবার লোক মুসলমানদের মধ্যে অতি কম আছেন। হিন্দু-সাহিত্য প্রেমিকগণ হস্তক্ষেপ না করিলে মুসলমান-রচিত কাব্যগুলির দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবার নহে।

এই সকল কাব্যপ্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন দ্বারা অন্ত লোককে কাব্যগুলি প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহা হইলে আইনানুসারে নাকি দণ্ডিত হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কোন স্বত্ব আছে নাকি? কবিদিগের কোন বংশ আছে বলিয়া জানা যায় নাই এবং তাঁহারাও বহু পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব বর্ত্তিল কিরূপে?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—রয়েল আট পেজী ফরমের ১৯৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপঃ—

> প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার।
> নর অপ সরা আদি সৃজন যাহার॥
> শূন্ত পরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু।
> প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশী ভানু॥
> নিজ গৃহ আর্শের মহিমা কিছু কহ।
> কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ॥

কবি আলাওল আপনার সকল কাব্যেই অল্প বিস্তর আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুঁথি হিন্দু সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই ত প্রাচীনকালের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও, আলাওল ও দৌলত কাজি অদ্যাপি তাঁহাদের নিকট একরূপ অপরিজ্ঞাতই আছেন। আলাওল সাহেবের জীবনী স্বাধীনভাবে আলোচনা করার পক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকগণের সুবিধা হইবে বিবেচনায়, এই গ্রন্থ হইতে কবির স্বপ্রদত্ত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কাব্যগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পত্রিকায়' প্রকাশিত করিব।

> গ্রাম মধ্যে প্রধান কতেয়াবাদ ভূম।
> বৈসে সাধু সৎলোক হংস মনোরম॥ (?)
> অনেক দানে সমন্দ খলিফা সুজন।
> বহুত আলিম্ গুরু আছে সেই স্থান॥
> হিন্দুকুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য্য।
> ভাগীরথী গঙ্গা ধার বহে মধ্যভাগ॥

রোসাঙ্গের 'মজলিস কুতুব' মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম লেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া 'সহিদ' হইল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ॥
না পাইল সৎপদ আছে আকুলেশ (?)।
রাজ-আজওয়ার হৈনু আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেতে মোছলমান যথেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গেতে শিখাইনু বহুতর॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে।
বহু গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াইনু কথ কাল।
যুদ্ধ ব'সে অবশেষে হইল জঞ্জাল॥
সাহা সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাএ সবে দিল হতমতি॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হৈল ছার খার॥
শাল শেষে মৈ'ল যেই দিল অপবাদ।
অভাবে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ।
মন্দকৃত ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অল্প হৈল পরবশ॥
গুণহেতু মহাজনে করএ আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥
সৈয়দ মছউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহন্ত।
কৃপা করি দিলেক 'কাদিরী খেলাফত'॥

* * *

আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সুমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক॥

এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল॥
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত।
মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসমে শোধম্ রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভায়॥

উক্ত মজলিশ মহাশয়ের আদেশেই 'সেকান্দর নামা' রচিত হয়। মজলিশের আদেশের উত্তর স্বরূপ আলাওল বলেন :—

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল॥
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি॥
ভক্ষ বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধি দানে মন সন্তোষিয়া॥
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া 'বয়েত' ছন্দ রচিতে পয়ার॥

নেজামীর 'সেকান্দর নামা' সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

সমুদ্রে 'সাকর' * যেন গ্রহন্ত গুপন।
বিশেষ ফারসী ভাষে 'বয়েত' ভাজন॥
মহন্ত নেজামী পদ ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার॥
আরবী ফারসী অর্থ রুহমানী ইহুদী।
পাহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা প্রায় এই ভাবের :—

মজলিশ মণি, নবরাজ গুণী,
যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
কহে হীন আলাওলে॥

---

* সাকর—সাঁতার।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, উপরোদ্ধৃত অনেক স্থলেই পাঠাশুদ্ধি বশতঃ অর্থ প্রতীতির পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা মূর্খ প্রকাশকগণেরই কাণ্ড।

আদেষ্টার নাম 'মজলিশ গুণ নবরাজ' দেখা যায়; কিন্তু উহা কিরূপ নাম? 'গুণ নবরাজ' ত মুসলমানের নাম হইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মগরাজার প্রদত্ত উপাধি। 'পদ্মাবতীর' আদেষ্টা মহাত্মা মাগনের উপাধি ছিল 'ঠাকুর'। মজলিশ মহাশয়ও সম্ভবতঃ রাজমন্ত্রী ছিলেন।

গ্রন্থখানি সাহিত্যিকগণের পর্য্যালোচনার একান্ত উপযুক্ত। অনেক পাণ্ডিত্য আছে, অনেক কবিত্বও আছে। কিন্তু আজ তাহার আলোচনা করিব না। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে উদ্দীপনা প্রার্থনা করিয়াছেন :—

(১) আইস গুরু দেও সুরঙ্গিম মধুজল।
কদর্য্য খণ্ডিয়া চিত্ত হউক নির্ম্মল॥
(২) আইস গুরু সুরা দেও ভাঙ্গ মন ধন্দ।
খণ্ডিয়া মনের ক্লেশ বাড়ুক আনন্দ॥
(৩) আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি।
যার পানে মিত্র লাজ আপনা পাসরি॥

এইরূপ কথাগুলি পারস্ত হইতে অনুদিত কিনা বলিতে পারি না।

সমাপ্তি এইরূপ :—

সমাপ্ত হইল এথা জোলকর্ণ কবিতা।
মেজাবী রচিত যাহা পারসী বারতা॥
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস।
যার পানে মিত্র লাজ হয়ে শত্রুনাশ॥
মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি।
তান ধর্ম্মপুণ্য কর্ম্ম রহে যাবধি॥
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।
অনিত্য সংসার ধর্ম্ম মিথ্যা যে সকল॥
কোথা গেল সেকান্দর ক্ষিতি অধিপতি।
কোথা গেল পাত্র তান আরস্তু সুমতি॥
কোথা গেল আলিবুচ আর কালাতুন।
কোথা গেল ধ্বজছত্র মর্য্যাদা নিপুণ॥
না রহিল এক জন ভুবন মাঝার।
কেবল প্রশংসা রৈল লোক বুঝিবার॥
এত ভাবি কর সবে শুদ্ধ সদাচার।
এহা ভিন্ন কেহ সঙ্গী না হইব আর॥
ভাল মন্দ আছএ পৃথিবী ব্যাপিত।
অপবিত্রে উপহাস্ত না কর নিশ্চিত॥
দোষ বিনা নাহি কেহ এ তিন ভুবন।
বিনি প্রভু নিরূপ বৈরূপ নিরঞ্জন॥

চেষ্টা করিলে এ দেশে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

১০৫। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ।

চরণ সংখ্যা ৬২।

বক্ষ্যমান সন্দর্ভটির নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচিত বিষয় হিসাবে ঐ নামটি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে চট্টগ্রাম প্রদেশের একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের বর্ণনা আছে।

আরম্ভ :—

রাম রাম রাম রাম রাম নারায়ণ।
বিষ্টি অগ্নি মারুত কথা শুন দিআ মন॥
সরস্বতী পাদপদ্মে করি নিবেদন।
রচিবো অপূর্ব্ব কিছু কবিত্ব কথন॥
হাজার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ॥
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল॥

এই সমেতে অগ্নি উঠিল চারি ভিত।
সর্ব্ব দেশের ঘর সব ভাঙ্গিল ত্বরিত॥

ভণিতা :—

নরোত্তম কেরাণী বোলে এই বিবরণ।
শাকের নিয়ম এথ কহিল বিধান॥

কবির পরিচয় :—

"শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দ রাম তনয় শ্রীনরোত্তম কেরাণী দেঅস্ত তান পুত্র শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৈলাশচন্দ্র দুহ স্বকিঅ বাহি। সাং কধুরখীল। (জেলা চট্টগ্রাম) ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ৩ ফাল্গুন।"

"মাহে আসার ২৪ রোজ মঙ্গলবার শুক্লপক্ষ ত্রোতুরদশি তিথউ প্রাতকালে শ্রীরাম চন্দ্রর পিতা (নরোত্তম কেরাণী) স্বর্গ প্রযাতি সন ১১৮০ মঘিতে।"

আমাদের আদর্শ হস্তলিপির মধ্যে পৃথক পৃথক স্থানে এই কথাগুলি স্বয়ং উক্ত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত আছে।

১০৬। মনসা-মঙ্গল।

এই একখানি সুন্দর মনসা পুঁথি। প্রকাণ্ড আকার। রচয়িতা বিদ্যাভূষণোপাধিধারী জনৈক পণ্ডিত। গ্রন্থখানি সর্ব্বথা প্রকাশের যোগ্য। গ্রন্থে ভস্তা ও ঘোষা নামক বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। ধুয়া ও ঘোষা অভিন্ন পদার্থ। ভস্তা কি? একটী সুন্দর ঘোষা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পরাণে সে জানে।
মরম দুঃখ পরাণে সে জানে।
কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কূলে॥
ধড়ে বৈরগ নাহি মানে।
অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটি বান্ধ্যাছে ঠামে॥
নিষেধ না মানে, বিষম সন্ধানে,
হান্যাছে গোবিন্দের বাণে।
জাগিতে ঘুমিতে আন না লয় চিতে,
কালিয়ার বাঁশীর সানে॥
চিত্ত ধরান দিঅা, রাখিতে না পারি হিয়া
অনাহুতে বান্ধি টানে।
বাঁশী বাজাএ নীতি, কালার পিরীতি,
বুঝিতে বুঝন ধান্দা।
কহে শিবচরণ দাসে, প্রেম ভকতি আশে,
মুই কেনে গেলুম বান্ধা॥

এইরূপ সব ঘোষা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। পুঁথি নিকটে না থাকায় বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিলাম না।

ভণিতা :—

কমল চরণ পদ্মার ভাবি অনুক্ষণ।
কহেন পদ্মার দ্বিজ শ্রীরাম জীবন॥

১০৭। সিরাজ কুলুপ।

ইহাকে মুসলমানী ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কিসের উপর অবস্থিত, কয় স্বর্গ, কোন্ দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে এবং পরে কি হইবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম আলি রাজা। এই আলি রাজাকেই আমরা 'বৈষ্ণব কবি' অভিধানে পূর্ব্বে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী ফকির ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম কেয়ামদ্দিন; তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু আছে :—

সহরিষে ভজি সাহা পিরের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন॥
ত্রিভুবনে আউলিয়াৎ গুরু মহাধন।
শিশু বুদ্ধি লোকে করিতে স্থির মন॥
শ্রীযুক্ত কেয়ামদ্দিন আলিম গুণমা।
অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা॥

অপরূপ রূপ মহা ভুবন মোহন।
রাজাপির (?) জোতি পীর জীবন জীবন॥
গুণবন্ত মহন্ত সে রাহিলা দরবেশ।
তপসী ভাবের জেন কহিল বিশেষ।
ধার্ম্মিক সুধীর স্থির রাহিল অধিক।
সভান্তরে রূপ জেন প্রকাশ মাণিক॥
গুণের সাগর ছিল স্বর্গের চন্দ্রিমা।
পৃথিবীতে ছিল জেন আল্লার মহিমা॥
শাস্ত্রত গুনমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড।
তপসী পরম ভাবে ছেদিয়া ত্রিখণ্ড॥
নরাধা (?) রানাওদিন সুত মহামন্ত।
কেয়ামদ্দিন সাহা সুনাম রাছিলেন্ত॥
*　　*　　জেন প্রকাশে মার্ত্তণ্ড।
প্রকাশিল চাটিগ্রাম সে নাম চণ্ড॥
ফেনীর দক্ষিণ এক সহর উপাম।
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান কৃপায় ভাব করিলুম দেশী।
রচিলুম পয়ারে শুদ্ধ পীর পরশি॥
ছিরাজ কুলুপ নামে রাছিল কিতাব।
উত্তম মছলা তাত শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এ সব জে হাসিছে পাইলুম।
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুম॥
ইঞ্জিল কিতাব এই মছলি সকল।
তুহর (?) সকল এই করিল আমল॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পির,　তানপদে মতি স্থির,
কহে হীন আলি রাজা হাট্টু।

শেষ :—

পূর্ব্বে মসজিদ বুলি এরে তার নাম।
পচিমেত মগরিব নাম সে উপাম॥
উত্তরে সিমাইল নাম জুনুব দক্ষিণ।
চতুর্দ্দিকে চারি নাম জান তান চিন॥
সাহা কেয়ামদ্দিন সাহা গুণের সাগর।
সিরাজ কুলুপ কথা অমৃতের ধার॥

"লেখিতং শ্রীকালিদাস মল্লিক সাং ধলঘাঠ সন ১২১৫ সাল, তাং ৮ আশ্বিন। এই পুস্তক মালিক শ্রীমাহামুদ ওআলি পিং বোচা গাজী সাকিন সুচক্রদণ্ডী।" পত্র সংখ্যা—১৮টি ; দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১০৮ কালিকার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কএ কালিকা পদে করিএ নিবাস।
করজোড়ে করি মুক্তি নিতি করম আশ॥
কাকুতি মিনতি করম তুআ দাসের দাস।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে রক্ষ না কর বিনাশ॥

শেষ :—

ক্ষএ ক্ষয় নাহি যাগ ত্রিজগতে সার।
ক্ষয় কর শিশু জানি এ কোন বিচার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি অরিগণ রক্ষএ শরীর।
ক্ষীণ বুদ্ধি ক্ষেমানন্দ দাস কালিকার॥

১০৯। ধ্যানমালা।

এখানি সঙ্গীত-বিষয়ক-গ্রন্থ। রাগ তালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন্ সময়ে গেয়, কাহা দ্বারা আদৌ বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গীত বিশারদগণ এই সকল বিষয়ে একমত হইবেন কি না, জানি না; সঙ্কীর্ণ স্থানে এইরূপ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীএ প্রণামি মোহাম্মদ পয়গম্বর॥
জেখনত না আছিল ত্রিভুবন সংসার।
আছিল আপনে এক প্রভু করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল লোপন্তে।
আকাশ না ছিল কেহ জোমন আড়ম্বে॥

ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা চেতন।
ব্রহ্মা হৈল স্থজিবারে এ তিন ভুবন॥
আপনার নাম গুণ প্রচার করিতে।
সংসারেত সবে এক ঈশ্বর জানিতে॥
গঢ় প্রেমভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
স্বরূপে মোহাম্মদ করিল স্থজন॥

এইরূপে সৃষ্টি পত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার সাজসজ্জা, ঋতুভাগ, দিবারাত্রি ভাগ, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড ভাগাদি বিহিত হইয়াছে। তৎপর ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটি সঙ্গীত। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা; এই গ্রন্থে আলি রাজার সঙ্গীতই অধিক। ইঁহার গুরু 'সাহা কেয়ামদ্দিনে'র চরণে গ্রন্থখানি সমর্পিত। ইনি পরম জ্ঞানী সাধু পুরুষ ছিলেন। আলি রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। সাধারণতঃ 'কানু ফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। একজন প্রসিদ্ধ ফকির। তাঁহার পুত্র 'সর্কতোল্লা'ও একজন ফকির কবি। 'সাহিত্য সংহিতায়' তাঁহার ফকিরী গীতগুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আলো পত্রে মুসলমান বৈষ্ণব কবি শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলি রাজার পরিচয় দিয়াছি, ইনিই সেই আলি রাজা। আমাদের সেই মত ভ্রান্তি-পূর্ণ। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে এইরূপ ভ্রম না হইয়াই পারে না। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়া সকল বক্তব্য বলিব, বাসনা আছে।

এখানে একটি পদমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, ধ্যানগুলি উদ্ধার করা কঠিন।

রাগ—মালব।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগপ্রাণ। ধুআ।
শুনি মুরলীর ধ্বনি, ভ্রম যাএ দেব মুনি,
ত্রিভুবন হএ জর জর।
কুলবতী যথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি,
শুনিআ দারুণি বংশী স্বর॥
জাতি ধর্ম্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি,
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে,
বংশী মূলে জগতের চিত্ত।
যে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী,
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ বাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়॥

প্রত্যেক তালের গৎ আছে। তালগুলির ব্যবহার অধুনা নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে 'গৎ' তুলিয়া দেখাইলাম না।

পত্র সংখ্যা ৫৮। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

"লেখিত শ্রীমহোম্মদ জামিল সাকিনে গোমদণ্ডী থানে পটিআ। ইতি ১২২১ বারষ এগৈশ মঘি তারিখ ১৭ সোত্তর মাহে জৈষ্ঠ। হক মালেক অআএদ কানুর চরণে নিত্য রাখ মন। তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥"

এই পুঁথির বহিঃপৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখিত আছে:—

নক্ষত্র বিমতি হৈলে, স্থপাহ না দেখে মূলে,
মিত্রে দেন্ত জহর খাইতে।
সুকর্ম্মেত কৈলে মন্দ, বিধি হএ পরসন্দ,
মিত্রে চাহে জীবন হরিতে॥ (?)
ভাগ্য যায় দুই অক্ষর, কেহ নহে সঙ্গদর,
কপালের সঙ্গে করে পুজা।
কপাল বিমতি হৈল, তাই সব খোয়াইল,
তোমাকে পলাই গেল রাজা॥

সাহ সুজার পলায়নবার্ত্তা তখন দূরাক্ত স্থানীয় হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

১১০। খঞ্জন-বচন।

• • ক্ষুদ্র সন্দর্ভ; ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘীর। ইহাতে খঞ্জন দর্শনের ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

পক্ষী মধ্যে বিধাতাএ সৃজিল খঞ্জন।
তার ' াল মন্দ কহি শুন দিয়া মন॥
ছয় মাস থাকে পক্ষী সমুদ্রের কূলে।
প্রথম যে কাজ মাসে নিকলে সংসারে॥

শেষ:—

বৈশাখ মাসেত যদি দেখএ খঞ্জন।
সর্ব্বথাএ ধন লক্ষ্য জানিবা কারণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত যদি দেখএ খঞ্জন।
ছয় মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ॥
যেবা গাএ যেবা শুনে খঞ্জনর বচন।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে গমন॥

১১১। মহাভারত—দাহপর্ব্ব

চরণ সংখ্যা ১১৪।

আরম্ভ :—

পুনরপি জিজ্ঞাসিলো রাজা জন্মেজয়।
তার পাছে কি হইলো কহ মহাশয়॥
মুনি বোলে শুন বাপু রাজনন্দন।
দাহপর্ব্ব কথা কহি শুন বিবরণ॥

শেষ:—

দাহ পর্ব্ব কথা সাঙ্গ হৈল এথ দূরে।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে (জাএ) বিষ্ণুপুরে।

ভণিতা:—

মহাভারতের শ্লোক রচিয়া পয়ার।
সঞ্জয় ভণিয়া কহে লোক তরিবার॥
ইতি মহাভারতে দাহপর্ব্বাণি সমাপ্ত।
গোবিন্দরাম শুনন্ত শ্রীনরোত্তম কেরানি লেখ দাসস্ত পত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিন্ত যদি লিক্ষ্যতো সমাপ্তি। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১১ এমার ফাল্গুন।"

সঞ্জয় রচিত পর্ব্বগুলি প্রকাণ্ড। সমালোচ্য পর্ব্বটি কি বাস্তবিক ক্ষুদ্র? এই পর্ব্বখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

১১২। রাগতালের পুঁথি।

ইহাতে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দণ্ড ভাগ, ঘড়ি ভাগ, রাগ তালের বিবাহ, কর্ণভেদ, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং নামটা কি ছিল, জানা যাইতেছে না। এই রকম গ্রন্থ অনেক লোকের লেখা থাকে, দেখিয়াছি। এই খানিতে নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা দেখা যায়:—

(১) দেবগ্রামে বসি দুই কাল্যীপদ তলে।
বিষ্যারাধি ঘড়ি ভাগ রামতনু বোলে॥
(২) পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আসি কহে ভূমিগত পড়ি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুঁথিটি প্রাচীন। ৭ম হইতে ৪০শ পত্র পর্য্যন্ত আছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই 'রাম তনু' আচার্য্য বা গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের পাঠশালার গুরু ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ; বাড়ী দেবগ্রাম। শুভঙ্করের ন্যায় অঙ্কবিষয়ক তাঁহার রচিত অনেক আর্য্যা আছে। পূর্ব্বে 'জামিনী চৌকিশায়' তাঁহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে।

'জীবন আলি'র নিবাস চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'থান মোহনা' নামক গ্রামে। এতদঞ্চলে তিনি সাধারণতঃ 'জীবন পণ্ডিত' নামে পরিচিত। তিনিও গুরুগিরি করিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক লোককে,—বিশেষতঃ হাড়ি-দিগকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। সম্ভবতঃ তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সমসের আলি আজও বর্ত্তমান। বয়স প্রায় ৫০।

✓ ১১৩। মুছার ছোয়াল।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। হজরত মুছা (Moses) পয়গম্বরের সহিত 'তোর' নামক পাহাড়ে নিরঞ্জন সঙ্গে যে সওয়াল জওয়াব হয়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও আমরা ইহা পড়িবার অবকাশ পাই নাই। পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

আরম্ভঃ—

গুণিগণ কর অবধান।
মুছার ছোয়াল এক কিতাব প্রধান॥
সে কিতাবে আছে বহু অপক্য কথন।
জোআব ছোয়াল হইল নিরঞ্জন সন॥
বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিতাব।
না বুঝি কারবি তাবে পাএ মনস্তাপ॥
কেশী তাবে পাঞ্চালিকা করিতে অধম।
মোর মনে হইল সেই কিতাব বচন॥
তেকারণে কারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআলি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী॥
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥

শেষ :—

বাকা আনপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হামেসন কোরানে পড়হ মন রঙ্গে॥
পঞ্চ ওেনে নমাজ পড় হই এক মন।
সত্য করি বৈস নিতি নমাজির সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজির গুণে।
একে এক কহিলাম শুন ভ্রথ গুণিগণে॥

ভণিতা :—

কহে হীন নছরুল্লা শুন গুণিগণ।
ওজনথু—ওজন হইতে।
ওজনথু* পাড়াটুটা নহে কদাচন॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নামটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হস্তলিপিটি প্রাচীন। পত্র সংখ্যা ২৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকারে তেমন ক্ষুদ্র নহে।

এই 'নছরল্লা' ও পূর্ব্ব সমালোচিত 'জঙ্গনামার' কবি 'নছরোল্লা খান' এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

১১৪। কৌশল্যার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১১৩।

আরম্ভঃ—

কর জোড়ে কৌশল্যাএ কহে রাজার স্থানে।
কি কারণে রামচন্দ্র পাঠাইলা বনে॥
কথ জন্ম জন্মান্তরে তপ সে করিনু।
কমল নয়ান পুত্র উদরে ধরিনু॥

শেষঃ—

জয় করি ত্রিভুবন ভুবন মণ্ডলে।
জীব আসি মাএ ডাকবু আইল মায়ের কোলে॥

* ওজনথু—ওজন হইতে।

ভণিতা :—

ক্ষীণজীবী ক্ষীণ তনু ক্ষীণ রত্নকুলে।
ক্ষীণ রামজীবন রত্ন রাখ পদতলে॥

হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১১৫। সাহাদল্লা পীর পুস্তক।

এইখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহাদল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা ও চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা। যোগসাধন হিন্দুর আর মুসলমানের একই; কেবল নামে প্রভেদ মাত্র। মাদৃশ অনধিকারী লোকের পক্ষে এই কঠিন বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। মুসলমানগণের এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ভণিতা :—

অষ্ট কলে তালি দিলে রহিব আনন্দ।
সাহাদল্লা পদে কহে ভত্ত্বহীন চান্দ॥

শেষ :—

জনমের কথা এবে শুন দিয়া মন।
যথনে গর্ভের মাঝে হইল সৃজন॥
গর্ভনীতি শিশু যদি পঞ্চমাস হইল।
বিধাতাএ তবে কিছু ললাটে লিখিল॥
হয়াত মওত আর রিজিগ দৌলত।*
আপন সহিতে জান লেখিল পঞ্চবৎ॥

* * *

সাহাদল্লা পীর কথা অমৃতের ধার।
জেবা পড়ে যেবা শুনে হএ হুসিয়ার॥

* * *

আদি চন্দ্র—মগজ, গন্ধচন্দ্র, কামতাব,
নাছুত—কাণ, মলকুত, নাক;
জবরুত—নয়ন, লাহুত—মুখ॥

* হয়াত—আয়ু। মওত—মৃত্যু। রিজিগ—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। দৌলত—ধন সম্পত্তি।

"ইতি সাহাদল্লা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২৫৫ মঘি তাং ৪ বাসিসন। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমামুদালী পিং বোচাগাজি সাং সুচক্রদণ্ডী।"

পত্র সংখ্যা ২২, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১১৬। বৌদ্ধ রঞ্জিকা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাইতে পারিলাম না। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণ কোন গ্রন্থই লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিস্ময়ের বিষয়। শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার এক মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাও কিন্তু বৌদ্ধের লেখা নহে। ইহার প্রকাশক চট্টগ্রাম—চন্দনপুরা নিবাসী ৺আবদুল হামিদ মাষ্টর সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই প্রাচীন পালি ভাষায় 'ধাতুভাং' বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল; সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা মৃত ধরম বক্স খান বাহাদুরের পত্নী রাজ্ঞী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। (?) এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কেননা, বুদ্ধদেবের বাল্যক্রীড়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সম্যক্ ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" ১২৯৬ বাঙ্গালায় ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিও পাওয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়ার আশা আর তাহার খোঁজ করি নাই। রচয়িতা সম্ভবতঃ উক্ত রাজ সরকারের কোন

কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিবাস কোথায়, জানিতে পারি নাই। গ্রন্থের এই ভাগটি ক্ষুদ্র; অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় ভাগ বোধ হয় আর প্রকাশিত হইল না। শুনিয়াছি, 'থাড়ুভাং' প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভণিতা এইরূপ :—

শ্রীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্ম্মবক্স রাজরাণী,
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা। *
তান আজ্ঞা অনুবলে, দাস শ্রীনীলকমলে,
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা।

এই রাজবংশের রাজগদিতে এখন রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর সমাসীন। আবশ্যক হইলে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

১১৭। লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি।

আরম্ভ :—

বন্দম যে গণপতি মুষিকবাহন।
চারিভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন॥
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভূষণ॥
* * *
পিতামহ পিতামহী আর মাতা পিতা।
প্রণতি করিয়া বন্দম শ্রীগুরু দেবতা।

শেষ :—

পাঞ্চালি শুনিতে যেবা মনে করে সাধ।
মনস্কাম সিদ্ধি হএ খণ্ডে বিসম্বাদ॥
ভক্তি করি এই পুস্তক পঢ়ে যেই জন।
অন্তকালে জাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

ভণিতা :—

লক্ষ্মীর পাঞ্চালি ভণে রঞ্জিরাম দাস।
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ॥

রচনা কাল :—

বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
করলাক্ষ চরিত্র কথা হইল সমাধান॥

"ইতি লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর (সাং পটেকোড়া)। পত্র সংখ্যা ১৫; দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি লেখা। সুতরাং ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নাই, পুঁথির বয়স পঞ্চাশের অনধিক, বোধ হয়।

এই পুঁথিতে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

তাইর=তাহার (তুচ্ছার্থে)।

"সর্ব্বাঙ্গ অলক্ষ্মী তাইর বড় দুরাচারী।"

ভোম=ভূমি।

"কথ দূর ভোম রাজা দিছেন নালাকার।"*

অপ্সর=অবসর।

"দিনে অপ্সর না পাএ ভোম রূপিবার।"

উজাল=মশাল।

"আধার তরে বলিলেক উজাল ধরিতে।"

জালা=ধান্য অঙ্কুরিত হইয়া কিছু বড় হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে।

"জমিনেতে গিয়া জালা করএ রোপন।"

নিরুন্তে=নির্ম্মিতে।

"সপ্ত মুঠ চাউল দিয়া তাহার নিরুন্তে।"

চোবা=অন্তঃসার বিহীন ধান্য।

"গোলার ধান্য রাজার জে চোবা হই উঠে।"

চার=ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির টুকরা বিশেষ।

"তামা কাসা আদি জথ তৈজসের বাসন।
চার প্রায় হৈয়া উঠে কি কৈব কথন॥"

পেরুআ=পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন সময়ে যে পাত্র করিয়া মাটি উঠান হয়, সেই পাত্রকে 'পেরুআ' বলে।

---

* যে ভূমি দানদিগকে দান করা যায়, তাহাকে 'নালকর' বলে।

"ঝেঁকা এক পেক্কা মাটী করএ কাটন।
তারে এক পেক্কা কড়ি দিবাম এখন॥"

টেক্কা = ধাক্কা।

"গর্ত্তের পারে গেলে তাই,　　　টেকা মারি পেলাই,
মাটী দিআ রাখিবা সর্ব্বথা।"

মরে = মোরে।

"পাতকী দেখিলা মোরে মরে, ছাড়ি যাও নিজ পুরে।

কথাকারে = কোথায় ?

"আমা ছাড়ি কাও কথাকারে।"

উল্লিখিত শব্দগুলি প্রায় সকল এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য কথা বলার স্থান ইহা নহে।

১১৮। বিপুলার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কান্দএ বিপুলা রামা করিআ কাকুতি।
কাতর জনারে কৃপা কর পদ্মাবতী॥
কমল পদেতে মাতা জনম তোমার।
কাকুতি করম্ পতি রক্ষ এইবার॥

শেষ :—

ক্ষাতি রূপা কৈলা মাতা অনন্ত রূপ ধরি।
ক্ষাতি রাখহ মাতা ত্রিজগত ভরি॥

ভণিতা :—

ক্ষিতি লোটাইআ বন্দাম চরণ যুগল।
ক্ষীণ রামচন্দ্রে ভণে জীবো লক্ষিন্দর॥

বর্ত্তমান ইংরেজী সভ্যতার দিনে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সেকালের লোকেরা সকল কাজেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা গৃহাদি বন্ধনের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানবাদীগণ তাহা মানিবেন না, নিশ্চয়ই। যাহা হউক, তাঁহাদের 'গৃহবন্ধন-নীতি'টি কৃষ্ণপোদেক্তে এইখানে তুলিয়া দিলাম :—

বাড়ী করি সব ভাই,
মাঝে রাখ এক পাত,
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর ;
পিছে রাখ বার হাত,
তবে গাড় খন্তের গাত,
তথ তথ বান্ধ ঘর,
তের মিশাই সাতে হর,
সাতে হরি রহে যে,
ঘরের পতি হএ সে।
সাতে হরি রহে শশী,
পরেআর ধন খাএ দুআরে বসি;
সাতে হরি রহে দুগ,
অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ,
সাতে হরি রহে তিন,
সেই ঘরে বান্ধে ঋণ;
সাতে হরি রহে চাইর,
সেই ঘরে গিরি খাএ ;
সাতে হরি রহে পাঁচ,
সেই ঘরে গিরি নাচ ;
সাতে হরি রহে ছএ,
সেই ঘরে গিরি ক্ষয় ;
সাতে হরি রহে শূন্য,
সেই গিরি অতি ধন্য।

১১৯। মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

ইহার কোন নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নামানুসারে শীর্ষদেশস্থ নামকরণ হইল। প্রথম হইতে পঞ্চম পাতা নাই; ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৯শ পাতা মাত্র আছে। দুইজন নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেমকাহিনী বর্ণনার বিষয়। তাহা সরল। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় না। অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, বহু প্রাচীন নহে।

ভণিতা :—

(১) কোন বিধি আনি দিল, নয়ানে দেখাইল,
কেবা লইয়া গেল ভাঙ্গি।
নুর মোহাম্মদ ভাবিয়া সে পদ
ভণিল বিরহ লাচারি॥

(২) নুর মোহাম্মদ বড় দুঃখী ক্ষিতিতল।
সন্তোষ নিজোগ অথ বিধির খেয়াল॥

১২০। মা বাপের বারমাস।

আরম্ভ :—

হাহা রে দারুণ বিধি কিনা ভাবম্ তোরে।
অল্প বয়সের কালে ছেঁঅর * কৈলা মোরে॥
বৈশাখ মাসেত মা বাপ রবির কিরণ।
অবিরত পোড়ে মোর মা বাপের কারণ॥

শেষ :—

চৈত্র মাসেত মা বাপ বৎসর হৈল শেষ।
আমারে ছেঁঅর করি রহিলা স্বর্গবাস॥
স্বর্গেতে গিআ মা বাপ নিশ্চিন্তে রহিলা।
আমরা হেন পুত্র কন্যা জলেতে ভাসাইলা॥

১২১। সপ্ত পয়কর।

ইহা মহামতি সৈয়দ আলাওল রচিত কাব্য। গ্রন্থের নাম বাঙ্গালায় "দিন-সপ্ত-কোপাখ্যান" দেওয়া যাইতে পারে। সাতটি উপাখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত বলিয়া গ্রন্থের এই নাম।

রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া আলাওল তাঁহার সকল কাব্যগুলি প্রণয়ন করেন। পত্রান্তরে আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র। এই কাব্য সৈয়দ মহাম্মদের আদেশে পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত হয়।

কবির স্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল,
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোক, সদত আনন্দ ভোগ,
শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত॥
তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম,
খল নাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল, বিপক্ষ জনের কাল,
ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি।

*　　*　　*

হাটক বেষ্টিত ঘর, মণিরত্ন থরে থর,
শুদ্ধ সুবর্ণের দিব্য পাট।
হয় হস্তী নাই লেখ, পদাতিক হীন সংখ্যা,
রোধি চলে মারুতের বাট॥

*　　*　　*

মনেত ভাবিয়া ডর, নৃপকুলে দেএ কর,
সিন্ধু শৈল লাঙ্গা যার সীমা।
দিল্লীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পশি,
তার সম কাহার মহিমা॥
যুবাকালে ব্রতধর্ম্ম, শাস্ত্রনীতি সৎকর্ম্ম,
দান জ্ঞান মানসাহি ওর।
অপার মহিমা সিন্ধু, ক্ষুদ্র বুদ্ধি এক বিন্দু,
কহিতে কি শক্তি আছে মোর॥

*　　*

হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমতি (?) সৈয়দ মহাম্মদ॥
অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদু মন্দ হাসি॥

*　　*　　*

নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্যাবাম বিদগধ।
আরবী ফারসী আর হিন্দবী মগধ॥

*　　*　　*

নবীকুল সৈয়দ জাতি জাতির প্রধান।
নিশিদিশি রাজকাজে বিভোর থাকেন॥

---

* ছেঁঅর—পিতৃমাতৃহীন (orphan)

সমস্ত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ ।
তত্ত্ব রস কথা কহি থাকেন্ত সদাএ ॥

*   *   *

আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত ।
অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত ॥

*   *   *

তান সভাসদ (?) থাকি সভাসদ হইয়া ।
শাস্ত্রনীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া ॥
এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয় ।
কথা রসে বসিছেন্ত আপনা আলয় ॥
আমা প্রতি কলা আজ্ঞা হরষিত মনে ।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে ॥
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর ।
মনোগত প্রকাশিলুং তাহান গোচর ॥

*   *   *

তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত ।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত ॥
যদিবা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার ।
তান ভাগ্যলক্ষ্য (মাত্র) সমুদ্রে সন্তার ॥
যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে ।
কেবল ভরসা মাত্র গুরু পদতলে ॥

আরম্ভ :—

আদ্যের অনাদি স্বামী অন্তরে অনন্ত ।
প্রথমে মহিমা তান সুশোভিত গ্রন্থ ॥
বিনা লক্ষ্য শূন্য পরে স্থাপিছে আকাশ ।
করিছে মিহির শশী নক্ষত্র প্রকাশ ॥

ভণিতা :—

গুণী জন বন্ধু,   দানে দয়াসিন্ধু,
ছৈয়দ মহাম্মদ খান ।
তাহান আরতি,   মধুর ভারতী,
হীন আলাওলে ভাণ ॥

হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই । চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে চারিজন মুসলমানের চেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা কিন্তু বিশ্রী সংস্করণ । অনেকবার বলিয়াছি, মুসলমানদের অত্যাচারে আলাওল সাহেব নিতান্ত হীনাবস্থায় আছেন । হিন্দু ভ্রাতৃগণ কৃপা না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই ।

এই গ্রন্থশেষে যে কালজ্ঞাপক বাক্য আছে, তাহা এই :—

মুসলমানী সন কহি শুন গুণীগণ ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥
ইছুপী সনের কথা কহিএ বিচারি ।
ইন্দুপৃষ্ঠে বস * শূন্য শেষে দিয়া চারি ॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া ।
দধিসুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া ॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভিত ।
চন্দ্রাপারে চন্দ্রে বিন্দু (কতু) পৃষ্ঠে তার নিত ॥

বাক্যটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিলাম । আশা করি, কোন সাহিত্য প্রেমিক এই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন ।

আলাওল এখন পরিচিত ব্যক্তি ; তাঁহার লেখনীর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় আর কি দিব ? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, কোন অংশেই ইহা অনাদরের যোগ্য নহে ।

আকার বৃহৎ । ডিমাই আট পেজী আকারের ২৩৩ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে । (এই সংস্করণের অক্ষর বড় বড় ।)

চেষ্টা করিলে এখনও হস্তলিখিত পুঁথি বিস্তর পাওয়া যাইতে পারে । সময়ান্তরে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বাসনা আছে ।

---

* বস—এই শব্দটি 'রস' কি [illegible]

১২২। জ্ঞান-চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৫২।

আরম্ভ :—

প্রণাম পুরুষ তত্ত্ব দেবের প্রধান।
কোটি চন্দ্র (?) ব্রহ্মাএ তার না বুঝে সন্ধান।
মহেশে ভাবিআ ওর না পাএ জাহার।
মনি সবে ধ্যানে মর্ম্ম না পাএ জাহার।

শেষ :—

শিব শক্তি দুহ জান ভিন্ন মাত্র নাম।
শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম।
সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর।
সেই সে আওয়া জান জগতে প্রখর।

* * *

কথা হোতে অধিক তত্ত্ব নাহি পৃথিবীত।
কেহ জপ না জাএ জপ আত্মহিত। (?)

ভণিতা :—

ক্ষীণ অতি শিশুমতি সৈদ সুলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা জে জ্ঞান।

এই চৌতিশাটি কবির স্বকৃত 'জ্ঞান-প্রদীপে'ও দেখিয়াছি। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১২৩। পদ্মা পুরাণ।

আমরা এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে যত হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হস্তলিপির মত ইহার ভাষাও অনুরূপ প্রাচীন। এখানি নারায়ণ দেবের রচিত বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অপর কবির ভণিতাও দেখিতে পাইতেছি। তৎসমস্ত এখানে দেওয়া গেল :—

(১) সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
কালীর কারণে ভণে এক নাচারি।

(২) নারায়ণ দেবে কহে, সুকবি বল্লভ হএ,
বোরের বাকে দিল দরশন।

(৩) পাইআ না পাইলু বিধি বঞ্চিল বচনে।
মনসার চরণে বন্দি বিপ্র জগন্নাথে ভণে।

(৪) না কর ক্রন্দন এর, মনসার উদ্দেশে লড়,
পণ্ডিত জানকীনাথে ভণে।

(৫) দ্বিজ বংশীদাসে কহে সত্যবতী নারী।
অবশ্য পাইবা প্রভু গেল দেবপুরী।

(৬) যদুনাথ পণ্ডিত, রচিল মধুর গীত,
শৃকালী (শৃগালী) বাকে দিল দরশন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভণিতাগুলি দুই দুই স্থানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভণিতাগুলি এক এক স্থানে আছে এবং প্রথম ভণিতা দুইটি গ্রন্থের সর্ব্বত্র মিলিবে। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কেবল বংশীদাস ও কবিবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একই গ্রন্থে এত গুলি কবির ভণিতা কি করিয়া আসিল, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

এখানে আর একটি কথা বলিব। দীনেশবাবু দ্বিতীয় ভণিতায় উল্লিখিত 'কবিবল্লভকে' পৃথক ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা ঠিক নহে। তাঁহার উদ্ধৃত "নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়" এই পাঠ হইতে ঐরূপ একটা নাম মাত্র পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ঐবাক্যের কিছু অর্থ হইতে পারে না। বটতলার ছাপা পদ্মপুরাণ দেখিয়াই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন; আমরা কিন্তু হস্তলিপিতে সর্ব্বত্রই প্রাগুদ্ধৃত পাঠ দেখিতেছি। আমাদের বোধ হয়, 'সুকবি বল্লভ' পদে কোন ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া নারায়ণ দেবকেই বিশেষিত করিতেছে। যিনি নিজে গুণদ্যোতক 'সুকবি' উপাধি স্বীয় নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি কি তদপেক্ষা অন্তর গুণজ্ঞাপক 'সুকবিবল্লভ'

নাম গ্রহণ করিতে পারেন না? ফলতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সুকবিবল্লভ' একটা উপাধি —বিশেষণ বই আর কিছুই নহে।

এই গ্রন্থের ভাষায় চট্টগ্রামী শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহারের এত বাহুল্য যে, দীনেশবাবু নারায়ণ দেবকে জোয়ানসাহী পরগণাবাসী না বলিলে, আমরা নিশ্চয়ই কবিকে আমাদের স্বদেশীয়—চট্টগ্রামী— অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। পুঁথিতে আমরা কোথাও তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ দেখি নাই; দীনেশবাবু কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। কবির স্বরচিত্রের মধ্যে এই টুকু মাত্র গ্রন্থে পাইয়াছি :—

নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপির প্রথম পাতাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম পাতা মোটেই পাওয়া যায় নাই।

শেষ :—

ছোট বড় যথ জন সভাতে যৈমন।
পরম সানন্দে দেখি একহি সমান॥
কার জানি নাম কার নহি জানি।
সকলেরে বর দেয় জয় ব্রহ্মাণি॥
জাল যারে গীত তাল ধ্বনি গাই।
তার তরে বর দেও অনন্তের আই॥
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

"ইতি পদ্মাপুরাণ ভক্তপাণি (?) সমাপ্ত।

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং' ইত্যাদি শ্লোক- ইতি শকাব্দা ১৬ মঘি ১১২২ তারিখ ১১ আশিন। ফণিফণ মণি-মন কুমিসির মস্তে খরতর বিসধর কঙ্কণ হস্তে বহু জন জনিত জয়ধ্বনি শব্দে ভগবতী বিসহরি দেবী নমস্তে। জগদ্যোত্তবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী। আন না জানি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। আস্তিকস্য মুনিঃ মাতা ভাজীনি বাসুকি বয়ে জরৎকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তে।——

শ্রীজএনারায়ণ (জয়নারায়ণ) আইচদাস সয়ক্ষরং কুরুঃ। শ্রীবাঞ্চারাম আইচ দাসস্য। শ্রীকৃষ্ণ।"

পত্র সংখ্যা ৮২; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লিখিত। আকার বৃহৎ। প্রথম পাতের প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এই হস্তলিপির অক্ষরগুলি অদ্ভুত, আলোচনার যোগ্য বটে।

১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুঁথি।

মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ মাত্র হইলেও ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বঙ্গভাষার প্রতি সেকালের মুসলমানগণের ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন জন্য মাত্র ইহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

চট্টগ্রাম—কদমরসুল নামক গ্রামবাসী হামিদুল্লা সাহেব আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য কবির পুঁথিগুলি পর্য্যন্ত একচেটিয়া অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ ইহার কৃপায় জনসমাজে পুঁথিগুলির গতি বিধি থাকিলেও প্রায় সমস্ত পুঁথিগুলিই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাশীরামী মহাভারতে কাশীদাস যতদূর বিদ্যমান আছেন, আলাওলাদির গ্রন্থে আলাওলাদির বিদ্যমানতা ততদূর।

আলোচ্য পুঁথিখানি সৈয়দ-আকবর আলির রচনা, কিন্তু পুঁথির অধিকাংশ স্থানেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় ইঁহার উচ্চ দুরাশার মত উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা নাই।

এই পুঁথিখানি প্রথমতঃ "আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় ছিল" বলিয়া প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা চট্টগ্রামী লোকের রচনা।

আরম্ভ :—

অদ্য নাম ধরি আমি প্রভু করতার।
ত্রিজগত নাথ প্রভু করিম ছত্তার॥
মিলক্যেতে রাখিয়াছে পৃথিবী গগন।
এক তিলে ভংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥

শেষ :—

প্রভু-পদ শিরে ধরি মা বাপ মানাই।
সিংহাসনে বসি বীর করেন বাদশাই॥
পাত্র মিত্র লই সদা রাজার কুমার।
সুবিচার করে সদা ভাবি করতার॥
প্রভুর কৃপায় বীর তক্তেত বসিল।
জেবল মুলুক উক্তি সমাপ্ত হইল॥
লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম দিল।
আরবা অনাছের মধ্যে কাঙ্কর ভাসিল॥ *

ভণিতা :—

(১) সৈয়দ আকবরে কহে শুনহ রাজন।
প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন॥
(২) অধীন হামিদুল্লা কহে শুন ভাই সব।
প্রমাদ খণ্ডিবে পাছে প্রভু নিরঞ্জন॥

১২৫। গৌরাঙ্গ-চরিত।

১২৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি।

আলোচ্য বিষয় দুই পুঁথিতে মূলতঃ এক বলিয়া এই দুই খানি গ্রন্থ আমরা একত্র সমালোচনা করিতেছি। নিমাই চাঁদের সন্ন্যাস যাত্রা প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু উভয় হস্তলিপিতে নাম সম্বন্ধে গোলযোগ আছে। একই গ্রন্থ হইলেও এক হস্তলিপিতে গৌরাঙ্গ চরিত ও অপর হস্তলিপিতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি' নাম আছে। প্রথম পুঁথির প্রথমাংশ ও দ্বিতীয় পুঁথির শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুই হস্তলিপিই নিতান্ত কদর্য্য ও ভ্রমপূর্ণ।

আরম্ভ :—

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ গরং।
তপত কাঞ্চন জিনি, গৌরাং বরণখানি,
গৌরাং চান্দের মুখে সুধাহাসি নয়ানে তরঙ্গ॥
ছাড়িয়া নটরাজি বেশ, মুড়াইয়া চাচর কেশ,
বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাং শ্রীদণ্ডক সং
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও, সোণার বরণ গাও,
দেখিয়া খঞ্জন পাখী হল তারঙ্গং॥
আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং॥
ছাড়িয়া কমল মধু, তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু,
কি সুখে রহিছ নিমাই রস করি রং।

ভণিতা :—

বাসুদেব ঘোষে বোলে, ঐ রাঙ্গা চরণতলে,
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥
(গৌরাঙ্গ-চরিত)

* আরবা—(আরবী) চারি। অনাছ—(আরবী আনাস)। এই পদটির তাৎপর্য্য কি?

শেষ :—

ও গৌরাঙ্গ হে। ঠাঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে জাইব আপন সুখে।
তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নারী সবে জনম সাফল হইল॥
শুনরে ভকতজন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রে যার সদাএ মন॥ ঠাঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে সুখে॥

(সন্ন্যাসপটি)

"ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

"গৌরাঙ্গ চরিতের" শেষে কোন তারিখ নাই। এই পুঁথির সঙ্গে অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে, তাহার শেষের তারিখ ১১৯৪ মঘির আষাঢ়। প্রাগুক্তগ্রন্থ ৬॥ পাতা এবং শেষোক্তখানি ৮॥ পাতা স্থানব্যাপী। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকরের নাম নাই। সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামেই একই ব্যক্তি দ্বারা নকল হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ 'সাহিত্য' ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন মাস, ১৩০৮) "বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১২৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

একখানি সম্পূর্ণ সঞ্জয় মহাভারত আনোয়ারা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; এখন সব পর্ব্বগুলি নাই। হস্তলিপির আধুনিকত্ব হেতু গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত হইয়াছে, বোধ হয়। এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠ করা এখনকার দিনে বড়ই ধৈর্য্য সাপেক্ষ। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি না, বলা যায় না।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছিষ্টি যাহার সৃজন॥
আদি অন্ত নাহি জার দেব ভগবান।
অপার অনন্ত লীলা না জাএ কহন॥

শেষ :—

সর্ব্বতীর্থ পুণ্য হএ সর্ব্বতীর্থ ফল।
জেই পড়ে জেই শুনে ভারত-মঙ্গল॥

ভণিতা :—

আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডব বিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত।

ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। লিখিত শ্রীতারিণীচরণ দাস পিছরে কালীচরণ দাস মৃত সাকিম কুএপাড়া এলাহান দেবগ্রাম। সন ১২১১ মঘির মাহে ৩ চৈত্র সনিবার তারিখে মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) জামাল খাঁ শ্রীরামগোবিন্দ সরকার পিছরে ভোলানাথ সরকার সাং কুএপাড়া তাহার বাটীতে বেহান বেলা ২ ঘণ্টার সময় লিখন সমাপ্ত হইল।"

পত্র সংখ্যা ১৬৬; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পত্রে পয়ারের আনুমানিক চরণ-সংখ্যা ৯২।

১২৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

আদি পর্ব্ব কথা শুনি রাজা জন্মেজয়ে।
কৌতুকে পুছিল বৈশম্পায়ন স্থানএ ॥
জন্মেজয় বোলে মুনি তুমি সর্ব্ব জ্ঞানী।
অপূর্ব্ব মধুর মুনি তোমার মুখের বাণী ॥

শেষ :—

নিজ রাজ্য পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
পাণ্ডব চলিআ গেল বন।
গোবিন্দের পদব্রজে, সদাএ ভাবে অক্ষরাজে,
ধর্ম্মবলে আপদ তরণ ॥

ভণিতা :—

অনুপূর্ব্ব ভারত কথা, নানান প্রসঙ্গ গাথা,
সভাপর্ব্ব রচিল সঞ্জয়ে।
ধর্ম্ম সহায় জারে, রিপু কি করিতে পারে,
দুঃখ সুখ কর্ম্মের বন্ধন ॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্বনিঅ ব্যাস উক্ত শ্লোক ভঙ্গ সঞ্জয় পদবন্ধ বিরচিত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি ১৮৫০ ইং মুতাবেক সন ১২৫৭ বাঙ্গালা মুতাবেক ১২১২ মঘি তারিখ ১ আগ্রাণ রোজ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লেখক (আদিপর্ব্ব লেখক ঐ তারিণীচরণ ইত্যাদি) শ্রীব্রাহিরাম সেনরগো বাটীতে।" পত্র সংখ্যা ৮০ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১২৯। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

সভাপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বনপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান ॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইয়া।
মুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
ধর্ম্ম সনে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যক বনেত গেল সব সমুচিত ॥

শেষ :—

তবে জন্মেজয় রাজা জোড় করি কর।
করপুটে জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর ॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের কবিতা ॥

ভণিতা :—

সেই শ্লোক অতি যত্নে করিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পাপী ভব তরিবার ॥
জয় মুনি কহন্ত রাজা কর অবধান।
এই পরে বনপর্ব্ব হইল সমাধান ॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্ব সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ইত্যাদি। স্বঅক্ষর (শ্রীতারিণীচরণ ইত্যাদি) এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য। ইতি ১৮৫০ ইংরাজি মোতাবেক ১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা ১ প্রহর উদনের সময় জামাল খাঁ মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) শ্রীরামগোবিন্দ সরকারের বাসাতে লিখা সমাপ্ত। পত্র সংখ্যা ২৩৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩০। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বনপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের রাজা কর সঅবধান (?) ॥
তবে রাজা জন্মেজয় পুনি জিজ্ঞাসন্ত।
তার পরে কেবা হইল কহ আদি অন্ত ॥
তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন জন্মেজয়ে।
মহা পুণ্য সার কথা বিরাটপর্ব্বএ ॥

শেষ :—

বাপের বচনে দেবী কিছু শান্ত হইলো।
পাঞ্চালি সুগম করি সঞ্জয় কহিল ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা শুনি জন্মেজয়।
ব্যাস উপদেশ জাহা কহিল সঞ্জয় ॥

অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা ভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কথা ভারত কবিতা॥
এক লক্ষ শ্লোক ব্যাখ্যা নরলোকে শুনে।
সপ্তলক্ষ শ্লোক বর্ণিলো দেবগণে॥
দৃঢ় মনে শুচি হইআ শুনিবো ভারত।
স্বর্গ পুরবাসী হএ পুরে মনোরথ॥
মহামুনি ব্যাস উক্তি ভারত পুরাণ।
এথ পরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাধান॥

লেখক ও তারিখ ইত্যাদি ঐ, পত্র সংখ্যা ৫৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩১। মহাভারত—উদেযাগপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বিরাটপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
উদেযাগপর্ব্বেত রাজা কর অবধান॥
তার পরে জন্মেজয় জয় মুনিতে পুছে।
কহ শুনি মুনি গোসাঞি কিবা হইল শেষে॥

শেষ :—

হস্তী অশ্ব রাখিবারে আর অস্ত্রচয়।
কিঙ্কর আনিআ তারা কহিলা নিশ্চয়॥
উদেযাগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
শুন রাজা জন্মেজয় জেবা তোমার মন॥

ভণিতা :—

উদেযাগপর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাস নির্গতে উদেযাগপর্ব্ব সমাপ্ত।" লেখকের নাম ও তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু সেই একই হাতের ও সময়ের লেখা। পত্রসংখ্যা—২৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩২। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

উদেযাগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
ভীষ্মপর্ব্বের কথা রাজা কর অবধান॥
কৌরব পাণ্ডব বল লোমক সহিত।
পৃথিবীর রাজা সব বল সমুদিত॥
কুরুক্ষেত্রে মিলিলেক সমবায় করি।
তার রথ সৈন্ত সব সুসজ্জিত করি॥

শেষ:—

কর্ণ বীরে করিবো কৌরব পরিত্রাণ।
কৃষ্ণ বলে যোসেন্ত নৃপতি বিদ্যমান॥

ভণিতা :—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
লোক তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে মহা পুরাণে ভীষ্ম-পর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা—৩৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভীষ্মপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
দ্রোণপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইআ।
মুনিতে জিজ্ঞাসা করে কান্দিআ কান্দিআ॥

শেষ :—

দ্রোণপর্ব্ব মহাশোখা ভারতের মএ।
পদে পদে অশ্বমেধ করিল সঞ্জএ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
দ্রোণবধ সঙ্গে এই দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
সঞ্জয় কহেন কথা বাখানে সঞ্জএ।

"ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র সংহিতায়াং ব্যাস শিক্ষা দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১৮৫১ ইং মোতাবেক সন ১২৫৮ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২১৩ মঘি তারিখ ১৬ শ্রাবণ

রোজ বৃহস্পতিবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত হইল। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা ১৩০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত জন কর্ণপর্ব্ব ভরি॥
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুঃখ ভাবি মন।
করুণা করিআ পুছে সঞ্জয়ের স্থান॥

শেষ :—

কর্ণপর্ব্ব সমাধান হইল এথ পরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুরস স্বরে॥
ভারত লিখিয়া জেবা রাখে নিজালয়ে।
অচলা হইআ লক্ষ্মী তার ঘরে রহে॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয় কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।"

ইতি সন ১২১২ মঘির তারিখ ২ মাঘ। লেখক ও লেখার স্থান ঐ।" পত্র সংখ্যা ২৬, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৫। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

কর্ণপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
শল্যপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান।
সূর্য্য পুত্র কর্ণ জদি পড়িলেক রণে।
এথোইস অঙ্গুলি ভূমি ভাসিল তখনে॥

শেষ:—

এই মতে হইল শল্যপর্ব্ব সমাধান।
শুন জন্মেজয় রাজা শুদ্ধ করি মন॥
সত্যবতী সুত ব্যাস ধর্ম্ম অবতার।
মহাপুণ্য সার কথা করিল প্রচার॥
এক লক্ষ সংহিতা অমিত্ত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈশম্পায়নে কহে রাজার বিদিত॥

"ইতি ১৮৫১ ইং মোং সন ১২৫৮ বাং মোং ১২১৩ মঘি তাং ২ ভাদ্র রোজ রবিবার রাত্র এক প্রহরের সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লেখক ঐ।" পত্র সংখ্যা ১৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৬। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

আরম্ভ:—

শল্যপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
গদাপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
মহারাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তদন্তরে ধর্ম্মরাজা কি বলিল শুনি॥

শেষ:—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
সঞ্জয় রচিল পোথা বাখানে সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা ইত্যাদি।

"ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বণি অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। লেখক ঐ তারিণী ·· এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য শ্রীত্রাহিরাম সেনের বাটীতে লিখা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১৪ মঘি মং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজী মং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল।" পত্র সংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৭। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

গদাপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
জন্মেজয় নৃপতিএ জিজ্ঞাসিল পুনি।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কহ মহামুনি॥

শেষ :—

এথ পরে সমাধান সৌপ্তিক নামে পর্ব্ব।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নাম পাইল সর্ব্ব॥
তার পরে ওসিকপর্ব্বের শুন কথা।
অশ্বথামা শিরোমণি কাটিলেক তথা॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধা রসময়।
লোক পরিত্রাণ হেতু বলিল সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত ইত্যাদি।

"ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখে ৩১ ভাদ্র রোজ সোমবার বেলা আটঘণ্টার সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লিখক শ্রীনালমণি দাস পীং রাম-সেবক চৌধুরী মৃত সাং আনোয়ারা থানে পটিয়াকাড়ি আনোয়ারা চাকলে দেয়াঙ্গ।" পত্র সংখ্যা ৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৮। অকাত-রছুল।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার তিরোভাব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে ইহা আমাদের পরম সমাদরযোগ্য। মুসল-মানেরা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া পারসিক বা আরবী নামে গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন; এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে এই সকল গ্রন্থ কেবল মুসলমানেরই আলোচ্য বলিয়া বিবে-চিত হইবে। বস্তুতঃ এই সকল গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা; আরবাদি ভাষার শব্দ সংখ্যা নিতান্ত কম। এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

রছুলাহ, যমদূতকে (আজরাইলকে) বলিতেছেন :—

জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই যাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া॥
মোর উম্মতের * দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা॥
আজ্রাইলে বোলিলেন্ত তোমার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান॥
রছুলে শুনিয়া মৃত্যুপত্তির বচন।
জনএক ডাইন্ন কর রাখিলা তখন॥
বাম উরু পরেতে রাখিলা বাম কর।
উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলা পয়গাম্বর॥

* * *

আজ্রাইলে ইলাহির * নাম লেখি করে।
রাখিলা আপনা কর নবির গোচরে॥
আহার দর্শনে জেন তড়িৎ বগরী।
নিকলিল আওমা নবি. দেহ ছাড়ি॥

* * *

তিরাসিআ লোক জল দোষ বিদ্যমান।
জল থাকিবারে জেন করএ পয়ান।
রছুলের আওমা তেহেন গেল উড়ি।
আজ্রাইল করে যাইল নিজ দেহ ছাড়ি॥
রছুলের দেহপু আওমা নিকলিতে।
দুই ওষ্ঠ রছুলের লাগিল কাম্পিতে॥
দেহগন আওমা নিকলিতে পয়গাম্বর।
লাগিলেন্ত উম্মত উম্মত করিবার॥
মোর উম্মতের প্রভু হরিবে জীবন।
এথ দুঃখ দিয়া জেন না কর নিধন॥

এরূপ মর্ম্মবিদারক কথা আর উদ্ধৃত করা যায় না।

ভণিতা :—

কাতর হইয়া কহে সৈয়দ ছোলতান।
প্রভু বিনে সহায় আর না দেখি নয়ন॥

শেষ :—

ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি যবে।
কদাচিত সেই কথা কহিতে নারি তবে॥
অধিক উত্তম কথা কিতাবে শুনিআ।
আলিম সভাতে দিল পাঞ্চালি রচিয়া॥
"ইতি অকাতরছুল পুস্তক সমাপ্ত।

* উম্মত—হজরত মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী।

* ইলাহি—ঈশ্বর।

বদিখি প্রদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও রাঢ়ে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াই তাঁহার পুত্রের পূর্ব্বদেশে আগমনের কারণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীঅঙ্গ বা বদিখি প্রদেশের বর্ত্তমান নাম কি আমরা জানি না। তবে রাঢ় হইতে কৃষ্ণানন্দের চট্টগ্রামে সমাগত হওয়া সুস্পষ্ট। মহাকবি শঙ্কর দাস কেবল ছনহরার প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এমন নহে। ইহাঁরা সমগ্র চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত।

১৪০। সবে মেহেরাজ।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার স্বর্গ পরিক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান, ক্বচিৎ আরবীয় শব্দ আছে।

ভণিতা :—

> রছুলের পদ কহে সৈয়দ সুলতান।
> তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন॥

এই কবির অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। আরও একখানি পুঁথি 'আলো' সম্পাদক মৃত মহাত্মা নলিনীকান্ত সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আছে। উহার নাম এখনও জানিতে পারি নাই। 'জ্ঞান প্রদীপ'ও সম্ভবতঃ ইহাঁর লেখা।

হস্তলিপির তারিখ ১১৬৫ মঘি। লেখক শ্রীনমসের সাং সাহামিরপুর (চট্টগ্রাম)। পত্র সংখ্যা প্রায় ১৪০। দুই পৃষ্ঠে লেখা। বৃহৎ পুস্তক। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

১৪১। মাধব মালতী।

সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ 'মালতী মাধব' না থাকিলে সমালোচ্য গ্রন্থের ঐ নামই হইত। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানি বঙ্গের একজন বিলুপ্ত প্রথিতনামা ব্যক্তির নূতন কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; সুতরাং ইহা রক্ষা করিবার জন্ত উক্ত মহাত্মার সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বংশধরেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থ সূচনাটি, এই :—

> মহারাজ নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
> তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
> আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
> যে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
> দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইবেন জন্ম।
> সেই মত তাবৎ ইহার দেখি কর্ম্ম॥
> তার ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
> সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ।
> সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
> তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
> মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
> বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
> বিষ্ণুরাম পসপুরে আর্ত্ত কৃপারাম।
> শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
> এই নবরত্ন নিয়া সর্ব্বদা আমোদ।
> আপনে আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
> মান্যের কি কব জার উজিরত্ব পদ।
> হুকুম আছিল জার করিবারে বধ॥
> বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান।
> গবর্ণর ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
> অধিকার হাতে জার গঙ্গা মণ্ডল আদি।
> হেন জন নাহি ছিল করে প্রতিবাদী॥
> রূপের তুলনা নাই নামে গোষ্টাপতি।
> মুখে বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সাড়তি।
> তার পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
> কি কব তাহার গুণ—দুষ্ট॥
> পিতা তুল্য মানবান তাবত কর্ম্মেতে।
> বিশেষ তাহার গুণ হয়ার ধর্ম্মেতে॥
> দেখিয়া বঙ্গালের জেথা ছিল যাতী।
> কায়স্থের কুলে করিল পরিপাটী॥

তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ তিনি সর্ব্ব গুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলায় কবিতা বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ॥
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হএ।
সংক্ষেপে কিঞ্চিত বলি নিজ পরিচয়॥
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখুটী।
ইষ্ট নিষ্ঠ দাতা ধীর নিবাস পবিটী॥
কুলিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন।
তস্য পুত্র রামধন কুলে সাটী নন॥
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি।
ভাষায় কবিতা বহু বিরচিতা শুভবি॥

এতদ্বিবরণ হইতে এই গ্রন্থকার কখনকার লোক, নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তজ্জন্য অদ্য আর কিছু বলিলাম না। ফুলস্কেপ ¼ অংশ পরিমিত কাগজের ১৭৭ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। শেষ কয় পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখা দেখিয়া বড় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

১৪২। শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৃন্দাবনের বিবরণ দেওয়া আছে।

শেষ:—

গোপীঘাটের পূর্ব্ব দুই ক্রোশ নন্দঘাট।
বরুণ হরিয়া লৈল নন্দের বিজ পাট॥
* * *
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক জেমন এই সব করে ধ্যান॥
* * *
চৌরাশী ক্রোশ বিষ্টিত এই শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এ সকল॥
সাধকের লাগি স্থান নির্ণয় করিএ।
মুই সে অধম না দোষ না লইবে॥

ভণিতা:—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে আর আশ।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

'ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৯৫ মঘি তারিখ ২২ শ্রাবণ। সাক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচ দাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। সদাএ শ্রীহরি চরণে মম ভক্তিরস্তু। পত্র সংখ্যা ৫ মাত্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাতে মাত্র ৬৫টি পয়ার পদ আছে।'

১৪৩। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

'শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান' আর এই খানি একজনের লেখা ও একই পুঁথি ভুক্ত। ষষ্ঠ পাতে ইহার আরম্ভ। কেবল এই পাতাই আছে—অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানিও বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আরম্ভ:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

একবার আমি আর একখানি 'নাম সংকীর্ত্তন' দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভণিতা ছিল:—

'এমন সুন্দর পথ পুরাক মনের আশ।
নাম সংকীর্ত্তন গায় নরোত্তম দাস॥'

অন্যকার আলোচ্য গ্রন্থও কি ইহারই ? নরোত্তমের বহিখানি আমার নিকটে না থাকায় তুলনা করিতে পারিলাম না।

১৪৪। সীতার বনবাস।

আরম্ভ :—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি ।
শ্রীরামে বোলেন ভরত শুনহ বচন।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলা আমার কারণ॥
আপনা তরে চৌদ্দ বৎসর ছিলা নানা দুঃখে॥
হেন যুক্তি করে জেন সভে থাকি সুখে॥
বড় দুঃখ পাইলে তুমি ভাইরে লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘনের তুমি করহ পালন॥
রামের আগে তিন ভাই করিলা অঙ্গীকার।
জারে জেই আজ্ঞা কর সেই তার ভার॥

ভণিতা :—

(এই কথা শুনি) রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

"ইতি সীতার বনবাস সমাপ্ত। নারায়ণ চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং দেবং গোবিন্দং প্রণমাম্যহং। ভীমস্যাপি ইত্যাদি। ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিখ ১৫ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার বৈকালবেলা সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীশিবচরণ সেন দাসস্য সাকিমে নয়াপারা। এই পুস্তক শ্রীরামতনু দাস দেবশর্মাস্য সাং মামুর থাইন।"

এই পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, শেষ পত্রের সংখ্যা ১৪। শেষ পত্রে উপরোক্ত ভণিতাটি লেখায় তারিখ ইত্যাদি মাত্র আছে। পূর্ব্ব সমালোচিত 'জানকী বনবাস' আর এই খানি এক কি না, বলিতে পারি না।

১৪৫। নলোপাখ্যান।

সম্প্রতি অনুসন্ধানে অনেক প্রাচীন পুঁথির বিচ্ছিন্ন কাগজরাশি পাওয়া গিয়াছে। কোন পুঁথির প্রথম, কোন পুঁথির শেষ, কোন পুঁথির মধ্য পত্র আছে। ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি নূতন পুঁথির ও কবির নাম জানা যাইতেছে। শীর্ষোক্ত পুঁথিখানিও সেই শ্রেণীর। ইহার তিনটি পত্রমাত্র আছে,—প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা এবং পত্রসংখ্যা-হীন এক পাতা। হস্তলিপি শতাবধি বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

নলদময় পুস্তক লিখ্যতে।
বনবাসে যুধিষ্ঠির বড় দুঃখ পাইআ।
অভিমানে বোলে রাজা ব্যাস প্রণমিআ॥
চন্দ্রবংশে মোর জন্ম হৈল অকারণ।
আমি তিনে বংশে আর নাহি অভাজন॥
নিজ রাজ্য পরিহরি বনে করি বাস।
সর্ব্ব রাজাগণে মোরে করে পরিহাস॥
ললাট লিখন কভো খণ্ডন না জাএ।
পৃথিবীতে এথ দুঃখ কেহো নাহি পাএ॥
যুধিষ্ঠির করুণা শুনিআ মুনিবর।
ইতিহাস কথা কহে রাজার গোচর॥
চন্দ্রবংশে রাজা ছিল নল নৃপবর
বিষ্ণু অংশে রাজা ছিল গুণের সাগর॥

ভণিতা :—

গোবিন্দের পাদপদ্মে ভাবিআ হৃদএ।
হংসের বিলাপ ভবে পার্ব্বতীনাথে গাএ॥

১৪৬। সত্যপীরের পাঞ্চালি।

এই পুঁথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাও শেষ পাতা। ইহিতেও

আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি; তন্মধ্যে একখানি ভণিতা-শূন্য, একখানি ফকিরচান্দের ও অপরখানি দ্বিজ পণ্ডিতের। মূলতঃ এই সকল পুঁথির বিষয় এক;— তবে তাহার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কতদূর নির্ণয় করিয়া বলা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই কার্য্যে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। পুঁথি সংগ্রহ করার জন্যই এখন আমরা বিশেষ ব্যগ্র। পুঁথির ভণিতাটি এই:—

কহে দ্বিজ রামানন্দে শুনরে সাউধাইন। *
কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ॥

১৪৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

কাশীদাসী মহাভারত ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রাচীন হস্তলিপি সংগ্রহ বা আলোচনা করিতে যত্ন করি নাই। সম্প্রতি বটতলার জয়গোপালগণের বুজরুকি বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছি। চট্টগ্রামে ইহার প্রাপ্তি একান্তই সুলভ। একখানি অসম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্ব সম্প্রতি হস্তগত হইয়াছে। প্রথম ১১ পাতা আছে; এক পৃষ্ঠে লিখিত।

আরম্ভ:—

জন্মেজয় কহে কথা শুন তপোধন।
দুর্যোধন ভএ পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
কেনে ভেসে বৎসরক রহিলা কেমতে।
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে॥

ভণিতা:—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

এবং অন্যত্র:—

বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুষ্কর অবিলাশে। (?)
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

১৪৮। মনসার জাগরণ বা পদ্মা-পুরাণ।

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণগুলি আমরা দেখি নাই; ঐ গুলি কি কেবল তত্তৎকবির লেখনীসম্ভূত, না দুই, তিন, বা ততোধিক কবির সমবেত লেখনীজাত? এই পুঁথির প্রথম যে দুইটি পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। হস্তলিপি অতি প্রাচীন।

আরম্ভ:—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

জয়দেবি পদ্মাবতী ভুজঙ্গ-জননি।
কিঙ্করের কর কৃপা বিষ-বিনোদিনি॥
প্রথম যুগল পুটে, প্রণতি গণেশ ঘটে,
অবতার নায়ক আসরে।
গএ বন্দিআ গাএ, উর প্রভু রঘুরাএ,
পতিন গম্ভীর ধীরবরে॥

ভণিতা:—

(১) আগম পুরাণ চাইআ, তব গুণ ন পাইআ,
রচনাতে করিনু সন্ধান।
গণেশের চরণ আশে, রচিল কেতকা দাসে,
আসনেত হও অধিষ্ঠান॥
(২) তেজিআ আপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে সর্ব্বদা ভাবি, ক্ষেমানন্দে কহে কবি, (কবি)?
নায়কেরে কর অনুপ্রীত॥

---

* সাউধাইন—সাউধ (সাধু) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। এরূপ প্রাকৃত শব্দ আরও আছে:—বেহাই (বৈবাহিক) স্ত্রীলিঙ্গে—বেহাইন। ঠাকুর—ঠাকুরাইন (ঠাকুরাণীর অপভ্রংশ)। 'নেকাইন' 'চতুরা স্ত্রীলোক' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গের ব্যবহার দেখি নাই।

ক্ষেত্রদাস বা ক্ষেমানন্দ কি চৈতন্যদেবের সমকালীন, না পরবর্ত্তী লোক? সমালোচ্য গ্রন্থে 'চৈতন্য-বন্দনা' আছে।

১৪৯। মৃগলুব্ধ।

দ্বিজ রতিদেবের রচিত 'মৃগলুব্ধের' পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মাননীয় দীনেশবাবু 'রঘুরাম রায়' কৃত 'মৃগলুব্ধ' পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। * আজ আমরা যে পুঁথি আলোচনা করিতেছি, তাহাতে ভণিতা দেখিতেছি 'রামরাজা' এবং 'শ্যাম রায়'।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, এবং চতুর্দ্দশ হইতে শেষপত্রের (২২শ পত্র ভিন্ন) অভাব। তবে ইহার মধ্যে ২২শ পত্রের হস্তলিপি ভিন্ন হস্তের। রতিদেবের গ্রন্থের সহিত মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও ভাষাগত ঐক্য আদৌ নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ:—

দেব দ্বিজ গুরু ভক্তা বর পতিব্রতা।
ব্রত উপবাসী সদাএ স্বামীরে ভকতা।
কৃষ্ণের কমলা জেন সঙ্কেত বসতি।
রোহিণী ন জানি কিবা বাহিনীর পতি।
শিবের পার্ব্বতী জেন ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।
ত্রিভুবন জিনি সাজে রূপেত মোহিনী।
ফাল্গুন মাসে জদি হৈল চতুর্দ্দশী।
রুক্মিণী সহিতে রাজা হৈল উপবাসী।

ভণিতা:—(১)

(ক) মনের ছাড়িআ দ্বিজে, গাইল শ্রীরাম রাজে,
মিগীর বিলাপ সাজে, শুন মৃগ লোধন সার্দ্ধার।
(খ) শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ। [সম্বাদ]
দ্বিতীয় ধ্যান গাইল নরক অধ্যাএ।

(২) হরষিত হইআ তবে শ্যামরাএ গাএ।
স্বর্গেতে গমন বাধ দ্বিতিয় অধ্যাএ।

লিপিকরের অনবধানে 'রামরাঞ' যে 'শ্যামরাঞ' হইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। এই সমস্যা আজ কে পূরণ করিবে? শেষোক্ত ভণিতাটি ২২শ পত্রে আছে।

এই হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—অক্ষরগুলি কিছু বিচিত্র। কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের নাম "শ্রীরাম শঙ্কর সাং মহিড়া।" তারিখাদি নাই।

১৫০। প্রহ্লাদ-চরিত্র।

এই পুঁথির দুইখানি পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে। দুইটাই অসম্পূর্ণ;—একটির দ্বিতীয় পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে। অপরটির পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষোক্তটির শেষ আছে। এইখানির লেখা অতি জটিল হইলেও পাঠ করা যায়। গ্রন্থখানি পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরম্ভ:—

বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
প্রভু নারায়ণ প্রভু কৃপাময়।
যাহার কারণে হএ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
অদ্বিতীয় নানারূপ অধিক তার লীলা।
অধিক তার কৃপায় অহিলা।

---

* দীনেশবাবু যত্ন করিয়া এই পুঁথির নামের বিশুদ্ধি সম্পাদন না করায় পুঁথিখানি ভ্রান্তনামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ 'মৃগলব্ধ' অর্থহীন শব্দ। রামরাজার পুঁথিতে 'মৃগলোদ্ধ' নাম দেখিয়া আমি অভিধান খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই; সুখের বিষয়, তাহাতে 'লুব্ধ' শব্দের অর্থ 'ব্যাধ'ও লিখিত আছে দেখিয়া এই পুঁথির প্রকৃত নাম যে 'মৃগলুব্ধ' ছিল এবং হইবে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। পুঁথির আলোচ্য বিষয়ও মৃগ ও ব্যাধের বৃত্তান্ত। (লেখক)।

যোগাধ্যানে শঙ্করে অন্ত না পাএ যাহার।
দরিদ্রেরে দয়া কর মহিমা তোমার॥

* * *

হেন হরি নারায়ণ বন্দিয়া সানন্দে।
রচিব কবিত্ব কিছু পয়ারের ছন্দে॥
হরিময় পুরাণে সকল ভাগবত।
কহিবারে চাহি কিছু বিষ্ণুর মহত্ত্ব॥
চিত্ত দিয়া কহি শুন পরাদের চরিত্র।
শ্রবণে যে ক্লেশ হরে শরীর পবিত্র॥

শেষ :—

সেবক কারণে (লীলা) কৈলা নারায়ণ।
একান্ত ভক্তিএ ভজ গোবিন্দের চরণ।
হেন জানি ভাবিআ বোলএ হরি হরি।
অন্তকালে মুক্তিপদ দিবেন শ্রীহরি॥
দ্বিজ কংসারি কহে রচিয়া পদবন্ধে।
পরাদ চরিত্র গীত রচিল প্রবন্ধে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর করিলেক রাজা।
আর যথ রাজগণ হৈল তাহার যে প্রজা।
এই মতে পরাদেরে রাজ্য দিলা হরি॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু গেলা নিজ পুরী।

ভণিতা :—

হেন হরিনাম লোকে শুন সাবধানে।
দ্বিজ কংসারি ভণে গোবিন্দের চরণে॥

"ইতি পরাদের চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪১ মঘি তারিখ ২৬ কার্ত্তিক। যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে। বিষমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রোজ মঙ্গলবার. শ্রীরামপ্রসাদ দেয়ন্ত চাং দিআঙ্গ, সাং শীলপারা।"

১৫১। চণ্ডীমঙ্গল।

১২৫৯-মঘীর (১৮৯৭ ইং) সেই কাল ঝটিকায় চট্টগ্রামের সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের কতই না ক্ষতিসাধন করিয়াছে! উহার প্রকোপে আজ কতই না গ্রন্থ চিরতরে বিকৃতাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে! এই দুঃসময়ে কত অমূল্য সাহিত্য-সম্পত্তি আবর্জ্জনার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, কে নির্ণয় করিবে? এই দৈববিপাকে শীর্ষোক্ত গ্রন্থেরও অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় উহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়ার উপায় নাই। আর ঐ নামটিও যে গ্রন্থের প্রকৃত নাম, নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না। ইহার নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতেই আমরা ঐ নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সবে মাত্র ২৭শ হইতে ৩০শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি প্রাচীন। একস্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের স্মৃতিরক্ষা করিতেছি :—

ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হোতে।
শাকম্ভরী নাম খ্যাতি হইব জগতে॥
তথাতে বধিব দুর্গা নামাখ্য অসুর।
পুনর্ব্বার ভীমরূপা হইয়া সত্বর॥
হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিয়া।
মুনিগণ ত্রাণ হেতু অবতার পাইয়া॥
তবে আমা মুনি সবে নম্র মূর্ত্তি মানে।
স্তুবিবেক ভক্তিভাবে আমা বিদ্যমানে॥
ভীমা দেবী ইতি খ্যাত আমার হইব।
জগতে অরুণ নামে অসুর জন্মিব॥
ত্রিলোকের মহাবাধা করিয়া দারুণ।
তবে আমি ভ্রমরের রূপে অবতীর্ণ॥

ভণিতা :—

(১) এই মতে মার্কণ্ড পুরাণ অভিমত।
একাদশ মাহাত্ম্য স্তবন শেষ অথ।
চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল হলা (?) ব্রজলালে ভাষে॥

(২) এই মতে মার্কণ্ড (পুরাণ) অনুমত।
দ্বাদশ মাহাত্ম্য হৈল পূর্ণ চণ্ডী কথা॥

চণ্ডিকাচরণ-অমল-মধুপ মানবে।
চণ্ডীমঙ্গল হলে ব্রজনাথে ভাবে॥

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

১৫২। শীত-বসন্ত।

এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথির প্রাপ্ত পত্রটির আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে, পুঁথিখানি আকারে বড় বৃহৎ না হইতে পারে। কিন্তু আজকার সমালোচ্য পুঁথি (সর্ব্বাঙ্গ পাওয়া না গেলেও) আকারে বৃহৎ, স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণ, এই দুই পুঁথি বিভিন্ন হস্ত-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। অন্যকার পুঁথিতে প্রথম পৃষ্ঠার অভাব, সুতরাং আমরা তুলনা করিতে পারিলাম না।

উপরে গ্রন্থের যে নামকরণ হইল, তাহা প্রকৃত কি না, নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই। সৎমার কুটিল চক্রান্তোপহত শীত বসন্ত নামক দুই রাজপুত্রের কাহিনী গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। তাহা হইতেই ঐ নামকরণ।

একে প্রাচীন হস্তলিপি, তাহাতে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া যাওয়াতে, এই নষ্টপ্রায় পত্রগুলিও সম্যক পাঠ করিবার যো নাই। চতুর্থ হইতে ৩৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নাই।

ইহার সর্ব্বশেষ (৩৮শ) পত্র হইতে কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এই গ্রন্থের উক্ত নামকরণের অনুমান-সঙ্গতিও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শীত বসন্ত বৈসে বিচিত্র আসনে।
পাত্র মিত্র আর সব বৈসে স্থানে স্থানে॥
এই মতে ক্রমাগত বসিলা সকল।
চারি পাশে নানামতে করএ মঙ্গল॥
দুই পাশে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) রাজাএ দুই পুত্র লইআ।
নানা মতে দান করে ভাণ্ডার ভাঙ্গিআ॥

* * *

এই মতে সপ্ত দিন দান কৈলা ধন।
দারিদ্র ভিক্ষুক না রাখিল এক জন॥
এহা দেখি বসন্ত যে হাসিতে লাগিল।
লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ চাপা তথাতে পাইল॥

* * *

শীত সম্বোধিআ বোলে বৃদ্ধ নৃপনাথ।
একি অপরূপ বাপু * কহত আস্কাতে॥ ইত্যাদি।

ইহার পর শীত বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজকন্যা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্ব ঘটিত ঘটনাগুলি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে, ইহার পর গ্রন্থ আর বড় বেশী বাকী নাই।

ভণিতা:—

নাহি ইষ্ট বাপ ভাই, নিবেদিমু কার ঠাই,
কে করিব দুঃখ উপশম।
কহে বাণীরাম ধরে, শুনহ মালিনী মোরে,
দেখাও সে পুরুষ উত্তম।

এবং:—

কন্যারে লইআ কোলে, বুক ভাসি আএ জলে,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষেণে ভূমিতে গড়াএ।
বাণীরাম ধরের বাণী, স্থির হও মহারাণী,
কন্যা রাপ নাহি কোন দাএ।

১৫৩। রাধাকৃষ্ণ-বিলাস।

এ একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার কবিত্ব, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সরলতা অতুলনীয়। প্রাচীন পুঁথি অনেক দেখিয়াছি,

* এই 'বাপু' হইতেই আমাদের 'বাবু' আসিয়াছে, খুব সম্ভব।

কিন্তু এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আর কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত কাব্য প্রাচীন-সাহিত্যে নাই বলিলেও বলা যায়। পত্রান্তরে অন্য সময়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্যাদি পাঠকগণকে উপভোগ করাইব ইচ্ছা আছে। এখানে তাহার আলোচনার স্থানাভাব।

গ্রন্থখানি বটতলার পুস্তকরগণ ছাটিয়া ছুটিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিতেছি। হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্গে প্রায় মিল নাই। প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগে অতি সুন্দর সুন্দর ধুয়া প্রদত্ত হইয়াছে; ছাপা পুস্তকে তাহা অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে উক্ত মহাত্মগণ কেমন কেমন পটু, সকলেই জানেন। ছাপা পুস্তকে ইহারও সেই দশা হইয়াছে। ইহার রচনা আধুনিক নহে ত?

রচয়িতার নাম দ্বিজ জয়নারায়ণ। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঠাশুদ্ধিপূর্ণ সুন্দর আরম্ভটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থে এই 'বন্দনাটি' পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নম গণেসায়। অথ বন্দনা।

সুর বন্দিত, অমর পুজিত, সুন্দ লোহিত শোভা।
কুঞ্জর শির, লম্বোদর, মনসিজ মনলোভা।
পদযুগতল, রাতুল কমল, অলিকুল রব আসা।
অরুণবসন, মুষিকাসন, কোকিল জিত ভাসা।
অলকাবলি, গণ্ডস্থলি, নিবিড় ঘন এখা।
আদি পুরুষ, তুন্দ্য মহেশ, মোক্ষ (সুখ ?) দাতা।
অজ্ঞান জন, অতি দীনহীন, জয় নারায়ণ দুষ্ট
দুষ্ট দুষ্ট দুষ্ট করুণাং—

* * * *

দেবে নারায়ণে চৈব ইত্যাদি।

নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি। নম সরস্বতী নমঃ। বেদব্যাসায় নমঃ। সমরে গ্রহ প্রতিপালক পরম গুরুদেব। শ্রীনারায়ণ তাঁর চরণেতে প্রণাম করে। তদন্ত নারায়ণ চরণারবিন্দে প্রণাম করে। বাক্‌দেবতা সরস্বতী তাহার চরণেতে প্রণাম করে। ভূদেব ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

ধুআ:—

ভজো ভজো মন সেই কাল মাধুরী।
কালী বল কিম্বা কিষ্ণ বলো সমান দশা উভএরি।
পুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদ যে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি।

ইহার পর গ্রন্থারম্ভ। উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

এই কাব্যের রচনা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(কুটিলার প্রতি শ্রীমতীর কপট প্রবোধ)

ধুআ:—

প্রাণ সইরে, কালা কলঙ্কিনী আর বলো না মোরে।
তোমার গঞ্জনাতে প্রাণ যাবে এবে।
ভেবেছি উপায়, ডুবি গো যমুনাএ, কৃষ্ণনাম করে।
যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন, তবে সেই নারায়ণ,
অবশ্য দিবে চরণ, অধিনী ভেবে অন্তরে।
রাধে বোলে ননদিনী—সম্বরহ ক্রোধ।
কেনে দিছে কটু কহ ত্যেজে অনুরোধ।
কি দেখিলে কি শুনিলে কি বুঝিলে মনে।
কলঙ্কিনী কহ আমা কিসের কারণে।
সূর্য্য পূজা অন্তে পুষ্প না পাইএ কোন স্থলে।
খুজিতে খুজিতে আইলাম বৃন্দাবনে চলে।
মনোরম সুকুসুম দেখে বৃন্দাবনে।
তুলিতে লাগিলুম ফুল পূজার কারণে।
ইতিমধ্যে ঐ [illegible] হইএ উপনীত।
বলে এই বৃন্দাবন আমার পালিত।
কাহার বচনে তোরা এখানে আইলি।
আমারে না বলে কেন কুসুম তুলিলি।
এথ বোলি সে সভারে হইএ প্রতিকূল।
কাড়িয়া লইয়াছে কালা সকলের ফুল।
এহা ভিন্ন অন্য ভাব [illegible] নাই।
[illegible]

এই অপরাধ জেনে অপবাদ দাও।
কালা কলঙ্কিনী নাম জগতে ঘটাও॥
* * *
শ্রীমতীর এই মত বাক্যের কৌশলে।
কুবুদ্ধি কুটিল কোপে আর ক্রোধে জলে॥
বলে হা গো জানি জানি হায় এ তোমার।
পষ্ট আছে নষ্ট নারীর বাক্যে আটা তার।
এখ তুমি গুণবতী সাধ্বী পতিব্রতা।
স্বচক্ষে দেখেছি আর কে শুনে আর ঐ কথা॥
হরি হরি লাজে মরি কারে কব আর।
নষ্টামি ভ্রষ্টামি রীত আছে কি তোমার॥
আমার কথাএ তোর কি হইতে পারে।
তবে সে জানিবি যবে কহিবি দাদারে॥
একত্রে দোঁহারে যদি দেখাইতে পারি।
তবে লো জানিবি তুই ননদী তোমারি॥
মন্দ কর্ম্ম কর এথ কথাএ আটাল।
মর মর কালামুখী কালা কলঙ্কিনী॥
এখানেতে গৃহে চল হইআ সত্বর।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা॥
এথ বলি সঙ্গে লইএ গমন করিল।
জয় নারায়ণ কৃষ্ণ লীলা প্রকাশিল॥

এইরূপে গ্রন্থের যে কোন স্থান উঠাইয়া দেখান যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ইহার ধুয়াগুলি। স্থান থাকিলে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম।

এই হস্তলিপিতে যেরূপ পাঠ আছে, তাহাই উপরে দেওয়া গিয়াছে। ভাষা দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিবে। হস্তলিপি বড় প্রাচীন নহে; সম্ভবতঃ ১৮৩১—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। শেষ কয় পত্র নাই বোধ হয়। বৃহৎ গ্রন্থ,— পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লেখকের নাম ধাম নাই। স্থানান্তরে ইহার প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা; সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

১৫৪। মনসা পুঁথি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই রকমের মনসা-পুঁথি প্রচলিত আছে;—বাইশ কবির মনসা ও ষট্‌ কবির মনসা। আমাদের সমালোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত,—সুতরাং ইহা কোন পুঁথি, স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাতে গুণানন্দ সেন, পণ্ডিত জানকীনাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন এবং রতিদেবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৫৯ পৃষ্ঠায় মনসার গীতিলেখকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে গুণানন্দ ও রতিদেবের নাম নাই। পরে সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।*

এই পুঁথিখানির প্রকাণ্ড আকার; ৩৭ হইতে ১৯২তম পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রাচীন হস্তলিপি। গুণানন্দ ও রতিদেবের ভণিতা দুইটি মাত্র এখানে দিলাম:—

(১) ভণে গুণানন্দ সেনে কাজির বড়াই।
ভূত পূজা খণ্ডাইব খাবাই গাই॥

(২) যাজারিয়া লোকে চাহে, কান্দে দেবী মনসার হে
রতিদেবে রচিল পয়ার।

১৫৫। উষা-হরণ।

ইহার একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির নামটা ঠিক ইহা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা

* চট্টগ্রামের ছাপা 'বাইশ কবিতে' আরও কয়েকটা নাম বেশী দেখা যায়, সেইগুলি দীনেশবাবু উল্লেখ করেন নাই। যথা:—দ্বিজবংশীদাস, রমাকান্ত, এবং রামচন্দ্র।

"বাণ যুদ্ধ" প্রণেতা শ্রীনাথ দেবের রচিত। বাণ যুদ্ধেও অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক উষাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থকারই আবার সেই একই বিষয়ে লেখনীচালনা করিলেন কেন, বুঝিলাম না। 'বাণযুদ্ধে' আর 'উষাহরণে' ঘটনা বৈষম্য আছে নাকি ?

আরম্ভ ভাগটা এই:—

বেদে রামায়ণে চৈবেত্যাদি।
ব্যাস বশিষ্ঠ বল্মোম ত্রিভুবনে সার।
অষ্টবক্র দুর্ব্বাসা নারদ মুনিবর॥
সংসার সাগরে ডুবি বড় বাসম ভীত।
জেন তেন প্রকারেণ কহি কৃষ্ণের চারিত॥
কৃষ্ণ নাম (স্বরূপ) নাহি পৃথিবীত।
যম যারে না জানাইবা লোক জন সানন্দিত॥
হরিবংশ ভাগবত রচিলেক ব্যাস।
শ্রীনাথ দেবে কহে রচিয়া (?) প্রকাশ॥
এহাতে পণ্ডিত জন না হইঅ বিমন।
ত্রিণ হোন্তে জন্মিল যজ্ঞ হুতাশন॥
কীটেত জন্মিল মধু কাষ্ঠেত কবর (?)।
অজাএ পাপিআ পৈড়ে রত্নে প্রচুর॥
উষার হরণ গাইন বানের সমসর।
কৃষ্ণ স্বর্গ আরোহণ জন্মিল লক্ষিন্দর॥
নগর শুনিতপুর (শোণিতপুর ?) ত্রিভুবনের সার।
বাণ নামে রাজা তথা বিক্রম অপার॥
এক কোটী শিবলিঙ্গ পূজে এক দিনে।
মহাদেব পূজা বিনে আন নাহি মনে॥
উষা নামে কন্যা তার বিদ্যাব পণ্ডিতা।
নানাগুণে পতিব্রতা রাজার দুহিতা॥
শিশু হোন্তে পূজে কন্যা গোবিন্দের চরণ।
অনিরুদ্ধ পতি হৈতে অভিলাষী মন॥
এক দিনে কেলি করে শঙ্কর পার্ব্বতী।
তা দেখিয়া হইল উষা কাম ভাব রতি॥
কথদিনে হইবো তার নিজ যোগ্য পতি॥
* * *
বর পাইআ উষা হইল আনন্দিত মন।
ভুবনের সার পতি পাইল এখন॥
জাগিয়া জানিল উষা দেখিল স্বপন।
দিল নিধি নিজা বিধি বেন ভাবে মন॥
প্রভাতে বসিল উষা পরম বিমানে (?)।
সম্ভাষিতে চিত্ররেখা গেল সেই খানে॥

বাণযুদ্ধ পুঁথির পত্রের সঙ্গে এই পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই ইহাও শ্রীনাথ দেবের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছি। উপরোক্ত 'বাণযুদ্ধ" পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে আরও দুই কবির ভণিতা ছিল; এই পুঁথিতে কেবল শ্রীনাথের ভণিতাই দেখা যায়। তা ছাড়া, ইহার শেষেও কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। সেই পুঁথিতে পয়ারে গ্রন্থ সমাপ্তি, এই খানিতে ত্রিপদীচ্ছন্দে সমাপ্তি। মূলতঃ সেই একই রূপ। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলি ঐন্দ্রজালিক লীলা ক্ষেত্র বটে! স্বরূপ নির্ণয় একান্ত দুরূহ।

সমালোচ্য পত্রটি ও 'বাণযুদ্ধ' একই হাতের লেখা বোধ হয়। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখার তারিখাদি এই :—'ইতি সন ১১৪১ মঘি * * ভাদ্র * *। শ্রীরাম (কুমার ?) রক্ষিত দাস, সাং পাটনি কোটা।"

১৫৬। উদ্ধব-সম্বাদ—রাধিকার বারমাস।

পদসংখ্যা—৬০।

ধোয়া:—উদ্ধব হে যাও তুমি গোকুল নগরে। ধু।
চৈত্র মাসেতে হরি, আমারে যে গেল ছাড়ি,
গেলেন দিয়া মথুরা নগরে। ১।
সবে বোল হরি হরি বিরহ আলোএ খরি
কেহ উদ্ধব মাধবের গোচরে। ২।

[illegible] গণ, আর কিপু কথ লেখা,
ভণিতা কে করিব নিশ্চএ ॥ ৩ ॥
[illegible] অধীর হরি, আমারে যে গেল ছাড়ি,
এই চিত্তে (ফেকে) না দেখি উপাএ ॥ ৩ ॥

শেষ :—

কান্দেন [illegible] হরি, আমি নিবেদন করি,
[illegible] অনেক কাকুতি ।
রাধার সম্বাদ [illegible] উদ্ধব যে কমাগত,
গোপিকেক রাধিকা বিনতি ॥
বিনতি শুনিয়া কৃষ্ণের হইল দয়া,
চল উদ্ধব বৃন্দাবনে যাই ।
বৃন্দাবনে হরি গেল, রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল,
রাহু যেন ছাড়ে নিশাপতি ॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণের চরণেতে, দৈবজ্ঞ প্রসাদ সুতে,
অন্তকালে চরণ পাইবার আশে ।
শ্রীরামতনু বোলে, রাখ মোরে পদতলে,
যম ভএ প্রাণি কাঁপে ত্রাসে ॥
শুনহে সকল লোকে, কৃষ্ণের নাম লও মুখে,
তবে যাইবা গোকুল নগরী ।
দৈবজ্ঞ থাকিয়া বোলে, যুগলের পদতলে,
প্রণমি যে ভূমিগতে পড়ি ॥

১১৮৪ সালেতে ইহার আদর্শ পুঁথি লেখা হইয়াছে। লেখক স্বয়ং উক্ত রামতনু 'গুরু ঠাকুর' বোধ হয়।

১৫৭। রাগতালের পুঁথি।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। কয়েকটার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার নাম ঠিক ইহা কিনা, বুঝিতে পারি না ; কারণ পুঁথির আরম্ভ বা শেষে [illegible] কোন নাম নাই। ইহাতে [illegible] [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] সংস্কৃত হইলেও এতই [illegible], তাহা উদ্ধার করা অসাধ্য। [illegible] আছে ; তৎপর পয়ার 'চূর্ণক' সংস্কৃত [illegible] বিবৃতি। ইহাদের দশা ও ধ্যানের মত।

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ; আট তালা, চৌষট্টি তালিনী। তালগুলির নাম এই :— "দেবগাণা, খেত্তরাণা, জয়দ, দমাই, শুক্‌-হানা, আদিয়ানা, রূপক এবং পিলাই।" তালিনীগুলির নাম আর করিব না। এই নামগুলি কি সংস্কৃত শব্দ? না দেশজ শব্দ? অভিধানে পাওয়া যায় না কেন? তালিনী-গুলির নাম আরও বিচিত্র। সঙ্গীত দামোদরাদির নাম কিরূপ?

এইরূপ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিব, বাসনা আছে।

এই শ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থে গীত ও গৎ থাকে ; ইহাতে কিন্তু নাই। ইহার প্রধান রচয়িতা দ্বিজ রামতনু 'গুরুঠাকুর।' প্রায় সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা ও লেখক তিনিই স্বয়ং। ইহার পরিচয় পূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশাদি আছে কিনা, আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই গ্রন্থে আর একটি ভণিতা আছে, তাহা এই :—

কহে হীন চাম্পা গাঙ্গী গুরুদেবের বাণী।
আলাপন করিয়া যত্ন বিলাইলাম জানি।

ইনি 'চাম্পা পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত। সঙ্গীত শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। বাড়ী—[illegible] [illegible] কক্সবাজার [illegible] [illegible] বংশ [illegible]। [illegible]

প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ অকুল (বেলা), লবণশালা (মক্তব বা পাঠশালা), দৌলৎ (ধন), তামাম (শেষ), খুদি (খনন করি), বাহির দ্বায়া (বাহির সীমানা), বলা (বালাই) বাদ (ব্যতীত), কাইত (দিকে, যেমন, 'কথ দূর দিলা হাসিলা কথ কাইত জাএ।')

এই কবিতা লেখক রামতনু ঠাকুর চট্টগ্রাম সাকপুরা নিবাসী ৺রাধামোহন শিকদারের কীর্ত্তি বিবরিনী যে ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে এই তারিখটি আছে:—

> চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিত।
> হএর (?) ভানু দিন দিনেতে হইল পুর্ণিত।

'এই কবিতা পূর্ণ সমাপ্ত ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ১৩ শ্রাবণ।'

উক্ত ফৌজদারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, মসজিদ, দীঘি ও বংশ বর্ত্তমান আছে। বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেদায়েত আলি চৌধুরীই প্রধান।

১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—

(১) অযোধ্যাকাণ্ড।

চট্টগ্রামে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ অনেক পাওয়া যাইতে পারে। কি কারণে জানি না খুব প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামে কিছু দুর্লভ।

> [illegible] অবতার কথা অমৃত [illegible]।
> [illegible] শুন কহি অমৃত কাহিনী।
> [illegible] [illegible] রাম [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পত্র সংখ্যা [illegible]। [illegible]

[illegible]

(২) অরণ্য কাণ্ড।

শেষ:—

> তবে দুই ভাই চলি [illegible]।
> বহু বনবনী পর্ব্বত লঙ্ঘন করয়ে।
> হাটিতে হাটিতে পাইল কিষ্কিন্ধ্যার গ্রাম।
> সেই খানে পর্ব্বতেতে করিল বিশ্রাম।

লেখার তারিখ ১২০৫ মঘি ১৮ জ্যৈষ্ঠ। পত্র সংখ্যা ৪১।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আরম্ভ:—

> এক রাত্রি তথাতে রহিলা দুই জন।
> প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিলা তখন।

শেষ:—

> সর্ব্ব কপি লৈয়া আইসউক রামচন্দ্র।
> সুগ্রীবে যে রাজাসনে আর বধ ভদ্র।
> সাগর বন্ধন করি সীতা করৌক উদ্ধার।
> এই বার্ত্তা কহ গিয়া শ্রীরামের সার।

"ইতি ১২০৫ মঘি তাং ৩ আষাঢ় শ্রীকৃষ্ণ মণি দেব শর্ম্মা মৌজে জাটি থাইল জিলে চট্টগ্রাম।" পত্র সংখ্যা ৩৫।

(৪) সুন্দরা কাণ্ড।

আরম্ভ:—

> বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
> কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর।
> গর্জ্জে গর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
> সাগরের ঢেউ দেখি ভাবিত [illegible]।

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা [illegible]। [illegible] মঘির লেখা।

(৫) উত্তরা কাণ্ড।

আরম্ভ:—

> [illegible]
> [illegible]

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৪৯। ঐ লেখকের লেখা।

(৬) আদ্যকাণ্ড।

শেষ :—

> পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা বৈসে সিংহাসন।
> শ্রীরামেরে রাজা দিতে চিন্তে মনে মন॥
> এথ দূরে আদি কাণ্ড হইল সমাপন।
> কৃত্তিবাস রচিলেক বিবাহ লক্ষণ॥

পত্র সংখ্যা ৪২। লেখার তারিখ ১২০৪ মঘি।

একটি ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত কাণ্ডগুলির লেখক শ্রীরাম শঙ্কর দেব শর্ম্মা (সাং ভাটী খাইন)। সবগুলিই উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ অবস্থা। অধিকারী মোক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব শর্ম্মা সাং খান মোহনা জেলা চট্টগ্রাম।

১৬২। কলিযুগ মাহাত্ম্য।

পদসংখ্যা—১২।

আরম্ভ :—

> সাগর হইব সিন্ধু (?) নগর হইব খোহা।
> কলিকালে অন্ন লাগি বুড়া হৈব পোলা॥
> অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন।
> স্ত্রী হইব মহাবলী পুরুষ হৈব ক্ষীণ॥

শেষ :—

> পর্ব্বের সোদর ভাই করে হানাহানি।
> পুত্রশিরে ঠেঙ্গা দিয়া খাব করিব পানি॥
> শাশুড়ী বধূ জ্ঞান করি উঠানে দিব কাটা।
> শাশুড়ীরে বধূ দেখি করিব ঝাঁটা॥
> হেন পুত্র মরণে যায় না থাকিব কোষ্ঠ।
> এই সে জানিবা কথা আইল কলিযুগ॥

রচনা কাল :—

> চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিত।
> ...... দিয়েছে হইল পুথিত॥

ভণিতাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ রামতনু ঠাকুরের রচনা। ১১৯১ সনের লেখা, রচনাও বটে।

১৬৩। ফগ্‌ফুর সাহ।

ইহা অতি প্রকাণ্ডকায় গ্রন্থ কোন পারস্যগ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচয়িতা স্বর্গীয় মির্জ্জা হাসমত আলি কাজি চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রাম—হটিকছড়ি থানান্তর্গত ভুজপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ইনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সুন্দর কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, মধ্যে মধ্যে বিবিধ নূতন ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত।

প্রায় ২০ বৎসর হইল, ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মির্জ্জা কায়কোবাদ আহম্মদ সাহেব বর্ত্তমান কক্স বাজারের সব রেজিষ্ট্রার।

শুনিয়াছি, তিনি 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পটি অবলম্বন করিয়া আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কয়েকটি আমাদের নিকটেও আছে। অধিকাংশ সঙ্গীত প্রণয় ও আদিরস-ঘটিত।

১৬৪। বাইশ কবির মনসা।

চট্টগ্রামে বাইশ কবি ও ছট কবি মনসা প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলাবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া এই পুঁথি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ....

[illegible] ; [illegible] অবলম্বনে লিখিয়া [illegible] কোন মহাত্মা বা মহাত্মগণ বহু-বৎসরের পরিশ্রমে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ;* বলিতে হইবে। নতুবা এরূপ অপূর্ব সম্মিলন কিরূপে হইল ?

আরম্ভ :—

> আস্তিকস্য মুনের্মাতা ইত্যাদি।
>
> অথ গণেশ বন্দনা।
>
> প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোনে মহামতি
>
> স্মরণে পাবগু দূরে জাএ।
>
> প্রণমোহ লম্বোদর, সিন্দুর শোভা কর,
>
> মুষিক বাহনে গণরাএ॥

শেষ :—

> সেই সব দুঃখ তুমি মনে পরিহর।
>
> পুর্ব মত নিত্য (নৃত্য) কর আমার গোচর॥
>
> এই মতে অনিরুদ্ধ ইন্দ্রপুরে রৈল।
>
> এথ দূরে পদ্মাপুরাণ সমাপ্ত হইল।
>
> দীনহীন ফকির চান্দ কহে জোরকরে
>
> বিষম সঙ্কটে পদ্মা তরাইবা আমারে॥
>
> তোমার চরণে পদ্মা এই পরিহার।
>
> পরতন্ত্র দোষ মাতা ক্ষেমিবা আমার॥
>
> আমি অতি মূঢ়মতি নমাএর জাতি।
>
> ক্ষেমিবা সকল দোষ জয় পদ্মাবতী॥
>
> সজ্জনের স্থানে কহি বন্দিয়া চরণে।
>
> জদি কোন দোষ থাকে না লইবা মনে॥

"ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তক বিপুলা [illegible] স্বর্গ আরোহণে সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৩ মঘি তারিখ ৪ কার্ত্তিক রোজ [illegible] বাসর দ্বিপ্রহর বেলা লিখনং ইতি। এই পুস্তক খানীকে শ্রীফকির চান্দ সেকদার [illegible] রাজমোহন [illegible] সিং বাশখালি [illegible] থানা সাতকানিয়া।"

[illegible] পত্র সংখ্যা ২৩১ ; [illegible] ; [illegible]

[illegible] পূর্বে [illegible] ছিল [illegible] সংস্করণটি তেমন [illegible] ছিল, বলিতে পারি না। [illegible] আলোচনায় অনেক লাভ আছে। ভুরি ভুরি প্রাচীন শব্দ মিলিবে।

এত বড় পুঁথি পাঠ করা বড়ই শ্রম-সাপেক্ষ। পুঁথি খুঁজিয়া সমস্ত কবির নাম-গুলি বাহির করিতে পারিলাম না। মোট ২০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে ; তাহাও নির্ভুল হইল কি না, বলা কঠিন। নিম্নে নাম তালিকা দিতেছি :—১। গঙ্গাদাস সেন ২। নারায়ণ দেব * ৩। জগন্নাথ সেন ৪। বলরাম দাস ৫। জয়দেব দাস ৬। সুখ [illegible] ৭। সুকবি দাস ৮। গোবিন্দ দাস, ৯। বৈদ্য জগন্নাথ ১০। গুণানন্দ সেন ১১। দ্বিজ জানকী নাথ ১২। রাম দাস ১৩। দ্বিজ বন-মালী ১৪। দ্বিজ বলরাম ১৫। পণ্ডিত গঙ্গা-দাস ১৬। যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। দ্বিজ বংশী দাস ১৮। সুদাম দাস, ১৯। কুমার ব্রাহ্মণ ২০। দ্বিজ জয় রাম

মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মনসা লেখকদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, [illegible], ১২শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৮শ, এবং ২০শ নাম-গুলি পাওয়া যায় না। বৈদ্য জগন্নাথ [illegible] জগন্নাথ সেন, এবং গঙ্গাদাস সেন [illegible] পণ্ডিত গঙ্গাদাস, অভিন্ন ব্যক্তি [illegible]

---

* [illegible] নিম্নোদ্ধৃত [illegible] সম্পূর্ণ নাম 'রামনারায়ণ' [illegible] উপাধি যে [illegible] হইতেছে। [illegible]

[illegible]

আদিরস বর্ণনায় এত আগ্রহান্বিত হইতেন না। এই কারণেই প্রাচীন কাব্যাদির অশ্লীলতা এখন মার্জ্জনীয়। যাহা হউক, আমাদের ঔদাসীন্যে যদি এই সুন্দর কাব্যখানি বিলুপ্ত হয়, তবে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ২৩৩ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ১ম, ২য়, ৪৯ এবং ৫০ পত্রগুলি নাই। বড় আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র ও ঘন লেখা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ একখানি অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। হস্তলিপি প্রাচীন,— মধ্যে কতকাংশের অক্ষর ১২৫৯ মঘির মহাবাটিকার প্রকোপে কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, প্রায় বিলুপ্ত বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হস্তাক্ষর,—অশুদ্ধি খুব বিরল। হস্তলিপির তারিখ পাই নাই, লিপিকারের নাম তারিণীচরণ সেন, সাকিম আনোয়ারা।

রচিতার নাম 'রাম দাস' কি 'ভক্তরাম দাস' ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। 'ভক্ত' শব্দটি বিশেষণ, না, নামাংশ বুঝা কঠিন। কারণ, গ্রন্থের কোন একটা স্থানেও তিনি 'ভক্ত' শব্দ ছাড়িয়া 'রামদাস' ভণিতা দেন নাই। যেখানে 'রাম' শব্দ প্রয়োগের অসুবিধা হইয়াছে, সেখানে অগত্যা 'ভক্তদাস' ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভক্ত' শব্দটী যদি নামাংশ না হইত, তবে উক্তস্থলে ঐরূপ না করিলেও ত পারিতেন। আরও এক কথা আছে, শত ধার্ম্মিকই হউন না কেন, নিজকে [illegible] 'ভক্ত,' [illegible] কি? এই [illegible] [illegible] [illegible] বোধ হইতেছে, কবির নাম 'ভক্তরাম দাস।' * নিম্নে তিনটী ভণিতা দেওয়া গেল:—

(১) গোকুল মঙ্গল কহে মধুবুদ্ধি যার।
ভক্তদাসে বোলে রাজা পূর্ণ হউক আশ॥

(২) গোকুল মঙ্গল ভণে দাস ভক্তরাম।
সাজিল পোতনা বুড়ি হিংসিবারে শ্যাম॥

(৩) মুনি বোলে স্বয়ং তুমি নন্দের নন্দন।
ভক্ত রামে বোলে কানু জগত জীবন॥

রাগ-বরাড়ী।

আলো বন্ধু বড় সে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পিরীতে ঠেকিয়া॥ ধুয়া।
ধৈরজ না মানে প্রাণে তুয়া প্রেম কান্দে।
পিরীতে অবলার প্রাণ নৈল কালাচান্দে॥
তোমার বিরহে হরি গরল ভখিমু।
নহে জাতি কুল তেজি যোগিনী হইমু॥
এমত নিঠুর কেনে হইলা মুরারি।
তুয়া মনে সাধ কি বধিতে গোপনারী॥
নিশ্চএ মরিমু নারী তুয়া প্রেম কান্দে।
ভক্তরামে কহে পুনি কহে কালাচান্দে॥

ব্রজছন্দ, আহিরীছন্দ, ভাঙ্গাভাঙ্গ, প্রভৃতি নূতন নূতন ছন্দের নমুনা দেখাইতে পারি-

---

* পক্ষান্তরে, 'ভক্তরাম' পদের যে কিছু অর্থ হয় না, তাহাও বুঝা যাইতেছে। সুধীবৃন্দ যে নাম সঙ্গত মনে করিবেন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। 'রামদাস' নামে সিদ্ধান্ত করিলে, তাঁহাকে আনোয়ারাবাসী অনুমান করিবার একটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আনোয়ারার 'সেনবংশ' যেরূপ [illegible] তাহাতে ঐরূপ অনুমান করা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথির লেখক তারিণীচরণ সেনের পিতার নাম রামদাস সেন। পূর্ব্বে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও [illegible] যে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তাহাদের [illegible] ও [illegible] সেন মহোদয় এই [illegible] [illegible] কিনা [illegible] গ্রন্থের কোন [illegible] [illegible] [illegible] দেখি নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আছে। স্থানান্তরে এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এই গ্রন্থের বর্তমান অধিকারী আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সেন। গ্রন্থখানি তাঁহার গৃহে অনাদরে পড়িয়া আছে।

১৬৭। দৈবজ্ঞ-কাহিনী।

পদ সংখ্যা—২৯।

আরম্ভ :—

জয় মা জননী দৈবজ্ঞ কাহিনী,
ইষ্টদেব দিবাকর।
ব্রহ্ম বিষ্ণু অংশ ছিতি যুগ ধ্বংস,
লোকে দেখে পরাপর॥

শেষ :—

ব্রহ্মার বচন হরি গ্রহগণ,
পঞ্চমুখে চারি মুখ।
অন্ত পরে কথ সব এই মত,
সুখ শান্তি কষ্ট দুখ॥

ভণিতা :—

নব গ্রহগণ প্রণতি চরণ
শ্রীমধুসূদনে কহে।
বোল হরি হরি শ্রীমুখ ভরি,
শমনের নাহি ভয়ে॥
ভবার্ণব বন্ধু কৃপা কর সিন্ধু,
[illegible] রাখিতে যায়।
এই আশা করি সেহি পদ হেরি,
মৃত্যুকালে যদি পায়॥

হস্তলিপি ১১৮৩ মঘির। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৮। মহীরাবণ-বধ।*

এই পুঁথিখানির নাম কি ছিল, জানিতে পারিতেছি না। প্রথম পৃষ্ঠে কোন নাম নাই। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর শোকার্ত রাবণের আহ্বানে অহিরাবণ (?) লঙ্কা গমন করতঃ মায়ানিদ্রায় রাম লক্ষ্মণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে পাতালে নিয়া রাখে। তাঁহাদের সন্ধান লইতে গিয়া অঙ্গদকে যমের সহিত ও হনুমানকে ইন্দ্রাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শেষে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শিব রাম লক্ষ্মণের সন্ধান দিলে পাতাল গমন-রত হনুমান পথে জনৈক তপস্বিনীর শাপে অঙ্কীভূত হয়। এই সকল ঘটনার বর্ণনার পরি গ্রন্থ খণ্ডিত, সুতরাং উপসংহার কিরূপ বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র আকার। ১—১৯, ২২, ২৪—২৬, ২৯—৩৮ পাতা বর্তমান। অবশিষ্ট হারাইয়া গিয়াছে। পুঁথির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখার ধরণ দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'মোর' 'তোমার' 'কোন' প্রভৃতি শব্দ 'মুর', 'তুমার' 'কুন' লেখা হইয়াছে। একস্থানে 'এবমস্তু' বাক্যটি 'অেবমস্তু' রূপে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্ভুত প্রণালী! কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী দুর্গা। নমো গণেশায়।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
রাবণে বোলেন শুনহ পাত্রগণ।
সপুত্র বান্ধব মুর করিল নিধন॥

---

* ইন্দ্রজিৎ বধের পর মহীরাবণ বধ সংঘটিত হইয়া[illegible] [illegible] আলোচ্য পুঁথির অভিনবত্ব [illegible] [illegible] হয়, তাহাই। এই কথা [illegible] [illegible] [illegible] আমরা এই পুঁথিখানির এই [illegible] [illegible] পুঁথিতে মহীরাবণ স্থলে [illegible] অহিরাবণ [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible]।

আমি ...জ বিজয় আছি লঙ্কার ভুবন।
আমি অভে বিবরণ কহিমু কথন॥
চল চল মাত্রাবুহ পাতাল ভুবন।
অইরাবণ আমিবারে হৈল্যা একমন॥
অইরাবণের পুরি কনককমল লঙ্কা।
দানে ধর্ম্মে তাহান ত্রিলোক নাহি সঙ্কা॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে সব মনিময়।
দিবারাত্রি চিন নাহি সুর্য্যের উদয়॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে কী দিব উপমা।
নানা মনি মানিক লাগীছে অনোপামা॥
কুম্ভকর্ণ তনু হোতে তার উচ্চতর।
রত্নময় সুর্য্যে জেন উঠিছে উপর॥

ভণিতা :—

কুলে বানর রামলক্ষ্মণ, কথাত মেলাই দুইজন,
আমা সব করিআ নৈরাস।
কৃত্তিবাসে বোলে রাম, পুর্ণ কর মনস্কাম,
কলিযুগে তুমি সে ভরসা॥

ইহা ব্যতীত আর কোথাও কোন ভণিতা নাই। এখন পুঁথিখানি আমার নিকট আছে। *

১৬৯। বর্ণ-সুন্দর।

অ আদি অক্ষর, ই ঈ অতঃপর,
উ ঊ ঋ ৠ করি আদি।
৯ ৯ লেখিক্রমে এ ঐ ও ঔ সনে,
অনুস্বার অবধি।
চৌত্রিশে প্রথম, ক খ গ ঘ ঙ,
চ ছ জ ঝ ঞ বৈসে॥
ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন,
প ফ ব ভ ম শেষে॥
য র ল ব ক্রম শ ষ স হ সব নিয়ম,
ক্ষ করি অবসান।

ভণিতা :—

ঈশান চন্দ্রে, মন কুতুহলে,
কহে করিয়া বাখান॥

এই বর্ণ-সুন্দর লিখিবার জন্য লেখককে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করিতে হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এই :—

হয়ে প্রণিপাত, যোর করি হাত,
বিষ্ণুপ্রিয়া পদতলে।
মাতা সরস্বতী, কর অবগতি,
থাক মম কণ্ঠস্থলে॥

১৭০। হজরত মহম্মদ চরিত।

এই গ্রন্থখানির কোন নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বিষয় হজরত মহম্মদ মস্তফার জীবন বৃত্তান্ত। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর। এখনও আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করিব।

আরম্ভ :—

আল্লাহ নবি মোহাম্মদ।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদো যে আছিল তাহা করিমু প্রচার॥
জেরূপে আদম ছফি হৈলা উৎপন।
কহিবাম সে সব কিঞ্চিৎ বিবরণ॥
ততিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
নুর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ॥

শেষ :—

সপ্তবার প্রণাম মক্কা প্রদক্ষিণ হৈলা।
সপ্তবার সেই শিলা সবে চুম্ব দিলা॥
এই মতে বহু স্থান প্রসাদ করিলা।
আপনা দেশেতে পরি ... করিলা॥

* কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে আমার সহযোগী শিক্ষক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন ও প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শশীকুমার শর্ম্মা পুঁথি সংগ্রহে সর্ব্বদাই আমার সহায়। তজ্জন্য উঁহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। লেখক।

ভণিতা :—

কহে ছৈদ ছুলতানে আএ মরণ।
এহি পুণ্য কথা শোয়া শুন দিআ মন॥

"এ পুস্তক আদাএ। লিখিতং শ্রীআজ-মওল্লা মিছ্ কিন্ ওং (তুম্পাঠা) গাজী ইবনে ইজার মহাম্মদ সাং ওআহেদপুর পুস্তক আদাএ ইতি সন ১১৬৯ মঘি মাহে ২৫ মাগ রোজ শনিবার এক পহর ভরনে।" উপ-রোক্ত গ্রাম চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী থানান্তর্গত।

পত্র সংখ্যা ১৬৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা, বড় প্রাচীন, জটিল ধরণে লেখা, পড়িতে কষ্ট হয়।

এই পুঁথিখানি আমার প্রিয়বন্ধু, ভূতপূর্ব 'আলো' সম্পাদক ৬ বাবু নলিনীকান্ত সেন বি, এ, মহোদয়, চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অনৈক ছাত্র মীরেশ্বরী নিবাসী শ্রীমান দলিল রহমান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলোচনার জন্য নলিনীবাবু গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা "তাহার (উক্ত ছাত্রের) ঠাকুর দাদার লিখিত (চিত)।" সৈয়দ সুলতানের ভণিতাযুক্ত অনেকখানি পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথি এখন আমার নিকট আছে।

১৭১। রাধিকাষ্টক শ্লোক।

চরণ সংখ্যা—৩৬।

আরম্ভ :—

রাধিকা শরদ ইন্দু জিনি মুখমণ্ডলী।
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক পুষ্প কলী॥
নীল পট্ট গাএ শোভে তাহে আর ওড়নি।
ধন্যেছু শ্রীগৌরচন্দ্রে বৃকভানু নন্দিনী॥

শেষ :—

ভক্ত শিরমণি দেবী প্রেম সিন্ধুর চরণং।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ ভাবনং॥
পাঠক অষ্টক নিত্যং পাপতাপ নাশনং।
সর্ব্ব বাঞ্ছা সাধাসিদ্ধি প্রাপ্ত নন্দ নন্দনং॥

এই অষ্টকটি গৌরচন্দ্রের রচিত বলিয়া বিঘোষিত। *

১৭২। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ। শ্রীগুরুবএ নম।
অথ সপ্নাধ লিখতে।
প্রথমে বন্দম হরি শঙ্কর বিধাতা।
সরেস্বতি দেবি বন্দম জগতের মাতা॥
হরের বনিতা বন্দম্ হিমাল নন্দিনী।
দেব গুরু আদি করি রিসি মুনি॥
প্রাণমোহ কাত্যাঅনি নাজকের মাতা।
নাগসুতা বেনু মাতা ধুক মুক্ত দাতা॥
এক মনে বন্দম দুই দেবি মায়াঅনি।
কমল চরণে বন্দম পরিআ ধরণি॥
অমর অধুর বন্দম রজন অনাসন। (?)
সহস্র গদাধর দেব কুলিশ ধারণ॥
ব্যাস আদি সত্যবাদি বন্দম মুনিগণ।
একে একে প্রণমোহ তিতিন ভুবন॥
সরস্বতি মাতা মোর পূর্ণ কর আসা।
রচিল সপনের কিছু বুঝাবুঝ ভাসা॥
মুনাচার্য্য রচিলেক চারি শ্লোক বন্ধে।
তাহার বাখান কিছু কৈমু পদবন্ধে॥

শেষ পত্রের শেষ :—

সপনে জদি পীটা খাএ রক্ত করে পান।
মোহা দুঃখ নাহি হএ বাড়এ সম্মান॥
মোরক কুঞ্জর বেশ হংস পক্ষিগণ।
এই সকল পিঠে জেবা করে আরোহণ॥

---

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ ১ সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠা।

তাহা সংগ্রহ বলি তাহারে নাকি মুক্তি হএ।
বৈষ্ণবেরা পড়িয়া যারে পাএ তুল ফল॥
অনিত্তর মাধুল লেখা করএ তক্ষণ।

* * *

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা এবং তারিখাদিও দেখা যায় না। গণনায় ১০ পাতা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। পুঁথির অন্যত্র লেখা আছে "সন ১২০০ সং তাং ৩ ভাদ্র।" পুঁথির অবস্থা জীর্ণ।

পূর্ব্বে আরও দুইখানি 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এইখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ শশাকুমার নন্দী আমাকে সাধনপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১৭৩। গুরু-দক্ষিণা।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ করতি কল্যাণং কংস কুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দী-জল-কল্লোল কোলাহল-কুতুহলী॥
সাতে ভবতু সুপ্রীত দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যায়া পশুপতি পতিরাব॥
রাত্তি পোহাইল উদিত ভাস্কর।
সভা করি বসিলেন রাম গদাধর॥
অনেক পণ্ডিত বৈসে সভার ভিতর।
পড়িয়া শুনিয়া সভা অমৃত উত্তর॥

ভণিতা :—

বসুদেব দৈবকীরে করিয়া প্রণাম।
সকল বৃত্তান্ত কহে কৃষ্ণ বলরাম॥
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ হইল।
শুনিয়া মথুরাবাসী দেখিতে আইলো॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছে দুই ভাই।
না পড়িছে জেই শাস্ত্র সেই শাস্ত্র নাই॥
এইরূপে প্রশংসা করএ সর্ব্ব জন।
আপনা আপন ঘরে করিল গমন॥

শেষ :—

সত্বর ভাবিয়া মনে সত্বর রূপ।
শ্রীগুরু দক্ষিণা গীত কইল সমাপন॥

"এই গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ সেন পীসরে গোকুলচন্দ্র সেন সাকিম আলো আরা। সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র।"

পত্র সংখ্যা ৪. উভয় পৃষ্ঠে লেখা। এই পুঁথি আমার নিকট আছে।

১৭৪। রাগনামা।

এই শ্রেণীর অনেকখানি পুঁথি আমরা দেখিয়াছি আলোচ্য বিষয় সকলেরই এক। শীর্ষোক্ত নাম গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দিষ্ট নাম কি না, জানিবার উপায় নাই; কারণ গ্রন্থের আদ্যন্ত খণ্ডিত। লোক মুখে এই শ্রেণীর গ্রন্থাদির ঐরূপ নামই শুনা যায়।

ইহাতে রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত ও প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত (অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ) প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে বহু কবির রচিত অনেক পদ সংগৃহীত আছে। অনেক সুন্দর পদ আছে। দুঃখের বিষয়, সকলগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

লিপিকারগণ খামখেয়ালি করিয়া কোন কোন পদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি :—

গীত—মারহাটি।

প্রাণ না সহে সজনি রে।
মোরে উদাইয়া লয়ে যায়।
তোমার বাঁশীর স্বরে, [illegible]
রহিতে না পারি [illegible]

হেন জন দিয়া, প্রেমজুরি দিয়া,
বান্ধিয়া রাখি তোমারে।
হেন লএ মনে, বন্ধুর চরণে,
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর, না হৈঅ নিঠুর,
দেখি বড় অতি হীন।
কহে আপজল আলি, শরীর কৈলুম কালি,
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি।
পিরীতি বাড়াইআ, যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ে হইমু বৈরাগী।

ছয় ঋতুর নাম কিরূপ, দেখুন :—

হেমন্ত বসন্ত উক শরদ উপাম।
পাহুক শিশির এই ছএ রিতর নাম।

এবং ঋতু কালবিভাগ এইরূপ :—

হেমন্ত—অগ্রহায়ণের শেষ পক্ষ হইতে মাঘের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত।
বসন্ত—মাঘের ঐ " চৈত্রের ঐ "।
নিদাঘ—চৈত্রের ঐ " জ্যৈষ্ঠের ঐ "।
পাহুক—জ্যৈষ্ঠের ঐ " শ্রাবণের ঐ "।
শরত—শ্রাবণের ঐ " আশ্বিনের ঐ "।
শিশির—আশ্বিনের ঐ" অগ্রহায়ণের ঐ "।

ভণিতা :—

(১) কহে হীন আলাওলে সবা প্রণমিয়া।
হএ কি না হএ চাহ বেদ বিচারিআ।
(২) আই তালায় আই পৈরণ হইল আহার।
কহে হীন আলাওলে সবার বিনয়।

উক্ত ভণিতা-যুক্ত কবি, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল সাহেব কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কবি আলাওল কোন একটি গ্রন্থেও ঐরূপ ভাবায় ভণিতা দেন নাই এবং কাহারও অনুজ্ঞা ভিন্ন তিনি কোন গ্রন্থও রচনা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার ভণিতার উল্লেখ করিয়াছি, হয়ত কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি গ্রন্থের আদিয়ো বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নামটি যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

এই পুঁথির অতি জীর্ণ অবস্থা : মাঝে মাঝে কীটভুক্ত। পত্র সংখ্যা নাই, গণনায় ৬১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা পুঁথিখানি আনোয়ারা—রুদুরা-বাসী শ্রীকলন্দর আলি মাতবরের নিকট আছে।

"লিখিতং শ্রীমাহাং বক্সা আলি পীং নাহাং হারি পণ্ডিত সাং ভিজরোল মতালুকে দেআং। এতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১৭ ভাদত সমাপ্ত সোদ।"

উক্ত 'হারিপণ্ডিত' পূর্ব্বপ্রকাশিত 'জয়গুণের বারমাস'—লেখক কবি।

১৭৫। শ্রীরামের ধনুক-ভাঙ্গা।

এই পুঁথিখানি আমরা পাই নাই। 'নব্যভারতের' (১৩০৫ সাল ১৬শ খণ্ডের) আশ্বিন সংখ্যায় মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থল। অন্যান্য সাময়িক পত্রের প্রাচীন সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকলেরও সার-সঙ্কলন করিয়া 'পরিষদে' প্রকাশিত করিলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'নব্যভারতের' উক্ত প্রবন্ধের এস্থলে উল্লেখ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

১৭৬। লালমতী-সয়ফল মুলুক।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই নাই। ... পাতা হইতে ২৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; ...

অতি জীর্ণ শীর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখার তারিখ নাই। পুঁথিতে লালমতী ও রোসকর্ণায়ন সেকান্দরের পুত্র যুসুফের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুঁথির অস্তিত্ব চিহ্ন রাখিলাম।

রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে মহাযুবরাজ মালিনিতে পুছে কাজ
কোন মতে মিলিবে নৃপতি।
* * * *
মালিনিএ কহে কাজ শুন কহি যুবরাজ
সেবা হেতু হএ দরসন।
রাজার মৈছে নৃপবর মোহা দমা জয়ধর
জার শব্দে কাম্পে ত্রিভোবন।
শব্দ শুনি নরপতি দূত আসি সিগ্রগতি
খবরি দিব রাজার গোচর।
তোমাতে পুছিব কাজ শুন কহি যুবরাজ
ক্রোধমুকি হই বহুতর।
নৃপতির গোচর মনে ভাবি অসত্তর
পরিচয় দিব নিজ নাথ।
সেকান্দর নাম শুনি কৃপা হইব নৃপমণি
যদি বিধি নহে তোমার বাম।
সাহাদেবের চরণ সরিপের নিবেদন
চলিলেক রাজার কুমার।
ভয় ভাবি পরিহরি চলে বির আগুসারি
মনে ভাবে প্রভু নিরঞ্জন।

ভণিতাঃ—

হামীদের চরণ সরিপের নিবেদন
অধমরে করহ মুকতি।
সাহা হামিদের চরণ সরিফের নিবেদন
বল বিধ্যে হারালু জীবন।

আমরা এই নামের ন্যায় একখানি ছাপা পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার রচয়িতার নাম আব্দুল ওহাব।

এই পুঁথি কাগজের এক পিঠে লেখা। পুঁথির কোণে স্থানে স্থানে "সাং [illegible] সাং সাং চক্রসালা", "শ্রীহক মালিক সাং জালি সাং কৈখাইন" এবং "লালমতির কিস্তা" এই কথাগুলি লিখিত আছে। হস্তাক্ষরের পার্থক্য বুঝা যায় না। হয়ত পুঁথির নাম "লালমতীর কেচ্ছা" হইবে। পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুঁথির সৃষ্টি। শেষ ভাগে পদে পদে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। ইহা আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

১৭৭। মনসা-মঙ্গল।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের একটি মাত্র পাতা তখন আমাদের সম্বল ছিল।

মনসা বিষয়ে যতখানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই খানিই আমাদের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একজন পণ্ডিতের রচনা, সুতরাং ভাষার বাঁধুনি সর্ব্বত্রই মনোজ্ঞ ও সুন্দর। পদগুলি সংস্কৃত শব্দ বহুল, অথচ কবিত্ব ও মাধুর্য্যপূর্ণ। কবির সুসংযত লেখনী এতই হাস্যরসসিক্ত যে স্থানে স্থানে পাঠের সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বাইস কবির মনসা যেমন দীর্ঘায়ত ও এক ঘেয়ে, ইহা তেমনি সংক্ষিপ্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাচীন শব্দ রাজি ও ভাষা আলোচনার পক্ষেও ইহার মূল্য অসামান্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যোগ্য। ইহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

ইহার দোষগুলি কিরূপ জুম্বর, [illegible] বুঝা কঠিন। সেইগুলি [illegible] কি না জানি না। [illegible]

দেওয়া আছে। দু এক স্থলে সম্পূর্ণ বোবাও আছে; কিন্তু তৎস্থলে অন্ত কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

আরম্ভঃ—

নমো গণেশায়। আস্তিকস্ত মুনের্মাতা ইত্যাদি।

রাগ ধানসি।

সিদ্ধান্ত গণনাথে সেবকে করিয়া মাথে
সর্ব্বদায়ে বন্দম চরণ।
সতত জানিয়া রাস সিদ্ধি কর সার আস
মুষেতে করহ আরোহণ।
শুভ্র দন্তধারি নিতা সমাধিতে যুক্তচিত্ত
সুহস্তর চারি করধারি।
সেবাহীন সিশুমতি বুধির না হয় মাত
সর্ব্বগুণ বর্ণিতে না পারি।
সাক্ষাতে প্রসন্ন দেবা সিদ্ধান্তরে করে সেবা
সপুট করিয়া দুই কর।
মহন্নিসে বর দিয়া সর্ব্ব দেবের পূজনীয়
সদাএ সদয় গণেশ্বর।
বিদ্যাভূষণে ভাসে শিতল চরণ আসে
ষড়পদ হইয়া মধু আসে।
সবর্ব মঙ্গল ভয় শুন প্রভু দয়াময়

শেষ :—

সঘনে ডাকয় নিজ দাসে।
ইন্দ্রপুরে গেলা লখাই বিপুলা সহিত।
প্রতিদিন বাসায় হুসয়ে নৃত্যগীত।
মুনিগণ চলি গেলা আপনার পাস।
শ্রীবিদ্যাভূষণ কবি মনসার দাস।
সর কর রিতু বিধু সক নিয়োজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন রচিত।

সেবকের ইতি।

জয় দেবী পদ্মাবতী ভুজঙ্গ বাহিনী।
মররাসিজা মনসিজা বিপিন বাসিনী।

* * *
* * *

এই গ্রন্থ হয় সাঙ্গা হৈয়া সারাসিত।
এই শুভ সময়ে আয়ু পুত্র হৈল সিত।
লিখক শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্ম্মার যতনেতে।
গ্রন্থ সমাপন হৈল চন্দ্র বাসরেতে।

ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তিকা সমাপ্ত।
সন ১২৪৪ মং তাং ২৬ মাগ্রসির।

ভণিতা :—

(১) শ্রীরামজীবনে ভণে, মনসা ভাবিয়া মনে,
কর জোরে প্রণতি দুপার।
ভবাব্ধি কমল ছন্দে, অলি হইয়া মধুগন্ধে,
মন মোর রৌক অনিবার।
(২) শ্রীবিদ্যাভূষণ কবির শুদ্ধ সুরচন।
দেবীরে লইয়া কিছু সুনহ বর্চন।

কবির পরিচয় :—

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিলু সভাত।
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধুখেয়া দিছে উড়ুপ লইয়া।
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোরে তান পদে করম বন্দন।

* * *

গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো জে গ্রামে বসতি।

রচনা কাল :—

শর কর রিতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন রচিত।

পত্র সংখ্যা ১২৯। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে, অবশিষ্ট পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। ১৬২৫ শকের রচনা। কবির উপাধি ভট্টাচার্য্য।

হস্তলিপি আধুনিক হইলেও মৌলিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রন্থ রচয়িতার নিবাস, বোধ হয়, বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রাম। অপ্রকাশিত "সূর্য্যব্রতের পাঁচালী" যে এই কবিরই লেখনী সম্ভূত, তাহা উদ্ধৃত "অল্প বয়স মোর * * কহিলু সভাত" এই পংক্তিদ্বয় হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সময়ান্তরে এই কবির জীবনীসহ কাব্যখানি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

বাণীগ্রাম স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৭৮। জমাবন্দীর বচন।

পদ সংখ্যা—১৩।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষ করিয়া এই ক্ষুদ্র ছড়াটি লিখিত হয়।* "জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত দ্বিজ রামানন্দ এই আর্য্যাটি প্রস্তুত করেন।"

আরম্ভ :—

জমা বন্দিস জমিন প্রথমেতে রাখি।
খিলা গয়রহ বাদ তার নীচে লিখি।
খানে বাড়ী দেড় কাণি বাদ করি জোণে।
বাদ পাটাদারি তিন কাণি বেদ গণ্ডাসনে॥

শেষ :—

বাণ পণ চন্দ্র গণ্ডা বিছানি কাইচ চৌকি।
হাল বেণী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা টিকি॥
খানা খরচা রস আনা আড়াই পাই ক্রমে।
দ্বিদিস কাছারি খরচা পাঁচ আনা নিয়মে।

ভণিতা :—

জবিতাদ্বির তোলাএ তোজা জানিবে নিশ্চয়।
পয়ার রচিয়া দ্বিজ রামানন্দ কএ॥

১৭৯। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল।

এই কাব্যখানি মহাকবি আলাওলের রচিত। মুসলমান প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির দুর্দশার কথা অনেকবার বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে এই কাব্যখানি সুচারুরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য সাহিত্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথা দ্বারাই গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। এখনও হস্তলিপি বিস্তর পাওয়া যাইবে।

আলাওলের প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভে স্বকীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। এই পাণ্ডুলিপিতে মঙ্গলাচরণ ও কবির জীবনী সম্বন্ধে বৃত্তান্তটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকার মধ্য হইতে কবির স্ববৃত্তান্তটি তুলিয়া দিতেছি :—

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
যেইরূপে রোহাঙ্গ পুস্তক আদি অন্ত॥
মহাদেবীর মুখপাত্র শ্রীযুত মাগন।
ছএ কল মুলুক কথা করাইল রচন।
সাঙ্গ না হৈতে পুস্তক পাইল পরলোক।
কথ কাল মোর মনে আছিল সে শোক॥
তার পাছে সাহা সুজা নৃপকুল-ঈশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ সহর॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হেতু পাইল অবসাদ॥
অনেক মোছলমান তার সঙ্গে হইল।
নৃপতির সাস্তি পাইআ সর্ব্বলোক গেল॥
মির্জা নামে এক পাপী সভাদর্শ আছে।
[illegible] অগ্রে উঠিল বহু লোক কাটি [illegible]॥
[illegible] সঙ্গে ছিল তার চিন [illegible]।
[illegible] (অপবাদে ?) [illegible]

---

* শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৭৩—পৃষ্ঠা।

মিথ্যা সৰ্বপ জানি ইহলোক পাপ।
যে জনে করএ সেই দর্প (সর্প) পরশে প্রাণ ॥
এহিমত প্রকৃতি সেই পাপীর মরণ।
মিথ্যা কহি বধ লোক করাইল বন্ধন ॥
আইলোক সব দুষ্ট পড়িল অস্থানে।
পাপরাশি দর্পরাশি হৈল সাল মনে (?)
আমারে অপরাধ (?) দিল পাপ ছাড়ে।
না পাই বিচার পড়িলুং কারাগারে ॥
বহুল জন্মা দুঃখ পাইলুং কর্কশ।
গর্ভবাস প্রাএ ছিলুং পঞ্চাশ দিবস ॥
আউ ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
শিব ভিক্ষা জীব রৈক্ষ্য ক্লেশে দিন জাএ ॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎছর।
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর ॥
ছৈদ সুধা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অতিব সর্বরূপ মহা গুণবন্ত ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসে প্রধান।
সুপণ্ডিত বিদএ ধরে সর্ব্বস্ত্রে সুজান ॥
সহস্রে সহস্রে সব অশ্ব অস্ত্রধারি।
সৈন্যকার্য্যে (?) নৃপ তারে কৈল অধিকারী ॥

* * *

ছৈদ বংশেত জন্ম মহা সাধু সদাচার।
সর্ব্বজনে পরমার্থ বেবহার ॥
বেদগুরু ভক্তিপথে ভক্তিএ রচিত।
সাধে মনে আসিয়া কবির সেবা নিত ॥
গুণবন্ত আপনে সুজনে গুণিগণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রস মর্ম্ম কাব্যেত নিপুণ ॥
আসি বৃদ্ধ কবিরে অতি বহুতর।
জানিম এখন তুমি করেছ আদর ॥
রাজন পরিস্থানেও সোলেমান অনুগত।
শ্রেষ্ঠজন মাঝে মন তোমার মোর সর্ব ॥
এক দিন আমারে আপনা আলএ।
বহু জপ করিআ কহিল মহাশএ ॥
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুক্ত মাগন।
রাখিল তোমার দিয়া মোর বচন।

খণ্ডকাব্য রহিল পুস্তক মনুহর।
সমাপ্ত হইলে মন অতি মধুরে ॥
আমার গৌরব রাখ তাহার বচন।
সন্তোষীয়া তোম কথ পাঠকের মন ॥
ভাবিআ উত্তর দিলুং পুন সদএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম্ম উচিত না হএ ॥
রচিলুং বহুল গ্রন্থ নানা আলবাল।
রহিতে ঈশ্বর ভাবে জোক এহিকাল ॥
বিসেস অস্থানে পরি চিন্তা জোক মন।
আসাথেক (?) ভিক্ষামাত্র জাহার জীবন ॥
হেন কালে কষ্ট কর্ম্ম আদেস করহ।
বিকলতা আমার মনেত ন ভাবহ ॥
তবে আমা পরিআ কহিল গুণমণি।
অন্ত জন নহে তুমি আলাওল গুণী ॥
জাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ।
তাহার মৌনতা জোক না হএ বিসেস ॥

* * *

তুমি না রচিলে খণ্ড কাব্য রহে পোঁথা।
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে এথা ॥
তিন মত কাব্য খণ্ড সাঙ্গ করিতে উচিত।
প্রথমে বহুল মাত্র মাগন বিদিত ॥
মাঝাএ কুমার রাজ রহিল বখানে।
পড়িতে পুস্তক সুখ উপর্জএ মনে ॥
ত্রিভিএ আমার প্রেম রাখিতে জুআএ।
এরাইতে নারিব রচিবা সর্ব্বথাএ ॥
মহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রবেশিলুং গ্রন্থ কর্ম্মে কর তারে স্মরি ॥

* * *

বিশেষ অজ্ঞান ভাবে জাএ নিশিদিন।
বৃদ্ধ হইল অধমে হইল বল খিন ॥

গ্রন্থ প্রায় অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর প্রথম আদেষ্টা মাগন ঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি গভীর দুঃখে লেখনী-ত্যাগ করেন। [illegible] বৎসর পরে [illegible] নামক সোলেমানের এক [illegible]

শয়ে [illegible] আমাদেরে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া দেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে * এই সকল বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের কবিত্বাদি সম্বন্ধে পরে আলোচনার বাসনা রহিল। গোটা গ্রন্থের প্রথম ভূমিকাটি তুলিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকায় এখানে তাহা করিলাম না।

শেষ :—

> চারিজন আরোহিল যুগল বিমানে।
> যুক্ত যুক্ত পরি সব বহিল যোগানে॥
> বয়ের বালির সব পহরি রহিল॥
> চারিজন সুখে অন্তঃপুরে প্রবেশিল॥
> নানাবিধ বিলাসে বঞ্চিলা তিন রাত্রি।
> পুনি ইরাযেতে গেলা অলক্ষিত গতি॥
> থেপে ইরাবেত সরন্দিপে থেপে।
> হাসি খুসি কৌতুকে আছিলা কথ দিনে॥

ভণিতা :—

> (১) রসবাণী সকওজ, শুনি মধু হাসি মুখ,
> প্রকাশি চাকিল পুনর্ব্বার।
> মাগন রসিক নিধি, তান লৈয়া শুভ বিধি,
> আলাওলে রচিল পয়ার॥
> (২) অবে অল্প দিন হয়, দেবেরে না কৈলুং ভয়,
> সব হস্তে তোমার বাখানে।
> ছৈদ মুছা রসসিন্ধু, গুণিগণ গুণবন্ধু,
> কবি হীন আলাওলে ভাণে॥

"ইতি সহর মুলুক পুস্তক সমাপ্ত লেখিতং শ্রীছিন তোফর আলি পীং মাং সফি তাং পদরে মন গাজী পং হাবিল সহর মৌং পতেঙ্গ আমলে মেস্তর পিছিল সাহেব। পত্র সংখ্যা ১৩৭। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট পত্র দুই পিঠে লেখা। ইহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট আছে।

১৮০। কাশীদাসী মহাভারত—আদি পর্ব্ব।

চট্টগ্রামে এই মহাভারত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রতি তত মনোযোগ দিই নাই। ছাপা গ্রন্থের সহিত শীর্ষোক্ত পর্ব্বের তুলনা করিয়া দেখিলাম; বিস্তর বৈষম্য আছে। নিম্নোদ্ধৃত আরম্ভ ভাগটি ছাপা গ্রন্থে মোটেই পাওয়া গেল না। অপরাপর স্থানেও ঐরূপ পার্থক্য থাকা খুব সম্ভব।

আরম্ভ:—

> নম গণেসায়। নম সরস্বতী দেবি।
> নম ভাগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
> বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
> বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির প্রধান।
> সুত যুক পরাশর জাহার তিলক॥
> বেদ শাস্ত্রে পরিণত বুদ্ধ বুদ্ধি স্থির।
> সোন্দর বদন আভা নির্ম্মল সরির॥
> প্রগাও সরির পরিধান বাঘ্রচির।
> নয়ান কমল দিপ্ত যুগল মিহির॥
> বদন পুর্ণিমা শশি দেখিতে সোন্দর।
> পদযুগে লতামাল গুঞ্জরে ভ্রমর॥
> ভাগবত ভারথ আদি অনেক পুরাণ।
> জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ॥
> দিলায়ে বিবির বেদ কৈল চারি খান।
> সাম যজু ঋক আর অথর্ব্ব বিধান॥
> কৈবর্ত্ত জননি জার পিতা মৈত্রে জন্ম।
> বাল্যকাল হৈতে জার [illegible] পূর্ণ॥
> [illegible] করিয়া [illegible]।
> পরম আনন্দে কাশিরাম [illegible]॥

[illegible] সংখ্যা [illegible]

---

* [illegible]—[illegible] বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা, [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যাই। সুতরাং লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। তবে লেখার তারিখ ১১৭৯ যদি কি তার দুই এক বৎসর পুর্ব্বে বা পরে হইবে।

১৮১। ঐষিক পর্ব্ব।

মিলাইয়া দেখিলাম, ছাপা গ্রন্থের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই।

> শ্রীশ্রীদুর্গা। নম গণেশায় নমঃ।
> অথো ঐষিকপর্ব্ব লিখ্যতে।
> মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
> হেনমতে হইল সেই রজনি প্রভাত॥
> গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাণ্ডব কুমার।
> একত্রে বসীয়া সভে করেন বিচার॥

শেষ :—

> মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
> কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
> ভারতের পুর্ব্ব কথা ব্যাসের রচন।
> শ্রবণে নিস্পাপ ভব ভয় বিমচন॥

ভণিতা :—

> কাশিরাম দাস কহে পাচালির মত।
> এত দুরে ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত॥

"এই পুস্তক শ্রীদেবনারায়ণ দাশ পাল শাং আটপুর পরগনে জাহানাবাদ জেলা হুগলি থানা ধন্যাখালির কাছারিতে বসিয়া সাঙ্গ হইল। ইতি শন ১২২০ স্যাল তাং ২ আশ্বীন বৃহস্পত্তিবার বেলা এক প্রহরের মধ্যে সাঙ্গ হইল।"

পত্র সংখ্যা ৮; দুই পিঠে লেখা।

এই প্রবন্ধালোচিত পুঁথিগুলির বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীঅখিলচন্দ্র বড়ুয়া (বৈদ্য) সাং কধুরখীল পোঃ আঃ আনোয়ারা চট্টগ্রাম।

১৮২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

এই কাণ্ডখানি সম্পূর্ণ আছে। গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা। ছাপার সহিত পাঠ বৈষম্য বিস্তর থাকার সম্ভাবনা। পত্র সংখ্যা ১০০; উভয় পিঠে লেখা। তারিখাদি এই :—"যথা দিষ্টং ইত্যাদি। ক্ষেমন্ত পরম ঈশ্বর। য়এ গুণিগণ সব পড়িয়া চাহিয়া আক্ষার অশুদ্ধ হইলে দোস দেখা দিবা। ইতি সন ১১৭৯ মং তাং ২৭ শ্রাবণ রোজ রবিবার চাইর দণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণপেক্ষে ত্রোয়দসি তিথিরে সমাপ্ত হইয়াছে।"

১৮৩। কানাই-বন্ধন-খালাস।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে বা শেষে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকিলেও, ইহার নাম যে উক্ত "কানাই-বন্ধন-খালাস", তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। পুঁথির অবয়ব একটি মাত্র পাতা; মোটে ৩৪টি পয়ার-চরণ আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। প্রণেতার নাম নাই।

আরম্ভ :—

> রাত্রিতে আছিলেন হরি রত্ন সিঙ্গাসনে।
> কোকিলার কলরবে জাগিছে যেজনে॥
> নন্দে বোলে যশোদা তুমি ভাগ্যবান।
> তোমার উদরে জন্ম কৃষ্ণ বলরাম॥
> নন্দে বোলে যশোদা বাথানে জাই আমি।
> জাগিলে সে বংশিধারি ননী দিঅ তুমি॥

শেষ :—

> দেখিতে দেখিতে রাণি মনে হৈল ধন্দ।
> জাদবের উদরে দেখয় বেড় দুই ফন্দ॥

আজ্ঞা দিলা হরি বরণ থাকিল।
হস্ত বাড়াই দিলা রাণি বরণ থসাইল॥
বরণ থসাই রাণি তুলি লৈল কোলে।
লোকে লোকে চুম্বা দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥

"শাক। শ্রীনিত্যানন্দ সেন দাস পীছরে প্রাকুলচন্দ্র সেন দাসস্য সাকিন আনোআরা। ইতি সন ১২০১ মঘি।" এ পুঁথি আমার নিকট আছে।

অষ্টম ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকার' ৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও ইহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় পুঁথির মধ্যে পাঠপার্থক্য অবশ্যই আছে।

১৮৪। নীলার বারমাস।

চরণ সংখ্যা—১২২।

এ 'নীলা' কে, জানা যায় না। এই সন্দর্ভটি মুসলমানেরা 'বার মাসের' পুঁথিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। অবশ্য ছাটিয়া ছুটিয়া। একটু নমুনা দিতেছি:—

ফাল্গুন মাসেত নিলা নাগে ছাড়ে কোল।
নানান পক্ষী নাদ করে ভ্রমরার রোল॥
জাথি যুথি মালতী কস্তুরী গোলাপ।
বসন্তের দিনে সাধু না আসিব আর॥
একি আলাই একি বলাই এ কিরে উৎপাত।
আকাশের চন্দ্র দেখি বামনে বাড়াএ হাত।

শেষ:—

কি কয় রে বিন্দু মা বাপ কি কয় বসিআ।
কার থাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা॥
বার না বছরের নিলা তের বছর মহে।
না জানি আপন নীলা কারে স্বামী কহে॥
হাতে লইল লাঠিআ লাঠি কান্ধে আলক ঝাড়ি।
ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি॥
কতদূর আইলা রে বেটা কত তোমার ঘর।

কি নাম তোর বাপের কি নাম কি নাম সদাগর।
মুলুক আমার মুলুক বাপ মামা পাটনে ঘর।
মায়ের নাম কলাবতী বাপ সদাগর॥
সত্তির কন্যা বিহা কৈলাম মাণিক বিদ্যাধর।

*　　*　　*

বুঝিলাম বুঝিলাম নিলা তোর নিজ পতি।
আউলাইআ মাথার কেশ করহ মিনতি॥
তুমি আমার শিরের কামিল আমি তোমার দাস।
নিরঞ্জনে আমি দিল পুরাইল মনের আশ॥

ভণিতা প্রভৃতি:—

শুনহ সকল বাপু কহি সাবহিতে।
বার মাস লিখন আমি প্রথম চাকরিতে॥
প্রথম চাকরিতে আমি বার মাস লিখন।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিতে বোলন॥
সমাপ্ত করি বার মাস নিবেদন করি।
সন বার শ ছএ মঘি মাএ বরি (?)॥
চৈত্র মাসের চোব্বিস দিনে একবারে হইলো।
মৈজ্জাদের পরে মাত্র এক প্রহর ছিল॥
আমার নাম নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের সুত।
পড়িতে পারিলে বার মাস বুদ্ধিএ মজবুত॥
বার মাসের কথা জেই হইল সমর্পণ।
তার পরে সন তারিখ হইল নিরোপণ॥

ইহা রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। ইঁহার নিবাস আনোয়ারা। ইনি বড়ই সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন; অনেকগুলি পুঁথি নকল করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন শব্দ তালিকা:—সাউধ—সাধু; স্ত্রীলিঙ্গে—সাউধানী। তিতা—তিক্ত। ভইন—ভগ্নী। উচটাই—উৎটাই—পলায়ন করি। লএ—লগে—সঙ্গে। বৈলান—বলিন। ভোগালু—ক্ষুধিত। খেজম গাই—দুগ্ধবতী গাভী। ঝিমে—ঝুণায়। কাতেকুন—কোথা হইতে। 'কোন [illegible]' 'জুত'র' উৎপত্তি। [illegible]

কোডে = কোডে = কডে। 'ত্থন' বা 'থুন' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন; চট্টগ্রামে খুব প্রচলিত।

১৮৫। রামাষ্টক শ্লোক।

পদ্য সংখ্যা—২০।

একটি শ্লোক এই :—

কপি সঙ্গে সঙ্গে রাম লঙ্কাপুরি গমনং।
মুখ বাদ্য ঘোর শব্দ জেন মেঘের গর্জ্জনং॥
হস্তজোরে বানরগণে পদে করে স্তবনং।
তং নমামি রামচন্দ্র আদি ভুত কারণং॥

এইরূপ দশটী শ্লোক আছে। তবে 'অষ্টক' নাম কেন? কদর্য্য হস্তলিপি—বড় অশুদ্ধিপূর্ণ। ১২০০ মঘির লেখা। ভণিতা নাই।

১৮৬। যামিনী বাহাল।

এই পুঁথিখানি আজও পাইতে পারি নাই। আমার পরম সুহৃৎ পটীয়া—মহাজনপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় পুঁথিখানি সীতাকুণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'আলো'-সম্পাদক বন্ধুবর ৺বাবু নলিনীকান্ত সেন মহোদয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, নলিনী বাবু পুঁথিখানি নকল করাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার শোচনীয় অকাল তিরোধানের পর পুঁথিখানি কোথায় গেল, জানিতে পারি নাই।

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন :—"উহার কবির নাম করিমল্লা। কবি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক। কবির বংশধর পুঁথিখানি আপাইতে দিতে নারাজ। প্রকাণ্ড পুঁথি—১৫০ পাতা। কেহ কেহ বলেন, পুঁথিখানি খুব ভাল। কবিত্বে বহিখানি বড় উচ্চ না হইলেও সামাজিকতায় ইহার আসন বড় নিম্নে নহে। কারণ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান কবি "অহো ত্রিলোচন" প্রভৃতিরূপে নায়িকার মুখে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজ কিরূপ মিশ্রিত হইয়াছিল, ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত।" কবির জন্মস্থান সীতাকুণ্ড অঞ্চলে।

১৮৭। জমাবন্দীর বচন।

চরণ সংখ্যা—২৬।

আরম্ভ :—

সরস্বতীর পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
পঞ্চার প্রবন্ধে জমাবন্দি প্রবক্তার। (?)
সমুদাএ অঙ্ক তোম প্রথমেত স্থাপন।
তাহার অন্তেত খিলা করিব বর্জন॥

শেষ :—

চাকলা বেসি জমার তোলাএ অঙ্কের গমন।
বহু পণ গ্রহ গণ্ডা জোখ (যুগ্ম?)
কয়া কি তোলা পুরণ॥
ইজারা বেসি জমায় তোলাএ ধরি।
কি তোলাতে ✓০ নেত্র পণ দর সঙ্খ্যা
(সংখ্যা?) করি॥

ভণিতা :—

অবশিষ্ট জমিদারি জমা সমোসর।
শ্রীজয় নারায়ণ দাসের উত্তর॥

১১৯৭ মঘির লেখা। পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি সন্দর্ভের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে।

১৮৮। গুরু দক্ষিণা।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইহার একখানি ভাল পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইয়াছে। আপাদলোহিত

পুঁথির সহিত অন্যকার পুঁথির এত অসামঞ্জস্য আছে যে, ইহাকে একখানি ভিন্ন পুঁথি বলিলেও চলে।

এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটি হারাইয়া যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রারম্ভভাগে পার্থক্য কতদূর, নির্ণয় করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে একবার ইহার উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় পুঁথির এই অংশটি তুলনা করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

> গিরি গোবর্দ্ধন তুমি ধরি বাম অঙ্গুলে।
> সুরপতি লাজ পাইল সেই কালে॥
> কেসি আদি বীর করি পক্ষ ধরে ধরি।
> কুবলয় দুই হস্তি-দন্ত উপাড়ি॥
> অবেস্ত ধরিলা হরি দুষ্ট কংসাসুর।
> পড়িল অসুর কংস সভা গেল দুর॥
> তোমা ঠাকুরার মহিমা কে বলিতে পারে।
> বক্ষ বক্ষ করে সবে দৈবকির তরে॥
> হেন পুত্র মায়েতে ধরিল উদরে।
> গীরদের কূলে তপ কৈল অনাহারে॥
> কেকারণে মোর ঘরে জন্মিলা নারায়ণে।
> তোমা সভাকার মম শাস্ত্র কেবা জানে॥

ভণিতা :—

> হরি হরি বল সবে অন্তর বন্দিলা হইল সার।
> সঙ্কর আচার্য্য ইহা রচিলা বিনাড়॥

"এই পুস্তক শ্রীপুটীরাম দাস। সন ১২১৬ সাল তাং ৭ কার্ত্তিক।" এই পুঁথির মধ্যে স্থানে স্থানে ভণিতা আরও দেখা যায়। পূর্ব্বালোচিত পুঁথিতে তত ভণিতা নাই। 'শিশুবোধকে'ও একটি 'গুরুদক্ষিণা' আছে। তাহার রচয়িতা অযোধ্যারাম। অপর সময়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই পুঁথির পত্র সংখ্যা ৩৩। এক পিঠে লেখা। দুর্বল বন্ধন। এই পুঁথি আমার নিকটে আছে।

১৮৯। উদ্ধব-সংবাদ।

রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

> কাতর কাতর হইআ রাধিকা যুবতী।
> কহ উধব কোথাএ গেল মোর প্রাণপতি॥

শেষ :—

> ক্ষোনিজা কর্ত্তের গর্ভ ত্রিপুর কুমারী।
> ক্ষেত্তিতলে আরাধিআ পাইলা শ্রীহরি॥
> ক্ষয়দান বাণে নিতা দহে মোর প্রাণি।
> ক্ষুদাএ না খাই অন্ন ভিকাএ না খাই পানি॥
> ক্ষেমা কর কথ দিন কহেন উধব।
> খণ্ডিব মনের দুর্খ আসিব মাধব॥

ভণিতা :—

> রাধাকৃষ্ণ পদ যুগে ভাবি এক মনে।
> শ্রীরাম শরণে কহে রাঘব চরণে॥

"শাঙ্গ। ইতি সন ১১৯৭ মধি তারিখ ১০ দশ দিন আশার। শ্রীজাত্রামনি দাসস্ত পীং পার্ব্বতিচরণ চৌং।" পদ সংখ্যা প্রায়—৭০।

১৯০। উষা-হরণ।

একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ও শেষ এক পৃষ্ঠার অভাব বলিয়া মুদ্রণকাল অপরিজ্ঞাত। পুরাতন তুলোট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা। অক্ষরগুলি হস্তাক্ষর হইতে একটু সুন্দর মাত্র। কু, তু, ন্দ, ত্র, ক্ত প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণগুলি যথাক্রমে ক, ত, ন্দ, ত্র, ক্ত রূপে গঠিত। 'ঢ়' বর্ণের নিম্নে বিন্দুর অভাব। 'মুকুন্দাৎ,' 'ভূজ,' 'গৃহ,' প্রভৃতি শব্দ 'মুকুন্দাৎ,' 'ভুজ,' 'গ্রহ' রূপে ছাপান। 'যুগল' স্থলে 'জুগল' লিখিত। 'আমার' স্থলে 'আমার' [illegible]

হস্তলিপির অবিশুদ্ধ রীতি অনুসৃত। অনা-য়াসে,' 'বয়েস,' 'ভয়ে,' 'আসি,' 'কি আর,' ইত্যাদি 'অনাআসে,' 'ভএ,' 'আসি', 'কিআর' রূপে মুদ্রিত। ইহা ত বাঙ্গালার হস্তলিপিরই নিয়ম।

আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। অসমা-পিকা ক্রিয়াগুলি 'য' ফলা ও 'আকার' দিয়া লিখিত, যেমন গুয়্যা হইয়া ইত্যাদি। স্থূলভাবে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিলাম।

মেয়্যা, মেয়্যো = মেয়ে
মর্য্যে = মরিয়া।
কিবল = কেবল।
ত্রেষকার = তিরস্কার।
পক্ষ্যা = পক্ষী।
ইত্যো = হৈতে।
নূতুন = নূতন।
বাড়ু = বাড়ে।
লাম্বিল = নামিল।

করিত, যাইত ইত্যাদি স্থলে করিতো যাইতো ইত্যাদি। উচিত ইত্যাদি স্থলে উচিৎ উচিৎ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তথাপি গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পাওয়া যাইতেছে। শেষ পত্রের কয়েক চরণ মাত্র না থাকা সম্ভব। আরম্ভ ভাগের মঙ্গলাচরণটি দীর্ঘায়ত ছিল, বোধ হয়। এত পৃষ্ঠার অভাব সত্ত্বেও বীণাপাণি-বন্দনার অল্পাংশ ও সর্ব্বদেব-বন্দনার সমস্ত বিদ্যমান আছে।

আরম্ভ :—

"অথ গ্রন্থারম্ভঃ।
উষাহরণ পুস্তক লিখ্যতে।
বৈদিক কানন দিতি পুণ্যতম স্থান অতি
কথার অন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়।
কলির অনধিকার বৈসে মুনি হুষ্ট যাহার
গৌরিকাদি শ্রীহুত গোস্বামী।
ঋষিগণ ভক্তিযুক্তে জিজ্ঞাসা করিল মুখে
কহ প্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি কৃপানিধি পাপক্ষয়ে কহ যদি
শুনি কৃষ্ণ লীলার কথন।
যোগীন্দ্র মনিন্দ্র যায় যোগে ধ্যানে নাহি পায়
সেই ব্রহ্ম মানব মুরতি।
হইয়া করিলা লীলা বেদব্যাস চিন্তারিলা
সে লীলা শ্রবণে সদাগতি।

শেষঃ—

সুখী হৈলা * * * শ্রীমধুসূদন।
হইল সমাপ্ত গ্রন্থ উষার হরণ।
* পুরাণের অন্তঃপাতি কথা লয়্যা।
রচিনু পুস্তক * * চরণ ভাবিয়া।
রসপুর সুমধুর সার তত্ত্বময়।
* ত্রিবিধ লোকের ত্রাণ লাভ হয়।
শ্রবণ পঠনে * ব্যাধি বিনাশন।
পরকালে হয় লাভ গোবিন্দ চরণ।
* * *
* * *
অহিক সম্পদ সুখ বাড়ে দিনে দিনে।
বংশ বৃদ্ধি হয় এই পুস্তক শ্রবণে।
নষ্ট পুষ্পা সপুষ্পা অপুত্রাবতী।
বাণ যুদ্ধ শ্রবণেতে হয় সিত্রাগতি।
ভাষা কিম্বা পুরাণ উভয় সমতুল।
শ্রবণ * * হয় কৃষ্ণ অনুকূল।
শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ করি * ।

কবির পরিচয় ইত্যাদি :—

গুরু পদ ভাবি মনে. পিতাম্বর সেন ভনে,
শিবাদহ যাহার নিবাস।
শুনহ রসিক জন, উষাবতীর হরণ,
অসংখ্য মুদ্রিত হয় নাশ।
(৫০ পৃঃ।)

ইনি গুরুর আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন, বলিয়া লিখিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত ভৌগোলিক অংশটি কিছু প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলিয়া দিলাম। অনিরুদ্ধের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে :—

নগর সহর পল্লী ত্রিগর্ত্ত বিরাট।
কাশী কাঞ্চি অবন্তিক পঞ্চাল বিরাট॥
আলিঙ্গ কলিঙ্গ মত্র মগধ তৈলঙ্গ।
গৌড় উৎকল মল্ল মিথিলা তুলিঙ্গ॥
অযোধ্যা মথুরা দিল্লী নগর গুজরাট।
কাঙ্কুব্জ মাড়োয়ার আর হিঙ্গুলাট॥
ত্রিরোট দ্রাবিড় গণে প্রয়াগ নেপাল।
গয়া ভূমি গণি * * তুলিলা * * পাল॥

পত্র সংখ্যা ১৫৪। গ্রন্থের স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। প্রাচীন হস্তলিপির মতন বানান ভুল সর্ব্বত্র। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, তোটক, ভঙ্গত্রিপদী এবং ললিতচ্ছন্দে সমগ্র গ্রন্থ লেখা। মধ্যে মধ্যে কবিত্ব সুন্দর।

পুঁথিখানি বোধ হয় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধিকারীর অনুমতি পাইলে ইহা ও পশ্চাৎ সমালোচ্য 'চন্দ্রকান্ত' নামক পুঁথি 'পরিষদে' উপহার দিব।

১৯১। দেশীয় কালির আর্য্যা-বহি।

এই গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতে দেশীয় প্রায় সমুদয় আবশ্যক কালির আর্য্যা ও তদনুযায়ী কালির সমাধান আছে। একাধিক ভণিতা আছে, যথা :—

(১) গণ্ডা গণ্ডা গুণে বের্থ।
কহে শুভঙ্করে কালি তত্ত্ব।

(২) রস পণ বিধি কাহন ক্রমে কালি মিলে।
দৈবজ্ঞ শ্রীরাম তত্ত্ব রচিলা যে বোলে॥

(৩) দীন দয়াল ভাসে যোজে কাঠা যে কহিবা।
তবে এক কালি জমীন নজরে পাইবা॥

১১৯৪ মঘির লেখা। পত্র সংখ্যা ১১৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই দীন দয়ালের ভণিতাযুক্ত "চিঠার বচন"ও একখানি পাওয়া গিয়াছে। কিরূপে 'চিঠা' লিখিতব্য, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেঁয়ালী :—

"চন্দ্রশিরে অর্কনীরে করে নিবারণ॥
বন পত্র শুষি শুষি তাহার ভক্ষণ॥
দীন হাবিরাত কহে হেঁয়ালির ছন্দ।
মূর্খ কি বুঝিব বল পণ্ডিতো হএ ধন্দ॥

১৯২। জ্যোতিষের বচন।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—"নম গনেসায়। অথ পঞ্জিকা-পুরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি। শুক্লা তিথি। ২৭ নক্ষত্র। করণ। নন্দা আদি। অমৃত যোগ। মৃত্যু যোগ, ত্র্যস্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র। মধ্যম ও অধম নক্ষত্র। বার বেলা, কাল বেলা। মাস দগ্ধা। দিগ্‌দগ্ধা। দিগশূল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনী চক্র" ইত্যাদি।

শেষ :—

দিকদাহে একদিন অকাল জানিবে।
চন্দ্র সূর্য্য সাত দিন গ্রহণে সাত দিন হবে॥
ভূমিকম্প উলকাপাত তিন দিন দোষ।
ধূম্রকেতু উদএতে পঞ্চ দিবস॥
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশ দিন দুষ্ট মুনিগণে কহে॥

"ইতি জ্যোতিষের বচন সমাপ্ত। সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৪৮, দুই পৃষ্ঠে লেখা। উল্লিখিত 'যোগিনী'র চক্র ইত্যাদি অবিকল "পঞ্জিকা" কাহারও দেখা যায়।

১৯৩। চন্দ্রকান্ত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত। আদ্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মুদ্রণকাল জানা যায় না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ও শেষ কয় পৃষ্ঠা নাই। জীর্ণ অবস্থা। বটতলায় এখনও পাওয়া যায় কি?

গ্রন্থে বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন এবং নানা অবান্তর ও আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত শান্তিপুরবাসী সদাগর রতন দত্তের কন্যা তিলোত্তমার পাণিপীড়ন করেন। স্থানে স্থানে রচনা বেশ সুন্দর ও মধুর।

চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন পথটি এই :—

কর্ণধার সাজাইল ডিঙ্গা সাত খান।
মাস্তুর উপরে তুলে দিলেক নিসান॥
* * *
দামামা জয় ঢাক বাজে আর বাজে সিঙ্গা।
বদোর বদোর বলি খুলিলেক ডিঙ্গা॥
তিন দিন বাহিয়া আইল কত দূরে।
উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে॥
* * *
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে।
বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে॥
শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়।
এখানে রাখিতে তরি উপযুক্ত নয়॥
ডাহিনেতে গুপ্তীপাড়া সম্মুখে সোমড়া।
ঐ ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া॥
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়।
ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয়॥
ডাইন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল।
নিমাই তীর্থের ঘাটে সেদিন রহিল॥
প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ।
বাম ভাগে রহিল শ্রীপাট [illegible]॥

গঙ্গা দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে।
সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে॥
মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়।
সেই দিন রাতারাতি হত্যাগড় যায়॥
* * *
বাহ বাহ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর।
মহাতীর্থ স্থান পাইল গঙ্গাসাগর॥
এইরূপে কত দূর বাহিয়া চলিল।
হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল॥
শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হৃদয়।
চিন্তিত হইল বড় সাধুর তনয়॥
চন্দ্রকান্তে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার।
হরি বোল বলিয়া চলিল কর্ণধার॥
জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।

ভণিতা :—

(১) বিরচিত গৌরীকান্ত বন্দিয়ে অভয়া।
মম সুত কাশীনাথে দেহ পদছায়া॥

(২) বীরভূমে বাস, বাণিজ্যের আশ,
আসিয়াছি মহাশয়।
সব বিবরণ, শুনিবে রাজন,
বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়॥

(৩) পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়॥
কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়।

সমস্ত পুঁথি পয়ার, ত্রিপদী, বড় ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ও তোটক ছন্দে লিখিত।

শেষ পত্রের সংখ্যা ১৮২। ইহার পর পুঁথি বড় বেশী বাকি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা।

১৯৪। জায়জাতের বচন।

পত্র সংখ্যা—১৮।

আরম্ভ :—

তেরি জাএজাত হুয়, তবহ যাত্রা পূর্ণ,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ :—

অশ্বে ইন্দ্রায় বসি, ... মেষে পথ তোলা একসি,
অশ্বিনে অশ্বের যাপন।
অমার তোলা অশ্বিনারি, দক্ষিণে একুশ করি,
পূর্ণ হইল আএজাবে বুহন॥

ভণিতা :—

জয় নারায়ণ দাস, মধুর কবিতা ভাস,
মুখপদ্মে যেন মধু শুনি।
আএজার সঙ্গীত কথা, বলি সরস্বতী মাতা,
রচিলেক মধুরস বাণী॥

১১৯৭ মঘির লেখা।

১৯৫। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। তখন আমরা একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া ঐ সমালোচনাটি লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইহার আরম্ভে এক দীর্ঘ দেব-বন্দনা আছে; কৃত্তিবাসের ও চৈতন্যদেবের অর্চ্চনাও আছে। তাহাতে কবিকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ইহার প্রারম্ভ কিরূপ, দেখান গিয়াছে। বাঙ্গালা দুইখানি হস্তলিপি কখনও একরূপ হইবার নহে। এই স্থলেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না। উভয় পুঁথির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। এখানে শেষাংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

জল মৈধ্যে হস্ত দিয়া কমললোচন।
সূর্য্যবংশে উদ্ধার করিলা ভগবান॥
বিহরা (?) আছিল যত সব দৈয়াকার।
... করিল উদ্ধার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল শীঘ্রগতি।
ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ি ইন্দ্রের সহতি॥
চারি ভাই এক মূর্ত্তি হইল নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল স্তবন॥
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
বসিলেক দেবগণ আপনার আসন॥
সরযুতে পরিলেক জথ পরবাসি।
বৈকুণ্ঠেতে খুলনা (?) নাহি পুণ্য রাশি রাশি॥
যেই জনে পড়ে শুনে স্বর্গ আরোহণ।
বৈকুণ্ঠেতে চলিয়া যায় তরিয়া শমন॥

ভণিতায় ভবানীদাসের নাম আছে। পূর্ব্বে আমরা ইহাকে "লক্ষণ দিগ্বিজয়" প্রণেতার সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছি। সেইরূপ অনুমানের কোন কারণ এখন দেখিতেছি না; দিগ্বিজয় প্রণেতার নাম ভবানীনাথ; তিনি ব্রাহ্মণ ও 'জয়চন্দ্র' নামক কোন রাজার আদেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কোথাও "ভবানীনাথ" নামে ভণিতা ও জয়চন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত নাই। এই কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পত্র সংখ্যা ১৯; পুরাতন কাগজে জটিল ধরণে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ইহার তারিখাদি স্থলে লেখা আছে;—'পুস্তক সমাপত্যাঃ লিখিতং যথা দেখিতং তথা লিখিল। এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রাচাং শ্রীং কেরস্ত বক্সী সাকং ... রুবরা।" তারিখ না থাকিলেও খুব প্রাচীন বোধ হয়। এই পুঁথির আরও দুইখানি পাণ্ডুলিপি আনোয়ারা—কচুয়াবাসী শ্রীমান অখিলচন্দ্র বৈদ্যের নিকট আছে। তন্মধ্যে একখানির শেষ ও তারিখ নাই, অপর পুঁথির শেষে এইরূপ তারিখাদি ... আপি ... ইত্যাদি ...

পড়িয়া চাহিবা অশুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষেমা দিবা॥

"ইতি ১১০৭ সন তারিখ * * পহর বেল সমাপ্ত। সাকিমে ফরুবরা শ্রীকাপঙ্ক বরুয়া সুকুমার শ্রীছানাবছু পুস্তক লিখিল।" ইহার পত্র সংখ্যা ১৭, এক পৃষ্ঠে লিখিত। এই পুঁথি আমার নিকট আছে। অধিকারীর অনুমতি লইয়া পরিষদে উপহার দিব।

১৯৬। যুদ্ধ কথা।

এ ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অবলম্বন কি, বুঝিলাম না। ১১৯৪ মঘির লেখা; অবয়ব এক পৃষ্ঠা মাত্র। চরণ সংখ্যা ৫২।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্মে করি নমস্কার।
পয়ার প্রবন্ধে যুদ্ধ কথার সঞ্চার॥
একদিন সেই রাজা স্ত্রীগণ সঙ্গে।
স্নান করিতে গেল মনের তরঙ্গে॥
রাজকন্যা দেখি তবে হরষিত হৈয়া।
কুতুহলে নিকটেতে মিলিল আসিয়া॥
কুলে রাখি রাজকন্যা বস্ত্র আভরণ।
নির্লজ্জা হইয়া তবে করিল গমন॥
তাহা দেখি দুই নিশাচর ধাই আইল।
হরিয়া যে নারীগণ কত দূরে নিল॥

শেষ :—

রাজ সৈন্যগণ অশ্ব সংহারিয়া পারে।
বাতাসে যুরাই যেন তালফল ঝারে॥
আনন্দ সাগরে যেন হিলোল উঠিল।
সেই মতে যুদ্ধ করি যুদ্ধ যে কাটিল॥
স্বয়ং বিরচিত শ্রীযুক্ত দিনদয়াল দাসস্য।"

১৯৭। মন্ত্রাদির পুঁথি।

ইহার কোন নাম নাই। ইহাতে কুজ্ঞান ও সুজ্ঞানের মন্ত্র, সর্পাদি দংশনের ঝাড়া ও ঔষধ এবং অপরাপর কতকগুলি রোগের ঔষধ ও ঝাড়ন মন্ত্রাদি লিখিত আছে। ভাষা বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী ঔষধ তালিকা দিয়া দৃষ্টান্ত দিব।

আরম্ভ :—"শ্রীদুর্গা সহায়। গণেশায় নমঃ। মহাদেব নম। রাজমোহানি মন্ত্র অমৃতপরা। * * * * * সাপের মন্ত্র। * * * * * শিতালার মন্ত্র।" * * * * ইত্যাদি।"

সাপের ঔষধ :—"তিন বৎসিআ (?) মরিছ গাছের শিকড়।"

গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই।
ছোট জাতি আইশ্বর মূল খাবাইলে বিষ জায়ে।
সোনালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা।

কুকুর দংশনের ঔষধ :—"রাঙ্গা জাতিয়া বিষকাটালীর আগা ও সমুদ্রের ফেনা বাটি খাওয়াইবেন।"

বাতের ঔষধ :—"আমলী সুখাই খাইবো আরাম পাইবো।"

কোড়ার ঔষধ:—"কেমুর চিক্কলং বিচি বাটি দিবো রক্ত চন্দন গোল মরিচ বাটি ডাট করি দিবো শ্বেত চন্দন বাটি দিবো কালা সোণা বাটি দিবো আফিম কেমুর পুটকী বাইঅনর ফুল বাটি দিবো ফিস (?) কোরা মারে॥"

হস্তলিপির শেষ না থাকায় তারিখাদি নাই। দ্বিতীয় ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পাওয়া গিয়াছে। জীর্ণ অবস্থা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। অবসর মতে ইহা পরিষদে উপহার দিব।

১৯৮। কেকায়তোল মোছল্লিন্।

বঙ্গভাষায় এই মুসলমানী গ্রন্থের ইসলাম

হিতবুধা" মাত্র দেওয়া যাইতে পারে। মনু-সংহিতাদির মত এই খানিও সংহিতা বিশেষ। তবে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। মুসলমান সমাজে এইরূপ গ্রন্থের সমাদর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

পুঁথি খানি খণ্ডিত। ৬—১১৪ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আকার বৃহৎ। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। 'কেকায়তোল্ মোছলেমিন্' নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ।

শেষ:—

আরবিত সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে বাঙ্গালায় রচিলুঁ পদবন্ধ।
মোছলমানি শাস্ত্র বাঙ্গালা করিলু।
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চএ জানিলু।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিআ মুমীন দোওয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্ব্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবেশ্য প্রভুর আল্লা পাপ খেমিবেক।
এসব সে জানিআ যদি করএ বৈক্ষণ।
তবে মোহোর পাপ হইব মোচন।

ভণিতা:—

মৌলুবি রহমতোল্লা সর্ব্বগুণধাম।
চতুর্দ্দিশ এলম অবধান অনুপাম।
তাহান আদেশে সেখ পরাণ নন্দন।
হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন।

এই গ্রন্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, কিন্তু এই হস্তলিপিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ইতি কীকাইতোল মোছল্লিন্ কীতাব" সমাপ্ত জথা দিষ্ট তথা লিখীআছি সব। ইতি পুস্তক সমাপ্ত রোজ রবিবার বেলা ১০ দন্ড প্রহরি দিন চরনে সমাপ্তর। লিখীতং শ্রী মজব (সেখ) আমানির নন্দ (নন্দন) শ্রীমহাম্মদ নকি মরজী জীলাএ চাটিগ্রাম নাং ... সাং ফতেপুর মৌং পচিম পাটি ইতি সন ১১৮১ মগি তারিখ ২৫ মাহে শ্রাবন রোজ আদিতেবার। অধিকারী শ্রীমাহম্মদ অছিয়র রহমান মাতবর সাং দেওতালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।" ইহার নিকট আলোচিত লালমতী সয়ফল মুলুকের (১১৬৯ মঘির লেখা, ৬—৮০ পাতা বিশিষ্ট, মাঝে মাঝে অনেক নষ্ট) একখানি অতি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিও আছে। সেইখানি পরিষদে দেওয়া যাইতে পারে।

১৯৯। সুলোচনা হরণ।

এই পুঁথির নাম কি, প্রতিপাদ্য কি এবং রচয়িতা কে, কিছুই জানিতে পারি নাই। সপ্তম, দশম এবং ষোড়শ,—এই তিনটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখা অনেক দিনের বোধ হয়। সম্ভবতঃ পুঁথি তত বড় হইবে না।

সুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজ-কুমারী। মাধবকুমার ও বিদ্যাধর নামে দুই রাজপুত্র সুলোচনার পাণিগ্রহণাভিলাষী। পদ্মিনী নাম্নী মালিনী দৌত্যাদি কার্য্যে নিযুক্তা। মাধবকুমার সুলোচনাকে হরণ করিয়া লওয়ায় বিদ্যাধর মনঃক্ষোভে জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত। প্রাপ্ত পত্র-গুলি হইতে এতদধিক বিদিত হওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, প্রচেটা নামক কোন দুর্ম্মতি ও সুলোচনার পাণিপ্রার্থী ছিল। সম্ভবতঃ, স্বয়ম্বর সভা হইতে তৎকর্তৃক হৃত হইয়াই সুলোচনা এই বিলাপ করিতেছেন:—

লাচারী।

কাহে কৈলা ...
... ...
... ...

হায়া বিধি নিদারুণ, কেনে হইলা নিকরুণ
কি লেখীল আমার কপালে।
নারী যে হবলা জাতি, কি হইব আমার গতি,
রক্ষা নাহি এ ঘোর সংকটে।
জন্ম মোর শশীকুলে, মাত্রি মোর কুলে শীলে,
পিত্রি সম নাহি নৃপবর।
পূর্ব্ব জন্মে তপ করি, আরাধিলুম হর গৌরি,
মাধব হইতে মোর বর।

* * *

শুনিয়া সখির স্থানে, মোর গুণ ভাবি মনে,
সিন্ধু তরি আইল মোর পুরি।
পক্ষিনী মালিনী সনে, পত্র লিখি মোর স্থানে,
সম্বাদিয়া জানাইল আমারে।
পত্র পঠি সেই ক্ষণে, প্রতিজ্ঞা করিলুম মনে,
ধর্ম্ম হেন মানিলুম তখন।
এক রাজ সন্ততি, বিদ্যাধর নাম খ্যাতি,
আয়ঃ হেতু আইল পিত্রি পুরে।

* * *

তদন্তরে নৃপবরে. প্রবেশ করিআ মেরে,
আনিলেক বর বিদ্যমানে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরি, মাধবেরে মনেতে করি,
বামহস্ত তুলিলুম তখন।
আমার কর্ম্মের ভোগ, তাহে হইল অসংযোগ,
হরিয়া আনিল দুষ্টমতি।
পাপিষ্ট কপালে আনি, কি লেখিল বিধি পনি,
সেবক হইল মোর পতি।

গল্পের আভাস দিলাম। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় কি না, কেহ দেখিবেন কি? ঐ তিনটি পাতা আমার নিকট আছে।

২০০। বিদ্যাসুন্দর। (ভারতচন্দ্র)

এই পুঁথিখানি আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত ২—৪২ পাতা বর্ত্তমান। নারীগণের পতি-নিন্দা পর্য্যন্ত আছে। অতি জীর্ণ অবস্থা; দুই পৃষ্ঠে লেখা। নকলনবিশগণের নাম শ্রীরামতনু সেন ও সন্তোষরাম সেন। সম্ভবতঃ ১১৮২।৮৩ মঘির লেখা। আমার নিকট ইহার আর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। সেইখানি ভারতচন্দ্র ও নিধিরাম কবিরত্ন—এই উভয় কবির রচনায় গঠিত। বারশত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আছে।

২০১। রামসুন্দর দারোগার কবিতা।

এই কবিতাটি চট্টগ্রাম—সারোয়াতলী নিবাসী ৺ রামসুন্দর সেন দারোগা মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা লইয়া রচিত। দারোগাগিরি করিয়া ইঁহার মত ধনশালী আর কেহ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক সুন্দর অট্টালিকাশোভিত বাড়িটী আজও বর্ত্তমান। রেঙ্গুনের জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহোদয় ইঁহারই বংশধর।

২০২। রাহাতুল্ কুলুপ।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষা গ্রন্থ রচনা করিয়া আরব্য বা পারস্য ভাষায় গ্রন্থের নাম করণ করায় গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় জাতিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল গ্রন্থও ভাষাতত্ত্বের খাতিরে আলোচনার অযোগ্য নহে।

এই খানিও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ। বাঙ্গালায় ইহার "আত্ম-মুক্তি-সোপান" নাম হইতে পারে। ইহাতে কেয়ামতের কথা, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচর্চ্চা, সুরাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়

বিধি সকল আলোচিত হইয়াছে। অনেক ভাল কথা আছে। পারস্ত ভাষা হইতে অনূদিত।

আরম্ভ :—

আল্লাকে প্রণামি করম্ প্রভু নৈরাকার।
নিমেসে ত্রিজগ কৈলা সএআল সংসার॥
খাকি বাদি আবি ও আথসি অথ সন।
মোহাম্মদ নবীর প্রেমে কহিলা ত্রিভুন॥
তাহান করুণা গুণ মহিমা অপার।
লৈক্ষ মুখে বাখানিতে অন্ত নাহি তার॥
সহস্র পরণামি মোর নবীর চরণ।
কহিনু পাঞ্চালী কিছু কিতাপ বচন॥

মুসলমানদের মতে আব্, আতস্, খাক্ ও বাৎ এই চারিভূত (চিহ্ন)।

শেষ :—

দুনিআতে ধনরত্ন দিআছিলুম তোরে।
স্ত্রিপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে॥
কেন স্ত্রিরি পুত্র বন্ধু আজু গেলা কোথা।
ইমান থাকিলে আমান হইব সর্ব্বথা॥

ভণিতা :—

চৈদ মুরদিনে কহে ভাবি চাহ মন।
দুনিআ সম্পদ সুখ নিশির স্বপন॥

"তামাম সোত্ এই পুস্তক কারক সোত্। লিখিতং শ্রীমাং সফি পীং আমানি সাং ফতেপুর জৌলাহা চটিগ্রেরাম পং উরঙ্গাবাদ রোজ সনিবার বেলা দুই পহর হইতে এই পুস্তক পারকসোদ্। তারিখ ৬ ভাদ্র ইতি সন ১১৮১ মধি সউআল চান্দের আখেরিত্ আমাবৈস্যা মুকুরবার পরদিবত্ সনিবার।" পত্র সংখ্যা ১৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। অধিকারী নাম শ্রীমাহাম্মদ অজিজর রহমান মাত্‌বর সাং দেওভাজা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। তিনি পুঁথিগুলি পরিষদে দিতে স্বীকৃত আছেন।

২০৩। সামুদ্রিক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ খানি কোন মুদ্রিত গ্রন্থের নকল বলিয়া বোধ হয়। প্রারম্ভে প্রকাশকের এক খানি বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে। আবরণ পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সন তারিখ জানা যায় না। ৪০।৫০ বৎসরের হস্তলেখা। বিজ্ঞাপনের কতকাংশ এই :—

"এই সামুদ্রিক গ্রন্থে দৃষ্টী করিলে মানব জাতির দিগের করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন সকল [illegible] দ্বারা সুচিত ফল জানিতে পারা যায়। * * * * * এবং ঐ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিত আছে। কিন্তু সে পুস্তকের বাহুল্যরূপে প্রচার ভাবে ভুরি ভুরি লোকে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন। অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিআ গৌড়িয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করা গেল।"

লেখার তারিখ নাই। পত্র সংখ্যা—১৭, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের বঙ্গভাষায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ১৮৩১ ইংরেজীতে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত "অনুষ্ঠান পত্র" হইতে তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। "যেহেতুক ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস বিসয়ে এতদ্দেসিয় প্রজাসমূহের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের নিতান্ত অনুরাগ ও আকিঞ্চন হইয়াছে এবং যেহেতুক ঐ বিদ্যোপার্জ্জন অত্যন্ত ফলোদয় এবং নিঃসন্দেহরূপে বিশেষ প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব এখানকার শ্রীযুক্ত জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিতান্ত বাসনা ও [illegible] এতদ্দেসিয়

ব্যক্তিদিগের ইংরেজি বিদ্যোপদেশ জন্য এস্থানে এক স্কুল অর্থাত চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত এবং তাহা এতদ্দেসিয় সিষ্ট বিসিষ্ট মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছাধীন আপাতত্ আনুকুল্যতা ও অতঃপর মাসিক দানসৌণ্ডতা দ্বারায় সুসম্পন্ন হয় কিন্তু এতদ্বিধায় এক্ষণে অধিক প্রয়াস ও অন্যান্য প্রজাগ্রব আদৌ ইহার অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক যে এই উপস্থিত কল্পনা বিসয়ে মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছানুরূপ আনুকুল্যের দ্বারায় কি পর্য্যন্ত সাহায্যতা হইবার সম্ভাবনা ও তাহা নিশ্চয়রূপে সুজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাসিক দাতব্য মুদ্রা সঞ্চয়ের নির্দ্দিষ্টতা জানিতে পারিলে অনেক স্কুল মাষ্টার অর্থাত শিক্ষা গুরু ও পুস্তক এবং অন্যান্য প্রওজনিয় বিসয়োপার্জ্জনের সদুপায়ে প্রবর্ত্ত হওয়া জাইবেক এক্ষণে এই অনুষ্ঠান পত্র কেবল এস্থান নিবাসী ইওরোপিয় অর্থাৎ সাহেব লোক ও এদ্দেসিয় মহাশয়ের দিগের সুবিদিত এবং তাহাতে তাঁহার দিগের বাস্তবিক কি অভিপ্রায় ইহার নিশ্চিত অবগত জন্য উল্লেখিত হইল। ইতি তাং মাঘ ১২৪৩ বাং মোং ত্রিপুরা।" একখানি প্রাচীন প্রাপ্ত।

২০৪। স্যমন্তক মণি-হরণ।

এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—আদ্যন্ত কিছুই নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাতা মাত্র আছে। পুঁথিখানি তেমন বড় হইবে না। এই তিনটি পাতে জাম্ববানের সহিত মণি লইয়া কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ পত্রের শেষ এইরূপ :—

কন্যা রত্তন আছে মোর অনুপাম অতি।
[illegible] মোহনি কৈন্যা নামে জাম্বুবতি।
মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কৈন্যা দান।
তবে তুষ্ট হইবেন কৃষ্ণ বুঝি অনুমান।
ভালুকের বৈক্যে কৃষ্ণ করি আরোহণ।
এই মতে পৃথিবীতে করিল গমন।
দ্বারিকা নগরে তবে গেলা নারায়ন।
শঙ্খজন্তু নাদ শুনি সর্ব্বা (বন্ধু) গণ।

*　　*　　*

হেন মতে জাম্বুবতি লইআ শ্রীহরি।
পার্ব্বতি সহিতে আসিলা ত্রিপুরারি।
আসিল দৈবকী দেবী হরসিত মনে।
পুত্রবধূ লৈআ আইল আপনা ভুবনে।

মণি-হরণ বৃত্তান্তটি আমাদের বিশেষ জানা নাই। অনুমানে মাত্র পুঁথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিয়াছি। উদ্ধৃতাংশের শেষে ভণিতায় 'কৃষ্ণ বিজয়' নাম দেখা যাইতেছে; তাহাই গ্রন্থের নাম কিনা, কেমনে বলিব? সে ভণিতাটি এই :—

রচিল আদিত্যারাম কৃষ্ণের বিজএ।
জেই জনে শুনে তার শত্রু হএ ক্ষয়।

ঠিক ইহারই পরে নিম্নের চরণদ্বয় রহিয়াছে :—

হেন কৃষ্ণ গুণ জে শুনিলে না মরি।
গুণরাজ খানে ভান (ভণে?) গোবিন্দ শ্রীহরি।

মালাধর বসুর 'কৃষ্ণবিজয়' আছে, জানি, কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটির অর্থ কি, বুঝি না। একই স্থলে দুই জনের ভণিতা কেন? 'কৃষ্ণ বিজয়' নিকটে না থাকায় মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। 'কৃষ্ণবিজয়ে'ও কি মণিহরণ বৃত্তান্তটা আছে? অথবা কোন একটা ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না?

পুঁথি লিখিত হওয়ার তারিখাদি পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিলে বুঝা যায়, লেখা অনেক দিন পূর্ব্বের।

২০৫। নিত্যানন্দ বৈদ্যের কবিতা।

তারিখহীন একখণ্ড কাগজে এই কবিতাটি লিখিত। পদ সংখ্যা—১৫।

আরম্ভ :—

বন্দম মাতা ভগবতি করজোরে করম স্তুতি
কৃপা মোরে কর সরেসতি।
গোকুল বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞাতা মুখে সদাএ মিষ্ট কথা
জ্ঞান ভালা ধর্ম্ম অনুরতা।

* * *

গঙ্গা আদি তির্থ জথ সব কৈল ক্রমাগত
দেবগ্রাম করএ বসতি।
কবিরাজি পূর্ব্বাপর জানিছি সকলি নর
জাগ জোগেতে পুরেন্দর।
গৃহিণী বড় ভাগ্যবান দুইটি সন্তান তান
নিত্যানন্দ উমাচরণ নাম।

* * *

ভণিতা :—

দ্বিজ রামচন্দ্রে কহে নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ
আশীর্ব্বাদ কোরি রাত্রি দিনে।

২০৬। শশিচন্দ্রের পুঁথি।

এই পুঁথির আদ্যন্তে কয়েকটি পত্র নাই। তথাপি গল্পটা একরূপ বুঝা যায়। রয়াল ফরমের কাগজের দুই পিঠে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। ৩—৩৭ পাতা বর্ত্তমান। আকার নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণ অবস্থা। কাগজ অতি পুরাতন দেখায় বটে, কিন্তু অক্ষর দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আধুনিক হস্তাক্ষরের মত সরল লেখা। ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল। পড়িতে ভাল লাগে।

কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের দুই মহিষী—বিষমুখী ও তারা দেবী। তারা দেবীকেই রাজা বিশেষ আদর করিতেন। বিষমুখীর ইহা সহ্য না হওয়ায় একদিন তিনি রাজাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন :—

আমি তারা দুই জন তোমার রমণী।
তোমার অধীন কিবা জিজ্ঞাস আপনি।
যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে ত্যাগিবা তুমি সমুদ্র মাজার।

রাজার প্রশ্নোত্তরে তারা দেবী বলেন :—

ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাএ লোকে প্রভু দয়াময়এ।
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর।
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার।
কিন্তু লক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ।
বিষ্ণু বিনে আহার জোগাইতে কেহ নারে।
ব্রহ্মা বিনা সৃষ্টি কথা নাহিক সংসারে।

বিষমুখী রাজারই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শুনিয়া রাজা তারাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। এই সময়ে তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা। এই ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশিচন্দ্র।

দীর্ঘায়ত গল্প এখানে বলা চলে না। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন। শেষে কয়েকটী মাত্র পাতা নাই বলিয়াই বোধ হয়।

ভণিতা :—

হাহা পুত্র আহুমণি, মোকে করি অনাথিনী,
কার ঘরে হইলা ওদএ।
এই মতে শোকাকুলী, হাহা পুত্র বলি,
কান্দে দেবী রামজিদাসে ভণে।

আরও কিছু বক্তব্য আছে। কবি আলাওল সাহেব সপ্ত শতাব্দীর লোক। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, কবি দৌলত কাজীন

আরব্ধ 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের শেষাংশ আলাওলের রচনা। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই 'শশিচন্দ্রের' গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য নামধামে কিছু পার্থক্য আছে। আলাওল শশিচন্দ্রের নাম 'আনন্দ বর্ম্মা', তারার নাম 'রতনকলিকা', বিকর্ণ রাজার নাম 'উপেন্দ্র দেব' রাখিয়াছেন। এতদুভয়ের কথা পশ্চাদালোচ্য।

২০৭। শৃঙ্গার তিলকের অনুবাদ।

এই পাণ্ডুলিপিটি বোধ হয় কোন মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিলিপি। কারণ, আবরণ-পত্রে লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কবি কালিদাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত রচনা—দ্ব্যর্থ কবিতা। তন্মধ্যে আদি-রস পক্ষ যে অর্থ যথার্থরূপে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় সুপ্রকাশপূর্ব্বক ভবানীপুর 'বৃত্তান্ত-বাহক' প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতি সন ১২৪৩ সাল তাং ২৫ শ্রাবণ।" পৃষ্ঠ সংখ্যা ১০; দুই পিঠে লেখা। শেষ আছে কিনা, মিলাইয়া দেখি নাই। রচনা—গদ্য ও পদ্যে। লেখকের নামধাম নাই।

২০৮। বৈদ্যক গ্রন্থ।

ইহাতে কবিরাজী, মুষ্টিযোগ ও 'মন্ত্র' শাস্ত্রমত ঔষধ লিখিত আছে। গ্রন্থখানি সুলভ চিকিৎসার পক্ষে খুব মূল্যবান হইতে পারে। এক রোগের ৩।৪ রকমের ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহার সঙ্কলয়িতা বোধ হয়, পটীয়া—থান মোহনাবাসী ৺বৈদ্য-নাথ ঠাকুর। সন ১২২৬ বাঙ্গালার হস্তলিপি। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পিঠে লেখা। নিম্নে একটি রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম।

ও মক্ষে জয়মাংতাইর বোলা আগা পাছা নামাইলে তাহার প্রওগ।—

পীপই	১
গোলমরিচ	১
কাচা হলদ্রা	১
লেম্বুর রস	১
বুট	১
লাটাগুলা	১
দারু হরিদ্রা	১
	৭

"এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনু-পমে খাইবো পুন এক গুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিশ ছাড়িবো অষুদের পরীক্ষা এই অষুদে চক্ষুর জল স্রাবিব জদি না স্রবে তবে সে লোক না বাচিবো।" অনেক বড় বড় রোগের এইরূপ সুলভ চিকিৎসা আছে।

২০৯। বাল্‌কা নামা।

এই গ্রন্থের সাবশেষ বৃত্তান্ত ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু রসিক-চন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন।

"গ্রন্থখানির নাম বাল্‌কা নামা। প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। প্রণেতাকে দরবেশ ধর্ম্মা-বলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। * * * পুঁথি-খানির ভাষায় উহার খুব প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। যখন বাঙ্গালা ভাষার উপর আরবী পারসীর খুব প্রভাব ছিল, সেই সময় (মুসলমান রাজত্বে) গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নাম-করণ এবং ভাষার আরবী পারবী মিশ্রণ তাহাদিগকে প্রাগুক্ত অনুমানে পথে লইয়া যায়।"

"বাল্কা নামা" আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। বালক (শিষ্য) ও মুরশিদের (গুরু) প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাল্কার প্রশ্ন :—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাই।
কাহা বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই॥
কাঁহা গোলক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সুর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া॥
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দ ভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা॥
নজান চাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকছে পাই॥

মুরসিদের উত্তর :—

দিল্ সে বৈঠে রাম রহিম দিল্ সে মাণিক সাঁই।
দিল্ সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তান ভিস্ত পাই॥
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুক্তিমা আলম তারা।
চাঁদবুক্ত মেঘ জুতি ইন্দে বৈছে ধারা॥

গ্রন্থের শেষকালে :—

বিনা বিজে গাছ সেহি কল্পতরু।
হিন্দু মোছলমান দেখ সকলের গুরু॥

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটি পত্র পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় পৃথক করিবার সময়ে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ থাকিয়াও অসম্পূর্ণ হইল। দীনেশবাবু এই গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই ইহার গুণাগুণের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত যোগ্য।

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। নমো সরস্বৈত্যা নমোঃ।
নমোঃ নমো দেবি নমো নারায়নি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাশীনী॥
সবার মঙ্গল ঘট বেদের স্বরূপা।
সকলি সম্পদ হএ জারে কর কৃপা॥

রচনা কাল :—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা সক নিঅ জিৎ।
দ্বিজ মাধবে গাএ সারোদা চরিৎ॥

কবির পরিচয় :—

গুরুর চরণ বন্দম * * *
জনক জননী বন্দোম লোটাইআ ক্ষিতি॥
পঞ্চগ্রাম মৈদ্ধে * গ্রাম সার।
একাধর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
প্রতাপ তপন রাজা বুদ্ধি বৃস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সে পঞ্চ গৌর মৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল।
ত্রিপীনী নামে গঙ্গা তথা অতি মনোহর॥
মর্ত্যপাএ মোহস্পধি দানে কল্পতরু।
ধার্ম্মিক আচার রাজা বুদ্ধি সুরগুরু॥

কবি অনেকগুলি সুন্দর ধুয়ার সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। 'ধুয়া'—এই গ্রন্থে 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে। ধুয়ার এই নামগুলি নূতন, সন্দেহ নাই। বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ চরিতে' এই 'ধুয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাট' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। ধুয়ার নমুনা—

চিকণ কালারে সৈ দেখিতে জাইবারে।
নিরখিতে নারি রূপে মেঘে ঝাপিআছে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাটিআ জাইতে হালিআ ঢুলিআ পড়ে
পায়রি আড়িআ দেব।

শেষ :—

> লহনা খুল্লনা আর ধনপতি।
> তিন জন লৈয়া গেলেন দেব সুরপতি॥
> সুশীলা জয়া দুই আর শ্রীজপতি।
> তিন জন লৈআ গেলেন দেবি পার্ব্বতী॥
> পৃথ সেবক দুর্গা রাখিল শ্রীপতি।
> দ্বিজ মাধবে গাএ বন্দিআ পার্ব্বতী॥

"অষ্টমঙ্গলার গীত সমাপ্ত।" ভিমস্তাপী রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখীকো নাস্তি দোসকঃ : পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৮৩ তিরাসী মঘি মাহে ১৯ ফাল্গুন রোজ বুদ্ধবার শ্রীতনুরাম দাস দাস।" পত্র সংখ্যা ৯৮; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার বৃহৎ; অতি জীর্ণাবস্থা। ইহার অধিকারিণী আনোয়ারা নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ সেন মহোদয়ের স্ত্রী মহোদয়া।

মাধব আচার্য্যের ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গামঙ্গল' নামক পুঁথি একখানা পাওয়া গিয়াছে। তাহা পশ্চাৎ সমালোচ্য।

২১১। আমীর জঙ্গ।

এতদিন এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অত্রত্য তৈলারদ্বীপ-নিবাসী মুন্সী আবদুল কাদের নামক ব্যক্তি উহা বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল পুঁথিখানি বোধ হয়, তাঁহার নিকট আছে। আমাদের সমালোচ্য পুঁথিখানি তাঁহারই লেখা।

হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমামহাসন ও হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদ কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে হত হইলে, উক্ত ইমামদ্বয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমির মহাম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ-বৈর উদ্ধার করেন। মদিনা ও দেমাস্ক দুই স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই স্থানের যুদ্ধ হইতে পুঁথিরও দুইটি ভাগ হইয়াছে। প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দেমাস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম ভাগের প্রথম ১৭ পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের শেষ কয় পাতা নাই, বলা যায় না। প্রথম ভাগের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭; দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২। উভয় পৃষ্ঠে, ডিমাই ফরমের কাগজে লেখা।

দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ এই :—

> প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
> দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুর আল্লার॥
> তৃতীয় প্রণাম করি আছহ্বারগণ।*
> চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ॥
> হাছন হোছন দুই হৈল স্বর্গপতি।
> মহম্মদ হানিফার জঙ্গের + আরতি॥
> মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুসার।
> দিমিস্কের যুদ্ধে গাএ আলির কুমার॥

ভণিতা:—

> (১) সেখ মনছুরে কহে কর অবধান।
> আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥
> (২) শ্রীযুক্ত মহাম্মদ স্যাহা গুণালয়॥
> শুনিয়া জঙ্গের কথা সানন্দ হৃদয়॥
> কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার।
> শুনি গুণিগণ মন হরিষ অপার॥

---

* আছহ্বারগণ—(আছহাবগণ) হজরত মহম্মদের অন্তরঙ্গ পারিষদগণ। 'আছহাব' অনেক; তন্মধ্যে হজরত ওচমান, হজরত ওমর, হজরত আলি, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মহাত্মারাই প্রধান।

\+ জঙ্গ—যুদ্ধ। এই শব্দ হইতেই আমাদের 'জাঙ্গী লাঠি' উৎপন্ন।

আমীর রঙ্গের কথা রসের মঞ্জরী।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরি॥

এই মহম্মদ সাহা কে, জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ প্রথম ভাগের প্রথমে কবির পরিচয়াদি ছিল। আমরা মূল আরবী পুঁথি-খানি সংগ্রহ করিয়া এতদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

পুঁথিখানি যুদ্ধসম্বন্ধী হইলেও ইহার আদ্যন্তে কেবল যুদ্ধ বর্ণনাই আছে, কেহ এরূপ না মনে করেন। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনাও আছে। মুসলমানী বিষয় বলিয়া কতকগুলি মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়াছে। তাহা ব্যতীত, গ্রন্থের ভাষা বেশ সুন্দর। একটু নমুনা দিতেছি :—

সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়াজাল বন্দি বাজি দেখহ আপন॥
পোতলা লইয়া যেন ফিরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত॥
তেমত মুরতি সব সংসার জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্ত্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া॥
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মুরতি সব নানান বরণে॥
মৃত্তিকায় [illegible] বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই সে পাগল॥
দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার।
ভাগা হৈলে রাখে নিয়া ভিটিস্ত মাঝার॥
মনুষ্যের আয়ু জান শিশিরের পানী।
যম রাজার কাছে জান জল ভাণ্ড খানি॥
শিশিরের জল শোষে জেহেন ভাস্করে।
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে॥
দিনে দশবার জান ফিরিস্তাএ আসি।
ডাকি বোলে দেশে চল যথ পরবাসী॥
সংসার অসার জান বুঝ বুধগণ।
পুত্র ভুলিয়া গেলে আপনে আপন॥

সেখ মনছুরে কহে মিথ্যা মায়া বান্ধা।
অকারণে মায়াজালে মন কর বান্ধা॥

আরও একটু দেখুন :—

মৃত্যুর লক্ষণ কহি শুন মন্দমতি।
কালন্দরে* কহিআছে সে সব ভারতী॥
দুই চন্দ্র গগনে ত না পাইব দেখা।
সঙ্গে আছে দুই পক্ষী ভাঙ্গে তার পাখা॥
সহস্র কমল দল শুখাইব সকল।
ভ্রমরা উড়িয়া যাইব ছাড়িয়া কমল॥
ছয় মাস তিন দিন না আসিব আর।
সেই দিন যাত্রা করি যাএ নিজ পুর॥
প্রদীপ নিশিলে আর না পাইব গন্ধ।
বর্ম্ম নাড়ী বেঙ্গানাল (?) এড়িবেক বন্ধ॥
শ্রীগোলাহাট শব্দ না হইব ধ্বনি।
আকার ইকার বুঝ না পাইব পুনি॥
মল মূত্র হাসি কাঁশি এক রাস্তা হৈব।
ইড়লা পিঙ্গলা দেহ শরীর ছাড়িব॥
মণিপুর ছয় চক্র না ফিরিব আর।
সর্ব্ব অঙ্গ হৈব জান অগ্নি সমসর॥　ইত্যাদি।

এই পাণ্ডুলিপি খানি আনোয়ারা—চাতরী বাসী শ্রীযুক্ত মিন্নত আলী সিক্‌দারের নিকট আছে।

২১২। মোহমুদ্গর-চরিত্র।

এইরূপ আরও দুই খানি পুঁথি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিখানি খণ্ডিত; কেবল চারিটি মাত্র পাতা আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ১৮; এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা পাওয়া যায় নাই। অতীব

---

* কালন্দর—ইনি বোধ হয়, সেই প্রসিদ্ধ যোগী হজরত 'আবু আলি কালিন্দর'। হিন্দুস্থানে (কোন স্থানে ঠিক জানা নাই) ইহার সমাধি প্রভৃতি আছে। 'গোর-কালন্দর' নামে এক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি আছে।

প্রাচীন ও জীর্ণ। 'ড়' ও 'র'র নীচে বিন্দু নাই।

শেষ :—

অর্জ্জুনের স্থানেত কহিলা নারায়ন।
বৈষ্ণব জে জন আর চরিত্র এমোন॥
* অর্জ্জুন তোমী মন স্থিড় হইয়া।
সর্গে গেল রুক্ষিমনা তাকে চিন্তা কিয়া (?)॥
প্রভুর বচন বুনি মন (স্থির) কৈল।
রুক্ষিমনোর জত সোক সব পাসরিল॥
প্রভুর চরণে পড়ি করিলা মীর্ণতি।
* * * *
* * রাহিলা প্রভু জুদিষ্টীর স্থানে।
দিন দুই চারি বাদে জাতিব হাপনে॥
রাজাতে কহিবা মোর প্রেম রালিঙ্গনে।
আমীহ রাসিতেছি সিংহহ (?) ভুবনে॥
এমোত্ত কহিয়া রর্জুন রাবাসিলা।
হরসিত হইয়া প্রভু দারকাতে গেলা॥
রর্জুন চলিয়া গেলা রাজার বিদ্যমানে।
প্রভু কহিছেন জত কহিল বিবারণে॥
তাহার বাক্য বুঝিয়া রাজা হরসিত হইলা।
কহিয়া রাজার তবে রর্জুনেরে বুঝাহিলা॥
এত দিনে দুর হইল জত সোক ছিল।
রাজাকে সভাসা (সম্ভাষা) করি পুরিতে চলিল॥

"ইতি মোহামুদগর চরিত্র সমাপ্ত। জথা দিপত্তং তথা লিখীতং। লেখোনং নাস্তি দোষকং॥ ইতি সন ১১৮৬ ॥০ তেরিখ ২১ পৌষ রোজ সমবার বেলা দুই দণ্ড থাকীতে লিখিয়া সাঙ্গ করিলাম। এহার সাক্ষী শ্রীধর্ম্ম। শ্রীকেবলকৃষ্ণ বসু সাং কোমর-রাটী॥" এই গ্রাম কোথায়?

২১৩। সূর্য্যব্রত পাঞ্চালী।

ইতি পুর্ব্বে এই নামের আরও দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। আজকার পুঁথিখানি খণ্ডিত,—মোট ৫টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ নাই; অতি পুরাতন দেখায় এবং পাতাগুলিও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। দুই পিঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ।

আরম্ভ :—

ওঁ নমোঃ গনেসায় নমঃ নমঃ সরস্বতৈঃ নমঃ।
কৃপা করি দিবাকর দেহ এই বর।
পদবন্ধে পাঞ্চালী হউক মনোহর॥
চতুর্ভুজ দেব বন্দম সহিতে সাবিত্রি।
নারায়ণ দেব বন্দম সঙ্গে লক্ষি সরস্বতী॥
তার সেসে সিব আদি করি পঞ্চ জন।
একে একে বন্দম মুই সভার চরণ॥
শ্রীদুর্গা চরণ বন্দম করি পরিহার।
ব্রত পাঞ্চালী চাহিএ রচিবার॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কালীদাসে কহে আদিত্যের চরণ।
দাসেরাস পুর্ণ কর হইআ কৃপামন॥
বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দ্বিজ একবর।
দুঃক্ষিত করিআ বিধি করিলা শ্রীজন॥
তান পত্নি পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা॥
কথ দিন অভ্যান্তরে জন্মে দুই কন্যা॥
কুন্তি নামে জ্যেষ্ঠ কন্যা কনেষ্ঠা পার্ব্বতি।
ত্রিভুবন জিনী কৈন্যা রূপে গুণে অতি॥

২১৪। শ্রীচম্পককলিকা।

ইহার ১১টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, কালপ্রভাবে ও অযত্নে কালী ও অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় অনেক স্থলই অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। আরম্ভে কয়েকটি পদ বেশী ছিল, দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে 'তথাহি' দিয়া সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। অতি প্রাচীন। শেষ পত্রাভাবে তারিখাদি পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেল বৃন্দাবন।
সনাতন থুইঞা এথায় স্থির নহে মন।
রাত্রি দিনে ভাবেন রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন।

২১৫। রাগমালা।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠাইয়াছি বটে, কিন্তু একখানিও অবিকৃতাঙ্গ পাই নাই। তৎকালে এইরূপ গ্রন্থের খুব প্রচলন ছিল বলিয়া, অনেক লেখক ইচ্ছা করিয়া ও গ্রন্থ বাদ সাদ দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীতগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। ধুয়া স্বরূপ কেবল গীতের আরম্ভ ভাগটি লিখিত রহিয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে অনেক গুলি সুন্দর সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি বড়ই প্রাচীন, অনেক স্থানে পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে পত্রাঙ্ক ঠিক করা যাইতে পারিতেছে না। তারিখ নাই, কিন্তু হস্তলিপির বয়স বোধ হয় দেড় শত বৎসরের কম হইবে না। মোট ২৮ পাতা পাওয়া গিয়াছে; শেষ কয়েক পাতা নাই।

আরম্ভ :—"ইতি রাগমালা লিক্ষ্যতে।

রাগ মালব—মল্লার—শ্রীরাগ—বসন্ত—হিল্লোল—কর্ণাট—এতে রাগা সটরিতা। হেমন্তকাল দুই মাস। ১৫ পোষের জের আগ্রন ৩০ ত্রিশ পৌষ ১৫ পোষর মাগ। এই রীতে রাগ মালব পাইছে।

তার স্ত্রিঃ—ধানসী মানসী জয়ন্তা সিন্ধুরা আছোয়ারি ভৈরবি। মালবঅস্ত পূত্রমা (প্রিয়তমা) রাগ মালব। গীত—হরি মাধব হে মুঞি সে অপরাধী (তুয়ারে রাখ) তুআ পাএ। জানিয়া ন কর দয়া,—সকল কপট মায়া,—দিনবন্ধু বুলিয়ে তোহ্মারে।" প্রায় সমস্ত গীতই এইরূপ খর্ব্বীকৃত। অনেক সুন্দর পদ আছে।

এই পুঁথি ও পশ্চাৎ আলোচিত 'তাল নামার' মালিক শ্রীনাদের আলি পিং আকবর আলি পণ্ডিত সাং চাতরী, চট্টগ্রাম।

২১৬। কদ্রু-বিনতা-সংবাদ।

ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কাল কি ধলা, এই কথা লইয়া কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ হয়। সেই বিবাদ প্রসঙ্গই এই পুঁথির প্রতিপাদ্য। শীর্ষোক্ত নামটি গ্রন্থের নাম কি না, ঠিক বলা যায় না। আবরণ পত্রে "ইতি কর্ বিনতা সোদ্ধসোবা" এইরূপ একটা কি নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

নোম শ্রীবিষ্ণুবে নোমঃ। নোম গণেসায় নোমঃ। বেদে রামাজনে চৈব ইত্যাদি।

প্রণমহু হরিহর সতপত্র জোনি।
বাণি কমলা বন্দ পর্ব্বতনন্দিনী।
পন্মার চরণ বন্দি পাওম চিত্ত।
আদিত্য দাসের বাণি রচিল কবিত্ত।
জেন মতে কদ্রু বিনতা সাম্বাদ।
জেন মতে পক্ষিএ পাইল অপসাদ।
*　　*　　*
সকল কহিএ আজি আছিক প্রমাদ।
সুধাএ বুলিয়া কেহি আছে কেঠে নাম।

অমৃত হরণ গীত অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত মন কণ্ঠগত করি॥

শেষ :—

বিষরূপি হইল তবে দেবি পদ্মাবতি।
সোর্গ মত্তা দুই গোটা গেল সিগ্রগতি।
* * *
বিষরূপ হইআ তবে গরুর পরসে॥
পখরে উদরে দেখি * *
সর্গ মত্তা পাতাল দেখিল বিধিত।
সপ্ত দ্বিপ দেখিলা সপ্ত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম দেখে জথ চরাচর॥
* * *
হরসিত হইয়া বোলে দেবি পদ্মাবতি।
অরুন বদন দেবি * *
* * হইল সমাপ্ত।

ভণিতা :—

মাএর ক্রন্দন শুনি বোলে জথ নাগমণি,
সোক মাও ভাব কি কারণ।
আজ্ঞা সাধিব কাজ, কেনে মাও পাও লাজ,
কোবি কৃষ্ণানন্দে এই ভণে।

"ইতি সন ১১৩৬ তারিখ ২০ আসার রোজ চন্দ্র বার বিকাল বেলা সমাপ্ত। * * জগন নাত * * সাং দেআনের হাট পূর্ষ্ঠো" পত্র সংখ্যা ১৭, উভয় পিঠে লেখা। শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে।

২১৭। কপিলা-মঙ্গল।

ইহাতে কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৪½; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। রয়াল ফুরমের কাগজ। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীশ্রদুর্গা।
শুন সভাজন মন দিয়া ইতিহাস।
শুনিলে সকল পাপ হইবে বিনাস॥
গোধন পালন ধর্ম্ম নাহি যার ঘরে।
তাহার সমান পশু নাহিক সংসারে॥
সংসারের মৈধ্যে তাই পুজিতে গোধন।
তার সেবা করিল আপনে নারায়ণ॥
ত্রিলৈক্ষ তারিণি গঙ্গা চারি বেদে কএ।
তুল্য করি জানিঅ গোধন গঙ্গা হএ॥
হরিপদ কমলে আছিল মন্দাকিনি।
সেহ ত তাহান সেবা করিল আপনি॥

শেষ :—

তোর দন্তঘাতে তনু চিরিবেক জে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইআ স্বর্গে জাইব সে॥
কপিলারে ছলিল যে নারদ মুনিবর।
ব্যাঘ্র মুক্তি ছাড়ি গেলা অমরা নগর॥
শাপ পাই ব্যাঘ্র যদি প্রবেশিল বন।
আনন্দে কপিলা গেল আপনা ভুবন॥
কপিল মঙ্গল সোবা সুনে জেই জন।
তার ঘর লক্ষি দেবি না ছারে স্বনুক্ষণ॥
সভার ঠাই কহি আমি করিআ যে বেক্ত।
ইতি কপিলমঙ্গল পোস্তক সমাপ্ত।

"ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২১ জৈষ্ঠ রোজ আদিত্তবার মোকাম তিন চোধিআ (?) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনর খামার লেখা সমাপ্ত হইল ইতি স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীরাম দআল দে সন্বর্গে লেখীত জম্বআত্ চোরে নিবাঅতে জদি যুকরি তৈস্য মাতাশ্চ পিত তস্বক্ষ গদ্ধবঃ॥" 'তিনচৌদ্ধ' গ্রাম আছে কিন্তু কোথায়, জানি না।

২১৮। প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহার নাম 'প্রেমতরঙ্গ' বলিয়া লিখিত আছে। দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানির প্রথমের দুইটি পাতা শূন্য; অপর খানির কেবল ১০ পাতা বর্ত্তমান। প্রথম খানি ক্ষুদ্র আকারের ও দ্বিতীয় খানি বড় আকারের কাগজে এক পিঠে লেখা।

ইহা ভাগবতের কোন্ অংশের অনুবাদ, জানিতে পারি নাই। "বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে ভাগবত আচার্য্যের যে "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কি সেই গ্রন্থেরই অংশ? এই পাণ্ডুলেখ্যে যে ধরণের ভণিতা আছে, সেইরূপ ভণিতা উক্ত প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও নাই। বোধ হয়, ইহা আজও ততদূর বাহির হয় নাই। এই খণ্ডে রাধিকার দ্বারকাগমন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

আরম্ভ :—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ প্রেমতরঙ্গি গ্রন্থ লিক্ষ্যতে। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম জস্য প্রবর্দ্ধতে। ভস্মি ভবন্তুরাজ ইন্দ্র মোহা-পাতক কোটএং (?)॥"

কৃষ্ণ কথা রসময় অমৃতের ধারা।
পুন পুন শুন লোক শ্রুতি মনোহরা॥
হরিগুণ রানন্দে শুনহ নিতি নিতি।
পরম কারণ হরি নিগুণের গতি॥
হরিগুণ কথা ভাই শ্রবণ মঙ্গল।
প্রসন্ন হইব অথ ইন্দ্রিয় সকল॥

*　　　*　　　*

একদিন পার্ব্বতি শঙ্কর বিদ্যমান।
কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসিল প্রসন্ন বদন॥
গোপ গোপী পুর অথ কৃষ্ণ পুরজন।
তা সভার কোন গতি কৈল নারায়ণ॥

ভণিতা :—

(১) পথক্রমে উদ্ধব চলিলা মহামুনি।
ভাগবৎ আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥
(২) ভাগবৎ আচার্য্যের মধুরস বাণী।
যোগ সত্য কথা কহি প্রেমতরঙ্গিণী॥

একখানিতে তারিখাদি নাই, অপর পুঁথির তারিখাদি এই :—

"ইতি উদ্ধব চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬০ (১১৬০?) তেরিখ ১০ই কার্ত্তিক মাহে সপ্তমিনার শ্রী... রায় (?) সেন সাং সাতাজনগর ইতি।" ইহার পত্র সংখ্যা ৪০, এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার ক্ষুদ্র। ৪০ পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় একটু বাকী। 'র' ও 'ড়' নীচে বিন্দুহীন। অপর পাণ্ডুলিপির লেখা খুব প্রাচীন বোধ হয়। অক্ষরগুলি বিচিত্র। সাতাজনগর কোথায়?

২১৯। তালনামা।

এই নামের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। সকলগুলি এক জনের সঙ্কলিত নহে। ইহার সঙ্কলয়িতা কে, জানা যাইতেছে না।

পুঁথিখানি বড়ই প্রাচীন। প্রাগালোচিত 'রাগমালা' ও ইহা একই হাতের ও সময়ের লেখা। পার্শ্বদেশের লেখার কালী উঠিয়া যাওয়ায় পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। শেষ পত্র নাই, বোধ হয়।

ইহাতে কেবল তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। কয়েক স্থানে তাহানুযায়ী সঙ্গীতও আছে। ভবিষ্যতে রাগমালার সহিত ইহারও আলোচনা হইবে বলিয়া অদ্য আর কিছু বলিলাম না।

যেখানে নাজাও বাঁশী সেখানে লাগস্ত পাম।
সিহরে উকারি বাঁশী সাগরে ভাসসি॥
চৈগ মর্ত্তজা কহে অনম ভিখারী।
হল ছাড়ি প্রাণ টান ভন হৈল খানী॥

এইরূপ সমস্ত গীতগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে। নকল নবিসের নাম শ্রী... কারকুন, সাং চাতরি, জেলা চট্টগ্রাম।

২২০। হরিবংশ।

কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে ইহা ...

গ্রন্থ। অশ্লীলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে এই কবির গ্রন্থখানি অতি উচ্চদরে বিকাইত। ইহা কবিত্ব সুস্পদে সর্ব্বত্রই সম্পন্ন। গ্রন্থের আদ্যন্তে এমন সুন্দর কবিত্ব মাখা লেখা অতি অল্প কাব্যের থাকে। পরে আমরা ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ন ব্রহ্ম সনাতন।
সত্তরজতম তিন নির্দোষ নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা মহেশ্বরে জার মাঝা নাহি বুঝে।
কপিল মহেশে জার পদাম্বুজে ভজে।
নিরবধি তারা সবে জার পদ সেবে।
নারদ আদি জার সুখ দেবে।

ভণিতা :—

সৈত্যবতী সুত ব্যাস নারায়ন অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুন্ন শ্লোক হরিবংশ।
সেই শ্লোক রাখাল করিআ পদবন্ধে।
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে।

পয়ারচ্ছন্দে ভণিতা সর্ব্বত্রই এইরূপ। কবির পরিচয় স্বরূপ এই দুইটি চরণ পাওয়া গিয়াছে :—

* * *

সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে, পয়ার রচিল তারে
শিবানন্দ সুত ভবানন্দে।

এক স্থানে বলিতেছেন, কবি সারদার বর পাইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর গান আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সে গুলিকে খণ্ড কবিতা মনে করিতাম। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত গ্রন্থ গুলিতে এইরূপ অনেক পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে পূর্ণিমা ও সাহিত্য সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটি এখানে দিলাম —

তুড়ি রাগ।

শ্যাম বন্ধু কালা চান্দ কি আর বলিব তোকে।
প্রেম বাড়াইআ, বিনি দোষ দিআ,
তবে কেনে ছাড়িবা আক্ষাকে।
মুই যে অভাগী, মিছা ভাব লাগি,
দুই খানি কুল জে খাইলুম্।
প্রেমেতে বান্ধিআ, জাতি কুল দিআ,
ভাবিতে২ মুই মৈলুম।
কুল শীল জাতি, তেজি নিজ পতি,
তোমা না দেখি প্রাণ ফাটে।
তোমার পিরীতে, সে ধায় করাতে,
আসিতে যাইতে কাটে।
কুলধর্ম্ম কাজ, পরিহারি লাজ,
প্রেম বাড়াইলুম তখনে।
অন্তর জানলে, মোর হিআ স্থলে,
মিছা সব তোর মনে।
পুরুষ ভ্রমর, না জান অন্তর
ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্ধ।
চিন্তিতে আচম্বিৎ, হৈলুম মোহচ্চিৎ
বোলে তবে দীন ভবানন্দ।

সিন্ধুরা রাগ। (২)

সজনি সই, মোর পরাণ বিদরে।
আক্ষা ছাড়ি প্রাণনাথ রৈল মধুপুরে।
কাহারে কহিমু দুঃখ কেবা মরম জানে।
না দেখিআ প্রাণনাথ কি করে পরাণে।
কি করিলে কি হইব তাহা নাহি বুঝ।
কৃষ্ণ দরশন মাগো এই বর খোজ।
কথ বা বুঝিব আমি হই কুলবধু।
রাখিআ গরল বন্ধু লইআ গেল মধু।
আগেতে ভরসা ছিল পাছে ভাব ভিন।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন।

শেষ :—

সুখে রাজ্য কর তুমি সারদা নন্দন।
আক্ষারে মেলানি দেহ জাই তপোবন।

শ্রীভাগবত বিমল ধর্ম্ম-অংশে।
গুহ্যাতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশে ॥
মনোহর গ্রন্থ জানি রচিল পদবন্ধ।
শিবানন্দ সুতে ভণে হীন ভবানন্দ ॥

"ইতি শ্রীমোহাভাগবতো হরিবংশ তিলো ত্তমা শ্রীকৃষ্ণবেহার সমাপ্ত। এই পুস্তক লিখনং মুনস্কর শ্রীরামসেবক দাস আক্রিচ অস্ত পুস্তক মালিক শ্রীরামহরি সর্দ্দার সাকীন পদুআ। ইতি সন ১১৯২ মঘি মাহে দুইঅ ফাল্গুন রোজ রবিবার বেহান বেলাতে লীখন সমাপ্ত।" 'পদুআ' গ্রাম চট্টগ্রাম—সাত-কানীয়া থানার অধীন।

পত্র সংখ্যা ৯৮, বড় কাগজে দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

২২১। লালমনের কেচ্ছা।

এখানি মুসলমানী পুঁথি। ভাষা আরব্য ও পারস্য মিশ্রিত। সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অধিক দিনের নকল নহে।

আরম্ভ :—

আল্লা আল্লা বলো ভাই ইমান আল্লা বলো।
হরদমে আল্লার নাম নিতে কেন ভোলো ॥
লইতে আল্লার নাম না করিবে হেলা।
জোবান হইবে বন্ধ মউতের বেলা ॥
এই জে দুনিআ দেখ সব অকারণ।
ভোজ বাজি ধুলা খেলা না রবে কখন ॥
বন্দনা করিতে আবা হবে অনেক্ষণ।
লালমোনের কথা কিছু শোন দিয়া মন ॥
সত্যাপির ছিল ছলে লালমোন সুন্দরি।
হোছেন সাহা বাদসা নিয়া হয় দেশান্তরি ॥

শেষ :—

পুরিল মনের সাধ পোহাইল রজনি।
সত্য জন্ম ছাকা দিল সত্য পিরের সিন্নি ॥
মক্কাএ বসিআ আগে হাতে সত্যপিরে।
বুঝিল বাদসার বেটী চিনিল আধারে ॥
খোদাকে করেন দোআ আগে সত্যপিরে।
হোছেন সা বাদসাই পাইল মোগলান সহরে ॥
পুরিল মনের সাধ দুখ গেল দুরে।
আসর সহিতে দোও কর সত্যপিরে ॥
লাএকে নেওআজ গাজি ধরি তোমার পাএ।
আল্লা আল্লা বলো সবে পুথি হৈল সাএ ॥

ভণিতা :—

(১) সত্যের চরণ সেবি।
রচিল আরিফ কবি।
(২) সত্যের কউসে যে আরিফ কবি গায়।
লায়েক নেয়াজ গাজি ধরি তোমার পায় ॥

"সমাপ্ত:। সন ১২১৯ মং তাং ৩০ আসাঢ়। এই পুতির মালিক শ্রীদরবেশ আলি পিং রমজান আলি সাং সৈদপুর নিখিতং।" এইগ্রাম চট্টগ্রাম—'হাওলা' চাকলার অন্তর্গত। পত্র সংখ্যা ৫৯; রয়াল ফরমের কাগজ। পাতলা লেখা উভয় পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে।

২২২। বৈষ্ণব-বিধান গ্রন্থ।

ইহা ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫; একপিঠে লেখা। প্রথম পাতা একটু ছিন্ন। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং কোন কোনটা কিছু বিচিত্র। 'র' পেটকাটা, 'য়' বিন্দুহীন, 'উ' বা 'ঊ' 'ড' রূপে লিখিত।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্রায় নম। বাঞ্ছা কল্পতরু এবচ। পতিতায়ং পাবনতো বৈষ্ণব নম ॥
আনন্দে বোলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব বৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক [illegible] [illegible] বন্ধু ॥

বৈষ্ণব গোসাই যাঁবার অপার মহিমা।
আপনে না পারেন প্রভু জাকে দিতে সীমা॥

শেষ :—

বৈষ্ণব গোঁসাঞি বিনে যদি আন ভজ।
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্ম॥
বৈষ্ণবের ঘরে যদি ভৃত্ত (ভৃত্য) কর্ম্ম করে।
তথাপি বিসই দুঃখ সহিতে পারে॥

ভণিতা :—

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসইয়ার ঘরে ধর্ম্ম নহে জেন তার॥

"ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রহস্ত সংক্ষেপে সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৬ আশ্বিন রোজ শনিবার সীং কন্দপপাল পুত্র ঘুবন (ভুবন ?) পাল সাং বন্দর আসন।" এই গ্রাম কোথায় ?

২২৩। দণ্ডী পর্ব্ব।

এই পুঁথিখানি বৃহৎ। প্রথম পত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পত্র সংখ্যা ৩৭, প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে ও অবশিষ্ট পাতা দুই পৃষ্ঠে লেখা। অক্ষর গোটা গোটা ও বড়। ইহা পরে পৃথকভাবে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গণেশায়।

দণ্ডধর নৃপতির বিভরন শুনি।
যুধিষ্ঠিরের স্থানে জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি॥
দণ্ডিধর নৃপতির কথা সংক্ষেপে কহিল।
বিস্তারিয়া শুনিবারে শ্রদ্ধা হইল মন॥ (?)
কোন দেশে ছিল সেই দণ্ডি নৃপমণি।
কোন মতে দণ্ডেতে পাইল তুয়াজিনি॥
গোবিন্দের প্রিয় সখা পাণ্ডবেরগণ।
কৃষ্ণ পাণ্ডবের কেনে হইলেক রণ॥

ভণিতা :—

শ্রীভাগবত কথা, ব্যাসের কবিতা পোথা,
লোক বন্ধে কথা অনুসার।
ভারতির পদতলে, রাজা রাম দত্তে বোলে,
সেই কথা-পদ অনুসারে॥

শেষ :—

সরস্বতির পদযুগে করি নমস্কার (।)।
শুরুপদে প্রণাম করিএ বারে বার॥
ভবানির পদযুগে করি নমস্কার।
কহে (হীন ?) রাজা রাম দত্তে রচিল পয়ার॥

"ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্দে দণ্ডধর প্রসংঙ্গ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫৩ মখি তারিখ ২৬ মাঘীষ্ আগীন রোজ শনিবার।" লেখক শ্রীদেবিপ্রসাদ দাস দেব সাং নাই।

২২৪। নলোপাখ্যান বা নৈষধ।

বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। পত্র সংখ্যা ৬১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পশ্চাৎ সবিস্তারে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গণসাশ্রয়। নম নিরাঞ্জন। বন্দন হরি নরাঞন

বিজয় ভারত কথা বন পর্ব্ব সমাধান।
পুণ্য কথা শুন সবে নলকন॥
শুনিতে শ্রবণ শুক পরম কতুক।
পুণ্যবন্ত বুদ্ধি হএ মুক্ত পরলোক॥
মহারাজা যুধিষ্টির ধর্ম্মের নন্দন।
পাসাএ হারিল রাজ্য ধন বন্ধুগণ॥
কুকির্ত্তি করিয়া সব নিল দুর্য্যধন।
পঞ্চ ভাই ভার্জ্যা সনে প্রবেসিল বন॥

ভণিতা :—

না দেখিয়া নরপতি (?) কান্দে মহাদেবি।
রত্ন লোকনাথে কহে মনে দুঃখ ভাবি॥

শেষ :—

এথ শুনি যুধিষ্ঠির হরিস অন্তর।
লোক দর্প্পনাথ (?) কহে ভাবি গদাধর॥
পণ্ডিত চরণে মোর কোটী নমস্কার।
দোস খেমা করি গুণ করিবা প্রচার॥
প্রণতি করিএ আজি সভার চরণে।
[illegible]

আজি অতি খুর হব সিধু অনমতি।
সভায় চরণে মোর রহউক প্রণতি ॥

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাংক মতিভ্রম কথা লিহিং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসকং শ্লোক। পণ্ডিতেষু গুণা সর্ব্বে মুর্খে দোসাশ্চ কেবলং তস্মাত মুর্খ সহস্রেন প্রাজ্ঞমেকং বিশেসত। শ্রীসাহেবর্দ্দি জমার্দ্দারস্ত। খঅক্ষরমিদং শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেবস্ত প্রগনে রোসনাদ চাকলে খণ্ডল মৌজে উর্ত্তর তালবাড়িয়া। এহি পুস্তকর হক মালিক শ্রীসাহাবর্দ্দি জমার্দ্দার ওলদে মাহাম্মদ আরপ টবিনে মহোম্মদ মুলতান সাকিমে ইছিলাম বাদ মৌজে বাকলিয়া তরপ শ্রীযুক্ত হামজাহা চৌধুরী আমলে শ্রীযুত মেস্তর কেওল সাহেব চাটীগ্রামের সুবা শ্রীযুত স্তামলেন সাহেব আমলে। ভিমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। পুস্তক সমাপ্ত মাহে চৈত্র ৪ চাইর তারিখ এক প্রহর বেলা হইতে চান্দ ছকর পনর তারিখ মোকাম দক্ষিণ সিক কাচারি॥"

নিম্নের এই কথা গুলি কোন গ্রন্থাংশ কিনা জানি না। একটা প্রাচীন হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এখানে তুলিয়া দিলাম :—

"গুহ্য নামে মহালিঙ্গ নামে মূলাধার।
পীতবর্ণ চতুর্দ্দল মূর্ত্তির আকার॥
তাহের উপরে পদ্ম রক্ত বর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পর মহাদেব দিব্য কলেবর।
পঞ্চ বক্ত (?) তিন আখি জটাজুট ধর॥
পুচ্ছের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড যে তথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে আইসা দেখা॥

হস্তী পাইলা তার দুইবেক্ত অনেক আছি [illegible]।
এই গুরু সংক্ষেপে চিনিবাব [illegible]॥

২২৫। কৃষ্ণ লীলা।

এই পুঁথির কয়েকটি পাতা মাত্র আছে। ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ পাতা ভিন্ন অপর পাতাগুলি কোথায় গেল জানি না। লেখার তারিখাদি পাইবার উপায় নাই। অক্ষর বেশ সুন্দর; কাগজ অতি পুরাতন দেখায়। এক পিঠে লেখা। গ্রন্থের নামটি নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাদ্বয় হইতেই কল্পিত হইল।

(১) কৃষ্ণ সে পরম ধন জানিয় সর্ব্বথা।
নন্দরাম ঘোষ কহে কৃষ্ণ লীলা কথা॥

(২) বড়ই অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণ মোঙ্গল গিত।
কৃষ্ণ লীলা নন্দরাম ঘোষের রচিত॥

প্রাপ্ত পত্রগুলিতে কৃষ্ণের কংস সভায় গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত হইল। অক্রুর ও কৃষ্ণের কথোপকথন:—

সন্তুষ্ট করিল মোরে পর লও তুমি।
জাহা ইচ্ছা কর সেই বর দিব আমি॥
মুনি বলেন কৃষ্ণ তুমি জগত ঈশ্বর।
আমি বড় নরাধম প্রিথিবী ভিতর॥
প্রিথিবির মৈধ্যে মুনি তুমি অন্তর্য্যামী।
বোলন হাপনে (আপনে) কোন বর লব আমি॥
ধন জন দারা পুত্র কিছুই না চাইন।
জন্মে জন্মে আমি জেন তোমার পদ পাই॥

আমার নিকট একখানি অতি প্রাচীন খণ্ডিত "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" আছে। অনেক স্থলে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তারিখটি এই :—"সকাব্দা ১৪৮৩ ([illegible]) শ্রীগঙ্গাপ্রাণ [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তকং ইতি।" পুঁথির [illegible] [illegible]

পত্রির একটী পত্র আছে। রক্ষণার্থে পুঁথি-খানি পরিষদে দিব।

২২৬। ত্রিলক্ষ পীরের সিন্নি-বিধি।

এই গ্রন্থে ত্রিলক্ষ পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ:—

প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন।
যাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পত্তন॥
বৃষবাহনে বন্দম দেব পঞ্চানন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ॥

শেষ:—

থাল্লা রাখি মধ্যে ঘট করিব স্থাপন।
কর্পূর তাম্বুল আদি দিব গুয়াপান॥
কদলীর পত্রেতে যে করিব আসন।
ভক্তি করি পাঞ্চালী যে পঠিব সুজন॥
এক চিত্ত হইয়া পিরের স্তুতি যে করিব।
মনের যতেক দুঃখ পিরে খণ্ডাইব॥
সোণার ঘোড়া রূপার জিন।
আসিবেন ত্রিলৈকাপির সিন্নির দিন॥
আসিবেন ত্রিলৈকপির বসিবেন খাটে।
ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি হাতে হাতে বাটে॥

"ইতি ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি বিধি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৯ মঘি তাং ২৬ শ্রাবণ স্বাক্ষরং শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ১১; শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। স্থানে স্থানে 'সত্যপীরের পাঞ্চালী'র সহিত মিল আছে।

২২৭। তমিম গোলাল-চৈতন্য সিলালের পুঁথি।

এইখানি মুসলমানী পুঁথি। তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেম ও পরিণয় কাহিনী বর্ণিতব্য বিষয়। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। এই বিষয়ের দুইখানি পুঁথি আছে; একখানি মহম্মদ আকবরের রচনা; অপর খানির ভণিতা এই:—

মহম্মদ রাজা এ বোলে, কথ রস মহীতলে,
সকল যে প্রভুর খেয়াল।
ধার্ম্মিক সুজন পরে, যে জনে অভক্তি করে,
তার জান এমত জঞ্জাল॥

আমার পিতৃব্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন সাহেবের বাল্যকালের হস্তলিপি। আকার বৃহৎ, আদ্যন্ত বিনষ্ট। ভণিতাগুলি অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে দেওয়া একটু বিচিত্র বটে। সিলালের বারমাস হইতে একটু নমুনা দেওয়া যাউক:—

শ্রাবণ মাসেত বন্ধু নিঝর বরিষা।
না পুরাইল মনবাঞ্ছা না পুরাইল আশা॥
এবে বৈরাগিণী হইব যে কারে ঈশ্বরে।
নতুবা গরল খাই হইব সংহারে॥
ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হইল মোর না হৈল সুসার॥

* * *

মাঘ মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত॥
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে বাড়াইল পিরীত॥
শীতে তনু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক॥

এই খণ্ডিত পুঁথি আমাদের বাড়ীতে আছে। মনে পড়ে, উক্ত দুই পুঁথি মুদ্রিত দেখিয়াছি।

২২৮। শ্রীরাম-কাহিনী।

পদ সংখ্যা প্রায়—১৬।

এইটি ভাটদিগের কবিতা। রামচন্দ্র

রাজ্যবনবাস হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত বর্ণিত। সন্দর্ভের কোন নাম ছিল না। ১১৯৩ মঘির লেখা।

আরম্ভ :—

ভক্তি ভাবে শুন সবে শ্রীরাম কাহিনী।
পিতৃ সত্য পালিবারে চলো রঘুমণি॥
হয়ে রাম জটাধারী বাকল পরি পাছে লক্ষ্মণ ভাই।
মধ্যে সীতা রাখি চলে রঘুনাথ গোসাঞি॥

শেষ :—

হাতে ধরি তাহা রাইখাছেন কাবে।
লক্ষ্মণেরে জীয়াইল ঔষধের ঘ্রাণে॥
বীরে উঠি বোলে মার মার তর্জ্জন তরাসে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কৈল রাবণ বিনাশে॥
রাম নাম মোক্ষ নাম লবে জনে জন।
রঘুনাথ আনন্দে হরি বোল সর্ব্বজন॥
কবিতা সাঙ্গ হইল।

ভণিতা :—

শ্রীকালীচরণ ভট্টে বোলে রামের বাণে কে
বাচিবে আর।
ধনুতে টংকার দিয়া বোলে মার মার॥

২২৯। বস্ত্রহরণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি সম্পূর্ণ থাকিলেও অতি জীর্ণতা হেতু পুঁথির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সবটা উদ্ধার করা যায় না। অবয়ব রয়াল ফরসের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। ১১৮৩ মঘির লেখা। ভাট-গীতি, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

* * ধনি কাকে কুম্ভ লইয়া জল ভরিতে যাএ।
* * হরসিত হইয়া ঘাটে কুম্ভ থুইয়া জল খেলাএ।
আর গোপিগণ অঙ্গে মুখ চাহিয়া হাসে গোপিগণ।
তাতে কদম গাছে বৈসা হরি করে নিরক্ষণ॥
কটেকে রাখিছে গোপীর বস্ত্র অভরণ।
কালা কোথা থেকে গেলেন ঘাটে বস্ত্র নিলো হরি।
[illegible] ঘাটে কদম্ব গাছে [illegible] মুরারি॥

শেষ :—

রাধে হাস্য করে উচিত হএ শরণ লহে সে।
ছাড়িলে কি হবে নাথ নিবেদিলুম যে॥
যুগল মিলন হইল প্রেম বাড়াইল স্বভাব গেলো চলি।
পদ্মবনে পরি যেন মধু পীএ অলি॥
ওলাসী (?) প্রভাত হইল রতিপতি গেলো নিজ ধাম।
রাধে কোলে সখা করে বৈসেন ভগবান॥

ভণিতা :—

গৌরি পঞ্চানন সুত জ্ঞানহীন মোর (মূঢ় ?) জন।
রাধা কৃষ্ণ বৈলা জাউক সবাইর জীবন॥
ইতি শ্রী বস্ত্রহরণ সমাপ্ত।
শ্রীরঘুরামে ভট্ট ভণে রাধা কৃষ্ণ চরণে॥

অন্য এক স্থানে এইরূপ একটী ভণিতাও আছে :—

কবিরত্নে ভণে শ্রীচরণে পুরাও মনের আশ।
কৃষ্ণ বৈলে চলে রাধা ছাড়িয়া নিশ্বাস॥

উক্ত গৌরী পঞ্চানন সুত এই রঘুরাম ভট্টই সম্ভবতঃ কবিরত্ন উপাধিধারী হইবেন। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—কেলি সরে (কেলি সহরে) লিখিত। লিপিকারের নাম নাই।

২৩০। সঙ্গীত সংগ্রহ।

ইহাতে প্রাচীন কালের ২৩টি শাক্ত-সঙ্গীত সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে অনেকটি কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত,— অপরগুলির রচয়িতা—রাজকিশোর, তারিণী ব্রহ্মাণী, দ্বিজ হরি দাশরথি এবং রামচরণ। কয়েকটির ভণিতা নাই। অপ্রকাশিত সঙ্গীতগুলি "পূর্ণিমার"—প্রাচীন শাক্ত সঙ্গীত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা হইতে একটি নূতন তত্ত্বের উদ্ধার [illegible]—নূতন একজন স্ত্রী কবির আবিষ্কার হইল। প্রাচীন সাহিত্যে [illegible]

[illegible]ধবী (প্রসিদ্ধ ৩২ রসিক ভক্তের ১ জন) ও হরিলীলার কবি আনন্দময়ী গুপ্তা প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক কবিই আছেন। এই নূতন কবির একটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মনরে আমার। ধু।
অন্তিমকালে তরাইবে জননী পার।
দুর্গা নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ।
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥

নিম্নোদ্ধৃত গীতটী কার কৃত, জানি না।

সেত তুমি মা কত রঙ্গ জান কালী। ধু।
কখনে পুরুষ, কখনে প্রকৃতি,
কখন হও বনমালী।
ব্রহ্মকুলে গিএ, ব্রহ্মময়ী হইএ,
ব্রহ্মকমণ্ডলু ছিলি।
বৃন্দাবনে আসি, বাজাইলে বাঁশী,
গোপীর মন ভোলালি।
রাম অবতারে, জনকেরি ঘরে,
সীতা নাম প্রকাশিলি॥
জনকেরি বংশ, ব্রহ্মশাপে ভংশ (ধ্বংশ ?)
শরারূপে উদ্ধারিলি।

হস্তলিপির তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসরের লেখা। লেখক ৺রামতনু দেব শর্ম্মা সাং মুচক্রকন্দী। ইনি "জ্যোতিঃ" সম্পাদক কালীশঙ্কর বাবুর পিতা।

২৩১। কৃষ্ণ-গুণ-কথা।

ইহার নামটি পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমঃ।
বিপদের বন্ধু কৃষ্ণ সম্পদের ধন।
ইহলোকে পরলোকে প্রভু নারায়ণ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শেষ:—

কৈকা হোতে খুদ কাড়ি লইল নারায়ণ।
এক মুঠ লইয়া খুদ করিলা ভোজন॥
আর এক মুঠি খুদ লইলা জগন্নাথে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবি ধরিলেক হাতে॥
লক্ষ্মী দেবি বোলে প্রভু না খাইও আর।
কত কালে সুধিবো আহ্মি সুদামের ধার॥
এহি মাত্র ব্রাহ্মণে যে কহে সমাচার।
প্রজা সবে শুনি হৈল হরিস অপার॥
কৃষ্ণ গুণ কথা কহি হরিস হৃদএ।
আনন্দে চলিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ আলএ॥

ভণিতা :—

(১) শুনহ ভক্ত সব, কৃষ্ণ গুণ উৎসব,
শুন ভাই কর্ণ যত্ন করি।
দ্বিজ পরশুরামে কহে, না ভজিলাম রাধা পাএ,
ভবসিন্ধু কিরূপে হইব পার॥

(২) দ্বিজ শ্রীকিঙ্করের বাণী, রাধাকৃষ্ণ বোল শুনি,
অন্তকালে কৃষ্ণ পদে স্থান।

"ইতি সন ১২২১ মঘি তারিখ ৫ বৈশাখ শ্রীরামকিঙ্কর সর্ম্মণঃ পুস্তিকেঅং।" পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

প্রাগুদ্ধৃত দ্বিতীয় ভণিতাটি যে লেখক রামকিঙ্কর শর্ম্মারই প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হইতেছে। উক্ত ভণিতা দুইটি [illegible] স্থলে [illegible] স্থানে আছে।

২৩২। একাদশী—মাহাত্ম্য।

পদ্য সংখ্যা প্রায়—২০।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নম। নম স্বরসত্তো নম।
প্রণবোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হইলো অখিল ভুবন।
সেই হরির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
একাদশী মাহাত্ম্য কথা করিমু প্রচার।
এই মতে পঞ্চ ভাই কৃষ্ণর সহিত।
হেনকালে একাদশী ব্রত উপস্থিত।

শেষ :—

দশমীরে সজ্জম (সংযম) করিব সাবধানে।
একাদশী দিনে হরি পুজিব বিধানে।
ফলমূল নৈবদ্য রাত্র নিশি জাগরণ।
দ্বাদশীরে পারণা করিব ততক্ষণ।
পঞ্চগ্রাসী করিতে নব গণ্ডুসের জল।
অন্তরিক্ষে হইআ পাপ পলাএ সকল।

ভণিতা নাই। ১১৯৩ মঘির লেখা। লেখকের নাম শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মা সাং আনোআরা।

২৩৩। জুলুয়া।

পদ সংখ্যা—২০।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহোৎসবে গীত হইত। জুলুয়া নামধেয় এ গীতের সঙ্গে সঙ্গে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে পাশাক্রীড়া চলিত। সে উৎসব অনেক রহস্যময়,—দু'কথায় এখানে বলা যায় না। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধিবশতঃ এই উৎসব এখন উঠিয়া গিয়াছে। লোকমুখে সচরাচর ইহা জুলা উচ্চারিত হয়।

আরম্ভ :—

বিসমিল্লার বাদি আর মংলাবের সার।
আদি অন্ত রাহি আল মোসর আচার।
কি কহিব মহুতে দিশক বিবাদ।
সর্ব্ব স্থানে জয় জয় সে বাম প্রসাদ।
পরণামি পরমতত্ত্ব নৈরাকার রূপ।
সৃষ্টিকর্ত্তা জেই রূপ যাদোত সেরূপ।

* * *

তবে মহম্মদ নবী ত্রিভুবন সার।
জাহার গৌরবে প্রভু সৃজিল সংসার।
নৈরাকার আজ্ঞা ধরি করিলা আদেশ।
নিকাহা মঙ্গল বিধা হইতে বিসেস।
নিকাহা মঙ্গল বিধ' উচ্ছব উল্লাস।
মেদনীতে আ।হা হোতে রহে গৃহবাস।
ধন্য ধন্য এই দুইর জননী জনক।
রূপ গুণ এই দুইর পালিছে পালক।

শেষ :—

সহজে ললাট ভাগ্য সত্রির (?) লিখন।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ একত্রে মিলন।
রাহুএ চিকুর তাহা গ্রাসিবার সাং।
তেকারণে রহিআছে বেরূণ পাট জাং।
বিম্বুত অধর কিবা শুনি আখি মন (?)
দশন দাড়িম্ব বীজ মিহির উত্থল।
ইসেত কটাক্ষ হাসি বচনের সঙ্গ।
পূর্ণিমার চন্দ্র হস্তে অমিয়া তরঙ্গ।

"ইতি জুলুয়া সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট (পটীয়া—চট্টগ্রাম)। সন ১২১৫ মঘি তাং ১৪ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। উক্ত লেখকের ও তাঁহার পিতা মধুরাম নন্দি উভয়েরই ব্যবসায় ছিল—পুঁথি নকল করা। এই জন্য চট্টগ্রামে প্রাচীন হস্তলিপির লেখাগুলি "মধুরামি লেখা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২৩৪। দুর্গা পঞ্চরাত্রি।

ইহার অপর নাম "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।" ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালাগুলি জগদ্রাম রায় এবং নবমী ও দশমীর পালা-

গুলি তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জয়রামের (অষ্টকাণ্ডীয়) 'রামায়ণ' ও 'আত্মবোধ' এবং রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃতরস' নামে গ্রন্থও আছে। ইঁহাদের নিবাস জেলা বাঁকুড়া ভুলুই গ্রামে।

উক্ত গ্রন্থগুলি জেলা বাঁকুড়া মেজিয়া পোষ্টাফিসের অধীন কালিকাপুরবাসী, কবিগণের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' দেখিয়া বোধ হয়, প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থগুলি আধুনিকভাবে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া মৌলিকত্ববিহীন করিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থগুলিকে "কাশীবিলাস গ্রন্থাবলী" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। 'দুর্গা পঞ্চরাত্রিতে' অনেক স্থলে ভণিতা এইরূপ :—

"দ্বিজ জয়রাম দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
এ কাশীবিলাসে মাগো রাখ তবপায়।" (!)

সম্প্রতি 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থখানি মজুমদার লাইব্রেরী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রকাশক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি" উপহার দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই কথাগুলি লিখিত হইল। উক্ত সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহারই নিকট আছে।

২৩৫। গঙ্গা-মঙ্গল।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীকাব্য' প্রণেতা মাধবাচার্য্যের রচিত। দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার সময় সম্বন্ধে যে একটু গোলযোগ আছে, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাহার মীমাংসা হইতে পারিল না। "ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" ইত্যাদির মত কোন সময়-জ্ঞাপক শ্লোক হয়তঃ এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে ছিল।

"মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায়, মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্র শিষ্য ছিলেন",— এই গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা দৃষ্টে উক্ত উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন হইবে।

আরম্ভ :—

ও নমো গনেশায়। ধানশ্রীরাগ।
প্রনমহো গণপতি গৌরির নন্দন।
সুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাসন॥ ধ্রু।
খর্ব্ব স্থুল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর॥
সিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে সোভা করে অঙ্গদ কঙ্কন॥

শেষ পত্রের শেষ :—

সেই গঙ্গাজল বিন্দু, পাইআ নরক সিন্ধু,
উদ্ধরিল রাক্ষস তিন জন।
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ, দিব্য দেহ অপরূপ,
ধরিয়া রহিল তখন।
তিন দিগে তিন জন, করে নানা স্তবন,
আমা সভা কৈলা পরিত্রাণ।
হইছিল ব্রহ্মসাপ, ঘুচাইলা সে সব পাপ,
তিলেক করিয়া অবধান॥

ভণিতা :—

চিন্তিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

শেষ পত্র সংখ্যা ৮১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র অক্ষর। অতি প্রাচীন লেখা, জীর্ণাবস্থা। অনেকগুলি অক্ষর বিচিত্র। বোধ হয়, এত প্রাচীন পুঁথি আমি আর এখানে পাই নাই, পুঁথির আকার বৃহৎ। তারিখাদি পাওয়া যায় না। পরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

২৩৬। বত্রিশ-সিংহাসন।

এই নামের আর একখানি গ্রন্থ বন্ধুবর ৺নলিনীকান্ত সেন মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উভয় গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। সেই গ্রন্থখানি এখনও নলিনীবাবুর লাইব্রেরিতে রহিয়াছে।

আরম্ভ :—

বত্রিশ সিংহাসন (?)

একদিন সুরপতি স্বর্গেত বসিয়া।
চারিদিগে দেবগণ বসিছে বেরিয়া।
অপসরিগণের আজ্ঞা দিল সুরপতি।
আজি নিত্য কর সবে রূপেকান্নুবতি।
উর্ব্বসি মেনকা নাচে মৃতাচি (?) রূপসরি।
এইরূপে অনেক নাচিছে বিদ্যাধরি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—১০১ পাতা পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ শেষ পত্রে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলীর কথা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর গ্রন্থ আর বেশী নাই। কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। ভাষা বেশ মার্জ্জিত ও সুন্দর। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

নলিনীবাবুর সংগৃহীত গ্রন্থখানি আনিয়া পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

২৩৭। হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, দুই পুঁথি এক জিনিষ নহে।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
দ্বিজ গুরু বন্দম যে ব্যাস বৃহস্পতি।
ভক্তি করি বন্দম যে দেবি সরস্বতি।
পণ্ডিত সকল পদে করি নমস্কার।
অপরাধ না লইবা মাগি পরিহার।
পণ্ডিত সকল পদে দণ্ডবত সেবা।
অপরাধ পাইলে কিছু মর্য্যাদা করিবা।
অতি কষ্ট করি যেবা পুণ্য যে করএ।
পরলোকে সেই জন ভাল গতি হএ।

শেষ :—

দেবীর বচনে রাজা লভিলেক জ্ঞান।
প্রজাগণ সনে রাজা রহে যুক্ত স্থান।
প্রভুর আজ্ঞাএ হৈল যুক্তে স্বর্গপুরি।
তথাএ রহে মহারাজা প্রজা সঙ্গে করি।
যুক্ত স্বর্গ রহিলেক হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পরম হরিসে রহে লৈয়া নিজ প্রজা।
এই মতে রহে রাজা দেবির সঙ্গতি।
শুনিলে অতুল পুণ্য অন্তে স্বর্গে গতি।
কায়মনে ভক্তি করি যেবা পরে শুনে।
সর্ব্বপাপ নাশি জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

ভণিতা :—

(১) ই স্বর্গে তাপিনি মোরে বিধিএ করিল।
সুকবি সংহিতা পাছে পাষাণ দ্রপিল।

(২) দেবির করুনা শুনি, কান্দে রাজা নৃপমণি,
সুকবি সজিতা সকরুণ।

(৩) জথ জথ বৈসে লোক, কেবা পাএ এত শোক
সুকবি সজিত দুখ পাছে।

"ইতি হরিচন্দ্র স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৬ মঘি মাহে ২৮ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।"

পত্র সংখ্যা ১৩; এক পিঠে লেখা। গোটা গোটা বড় অক্ষর। ভণিতাটি ভাল বুঝা গেল না। পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে সমালোচ্য।

২৩৮। দুর্গা-পুরাণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকায় ১৩১৮ সনের

দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে কেবল রাধাচরণ নাগ নামক অশীতিপর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ ১২৯৬ সালের ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পরে তিনি 'সাধক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি গীত দেখুন :—

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।
হেলায় জনম যায়. না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব॥
ভাবিয়া উমার পদে, আছিল অনেক সাধে
ঠেকিয়ে দারুণ মায়াজালে।
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন আর কত দিন,
না জানি কি হয় অন্তকালে॥
সুত সম্পদ জয়, তুমি হতে সব হয়,
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।
সেবকের জায়া সার, যাঁর বিনা কে আছে আর,
আমি বঞ্চিত তাতে কেনে॥
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে সঙ্কট দেখি,
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি.
তোমাতে বিদিত সব আছে॥
গঙ্গাতীরে জন্ম যার, তাহার অপরে রায়,
জপে সেই পরম পদ্ধতি।
মিনতি করিয়া কয়, না যাঁর মনের ভয়,
উপায় বলহ দেকুল গতি॥

"গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা; প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০। কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথি—অতীব জীর্ণাবস্থা।"

'ভারতীর' এই প্রবন্ধ হইতে এই গ্রন্থগুলির সংবাদও জানা যাইতেছে :—

(১) মুক্তারামের মত খারীখরবাসী কবি জগন্নাথ ও 'দুর্গাপুরাণ' রচনা করেন।
(২) দ্বিজ বংশীদাস প্রণীত ভাগবত।
(৩) মাধবাচার্য্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।
(৪) রাজা রাজসিংহ রচিত 'রাগমালা'।
(৫) সদানন্দ মুন্সী প্রণীত 'দায়া শেকো'।
(৬) জগন্নাথের রচিত 'নিগম'।
(৭) বিষ্ণুরাম নন্দী কৃত 'উদ্ধবগীতা'।

উক্ত গ্রন্থগুলির আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত কেদারবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

২৩৯। কালী পুরাণ।

দুর্গাপুরাণের পর মুক্তারাম নাগ কালী পুরাণ রচনা করেন।

আরম্ভ: —

দুর্গা পুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
কর জোড়ে * * ব্যাস স্থানে কয়॥
দশভুজা চণ্ডিকা হিমালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এ বিষয় কি॥
রামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে তান কেন শিব হইলেন শব॥
উলঙ্গ উন্মত্ত হইয়া না করেন লাজ।
কেমতে * * দুষ্ট রণভূমি মাঝ॥
কেমতে ধরাইলে জিহ্বা শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কিমতে মায়েরে দিলা দেখা॥
প্রথমে কালীর পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবারে চাই॥

"এই প্রশ্নগুলির উত্তর কালী পুরাণে বিবৃত। ছোট গ্রন্থ ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা। প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২৫০ সনের লিখিত।"

২৭০। চৈত্র-মাহাত্ম্য।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঘটনা সেই খুলনা লহনার কথা। চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ হয়ত এইরূপ কোন গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর।

পুঁথির নাম চৈত্র মাহাত্ম্য হইল কেন?

আরম্ভ :—

জয় দুর্গা।

প্রথমেহ পরম দেবতা আদ্য দেবি।
ব্রহ্মা হরি হর থাকে জার পদ সেবি॥
সত্ত রজ তম তিন গুণে সেই জুতা।
প্রকৃতি পালন বিনা শিবে শক্তি জুতা॥
জার নাম স্বরনে দারিদ্র দুঃখ জাএ।
মহাপদ পাএ সেই ইশের লিলাএ॥
তাহান চরিত্র রচিবারে করি আসা।
লোক পরিতোসেরে করিব দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে নগর উজ্জায়নি।
বিক্রম কেসরি রাজা নৃপ সিরোমনি॥

শেষ :—

জয়২ জননি জগত সোনাতনি।
দাসকে না কর গতি নম নারায়নি॥
ভবানি ভিতিকা তুতা হর ভগবতি।
জন্মেং হোক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম আরোগিতা বিপক্ষ বিনাস।
পরলোকে হোক গৌরিপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অতিরাসে বাড়ে ঠাকুরাল।
তিলমাত্র আপদে না দংসে কোন কাল॥
জাবত জিবন মাতা তুয়া গুণ গাই।
মৃত্যুকালে বাতুল চরণে দিবেন ঠাই॥
শাকে রসাবান সৈলেন্দু বামা।
সবেতান্তু প্রাহ সুধা কুহুক নামা॥

"ইতি চৈত্র মাহাত্ত্য সমাপ্ত। শ্রীরাম গতি আচার্য্যাক্ষরস্চ। শ্রীরাম তনু সর্ম্মার পুস্তকস্চ। সন ১১৯৬ মঘি তারিখ ৩০ চৈত্র কৃষ্ণ দিন শনিবারে বেহান বাবে সমাপ্ত।" পত্র সংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক ভনিতা নাই।

২৪১। মুক্তোল হোছন।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের একটু আলোচনা করিয়াছি। আদ্যন্ত বিহীন একটা পুঁথি অবলম্বন করিয়াই তখন উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার পুঁথিখানিও খণ্ডিত, কিন্তু ইহার আদি আছে।

রামায়ণ মহাভারত যেমন হিন্দুর পক্ষে অতি আদরের ও পবিত্র জিনিষ, নবিবংশের কীর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া এই গ্রন্থখানিও মুসলমানের পক্ষে তেমনি পবিত্র ও আদরের সামগ্রী। নবিবংশের যাবতীয় কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষাও বড় সুন্দর; তাহার আভাস পূর্ব্বে একটুকু দেওয়া গিয়াছে। আমাদের কোন সহৃদয় মুসলমান সঙ্গতিপন্ন ভ্রাতা এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—৭৯ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অবশিষ্ট কতদূর নাই বলা যায় না। চেষ্টা করিলে অনেক পাণ্ডুলিপি মিলিবে। ইহার লেখা খুব প্রাচীন; দেড় শত বৎসরের উপরে; শেষ পত্র অভাবে তারিখ পাওয়া যায় নাই। দুই পিঠে লেখা। অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ।

আরম্ভ :—

বিস্মিল্লাহিররহমান রিরহিম শিরত্তাজ
প্রণামহো নিরঞ্জন সংসারের সার॥
বিধরূপী সর্ব্ব [illegible]॥

এক হন্তে দুই হই হৈল তিন গুণ।
ভাবক ভাবিনি ভাব মগ্ন সনিপুন॥
ভাবক ভাবিনি জনি দরসন ভেল।
অনন্ত অলেখ মুক্তি (মুর্ত্তি ?) উপজিয়া গেল॥
এক ভেল অলেখ (অনেক ?) অলেখ ভেল এক।
কহিতে অকথ কথা কেবা কহিবেক॥
সেই প্রভু প্রণামহো হই এক মন।
অনাদি অনন্ত সেই প্রভু নিরঞ্জন॥

বহুস্থান ব্যাপিয়া কবির বংশ পরিচয় আছে। সবটা উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না। তজ্জন্য আমরা কেবল আসল কথাগুলিই উদ্ধৃত করিব। এই বিবরণে কয়েকটা ঐতিহাসিক কথা আছে। তৎপ্রতি ঐতিহাসিক কঠোর দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

কাএ মনে প্রণাম করিএ বারে বার।
কুদল খান গাজি জান ভুবনের সার॥
জার রণে পড়িল অসংখ্য রিপুগণ।
জলে কেহ বঞ্চিলেক সমুদ্র গহন॥
এক পরে হইল সহস (?) প্রাণহিন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধিন।
বৃক্ষ তলে বসিলেক কাফিরের গণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন।
তান এক দশ মিত্র করিএ প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ না লেখিল তান নাম॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরি।
মুসুলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরি॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।
সএখ (সেখ) সর্ফদ্দিন পির ত্রিভুবন জান॥

* * *

প্রণমহ তান সুত জগের নাগর।
কুলগুরু কাজি সে আলাম নাম ধর॥
মহাসত্ত্ব মির কাজি তাহান নন্দন।
এক মনে প্রণামহো সে দুই চরণ॥
তান সুত গুণযুত খান কাজি নাম।
তান পদ পরে মোর সহস্র প্রণাম॥

তাহান নন্দন জান সর্ব্বগুণাধএ।
করতার ভাবে মগ্ন জাহার হৃদএ॥
সএখ (সেখ) হামিদ পির জান ত্রিভুবন।
কাএ মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তান সুতনয় পির বুদ্ধি সুর গুরু।
ত্রিভুক লোকের প্রতি (পতি ?) ভাবকল্পতরু॥
জার কেরামতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
আখা কফিদের পদে করিএ বন্দন॥
তাহান ঔরসদভ (ঔরসোদ্ভব ?) ভুবনের সার।
দশ দিগে হই কৃতি হইল জাহার॥
মেনেকে মকাতে চলি জাএ জেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত সেরূপ নিরঞ্জন॥
ফিরেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশে।
জথাবিধি করতার সেবন্ত বিসেস॥
হামিদ আলাম পির ভুবনের পতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি॥
তাহান ঔরসদভ কুলের কেতন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ অতি বিভর্পন॥
বধিয়া সে অরিজন করিয়া সংগ্রাম।
আপনাকে খর্ব্বাস হৈল পরিণাম॥
সাহা নসুরাদ্দিন পির মর্য্যাদা সাগর।
চরণ রাজির প্রণামহ বহুতর॥
তাহান ঔরস বিবি মানিক্য ধরিল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ সিহ তাত উপজিল॥

* * *

পির সত্ত্ব সাহে জানে ভুবনের সার।
মাতা সনে তাহানে প্রণামি বারে বার॥
তাহান কনিষ্ঠে জে পুজিতে ত্রিভুবন।
পূর্ণচন্দ্রধিক মুখ কমললোচন॥
গোরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দণ্ড।
দির্ঘ বাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড॥
গৌর রাজ অধিপতি আকে প্রসংসিল।
ত্রিভুক জনের পতি আহ্বাক বুঝিল॥
চাটিগ্রাম প্রতি (পতি ?) জনে সমুক্ত খান।
আপনার পুর সুকা দিল আর স্থান॥

যার বাঙ্গালায় পড়ি ইচ্ছা থান ফির।
দক্ষিণ কুলের রাজা আবদ সুধির॥
সেই ভাবে তাহার পুজন্ত নিতি নিতি।
তাহার প্রসংসা উকল মলধির পতি॥
সমর্দ্ধা (?) করিয়া তার ভুবনে বাখানে।
পরম পণ্ডিত সে যে রসের নিধান॥
পির যাকে ডাকে২ কোলে সর্ব্বজন।
এক মনে সে যে আলেক নিরঞ্জন॥
খেমাকম দয়াশীল মধুর বচন।
সাহা আবদল ও হাবকে করম বন্দম॥
সাহা তিক্ষাবিভাজি (?) কোলে সর্ব্বজন।
বারে বারে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তাহান নন্দন শ্যাম সুন্দর সাহির।
পুর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্ব্বসাস্ত্রে থির॥
গুণবান সুত্রাপ্তএ নবরস দধি।
বহুল প্রকার তারে সৃজিলেক বিধি॥

* * * *

এঙ্গে লঙ্গে কলিজে (?) পুজএ সম্পদ॥
কোরাসি বংশের জল (জান ?) প্রাসিদ্ধের হেতু।
মহাসএ মাতামোহ কুল জএ কেতু॥
ধবল পঙ্কের ঘরে জাহাকে বাখানে।
জাহা হন্তে পাইল পদ রসাঙ্গির গণে।
সাহা মোহাম্মদ পির চরম বন্দন।
উদ্ধারণ মাতামোহ পাসিলু পরণ।
মহম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুমি বিনে সোহাএ মস্তক ঠেক পার॥

তবে পিতামোহগণ প্রণামিএ একমন
  পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
ছিদ্দিক বংশের জন্ম উমর সদৃশ ধর্ম্ম
  লজ্জাএ ওচমান সমসর॥
আবেত সদৃশ আলি দানেত হাতিম খুলি
  হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষা গুরু কল্পতরু সর্ব্ব অস্ত্র সাস্ত্রে গুরু
  জন্ম হইল আরবের স্থান॥
হাজি খালিদ পির গুরু চাহি পৃথিবীর
  ফিরিয়া আসিতে আরবার।

সহরিসে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
  চলি তেল মাহি আছোয়ার॥
আসিতে খালিদ পির সেহাজি সমুদ্র তীর
  সিংহ চর্ম্মে কৈলা আরোহণ।
আজার কর্ম না পাই এক মৎস আইল ধাই
  পিঠ পাতি দিল ততক্ষণ॥
আজার অন্তর করি সে মৎস্যের পিঠে চড়ি
  চলি তেল মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তীর দুই পির আইল চলি
  চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজি রঙ্গে
  দুই মিত্র বাড়ি লই গেলা।
হাজি খালিদকে দেখি বদর আলাম সুখি
  অন্তে অন্যে আশেশিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেসে ভ্রমন্ত যবে
  দেখিলেন্ত আচার্য্য নন্দিনি।
রূপে বিদ্যাধর জিনি সুধাভাসি মধুবাণী
  নয়ান অমল কমলিনি॥
দেখি মাহি আছোয়ার বিপ্রস্থানে সে কন্যার
  মাগিলেন্ত বিবাহ করিত।
আচার্য্য না দিল তাকে শাপ আরোহিয়া তবে
  বিপ্র দ্বার আইল ত্বরিতে॥
ভয়ে ধাত্রে বিপ্রগণ আচার্য্য ভাবিয়া মন
  দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রীড়া করি নিজ দেশে গেলা চলি
  পুত্র প্রসবিলা অসম্বিন॥
আলিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
  দানে জেন দ্বিতীয় হাতিম।

* * *

তার পদ সিরে ধরি পাঞ্চালি রচনা করি
  তাহান নন্দন গুণনিধি।
ছিদ্দিক তাহার নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
  বদন কমল কলানিধি॥

* * *

তার পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ ধ্যানে ধ্রুব
  রাস্তি খান রূপে পঞ্চবাণ॥

তান সুত গুণ যুত শ্রীযুত আবাল।
নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ বিক্রমে বিশাল॥
তান সুত অমিয় মহিমা গুণবান।
বান্ধব পালক গহ্ বিরহিম খান॥
তাহান অনুজ স্থির রূপে পঞ্চবান।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ মুবারিজ খান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ।
অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা পদ॥
মুকুল মোচন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুছলমানি তেরিখের দস সত গেল।
সতের অদ্ধেক পাছে রিতু বহি গেল॥
হিন্দুআনি তেরিখের শুণ বিবরণ।
বান বাহো সম অঙ্ক আর বান সত॥
বিসে তিন দুন করি চাক দিয়া (?) বধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অঙ্ক অবধি॥
গুরু শুক্র সেন নিবন্ধ (?) গুরু আগে।
মিত্র হই কুমুদিনি প্রিতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি।
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাসি॥
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল॥

পুস্তকের মালীক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে ... জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ... লদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।

আছিল পুরুষবর ছিরি হারি ধন॥
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইঞ্চুচ মোহামতি।
বেজাজ সহরে জান তাহান বসতি॥
তাহান অনুজা সন্তানর সিসা কএ।
পণ্ডিত বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ॥
অতিসাত ধর্ম্মহীন বালক বএস॥
লোকের জোতালি ন বোঝে বিসেস॥
পুস্তানি লিখক নহে লিখুক মরিল।
বর্ণ শুদ্ধি বুদ্ধি বুঝি সাধু মতিহিন॥
মোক্ষি অপরাধি ক্ষুদ্র খেমিয় পড়ুক।
আখি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক॥
চাক্তর রঘাঙ্গল নামে জলদি গ্রাম।
মোহাং মনুসা বৈসএ সেই ঠাম॥
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত॥
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর।
ছিরি কাসাগাজি তান কনিষ্ট সোদর॥
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ॥

"ইতি ১১১৮ সন মঘি তারিখ মাহে ৫ মাগ রোজ সুক্রবার বেলি অবসেস পুস্তক সমাপ্ত।"

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধা ৺কালা বিবিচৌধুরাণীর একতম বংশধর বেলচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল হাকিম চৌধুরীর নিকট আছে।

২৪২। বালকবোধ শ্লোক।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। গদ্য পদ্যে লিখিত। বড় অশুদ্ধি পূর্ণ, বোধ হয়। সকলটা প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে লিখিত।

আরম্ভঃ—

তোহ্মার নাম কি। আমার নাম শ্রী অমুক অমুক দাস। নাম বোলি কারে। বহুবাচবিয় নামানি। জিজ্ঞাসা বোলি কারে। জ্ঞাতোমৈৎছ জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি চরাচর কথা।
মায়ে বাপে নাম থুইছে শ্রী পাইলা কথা॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন।
লক্ষাই (লক্ষ্মী) দেবি দিছেন শ্রী জিজ্ঞান কি কারণ॥

শেষঃ—

তোহ্মার দোয়াত কলম কালি অক্ষরের পত্রের কি নাম।

সৃষ্টি কালেতে ব্রহ্মা অক্ষর সৃজন।
জগত হিতের লাগি জ্ঞানের কারণ॥
সেই জ্ঞানের অধিপতি দেবি উমাবতি।
বিদ্যাদাতা হইলেক দেবি সরস্বতি।
সরস্বতী প্রসাদে বিদ্যা জানিলাম বিশেষ।
অক্ষর চিনিলাম কিছু গুরু উপদেশ॥
সেই অক্ষর লিখিবারে কজ্জলের স্থলে।
দোষ হেন না জানি তারে দোয়াত কলম বোলে॥
তালপত্র রম্ভাপত্র কাগজ প্রধান।
লিখিতে লিখএ পত্র বিবিধ প্রধান॥
অজ্ঞগণের অন্ধকার জ্ঞান সোক্তে বৃষ্টি।
দিব্য চক্ষু হয়ে তার দেখে সর্ব্ব সৃষ্টি॥

ভণিতা :—

রামানন্দ দ্বিজে কহে শুন পণ্ডিত ভাই।
দোয়াইত কলম ছাড়ি দেও গুরুর দেশে জাই॥

১২১৫ মঘির হস্তলিপি। ইহা আনোয়ারাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৩। আহ্নিকতত্ত্বে ব্যবহার-বিধি।

আরম্ভে শীর্ষোক্ত নাম লেখা আছে; কিন্তু সমাপ্তিতে আর এক নাম দেখা যায়। প্রথমাংশে সংস্কৃত শ্লোক, শেষে বাঙ্গালা (সম্ভবতঃ অনুবাদ)।

আরম্ভ :—

আহ্নিকতত্ত্বে বেবহার বিধি।

ভণিতা :—

আউর্বেদ মতে মহেশচন্দ্র দ্বিজ কয়।
রোগ জাগি স্তবজাপ লবে সমুদয়॥

শেষ :—

এবং সৈন্ধবে পাক গ্রাস অণ্ডকোশ।
কর্ণ কুহরেতে কিট করিলে প্রবেস॥
তিল তৈল পূর্ণ করে করিয়া বিধান।
অহিফেন কিম্বা প্রাণ তবে মতিমান॥
প্রাণেতে গলায় বুকে হয় দুর্ব্বহ।
আদা রসসহ পুন প্রাসে শান্তি হয়॥

"ইতি জিহ্ব মঞ্জরী বিষয়। শ্রীরসিকচন্দ্র দাস সাকিন পরৈকোড়া।" পত্র সংখ্যা ৬, এক পিঠে লেখা। শ্রীরামপুরী কাগজ,—অল্পদিনের হস্তলিপি। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৪৪। কামিনীকুমার।

বৃহৎ গ্রন্থ। কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই হস্তলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীকামিনীকুমার নামক কাব্যাবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কালিদাস শ্রোতা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য এই কাব্য গৌরিয় সাধু ভাষায় নানাবিধ পয়াগাদি ছন্দে শ্রীকালিকৃষ্ণ দাস ও শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচি ও শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং পদ্মালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্রের বাটীর পূর্ব্ব ১৮ নং বাটীতে। এই বহির হক মালিক শ্রীপীতাম্বর সেন পীছরে রামদাস সেন নিবাস কুএপাড়া স্থানে রাউজান জিলা চাটীগ্রাম এই পুস্তক তৈয়ার হয় মোকাম সার্জ্জনিয়া মেমক মহলের কাচারিতে সন ১২৪৭ সাল সন ১৮৪১ সাল তারিখ ১৫ চোত্র সনিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

ভণিতা :—

সক্তি ভক্তি গতি হিন কালিকৃষ্ণ দাস।
এই ভিক্ষা চাহি জেন পুরে অভিলাস॥

শেষ :—

শুনি তুলভির যত সন্দেহ ঘুচিল
কামিনীকুমার [illegible]।

কলিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস হীন হীন॥
দুই নামে এক নাম কালিকৃষ্ণ দাস।
বিরচিয়া নববাক্য করিল প্রকাশ॥

২৪৫। অষ্টমঙ্গলার গুণ-কথন।

পদ সংখ্যা—৩২।

এই পুস্তিকার কোন নাম নাই। গ্রন্থে অষ্টমঙ্গলার গুণাষ্টকের বর্ণনা আছে। গুণগুলি এই:—দয়া, সুশীলতা, দাতা, ধার্ম্মিকং, জ্ঞানদা', বাচকতা, সৌন্দর্য্যং এবং রসজ্ঞং।"

আরম্ভ:—

এক দিন সদানন্দ আনন্দ মনেতে।
অষ্ট মঙ্গলারে হেরে অষ্টম গুণেতে॥
সতি প্রতি পশুপতি করে নিবেদন।
অষ্ট গুণে গুণি তুমি করি দরশন॥
কেমে সতি জিজ্ঞাসিল কি গুণ আমাতে।
বল দেখি শুনিবার বাসনা মনেতে॥
তবে শিব শিবা প্রতি কহে মৃদু ভাসে।
কিঞ্চিত বর্ণিব গুণ যাহা মনে এসে॥
দয়াতে নিপুন শ্যামা নির্দ্দয়তা শুন্য।
এই এক গুণে কালি হোয়েছ ভুমান্য॥
কমল হইতে অঙ্গ অত্যন্ত কমল।
পাষাণ তনয়া হোয়ে আছ ধরাতল॥

ত্যং বিভিন্নং।

তারিখ ও ভণিতা নাই কিন্তু আবরণ পত্রে লেখা আছে: "শ্রীকালী ভরসাং স্বকৃত শ্রীরসিকচন্দ্র দাস পরৈকড়াং গ্রামস্য।" ইহা পরৈকোড়া গ্রামবাসী আমার সহাধ্যায়ী বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, মহোদয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৬। গীতাবলী।

নাম শূন্য এই হস্তলিপিতে ২৭টি শাক্ত শৈব সঙ্গীত লিখিত আছে। রচয়িতার নাম বৃন্দাবন সেন। তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুলিপিখানি পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাচরণ বাবুদের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বংশেও বৃন্দাবন নামে একজন ছিলেন, কিন্তু বক্ষ্যমান কবির 'সেন' উপাধিও তাঁহার কৃত জ্যোতিষ বচনের শেষে।

'পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

এরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত বংশোদ্ভব বলিতে দ্বিধা জন্মিতেছে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়। নিম্নে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল:—

ললিত।

কালী কালী বল মন দিন গেলো দিন গেলো।
দারুণ কৃতান্ত দূত সেজে এলো সেজে এলো॥
হানিছে প্রচণ্ড দণ্ড, করে মহা লণ্ড ভণ্ড,
ভাঙ্গিবে কায় ব্রহ্মাণ্ড করে বল করে বল॥১।
সোনারূপা হিরা কষা, সকল করে তামা কাষা
কি কর বিষয় আশা, এ বিফল এ বিফল॥২
কি কর দেহ গৌরব, ভূষিত ভূষণ সব,
এ কায় রহিবে শব, চিতানল চিতানল॥৩।
যত সব পরিবারে, সব করে বহির্দ্বারে
বিবেক সর্ব্বস্ব হরে, বৃন্দাবনী ত্যাজ ছল॥৪।

তারিখ ও লেখকের নাম নাই। সম্ভবতঃ গঙ্গাচরণ বাবুর পিতার লেখা। পত্র সংখ্যা ১০, দুই পিঠে লেখা। পূর্ব্বোক্ত 'জ্যোতিষ বচনের' পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

২৪৭। জ্যোতিষ-বচন।

আরম্ভ:—

জ্যোতিষেতে নানা মত, [illegible]
[illegible] নানা জ্যোতিষশাস্ত্রে।

কিন্তু তাতে মনঃপুত, ভাব রহে উদ্ধৃত,
দেখিলাম ভুত বর্ত্তমানে।
অতি গুপ্ত সঙ্কেত, পাইয়া মনের মত,
ভাষায় তাহা করি সুরচনা।
গুণ শুনি জ্ঞানিগণ হইয়ে সাবধান মন,
যেমতে তা করিবে গণনা।

শেষঃ—

সপ্তম গৃহ শত্রালয়, প্রাণে মৃত্যু সুনিশ্চয়,
প্রত্যক্ষ হইয়াছে বহু জনে।
কিন্তু প্রধান অংশ আদি, সপ্তমে না পারে যদি
রক্ষা পায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে।
বিশেষ অষ্টম গৃহে, উদাসিন গ্রহ রহে,
করে সেই মৃত্যু নিবারণ।
পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

তারিখ নাই। পদ সংখ্যা—২০, সন্দর্ভটি গীতাবলীর পাণ্ডুলিপির ভিতর পাওয়া গিয়াছে।

২৪৮। রসিক তরঙ্গিণী।

কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আবরণপত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইল। সন ১২৬২ বাঙ্গালা শকাব্দা ১৭৭৭ ইংরেজি ১৮৫৫ সাল। ইদানিং শ্রীমাধবচন্দ্র ধরের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক, তেঁই কলিকাতার শোভাবাজারে বটতলার দক্ষিণাংশে তত্তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি।"

২৪৯। নলদময়ন্তী।

এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে :—

শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺দুর্গা মঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কলঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌরচাঁদ শেন দীং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষের বাটিতে আইলে পাইবেন।

আরম্ভ :—

নলদময়ন্তি পুস্তক। অর্থ বিরসেন রাজার
শিব আরাধনা। রাগিনী ভৈরবি। ধুয়া।
করুনাস্বরুপ শঙ্কটে সম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উদ্ধার জীব। পয়ার।
নৈশধ নগরে রাজা বিরশেন নাম।
শান্ত দান্ত সুশিল সুধির গুনধাম।
সদত দুঃখিত নৃপ নাহিক সন্ততি।
প্রতি দিন পুজে আশুতোষ পশুপতি।

শেষ :—

শুনিয়া কুবের ভার্য্যা হরসিত মন।
পুত্র বধু ঘরে নিল করিয়া যতন।
এখানে অনন্ত রাজা নৈষধ ভুবনে।
সন্তানে সমান করে প্রজার পালনে।
নলদময়ন্তি কথা করিলে স্মরন।
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমচন।
অতপর বলি কন্যানির অভিশাপ।
রচিলা শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ।

ভণিতা ও কবির পরিচয় :—

(১) পরিটী সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় যেই, ভাবি পাদপদ্ম সেই
গৌরি গুণ করিল রচন।
(২) জাহ্নবীর পূর্ব্বপার, যেমন মহামুরার,
তার মধ্যে হরিনাভি গ্রাম।
তাহে কবি[illegible] রহে, [illegible],
দ্বিজ [illegible] নাম।

(৩) হরি নাতি ধাম, ... দ্বিজ দিনরাম[illegible] ... তাহার [illegible]।
ত্রিপদির ছন্দে, [illegible] দ্বিজ রামচন্দ্রে,
রচিল পাচালি বিনয়ি যুত ॥

"সমাপ্ত হইল। খকরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে নাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫চৈত্র রোজ শনিবার ৩এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্থা দাবি করিও কোন কেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্দ পুরুশের নরগামি হএ ও আজর্ম্ম নরকে থাকিবেক ইতি ॥"

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩, উভয় পিঠে লেখা। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার অভাব। বৃহৎ গ্রন্থ।

মাননীয় দীনেশবাবু 'দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'দুর্গামঙ্গল, ও 'নলদময়ন্তী, কি অভিন্ন? 'হরিনাতি' গ্রাম কোথায় অবস্থিত? গ্রন্থ শেষে এই কবির রচিত আর একটা কি পুঁথির আভাস পাওয়া গেল? এই সুন্দর কাব্যখানি পৃথক ভাবে সমালোচ্য।

২৫০। রুক্মিণী হরণ।

এই এক নূতন ধরণের গ্রন্থ। ৩১টি গীত (গাওন) ও ২১টি 'পটী ও লহরে' গ্রন্থ সমাপ্ত 'পটী' গুলি পয়ার বা ত্রিপদীছন্দে লেখা 'লহরের' কোন নমুনা দেখিলাম না। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভঃ—

অথ রুক্মিণ হরণ লীখ্যতে।
সব সখি পঞ্চম গাই বেলা বাজাই।
কাহি কাহি নাচ কাহি বংশী বাজাই। ধুয়া।
কাহি শঙ্খ শুনি (?) কাহি সপ্ত শুনি
নব নব কাহি বাজাহি মৃদঙ্গ বাজাহি
কাহি গেরজা বাজাই কাহি করতালি
কাহি কাহি ঝিঁঝি কাহি গাওহলী
ছেতার তাম্বুরা কাহি ছেতার বাজাই সাজ।

শেষ :— গীত।

নাতিয়া রঙ্গে সুখ তরঙ্গে তাস্তে জাএ
দ্বারিকা নগরে।
আজু গোবিন্দের বিবাহ আনন্দ প্রতি
ঘরে ঘরে।
অথ কামিনীগণ করে মঙ্গলাচরণ
আবির কুমকুম হলী করএ গোবিন্দ গায়ে
অশেক দ্বারিকাবাসী গোবিন্দ বিবাহে আসি
মুনিগণ দেবগণ সবে মোহৎসব করে। সাঙ্গ।
৫২।

"এই পুস্তকের অধিকারী শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত লিখিত শ্রীবেহারি মোহন দাস গুপ্তস্য খোয়ক্ষর মিদং ইতি শন ১২৩১ মঘি তারিখ [illegible] মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকি লিখা সমাপ্ত হইল। মাত্র গাওন—গাওন ৩১ পটি ও লহর ২১ মোট ৫২।" পত্র সংখ্যা—৭ উভয় পিঠে লেখা। আকারে বড় নহে।

২৫১। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর পুস্তিকা গ্রন্থের নামটি কি, জানা যাইতেছে না। ইহা শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' ও [illegible] মহাশয়ের 'সদ্ভাবশতকের' [illegible] ও [illegible] বিদ্যাসের [illegible]

উপদেশ দিতেছে। ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকতা অতুলনীয়, তাহা বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার তত্তাবৎ গুণাবলী প্রকটন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পীর লেখনী আবশ্যক। আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে দেখিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠে। নামাবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করা উচিত।

পাণ্ডুলিপির লেখা অতি সুন্দর,—আধুনিক গোটা গোটা অক্ষর। বঙ্গদর্শনের আকারের ২৩ পাতায় গ্রন্থ সমাপ্ত,—প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা; লেখক প্রোক্ত প্রিয়বন্ধু গঙ্গাচরণ বাবুর পিতৃদেব ৺ রসিক চন্দ্র দাস মহাশয়। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। তারিখ নাই। লেখক মহাশয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নামটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

রচয়িতার নাম 'দীনেশ'। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ব্রাহ্মদের কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি মনে হয়। গ্রন্থের ভাষা বর্ত্তমান কালের ভাষার মত। রচনা কি তবে আধুনিক?

আরম্ভ :—

অথ পরমেশ্বরের বন্দনা। ত্রিপদী।

জয় জয় ব্রহ্ম মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবীতা।
নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নির্লিপ্ত (?) নির্দ্ধাতা॥
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতীত মহিমা কির্ত্তন।
... আধারের, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর,
পরাৎপর পরম কারণ॥ ইত্যাদি।

বলিতে ভুলিয়াছি, ইহা কোন ব্রাহ্মের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রটিও একস্থলে দেখা যাইতেছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং চৌপদী" হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(পঞ্চমং)

অতিশয় মনোহর, পেয়ে এই কলেবর,
কত তার নিরন্তর, যতন করিছে হে।
না বুঝায়ে সবিশেষ, মনোমত কথ বেশ,
বাঁকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে॥
জান না কি কাল হেসে, যখন ধরিবে কেশে,
কোথায় রবে বেশভূষে, দেহ মাটি হবে হে।
অতএব ভজ মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৫।

(অষ্টমং)

মত্ত দিয়ে মিছে মতে, চড়িয়া অজ্ঞান রথে,
ভ্রমিতেছ ভ্রম পথে, কেন অনিবার হে।
কিছুই না করিতেছ, মিছে কাল হরিতেছ,
মিছে ঘুরে মরিতেছ, না বুঝিয়ে সার হে॥
ভুলেও কি একবার, নাহি ভাব দুরাচার,
ভব পারাবার পার, কেমনেতে হবে হে।
অতএব ভজ মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৮।

শেষ :—

ঈশ্বরের স্তব পাঠ (পদ্য ?)।

* * * *

সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই এ কাল সে কাল॥
সকল কালের পতি তুমি কালের পাল।
প্রকাশি নিজ স্নেহ দেহ শুভ কাল॥
তোমার পুরাহ আজ শুভ পুণ্য দিন।
চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন॥
... দিয়া হরিছ ...।
... পদে পদে পদাঙ্ক ...॥

আপদ বিপদ যথ করিয়া সংহার।
করুন তারকভুবে শান্তির সঞ্চার॥

ভণিতা :—

শ্রীদিন দীনেশ করে এই নিবেদন।
করিব মনের সহ ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষ করিলে কৃপা সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু সব সবে হবে ক্ষয়॥
চরণ স্মরণ করি কাটাইতে দিন।
এবার দিনের প্রতি না হবে কুলীন॥
হরি হরি মম মন করি হরি সঙ্গ।
এত দূরে এই গ্রন্থ হইলেক সাঙ্গ॥

"ইতি সমাপ্ত। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস সাকিন পটেকোরা থানে পটিয়া—দৃষ্টেন লিখিতং গ্রন্থ চোরেন নিয়ন্তে যদি। সুকরি তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ।"

২৫২। স্বপ্নবিলাস।

দুর্ভাগ্যক্রমে গোস্বামী কৃষ্ণ কমলের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তাই এই সুন্দর গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত কিনা, বলিতে পারিলাম না। হস্তলিপিটি বড় প্রাচীন নহে,—তারিখ ও ভণিতা নাই। ডিমাই আকারের কাগজ দুই পিঠে লেখা—পৃষ্ঠ সংখ্যা—৫৪।

আরম্ভ :—

গীত রাগ (রাগ) বেহাগ তাল ধ্রুবক।
বন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-চরণার-বিন্দ-দ্বন্দ্ব।
মকরন্দ-গন্ধ-লুব্ধ বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য॥
সখি একি ভঙ্গি হেরি ব্রজের সে ত্রিভঙ্গ হরি
কিশোরীর ভাব অঙ্গি করি অবতরি ক্ষিতিরিতে
প্রেমানন্দ॥

তাল লোফারি।

স্বয়ং শ্রীরাধার ভাবে আপনাকে রাধা ভাবে
অভাবের অভাবে ভাবে কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণভাবে।
ইত্যাদি।

শেষ :—

রাগ রামকেলি তাল কাওয়ালী।
যৈছে যৈছে চৈতন্য অবতারে।
অগস্ত্য অবতারে অনন্ত (?) ভব পারে
কোন্ অবতারে যারে তারে তারে তারে॥
অকূল ভব পাতরে পরেছি ভুলে না তারে,
হেলায় ডাকিলে তারে সে তারে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তারে সে ভাবে সে ভাবে তারে
কেহ যারে না তারে তাহারে তারে তারে তারে॥

২৫৩। শনির পাঁচালী।

পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আজকার পুঁথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণাবস্থা। তারিখ নাই। দেখিয়া বড় প্রাচীন বোধ হয়। পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৫। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ। পদ সংখ্যা ২৭৮।

আরম্ভ :—

শ্রীদুর্গা সহায়। অথ সনৈশ্চরায় নমঃ।
সরস্বতী পদযুগে করিয়া প্রণতি।
বাপে বৃহস্পতি পদে করিয়া ভকতি॥
নবগ্রহ মধ্যেতে প্রধান গ্রহ সনি।
জার দৃষ্টে গনেসের মুণ্ড হৈল হানি॥
প্রত্যক্ষ জানিয়া ভাই হইয় সাবধান।
মনের মানসে পূজা করহ তাহান॥
দেবতাহৈঅাছে পূর্ব্বে এই বিবরণ। (?)
লোকেতে হএছে জেই শুনহ এখন॥

শেষ :—

সকল গ্রহের মধ্যে প্রধান গ্রহ সনি।
সেবিলে সম্পদ লাভ না সেবিলে হানি॥
এই পাচালি জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিব সেই জম ঘরে গেলা॥

ভণিতা :—

দ্বিজ দ্বিজে (দ্বিজেরে) [illegible]
সনি সেব [illegible]

যতবড় কম তবে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মনির পাচালি কথা হৈল সমার্পন॥

"ইতি মনির পাচালী সমাপ্ত। শ্রীউমা-কান্ত শর্ম্মন হাল সাকিন নিলকান্দি এই পুস্তক।"

২৫৪। প্রসাদ-সঙ্গীত।

ইহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গীতগুলি সংগৃহীত আছে। অল্প কয়েকটী ভিন্ন আর সবগুলিই ছাপা আছে। পুঁথির পত্র সংখ্যা (বড় কাগজের) ৪৮ ও গীত সংখ্যা—১৬৩। ছাপা গীতের সহিত অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। নিম্নলিখিত গীতটি কাব্য-বিশারদের সংগ্রহ পুস্তকে পাওয়া যায় নাই :—

মা যদি ধরে তোল তবে তরি এ অকূল।
আমার অকূল ওকূল দুকুল পাথার মধ্যে।
সাতার বিষম হইল॥
সঙ্গী ভুলা হইল ছাই, আমি তাদের সঙ্গে
ভেসে যাই,
(কারে ধরতে গেলে)
মনে ছিল যে ভরসা না পুরিল সেই আশা,
আমায় ভুলালে যখন ডুবালে তখন
এখন কি বা করি বল॥
শ্রীরাম প্রসাদের তার মা বিনে কে লবে আর
আমার মরণ কালে চরণ দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে কালী চল॥ ৩৩॥

"এই বহির মালিক শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নিলকান্দি হৈলন পালঙ্গ পরগণে বিক্রমপুর ইতি সন ১২৮৪ তাং ১লা বৈশাখ।"

২৫৫। অমৃত-তোষণিকা।

ইহা একখানি বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক দেহ-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপাদেয়। [illegible] অপ্রকাশিত।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নম।
শ্রীনিত্যানন্দ ঐ নম॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা দেহের নির্ণয়।
যার যৈছে স্থিতি তাহা কহিব নিশ্চয়॥
চৌর্দ্দ পুরা দেহ হয় আপন প্রমাণ।
তাহে যত নাড়ী আছে শুনহ কারণ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিখানি 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই এতদ্বিবরণ সঙ্কলিত হইল। এখানে একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। লিপিকর-প্রমাদ 'ন' বা 'ণ' কি 'ল' হইতে পারে না? প্রাচীন হস্তলিপিতে উহাদের ত কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। প্রাচীন পুঁথি সমালোচকগণ কার্য্যকালে একথা ভুলিয়া যান কেন? তাই আমরা দেখিতেছি, সুপণ্ডিত মিঃ গ্রিয়ারসন 'মাণিকচাঁদের গানে' 'গাভুরালী'কে 'গাভুরাণী' ও এই 'অমৃত তোষণিকা' সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের 'নির্ণয়'কে 'নির্লয়'রূপে প্রচারিত করিয়া জটিল সমস্যা-সঙ্কুল প্রাচীন সাহিত্যের জটিলতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

২৫৬। অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ)।

আরম্ভ: —

অর্জ্জুনের কথা হৈল যেই মত।
জিবের নিস্তার হেতু প্রকাশ পৃথিবীতে॥
শুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডেত তখন।
অর্জ্জুন পুছেন কৃষ্ণকে হঞা সাবধান॥

শেষ :—

সুনহ সকল লোক এক চিত্ত করি।
কৃষ্ণের [illegible] হরি হরি॥
যে [illegible] শরণ হঞা [illegible]।
[illegible]॥

অবিলম্বে পায়ে সেই কৃষ্ণের চরণ ।
বৈষ্ণব বলভি তার কহিল বচন ॥

"ইতি বৈষ্ণব কথামৃত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখোকো দোষ নাস্তি। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত সাং চূড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মালকটক।"

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৯।

২৫৭। জয়দেব প্রসাদাবলী।

আরম্ভ :—

এইত কহিল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
জয়দেব প্রসাদাবলী করিল বর্ণন ॥

শেষ :—

শ্রবণে মঙ্গল হয় সর্ব্বরস সার।
বজ্রনাথ কৃপাবলে হইল পয়ার ॥
অনুকুল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান।
অম্বিকা নিবাসী এবে পণ্ডয়া বিরাম ॥
শান্ত দান্ত অতি ধীর দয়া কৃপাবান।
পড়াইল গীত মোরে টীকা প্রণিধান ॥
* * *
সাকিম মুরশুদাবাদ হয় [illegible]।
যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর [illegible] ॥
জেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী।
যোজন প্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে বসতি সুন্দর।
পূর্ব্ব পশ্চিমাংশে গ্রাম দীর্ঘ বহুতর ॥
জাপেক (ক্রোশেক) প্রমাণ গ্রাম থানা শহরের ভিতর।
জোড়ব নৃসিংহ দুই হয় সহোদর ॥
পিতামহ পূর্ব্বখ্যাতি [illegible]।
[illegible] কুলজ তীর্থ [illegible] নিবাসী ॥
মহাদেব[illegible] হয় কুবেরের প্রধান।
* * *
ব্রহ্মচারি অতি (?) যদি জানয়ে সকলে।
ত্রিভিত নন্দন তার আছয়ে কুশলে।
তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন।
না জানিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন ॥
দ্বিতীয় তনয় শেষো আর বনিতা।
শ্রীকৃষ্ণ আপন করি প্রণত বঞ্চিতা।
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আকাম।
অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যাণ ॥
তাহা না গণিয়ে আমি অনিত্য বচন।
কৃপাকর গোপীনাথ লইনু শরণ ॥
* * *

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাদশ সর্গে জয়দেব প্রসাদাবলী পয়ার বর্ণনং সম্পূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র। পত্র সংখ্যা ১০২। প্রাপ্তি স্থান পুড়াই, গোস্বামী বাড়ী। গ্রন্থকারের নামটা কি হইল ?

২৫৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

আরম্ভ :—

ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরাণের সার গাথা
কম শুক ব্যাসের তনয়।
কৃষ্ণপদে রচিত শ্রোতা তাহে পরীক্ষিত
ঋষিগণ যুত তাহা কয় ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা :—

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুথি শুন সর্ব্বলোকে ॥

শেষ :—

শুন রে বৈষ্ণব লোক হএরা একচিত্ত।
রুক্মিণী হরণ কথা কহিব নিশ্চিত ॥
ভাগবতে কৃষ্ণ কথা [illegible] ॥
[illegible]

পুঁথিখানি খণ্ডিত, শেষ পত্রাঙ্ক ১০০। প্রাপ্তি স্থান করিধা।

২৫৯। মনসা-মঙ্গল।

আরম্ভ :—

বন্দ দেব গণপতি বিনএ ভকতি স্তুতি
তুমি দেব হরের নন্দন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান সভাই মস্তজ্ঞান
আগে পূজা করে দেবগণ॥

ভণিতা :—

বস্ত্র পাঞা নরপতি বসল যেখানে।
মনসার বরে কবি বিষ্ণুপালে ভনে॥

শেষ :—

এতেক দেবীর আজ্ঞা মাদাএর গমন।
একেক পা ফেলিছে মাদাই চোরাসি জোজন॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। বর্ত্তমান পত্র সংখ্যা ১৭+১২২=১৩৯। প্রথম ১৭ পত্রে বন্দনা পালা সমাপ্ত। প্রাপ্তি স্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী।

২৬০। বিহদ বিরাটপর্ব্ব।

পুঁথিখানি কীট দষ্ট,—আরম্ভ ও শেষ উভয়েই। ১৩৪ পত্রে শেষ। তারিখ ২২ ফাল্গুন (বৎসর কীটদষ্ট)। লেখক সূর্য্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং বীরসিংপুর। পটক (পাঠক ?) * * সাকিম অটজন।

ভণিতা :—

পুনরপি উত্তর করেন জিজ্ঞাসন।
রচিল নারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥

প্রাপ্তিস্থান করিধা। 'বিহদ' কি বৃহৎ ?

২৬১। ধর্ম্মপুরাণ।

আরম্ভ :—

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্মপুরাণ।
... কবির বর্ণিবা শুন হঞা সাবধান॥

শেষ ও ভণিতা :—

কথা তুমি উপনীত তথাই * * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বন্দে * * * গায়ন স্বচ্ছন্দে
গাই গীত মঙ্গল॥

পত্র সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট, আন্দাজ দেড় শত। খণ্ডিত পুঁথি। প্রাপ্তি স্থান মুড়াই যুগী বাড়ী।

২৬২। ধর্ম্মপুরাণ।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত। কয়েকটি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ঐ যুগী বাড়ী।

ভণিতা:—

নিরঞ্জন মঙ্গলের যপূর্ব্বা বন্দনা।
শ্রীসাম (শ্যাম) পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা॥
শুনিয়া দণ্ডের বাণী তখনে চলিলা রাজ্ঞী
মোনে মোনে করিয়া ভাবনা॥
নিরঞ্জন পদ আসে শ্রীসাম পণ্ডিত ভাষে
মুখমানে শুন সর্ব্বজনা॥

২৬৩। অর্জ্জুন-সংবাদ।

ইহার প্রথম পাতা নাই দ্বিতীয় পত্রের

আরম্ভ :—

পুনর্ব্বার অর্জ্জুন তবে পোছে জগন্নাথে।
বৈষ্ণবের গতাগতি জানি ভাল মতে॥
আর কিছু শুনিতে আছয়ে মোর মন।
ভক্তিযোগ কথা কিছু কহ নারায়ণ॥

শেষ :—

এতেক জানিয়া জেবা করে হরিনাম।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণ চরণে তার থান॥
কোটী জন্মে হরির চরণে রাখে ভক্তি॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার হয়ত ভকতি॥

"ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীমুরূপ দাস দাস ... জিউজী ...

খটারা মৃতাবগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার ।" পত্র সংখ্যা ১১। গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রাপ্তি স্থান ঐ মুদী বাড়ী।

২৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

আরম্ভ :—

প্রথমে বন্দিব * * পরাশরে।
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা জার (ঘরে)

ভণিতা :—

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস রস সর্ব্ব পরাৎপর।
রচিল পরম ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর॥
শ্রীনন্দন পদে রহু মোর মন।
যুগে যুগে পাই জেন অভয় চরণ॥
ইতি শ্রীবলি ছলন কথা সম্পূর্ণং॥

শেষ :—

* * রূপী ভূগুর চরণে পরিণাম॥
জার গুণে শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর হৈল নাম॥
জার গুণে গোবিন্দ ভজনে হৈল আস।
জার গুণে কৈল হরিদাসের সম্ভাস॥
পবিত্রের গুণে গুরু করিল আদেশ।
শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর বলি (?) করিল আদেশ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস।
পাজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমার ব্রতে দেহ করিয়া সোধন।
অন্তে সুরধনী মধ্যে পাইল নারায়ণ॥
সব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনার গুণে দোষ না লবে কাহার॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম ও শেষ পত্র জীর্ণ ও খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১৭৪।

২৬৫। বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

এই কবিতাটি দ্বিতীয় বর্ষের বীরভূমির চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচয়িতা আজও জীবিত।

ভণিতা :—

কায়স্থ কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাস।
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাস॥
জেলা বীরভূম তাতে আমি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাঙ্গলের থানা॥
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনামনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবণে॥

পদ্য সংখ্যা—৮২।

২৬৬। মোহ-মুদ্গর।

আরম্ভ :—

এক দিন সিব দুর্গা বসিঞা কৈলাসে।
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে॥
পার্ব্বতি কহেন নাথ করি নিবেদন।
কৃষ্ণ ভক্তি কথা কিছু করিব শ্রবণ॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১১।

শেষ :—

মালা তিলক কর তুমি কপট আচার।
লোকেতে বকহ তুমি অতির্থ ব্যবহার॥

প্রাপ্তিস্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইতি পূর্ব্বে আমি আরও ৩খানি এই গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কোন্‌টায় কি প্রভেদ বলা যায় কি?

২৬৭। মহাভারত।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত,—শেষ কতদূর নাই বলা যায় না। ২—২৫১ পাতা বর্ত্তমান। লেখক শ্রীরাধারাম গুপ্ত পীং কালীচরণ গুপ্ত সাং হইদ গাও (হাইদ গাও, থানা পটীয়া চট্টগ্রাম)। লেখার তারিখ নাই। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়। অতি জীর্ণ তুলট কাগজ; দুই পিঠে লেখা।

পুঁথির বর্ত্তমান অংশে কত যেরযানী কথা, শকুন্তলা উপাখ্যান, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দক্ষিণে আছএ দির্ব্ব এক পুরি খান।
পুরি মৈদ্যে দেখিবা এক কৈনা বিদ্যমান॥
সেই কৈন্যা না জানিবা (?) মুন জন্মেজয়।
* * খরি না করিবা কহিছুম নিশ্চএ॥
এ বোলিআ ব্যাস মুনি গেল তপবনে।
বিষন্ন হইআ রাজা চিন্তে মনে মনে॥

ভণিতাগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাসমুনি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব॥
(২) বষ্টিবর সেন সুতে * * *
গঙ্গাদাসে রচিল পঞ্চার॥
(৩) ভারথের পুর কথা শ্রদ্ধা দূর নহে।
পরাকৃত পদবন্ধে কবিচন্দ্র দাসে কহে॥
(৪) কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহে হরিগুণ সর্ব্বদাএ
হরি বিনে না ভজিঅ আর।
পরম আনন্দমএ ভজ প্রভু দয়াময়এ
তবে ভব পাইবা নিস্তার॥
(৫) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসময়এ।
মধুরস কল কথা কহিল সঞ্জএ॥
(৬) হরি নারায়ণ দেব জিনহিন মতি।
সঞ্জয়জিমানে (?) কৈলা অপূর্ব্ব ভারতি।
ব্যাসদেব হোন্তে মহা ভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিবা কৈলা পাঞ্চালি পঞ্চার॥
(৭) শ্লোক ভাঙ্গিআ পোথা করিআ পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
নিরাহিন মূঢ়মতি হরি নারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিলা সঞ্জএ॥
(৮) রচনা বিসেস গুনানারসময়এ।
হরি নারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥
(৯) ভারথের পুণ্য কথা শ্রেষ্ঠ হুমায়এ।
[illegible] অপূর্ব্ব হরে পাপ দুরএ॥
সঞ্জয় পরাগল সুজন নিৰিড়।
করিলেক পাচালি লোকের রহিল হিত॥

শ্লোক॥

ধন্যং পুণ্যং হতং মজ্ঞং সতত্তোসমনার্থিনাং।
যবত্তাং সন্তত জিয় খান শ্রীপরাগল॥

(১০) লস্কর পরগল নায়কের গুরু।
মেদনি মদন সম দানে কল্পতরু॥
অপূর্ব্ব ভারথ কথা অমৃতের সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥

ব্রহ্মার শাপে 'মহাভিস' (?) নরপতির মর্ত্ত্যাগমনোপলক্ষে হোসেন সাহা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

মর্ত্তে গিআ জনমিব হস্তিনার পুরে।
চন্দ্রবংশে জনমিব প্রদিপ রাজার ঘরে॥
এই বোলিআ নৃপতি আইল সেই স্থানে।
মৃত্যুকল্প প্রায় হইআ দুঃখ ভাবি মনে॥
অনেক যতনে তাক সৃজিলেন বিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু সেই গুণনিধি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ বুদ্ধিয়ে অপার।
কলি যুগে সেই যেন রাম অবতার॥
প্রতাপ তপন সম বিপক্ষেত যম।
পৃথিবী বিজয় কৈল সর্ব্ব অনুপাম॥
সুলতান হোচন সাহা পঞ্চ গৌরেশ্বর।
ত্রিপুরার বার পাইল গুন মোহাধির॥
সোণার পালঙ্ক দিল এক লক্ষ ঘোড়া।
দির্ব্ব রাজা টোপ দিল লক্ষের কাপরা॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মোহামতি।
দরিদ্র তারণ (?) করে অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের পুছন্ত কাহিনী।
কোন মতে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী॥

* * *

তাহান আদেশ মাল্য মাথে করি সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥"

১৬৩ পত্রে সভা পর্ব্ব ও ২২৬ পত্রে বন পর্ব্ব শেষ। ২৬৭ পত্রে বিরাট পর্ব্বারম্ভ।

বন পর্ব্বে ভণিতা নাই, লিপিকর অনেক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি, তুমি, কেনে প্রভৃতি আম্মি, তুম্মি, কেন্নে।

২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ-সঙ্গীত।

বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচন্দ্রকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্নাত্মা মনে করিত; তাই তাঁহার লীলা প্রকটনার্থে শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণীত। জাল রাজা ১৮৫২ কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে প্রাণত্যাগ করেন; গ্রন্থ-রচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। গ্রন্থকার বোধ হয় প্রতাপের একজন চেলা ছিলেন। তিনি প্রতাপের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবারই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনৈতিক কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকার ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য।

রচয়িতার নাম অনুপচন্দ্র দত্ত; নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ বাবু দুর্গামঙ্গল দাসের আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

এতৎ গ্রন্থাবলম্বন করিয়া 'বীরভুমি'তে প্রতাপচন্দ্রের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। তাহা হইতেই এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পুঁথিখানির সংগ্রাহক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

২৬৯। বান ভাসীর কবিতা।

(সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত)

আরম্ভ :—

নদী সে দামোদরে, বড়া করে, করহে আনা গোনা।
দুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা।
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
হুড় হুড় শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর।

শেষ :—

এবার বান, বাবির হলো, রাত পোহালো, চলিল মাটে মাটে।

ভণিতা :—

বারশ ত্রিশ সালে, বরষা কালে, ভণিল রতন দাস।
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা, কারো সর্ব্বনাশ।

পদ সংখ্যা—৩০। সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু শিবরতন মিত্র মহোদয় ইহা 'বীরভূমি'র দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তথা হইতেই ইহা সঙ্কলিত হইল।

২৭০। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব।

এইখানি সঞ্জয়-প্রণীত। পত্র সংখ্যা ৭; এক পিটে লেখা।

আরম্ভ :—

নম শ্রীগুরুবে নমঃ।
অথ অনুসাসনিক পর্ব্ববিধি।
জন্মেজয় নৃপতি এ জিজ্ঞাসিল মুনি।
তার পাছে কি হইল কহ বরাবুনি।
বৈবশায়নে বোলে শুন নরপতি।
অনুশাসনিক পর্ব্ব অমৃত ভারতী।

শেষ :—

শাস্ত হই বসুদেব বসিল আসনে।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা জনার্দ্দনে॥
জেই গাএ জেই সুনে জাএ বিষ্ণুপুরে।
রুক্মির খণ্ডএ রোগ বোলে দামোদরে॥

ভণিতা :—

পাপ তাপ মহাপাপ খণ্ডে অতিশএ।
লোক তরিবার হেতু বাখানে সঞ্জএ॥

"ইতি শ্রীমহাভারথে অনুসাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইং সন ১১৯২ মং তাং ১ ফাল্গুন সিব চতুর্দ্দসি এক বৈঠাতে প্রাএ এক প্রহরের মৈধ্যে লিখা হএ। মোকাম রাজার হাটবারি নিজ বাসা নিজ সিরীস্তাতে কাজেতে থাকি লিখন স্রোদ্। দুঃখেন লিখিতং" ইত্যাদি শ্লোক। লেখকের নাম নাই। ইহা আমার নিকট আছে।

২৭১। ভারত-সাবিত্রী।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার সঞ্জয়ের রচিত। সম্ভবতঃ মহাভারতের পর এই 'ভারত সাবিত্রী' রচিত হয়। মহাভারত হইতে ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং উন্নত। 'ভারত সাবিত্রী মহাভারতের একটি সার সংগ্রহ মাত্র। অনুবাদ গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম।

অথ ভারত সাবিত্রী পুস্তক লিখতে।
প্রণমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা যার॥
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন॥

শেষ :—

ভারত শুনিতে যেবা অন্য কথা কহে।
নারকে ডুবিতে মন করিল নিশ্চয়॥
ভারত শুনিতে যেবা শ্রদ্ধা মন করে।
মহা ঘোর পাপ নাশে বিপদ উদ্ধারে॥

ভণিতা :—

শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ শুনে যেবা জনে।
সঞ্জএ পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণে॥

"ইতি শ্রীমহাভারত সাবিত্রী পুস্তক সমাপ্ত। স্বকিয় পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দী সাকিম পরগনে হুসেনপুর গচিহাটার মধ্যে আতরতপা গ্রামে (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।) ইতি সন ১২২৭ সন তেরিখ তেহিশা পৌষ রোজ শুক্রবার প্রথম বেলা সমাপ্ত।"

ক্ষুদ্র পুস্তিকা; ১১৪ শ্লোকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থখানা "আরতি" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়। "আরতি" হইতেই এই বিবরণ লিখিয়া দিলাম।

এই সুযোগে একটি অবান্তর কথা বলিব। উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্য * * * * পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংসনীতির অন্তর্বর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। * * * * সে মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বহু হস্তলিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।" লেখক প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ না হইলে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া এইরূপ স্বীয় পাত্র কণ্ডুতি নিবারণ করিতে নিশ্চয়ই অগ্রসর

হইতেন না। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া গেলে তাঁহার কথাগুলি উচ্চমূল্যে বিকাইত। সাহিত্য সংসারে মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রাগুক্ত উক্তির বিপরীত কথাই প্রচারিত আছে, তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া নিষ্ফল।

২৭২। ভগবদ্‌গীতানুবাদ।

ইহাও সঞ্জয়ের কৃত। ইহার সূচনায় এইরূপ বন্দনা আছে :—

> অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
> তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ '
> গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
> রাধারমণ হে রাধে (?) রাধাকান্ত নমস্তোতে।

এই বন্দনা হইতে সঞ্জয়কে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কালের কবি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু কিন্তু তাঁহাকে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারত এবং 'ভারত সাবিত্রী' অপেক্ষা গীতার অনুবাদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় অধিক লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ বয়সেই বোধ হয় গীতার এই অনুবাদ রচিত হয়।

এই বিবরণও 'আরতি'র উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত হইল।

২৭৩। ভারত-সাবিত্রী।

ইহাও 'ভারতে'র সংক্ষিপ্ত সার। এই অনুবাদটি মূল হইতে অনেক বিস্তৃত এবং আড়ম্বরপূর্ণ। এই অবান্তর অংশটি ও ভণিতাটি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সঞ্জয়-রচিত বলিয়াই মনে হইবে। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১৯২। ১২০৮ সনের লিখিত।

ভণিতা :—

> দাস গোপে বুলে পয়র আনন্দে।
> ভারত সাবিত্রী রচিল পয়ার প্রবন্ধে।

এই 'ভারত সাবিত্রী'র মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি 'বিদ্যোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 'আরতির' উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত।

২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন।

ইহা চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ "তওয়ারিখি হামিদী" প্রণেতা মৌলবি অগ্রগণ্য ৺ হামিদুল্লা খান বাহাদুরের রচিত। শ্মশ্রু ছেদনকারী মুসলমানদিগকে শ্লেষ করিয়া গদ্যে পদ্যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন। শ্মশ্রুছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কি না। আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহার ততটা জ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচিত 'ত্রাণপথ' নামক আরও এক খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় গ্রন্থই সন ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াই বিবরণ দেখিলাম। উভয় গ্রন্থের ভাষাই অদ্ভুত,—অনেক স্থলে চট্টগ্রামি ভাষার সংমিশ্রণ জাত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে :—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

এই পুস্তকের নাম ক্লিব ও (ক্লিবত্ব ?) মোচনা অর্থাৎ নপুংসক ও (?) বিনাশন। তাহাতে পড়ামুখ নপুংসক বানরের ন্যায় স্ত্রিলোকের নিন্দা আর দাড়ি ও কেশ লোম ইত্যাদি রাখন ও কাটনের নিষেধ আর তাহার হেতু ও মর্ম্ম ও সার কথা এবং তাহাতে সন্ত্রের অর্থাত নবীর আদেশ ও তাহার প্রশংসা আর নিষেধ ও নিষেধির

কাজ্যের নিন্দা ইতি। চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ খান বাহাদুর ছাহেব ছ্লামাবাদির কৃত লোকের উপকারার্থে প্রাণপোনে শ্রেমেতে বিশেষরূপে করিয়া * * * ছাপা হইল।"

আরম্ভ :—

"হিজড়ার ন্যায় লোকদিগের গতি। আমি তাহার পোনর প্রকার দোস লিখিতেছি মহামহিম মহাসয়েরা মন জোগ করিবেন।

ওহে ভাই যদি তুমি আপনাকে না মর্দ খোজার ন্যায় বনাইতে চাহ তবে দাঁড়ি কাট কেননা খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয়ে না।" ইত্যাদি।

এ রকম ১৫ দফার পর দাঁড় ছেদন না করার পক্ষে তাঁহার "হেতুবাদ এবং সার কথা।" তাহার কিয়দংশ এই :—"তাহার মর্ম্ম এই জে ঈশ্বরে জেমত বনাইআছেন তেমত বনাইবার কেহয়হ কদাচিত সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ম্ম কখনও ব্রেথা ও অনার্থাক নহে জেমত হস্তার্জে পঞ্চ অঙ্গুলি সহিতে সৃজিআছেন যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেসি জোড়া না থাকিত তবে কিছু ধরা না জাইত" ইত্যাদি। ইহার পর 'পদবন্দি'। নমুনা এই :—

শুন ভাই মিদাড়িয়া লোকদের গত।
মুখ তার জোম হিন বানরের মত॥
হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে।
বসিতে অন্যের সঙ্গে বদনে বদনে॥ ইত্যাদি।

রচনাকাল ও সমাপ্তি :—

জুমাউার জিহজ্জার চতুর্থে কহিল।
হিজ্রি সন বারসত আটার হইল॥
এই গ্রন্থের নাম ক্রিবষ মোচন। (?)
তার অর্থ সন্দুরে ও কালা নিবারণ॥
আর নাম রাখা গেল আরবি ভাসাতে।
'তারিবোল মোতখরেখিন' সেকথ মতে॥
গ্রন্থের নাম মতে আমার এ আষ।
প্রমেশ্বরে (?) তার ভাব করিতে প্রকাষ॥
এই সন নামেতে সমাপ্ত হৈল কথা।
উচিত প্রমেশ্বরের (?) সোকর সর্ব্বথা॥
সদায় রছুল পরে ছলাত ছলাম।
মোহাম্মদ আহমে জাহায় পাক নাম॥
সকল মোমেন পরে ছলাম জানাই।
আমা হৈতে মাগ মোর আখের ভালাই॥

"ক্রিবষ মোচন নাম পুস্তক সমাপ্ত ইতি।"

৮ পেজি কাগজের ১৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত;—বড় বড় অক্ষর। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৭৫। ত্রাণ-পথ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত এই সেই 'ত্রাণ-পথ'। এগুলি বোধ হয় খাঁ সাহেবের শেষ বয়সের রচনা। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। ইহা পদ্যে লিখিত। আবরণ পত্র লিখিত অংশটি দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রতিপাদ্য কি, বুঝা যাইবে। তৎযথা :—"শ্রীশ্রীহক নাব। ত্রাণপথ নামক পদবন্দি পুস্তক। যাহাতে খোদা নিরাঞ্জন এক ও জথা সাধ্য তাহান চিননের ও জাননের কথা ও শুকৃতি জাহাতে লোকে ত্রাণ পায়ে ও কুকৃতি জাহাতে মনিস্যে দুই কুল হারায় তাহার বিবরনাদি পদেতে। এছলামআবাদ অর্থাত চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ খান বাহাদুর ছাহেব ইছলামাবাদির কৃত * * * * ।"

আরম্ভ :—

ত্রাণপথ নামক পদবন্দি।
প্রথমে সকল আগে খরি আল্লা নাম।
পরিবার সর্ব্বত্রি বরিতে প্রণাম॥

পারে কিছু ধর্ম্ম পথ দেখাইতে চাই ।
তাহাতে তরয়ে লোক নিজে ত্রাণ পাই ॥
কলে পথ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে ।
দেখাইতে আদেসিল মরে তাহা পারে ॥

শেষ :—

নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান ।
সেই সে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান ॥
দশম সে মৃত্যু কথা সদায়ে সরন ।
পাপ হতে ভয়ে ধর্ম্মে থাকিলে মরণ ॥

* * *

সেই সে পরম গুরু, সাক্ষি দিল সিলা তরু,
তান মন্ত্রে পাই মনস্কাম ।
জান ওহে নিরঞ্জন, জাবতে আছে ভবন,
সঙ্গিসহ তাঁহাকে ছিলাম ॥

"ত্রাণপথ সমাপ্ত । ত্রাণপথ নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। সন ১২৮৫ তারিখ ২৬ রবিওল আওল সন ১২৭৫ বাংলা প্রথম ভাদ্র রবিবার।"

রচনাকাল :—

হাজার ছুনত পরে পাচআসি হিজরি ।
বঙ্গে পাচ সপ্তর তৎপরে গণা করি ॥

২৭৬। ছাহাৎনামা।

এই পুঁথিখানির নাম নাই। প্রথম পত্রেরও অভাব। পত্র সংখ্যা—১০। ইহাতে গৃহ-বন্ধন, খঞ্জন-দর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল্ বা স্নান, স্বপ্ন-ফল, চন্দ্র-দর্শন, চন্দ্র-গ্রহণ, নহছ বা অশুভযোগ প্রভৃতি মুসলমানের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। পুঁথির বর্ত্তমান মালিক ইহার নাম 'ছাহাৎনামা' বলেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আরম্ভ এই—

* * * কেহো থাকে ঘর ।
এই দোষে মরিবেক পুত্রের ঈশ্বর ॥
এই দোষে অন্ন আট হএ গৃহপতি ।
নতু নানা ব্যাধিএ পিরিব প্রতিনিতি ॥
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসেত নিরে ঘর ।
সুখ আর ভোগ সম্পদ বাড়িব অপার ॥

শেষ :—

এ সকল কর্ম্ম ন করে জেই হারে ।
অন্ন জল খাইতে হারাম তার ঘরে ॥
নকলের পুণ্য জথ ইন্দ্রিয়ের হএ ।
রোজা নমাজের পুণ্য হরিতে নারএ ॥
ছুন্নত করিআ কার্জ্জ করে জেই নর ।
পুণ্য পাই রহে গিয়া স্বর্গের ভিতর ॥
ইতি পুস্তক সমাপ্ত । শাকে ১৬৭৯ সনে

ভণিতা :—

(১) সাহা বদরুদ্দি নিরঞ্জন লিন
ভবকল্পতরু আস ।
তোহ্মা মুখপর পূর্ণ সশোধর
দর্শনে তিমির নাস ॥
চরণ যুগলে হিন মুজম্মিলে
তোহ্মাকে করম ভগতি ॥
মোর মনোরথ গোপত বেকত
তুহ্মি বিনে নাই গতি ॥

(২) সাহা বদরুদ্দিন পির কৃপাকুল হরি ।
নতমুখে সেই বাখান কহিতে ন পারি ॥
তাহান আদেস মাল্য মস্তকে ধরিয়া ।
রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া ॥

২৭৭। রসসার।

'নির্ম্মাল্য' পত্রের চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সপ্তম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা [illegible]

...কৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক আরো এক খানি পুঁথির নাম জানা যাইতেছে।

এই বৈষ্ণব-গ্রন্থের রচয়িতা নরোত্তম দাস। ইঁহার গুরুর নাম লোকনাথ। তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দুই স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতি আছে। চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী সম্বন্ধেও কি একটা প্রসঙ্গ আছে। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ;—সুতরাং ইহার মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, কর্ম্ম-যোগ, উদাসীনের লক্ষণ, নব-যৌবন, ব্যক্ত-যৌবন, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৮। পদ্মাবতী।

চট্টগ্রামে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র খুবই আদর। নানা দৈবোৎপাতে হস্তলিপিগুলি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'পদ্মাবতী' ছাপা হইয়া যাওয়াতেও লোকে আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সাদরে রক্ষা করে নাই। তথাপি এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি মিলিতে পারে। আলাওলের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত একখানি 'পদ্মাবতী'র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখানা আরবী পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাইয়াছি।

হামিদুল্লা নামক এক ব্যক্তি 'পদ্মাবতী' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আলাওলের পুত্র ... নুরদিন হইতে ইহার 'কাপিরাইট' ... করিয়াছেন, বলিয়া বিজ্ঞাপিত করি... হামিদুল্লা আধুনিক ব্যক্তি, সম্প্রতি ... হইয়াছেন। ... দুর্ম্মর এখন এই পুঁথির 'তথাকথিত' মালিক, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। এ বিষয়টির অনুসন্ধান একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। তাহা হইলে, হয়ত আলাওল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানা যাইতে পারিবে।

এই পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর চারিখানি পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। সব গুলিই অসম্পূর্ণ আদ্যন্তবিহীন। দুইখানি পুঁথি নিকটে নাই; অপর দুইখানির মধ্যে এক খানির অধিকাংশই আছে; আদিতে ১৪ পাতার অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৪৮; রত্নসেনের নিকট গোরার পত্র লেখা পর্য্যন্ত আছে। ইহার লেখার সন তারিখ নাই, কিন্তু দেখিতে অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখকের নাম "শ্রীমেহেরুল্লমা পীং মাং রগু চৌং সাং ইচাপুর।"

অপর পুঁথিখানি এক প্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। কেবল ৭৩—৭৬, ৮২—৮৪ এবং শেষ পত্রসহ মোট ৮টি পাতা বর্ত্তমান। ছাপা গ্রন্থের সহিত ইহার উপসংহারের কিছুমাত্র মিল নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ।

এই মতে গোঙাইলেন সাইট বৎসর।
পুত্র কৈন্যা এহ ...ইল বিদ্ধ কলেবর॥
দুই পুত্র দুই কন্যা পদ্মাবতি ঘরে।
* * আপন নাম পুন্যা তারে॥
পদ্মনিলা পদ্মলাল দুই কৈন্যা নাম।
নাগরতি ঘরে দুই পুত্র অনুপাম॥
ইন্দ্রলোচন ... ইন্দ্র ... সুজন।
চান্দিভাই * * ... নাম * ...॥
নাগমতি দুই কৈন্যা ...
...

চারি ভাগ রাজ্য চারি (চারি ?) পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাবতি রত্ন রত্ন * * * *।
পদ্মাবতি নাগমতি সহ মরে গেল।
ছুলতানে আনি (আনি ?) সেই চিতা প্রণামিলা।
মাগনৈত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।

* * *

নেকি সে পরম ধর্ম্ম সংসারে কাম।
পদ্মাবতি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম।

"ইতি পদ্মাবতি পুস্তক সমাপ্ত। ইতি—. ১১০৯ সন তে'রখ * চৈত্র হক মালেক শ্রীজুত্ জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রুস্তম খাঁ চৌং সরকার ইসলামাবাদ প্রগণে দিয়াঙ্গ নোয়ার শ্রীজুত হছেন আলি খাঁ দেওয়ান শ্রীজুত মোহ্নাসিঙ্গ দেওয়াল লিখীতং ছিন শ্রীআবদুল ওহাব এক পহর দিন থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত।"

২৭৯। মুক্তাল-হোসেন—১ম ভাগ

ইতিপূর্ব্বে এই পুঁথির আরও দুইবার বিবরণ লিখিয়াছি, কিন্তু একটি বারও তাহা যথাযথ হয় নাই বলিয়া অদ্য আরও কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

পুঁথিখানি (সম্ভবতঃ) দুই ভাগে বিভক্ত। এজিদ-বধের পর প্রথমভাগ সমাপ্ত ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ। পূর্ব্বে ইহার যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ সম্বন্ধেই। বস্তুতঃ দুই ভাগের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়াই উচিত ছিল। পত্রাঙ্কের গোলযোগবশতঃ তখন দুই পুঁথি বলিয়া ঠিক করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ হইতেই উদ্ধৃত। আরম্ভটিও এই প্রথম ভাগেরই আরম্ভ। শেষ এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্বজন।
জয়নল আবিদিনে করি শুভক্ষণ।
ইমান করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হোছনের পুত্র বীর ইমান হইলা।

* * *

মুক্তল হোছেন কথা অমৃতের ধার।
জে পরে জে শুনে হএ পাপেথু উদ্ধার।
নবিবংশ লাগি জেবা অশ্রুমোছ করে।
পাপেথু উদ্ধার হএ নরকে ন পরে।

ভণিতা :—

আমির হোসন বংসে জন্ম গুণনিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নবরসদধি।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর সরির।
দানেত কল্পতরু যুধিষ্ঠির সম স্থির।
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি অমৃত সমান।
সাহা ছুলতানদির কৃপার সাগর।
সেবক বৎসলা প্রভু গুণে রত্নাকর।
তাহান আদেশ মাল্য (বা কালা) শিরেতে ধরিয়া।
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

শেষ পত্র সংখ্যা—৯৬। এই পত্রের পর আর একটি পত্রে পুঁথির কয়েকটি ছত্র ও লেখার সন তারিখাদি ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। মধ্যে ২৪, ৩৮—৪২, ৭০—৭৩, ৭৮—৯৩ পত্রগুলির অভাব। দুই পিঠে, লাল কালীর রুল দিয়া, ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা, মুন্সীয়ানা ও সুন্দর লেখা। বৃহৎ আকার। স্থানে স্থানে "শ্রীজুত লিখিতং [illegible] মহাম্মদ হিন" বলিয়া লিখিত আছে। তাহা বোধ হয় লেখকের নাম।

২৮০। মুক্তাল হোসেন ২য় ভাগ।

এই ভাগটি সম্পূর্ণ আছে। [illegible] জীর্ণাবস্থা। প্রথম [illegible]

সাকিন মোবারক [illegible] সন ১১৬৯ (১১৩৯)। মং তাং ১৭ বৈশাখ সোমবার।" লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ৬৫ দুই পৃষ্ঠে লেখা ২৬ পাতের অভাব। ১ম ও শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। পদ সংখ্যা প্রায় ৫৯৫। ঠিকানা শ্রীঅবর্ণাচরণ দাস সাং খিলপাড়া, পোঃ আঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

২৮৩। শতস্কন্ধ-বধ।

পুঁথিখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুরন্ত কীটকুল ইহার প্রায় সর্বাংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এত দিন অবহেলায় আমরা কতই না জিনিষ হারাইয়াছি। অল্প স্বল্প যাহা আছে, তাহারও বিলোপসাধনের জন্য হব্যাশন ও কীটরাজির কি দারুণ ব্যগ্রতা! স্বার্থময় জগতে কা কস্য পরিবেদনা? জনৈক দেশকালজ্ঞ কবির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি কেমন অব্যর্থ :—

"স্বকার্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ ধরণীতলে।
ভাষাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ।"

স্বদেশপ্রেমিকগণ, সত্বর হউন; বিলম্বে কার্য্যহানি ঘটিবে!

ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৮; রয়াল ফরমের কাগজ। কোথাও দু'পিঠে, কোথাও এক পিঠে লেখা। ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোনরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অল্পদিনের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫০০। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

[illegible] বদন। ১২৪৬ সাবি তারিখ ২৫ শ্রাবণ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যেমন মুক্তের গিরি [illegible]

এসব দিখাইল রাম করিয়া বাখান।

হাত রছে সীতার সনে বৈসে [illegible]।

ভণিতা :—

শ্রীরাম পদজ অলি মধু করি পান।
রচিলা পয়ার ছন্দে কৃত্তিবাস গান।

শেষ :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিশেষ।
*   * রাম আইল দেশ।

রামায়ন পুণ্য কথা অমৃতের সার।
* * * তথাপি বিস্তার।
রামায়ন অমৃত কথা সুনে যেই জন।
সমাপ্ত হইল শতস্কন্ধের নিধন।

সাঙ্গ। * * * মং তাং ২৫ শ্রাবণ রবিবার। শ্রীজগতচন্দ্র পাল সাং পাটনী কোটা।

২৮৪। লক্ষ্মী-অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

অথ লক্ষ্মী অষ্টক শ্লোক।
জয় লক্ষি মহালক্ষ্মী জগতের জননী।
জয় পদ্মাশনে স্থিতি ত্রিভুবন তারিনি।
জগত পুজিতা দেবি জনার্দন ঘরিনি।
প্রণমামি হরিপ্রিয়া দারিদ্রতা নাশিনি।

শেষাংশ দুষ্পাঠ্য। চরণ সংখ্যা—৩২। ভণিতা নাই। ১২১৯।২০ সনের লেখা।

২৮৫। নাম-হীন পুঁথি।

এই সুন্দর মুসলমানী গ্রন্থখানির [illegible] যে কি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম [illegible] প্রায় সমস্ত পয়গম্বরের [illegible] ইব্রা, মুছা, দাউদ, সোলেমান, [illegible] [illegible]—কাহিনী [illegible]

[illegible]

আছে; তাহা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমেই। অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ; পড়িতে সাহস হয় না। সৈয়দ সুলতানের রচিত।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

নিসেধ করিলা পাপ কর্ম্ম ন করিবা।
কাএমনে নিরঞ্জন সদাএ ভাবিবা॥
শুনিআ সবে আমের বচন।
সকলে ধরিয়া আম করিল নিধন॥
হেন কালে প্রভু আজ্ঞা লই এক দুত।
ভ্রমএ আকাশ পরে অতি অদভুত॥

ভণিতা :—

কহে সৈদ ছুলুতানে সুন নরগন।
এহি মতে নবিবংশ সুন দিআ মন॥
আছিল আরবি ভাস হিন্দুআনি কৈলু।
বঙ্গদেশী * * *

১৮৭ পত্রের শেষ :—

ইছার বচন সুনি ছাম মহাশএ।
গৌর হোন্তে সেইক্ষণে উঠিলা নিশ্চএ॥
গৌর হোন্তে উঠিলেন্ত সুন্দর নন্দন।
সর্ব্ব লোকে দেখিলেন্ত সোন্দর বদন॥
ছামের হইল দেখা ইছার সহিত।
অঙ্গে অঙ্গে মোহনের হৈল পিরিত॥
ছামের চিকুর অতি দেখিল বিরল।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত * * ॥

খণ্ডিত পুঁথি ৩—১৮৭ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮—১০, ১৩—১৪, ১৬, ২০—২২, ২৯—৩০, ৩৪,৪১—৪৫,৪৭—৫১, ৫৮—৬০, ৬২—৭৭, ১০০, ১১২, ১২৫—১৩০, ১৩৮, ১৪০, এবং ১৪৭—১৫৮ সংখ্যা পাতাগুলি নাই। "শ্রীহিন্দ কমল খানস্য" লেখা। তারিখাদি নাই। অতি প্রাচীন—দুই শত বৎসরের কম নহে। কাগজ তামকূট পত্রের ন্যায়। অতি সুন্দর লেখা,—অনেক পাতার লেখা নষ্টপ্রায়। প্রাপ্তাংশের পত্র সংখ্যায় —১১৮৪০।

২৮৬। দাকায়েৎ।

খণ্ডিত মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। ৬—১০৯ পাতা বর্ত্তমান। মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা নাই। দুই পিঠে লেখা। বৃহৎ গ্রন্থ। তারিখাদি নাই। কবির নাম ছৈয়দ নুরদ্দিন। এক স্থানে তাঁহার এরূপ পরিচয় আছে :—

গৌর নামে এক গ্রাম, সুবেশ উত্তম ঠাম,
কি কহিমু মহিমা তাহান॥
সেই দিবা স্থান পাইয়া, আলিম সকল দিয়া,
সাধু সদাগর তথা বৈসে।
ছৈদ সএথ (সেখ) গণ, সে দেশে রসিক জন
ধর্ম্মবন্ত সুনামে প্রকাস॥
সে দেশে প্রধান ঘর, সজ্জান পীরান ঘর,
ছৈদ আলেদত্ত তান নাম।
তান পুত্র কল্পতরু দানে সিন্ধু জ্ঞানে গুরু
ছৈদ রাজা সুনাম উপাম।
তাহান নন্দন জান, ছৈদ * *
(৮।৯ পাতা নাই)
তান সুত অনুপাম, ছৈদ আহমদ নাম,
ধর্ম্মবন্ত পুণ্যবন্ত সার।
সে ছৈদ হাছন পির, সেই স্থানে হৈল স্থির
নাম যস হইল প্রকাশ।
পির মহাম্মদ নাম, সুন্দর ছিল সেই গ্রাম,
মুরিদ হইল পির পাস॥
তরে কত কাল হইলা, ছৈদ হাছন স্বর্গে গেলা
কবর তাহান সেই স্থান।
নিশি হৈল গৌড় স্থলে, ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বলে,
প্রভুর মহিমা হেন জান॥
পির মহম্মদ সঙ্গে, পির সুলতান রঙ্গে
আছিলেক পিরীত বিসেস।
ঘর ভূমি দান দিয়া, আনাইয়া সঙ্গে লইয়া,
আছিলেক [illegible]

রূপ আশ্চর্য্য জাতির হুত   রূপে গুণে অদ্ভুত
হৈল আঙবলা হৈল নাম।
তাহান নন্দনহীন,   নাম হৈল ছুরদিন,
বসতি মোহন সেই ঠাম॥

ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত মির্জাপুর—চট্টগ্রাম-হাট হাজারীর এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

২৮৭। একাদশী-মাহাত্ম্য।

ইহা অতি প্রাচীন, জীর্ণ শীর্ণ ও নষ্টপ্রায়। নাম পাওয়া যায় নাই। একাদশী-মাহাত্ম্যে রুক্মাঙ্গদ রাজার কথা বর্ণিত। পত্র সংখ্যা—১১॥, দোভাজ করা কাগজ। পত্রাঙ্ক অনির্দ্দেশ্য। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—২৫৩। ক্ষুদ্র পুস্তক। ভণিতার শেষ নাই। প্রথম পত্রের অভাব; দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

আছউক করিব ব্রত শুনিলে পাপ হরে।
জেই (?) জনের ধন্ত কর্ম্ম জে জনে ব্রত করে॥
হেন ব্রতের কথা কিছু শুন সাবধানে।
এক চিত্ত হইআ শুন না হইঅ অন্য মনে॥
এহেন প্রসঙ্গ রাজা পুছিলা আহ্মারে।
একাদসির কথা কহি তোমার গোচরে॥

শেষ পৃষ্ঠার শেষ :—

অন্তসপুর মৈদ্ধে বৈসে,   জত নারী * * *
সব হৈব তোহ্মার দাস দাসী।
রুক্মাঙ্গদ পুত্র মোর,   দাস কর্ম্ম করি তোর
ন ভাঙ্গিঅ ব্রত একাদসি॥
মাআ করি আনাইল (?)   মুনি বিহা করাইল,
* *   শুন এ বচন।
বিধি কৈল বিড়ম্বন,   মোর হৈল বিবরন,
আচম্বিত * *॥

অনেক স্থলে পয়ারে অক্ষরবিন্যাস পরি- [illegible]

২৮৮। সরস্বতী—অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

সরস্বতী সেতবর্ত্তি সর্ব্বভূত ব্যাপিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্র রূপিনি॥
শ্বেত পদ্মাসনে স্থিতি সেত মাল্য ধারিনি।
তং নমামি হরি পুত্র জয়বুদ্ধি নাশিনি॥

শেষ :—

শুভ্র হস্তে সেত আখি বিষ্ণু মন মোহিনি।
বিষ্ণু বক্ষে বাস কর সঙ্গে লক্ষী সহিনি॥
বৈষ্ণবী তোমার নাম জগজীব তারিনি।
তং নমামি হরিপ্রিয় জয়বুদ্ধি নাশিনি॥

চরণ সংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই। ১২১৯ [illegible] ২০ মঘির লেখা।

২৮৯। কিকাইতোল্ মোছল্লিন্।

পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। এইখানি খণ্ডিত; ২—১৮ পাতা আছে। দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই। কবির নাম মহম্মদ আলি। এক স্থানে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেখা যায় :—

চাটিগ্রাম সুরম্য স্থান,   সহর নিশান [illegible]
ইছলাম আবাদ বুলি কয়॥
তাহার উত্তর দেশ   কি কহিব সবিশেষ,
আজিমান পুর (?) নাম।
আর এক আছে নাম   ইদিলপুর অনুপাম,
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান॥
তাতে মুই মহখিন   আমা হস্তে কেথা হীন,
জানিবা সে রাজা কবি নাই।
মহম্মদ আলি হয়   কেহ [illegible]
জেন নাম তেন নাহি [illegible]॥
[illegible] ঠাঁর   [illegible]
শুদ্ধ সুপবিত্র [illegible]
[illegible]
[illegible]

এই 'ইস্তুপ হাকিজে'র অনুরোধেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। মহম্মদ আলির ভণিতা যুক্ত কয়েকটি গীতও পাওয়া গিয়াছে।

২৯০। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির কেবল ছুইটি মাত্র পাতা (চতুর্থ ও সপ্তম) পাইয়াছি। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়। একটি মাত্র স্থানে কৃত্তিবাসের ভণিতাও আছে; যথা:—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য অমৃতের সার।
সঙ্কটে পরিছি কেবা করিব উদ্ধার। (৭ম পাতা)

চতুর্থ পাতের আরম্ভ:—

* ধন তরে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
তথা হোতে মুনি গোসাঞি চলিলা সত্বরে।
হারির বারিতে লইআ গেলা তিন জন।
হারি বোলে প্রাবে আজি বাক্য দিআ ফিরি।
সেই কর্ম্ম করে জদি তবে কিনি রানি।
* * *
চারি হাজার ধন পাইআ বিকাএ মুক্ত রানি।
রাজা লইয়া ডোমের বারিতে চলিলা মোহামুনি।

দোভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই।

২৯১। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

ইহাতে কতকগুলি ঝাড়ন-মন্ত্র ও কবচের প্রতিরূপ আছে। প্রথমে কবচ, পরে মন্ত্রগুলি লিখিত। অজ্ঞদিগের লেখা; পত্র সংখ্যা ১৬। ফুলস্কেপ কাগজ, দুই পিঠে লেখা। লেখকের নাম নাই।

২৯২। সুলতান জমজমার পুঁথি।

খণ্ডিত মুসলমানী গ্রন্থ। ২—২২ পাতা বর্ত্তমান। ফুলস্কেপ্ কাগজ—কোয়াটার ফরম। দুই পিঠে লেখা। আমার পূজনীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন মিঞার প্রথম বয়সের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৬৪০।

বিষয়,—মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপর বর্ত্তী কালের হাল হকিয়ৎ। কথাগুলি শুনিতে ভীতি ও দুঃখ জন্মে।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ:—

ওস্তাদ চরণ জুগ সিরে আমি ধরি।
কহিব অপূর্ব্ব কিস্‌সা কিতাব বিচারি।
শুন কহি গুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
মরণের শুন এবে জথ বিবরণ।
একদিন ইছা নবি হৈল দৈবগতি।
সমুদ্রের কুলে গেলা হরষিত মতি।

শেষ:—

তাহার বচন শুনি ইছা নবিবর।
করজোরে নিবেদিলা প্রভুর গোচর।
আএ প্রভু নিরঞ্জন জগতের পতি।
নরকের ভয়ে মোর স্থির নহে মতি।
যেম পাতকীর পাপ আপে নিরঞ্জন।
তুমি সে পাপীর পাপ করিতে মোচন।
জদি না খেমিবা পাপ আপে নৈরাকার।
কাহাতে মাগিল আর হইতে উদ্ধার।

ভণিতা:—

সে দুঃখের নাহি ভর, কহি ইছা পদে তোর,
মুই পাপী অধম বর্ব্বর।
মহম্মদ কাছিমে ভণে, অল্পবুদ্ধি ভাবি মনে,
শিরে বান্ধি গুরুর চরণ।

মধ্য স্থান হইতেও একটু দেখুন। তনের (দেহের) খেদোক্তি:—

তুমি জানবন্ত অতি রসিক নাগর।
মোরে জানাইয়া জাও আপোন খাবর।

পাইআ গোপিনীগণ মোরে পাসরিআ।
গোকুলের জায় মোরে কলঙ্ক করিয়া॥
জন্মকাল হতে প্রেম তোমার সহিত।
এক তিল তুমি বিনে না পারি রহিত॥
তুমিত নিঠুর বর নিদারুণ কায়া।
যুবতী বধিআ জাও মনে নাহি দয়া॥
জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে দুখী॥
কেলি করে অলিরাজে পুস্পেত বসিআ।
জাইতে না জাএ অলি সে ডাল ভাঙ্গিআ॥
যে আজ্ঞা করিলা মোরে সে কর্ম্ম করিলুম।
মিছা কাজে স্বামী ছাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম॥
আগে প্রেম করিআ জে পাছে না পালএ।
তুমি জাও মথুরাতে মোর কি উপাএ॥
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসি রসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি দুখী॥
তুমি মোরে আজ্ঞা দিআ কৈলা এথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোর কলঙ্কিনী নাম॥

উক্ত কথাগুলি মনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

২৯৩। স্বপ্নাধ্যায়।

ওঁ নমো গনেশায়। অথ স্বপ্নঅধ্যায়।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিনবার জে করে স্মরন।
ভবসিন্ধু সাগরেতে হইব তরণ॥
জল ভেদি পদ্ম জদি হএ বিকসিত।
তেন মতে পাপ নষ্ট পুণ্যের সঞ্চিত॥
প্রণমোহ ব্যাসদেব জগতের গুরু।
বেদশাস্ত্র বিশারদ বাঞ্ছা কল্পতরু॥

মধ্য :—

বহুত চিন্তিত স্বপ্নে বহুত হাসিলে।
সর্ব্বলাভ হএ তার সভাতে বসিলে॥
মলিত্তের মাংস জদি খাএ পেট ভরি।
ত্রিভুবন ভরি সেই হএ অধিকারি॥

শেষ :—

ব্রাহ্মণ দেখিআ কৈবো করিআ প্রণতি।
শপ্ন বিরুদ্ধ কথা করিবো পঞ্চালী।
নতুবা শাণ্ডিল গোত্র নিবেদন করি।
ভবসিন্ধু তরিবো জদি বল হরি হরি॥

ভণিতা :—

সুকবি নারায়ন দেবের পাচালি পঞ্চার।
প্রবন্ধে হইলো শপ্নের কাহিনী॥

"ইতি ব্যাস উক্ত শপ্ন অধ্যায় সমাপ্তঃ ইতি শন ১৮৫১ ইংরাজি সন১২৬১ বাঙ্গালা সন ১২১৬ মঘি তারিখ সিজের ৩০ ত্রীংশত দিবসে শুক্রবাশরে বেলা ১৷৹ দের প্রহরে শময়ে এই পুস্তক সমাপন হইলো এই পুস্তক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মনঃ।" পত্র সংখ্যা—৫; প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পদ্য সংখ্যা—৮২ মাত্র।

২৯৪। প্রাচীন গীতাবলী।

ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর গীত বা পদ সংগৃহীত আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলি গীতের শেষ পর্য্যন্ত লিখিত না থাকায়, রচয়িতৃগণের নাম অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে।

রাগ বেলাবলি।

আরম্ভ :—

কামিনি কামিনি সয়বর মাজে। ধুয়া।
চাচেত (?) চিকুর জল বহে ধারা।
রবির কিরণ দেখি ভাগে আন্দিআরা॥
কনক কলস ভুজ যুগ মনো পাছে।
ভাসিআ জাওল (জাওল)? দেখি বক্ষের জুয়ারে॥

মধ্য হইতে :—

চেতরে আপনারে মনাই চেতরে আপনারে
মনাই কে জানে আপনা। ধু।
উত্তম কি ভেশ লইআ ঠাকুর ভজিবু।
ঠাই ঠাই চকি মাটি কি উত্তম দিবু॥

মন মত্ত হইআ সে হইলুম বিভোর।
প্রেমফান্দে বাজি পন্থের না লইলুম শুমার॥
ছিন আবাজে কহে মনে বিমরশিআ।
ঘর ছাড়ি শাদ (সাধ) জেআন (জ্ঞান) পত্থ উদ্দেশিআ॥

শেষ :—

পআর কহিএ শুনিন সুন দিআ মন।
শক দৈঘ্য হইলে হএ সানাইর স্বরন॥
কুন্দে কুন্দাইআ বাহ রুত্র ঠাই ঠাই।
তার পত্র সুত দিআ আছএ বেরাই॥
কাশর শনই (?) তারে সঙ্গি হই রহে।
শক দৈঘ্য হইলে সানাই তবে সে বাজ হে॥
কহে ছিন চাম্পা গাজি সুন গুণিগণ।
সকল জন্ত্রের আগে সানাইর বাজন॥

"সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রোচ বুরশুক্রবার বস্থ ৮ রিতু ৬ দিনান্ত অজ (?) মৌজে ধলঘাঠ লিখন ছিরি শ্রীকাসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা।" প্রথম তিন পাতা নাই ; শেষ পত্র সংখ্যা—১৪। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা।

২৯৫। ইব্লিছ-নামা।

মুসলমানী গ্রন্থ। ভণিতা পাইলাম না। প্রথম দুই পাতের অভাব, দুই পৃষ্ঠে লেখা। শেষ পত্র সংখ্যা—৩৯। প্রাপ্ত অংশের পদ সংখ্যা প্রায়—৩৩৩ ; সমস্ত পয়ারে লেখা। তৃতীয় পাতের—

আরম্ভ :—

রাজা সাথে মেহের নিকটে বসিবার।
রছুলের বাক্য বুঝি কহে সর্ব্বজন।
আজাএ জানিএ সাথি না জানি এখন।
রছুলে বুলিলা এহি ইব্লিছ দুয়ার।
রাজা সাথে মোহর নিকটে আসিবার॥

শেষ :—

সিস্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিস্তার।
ইব্লিছ জদি সে হএ শুকর বেবার॥
তথাপিহ শুকর নিন্দিতে না যুয়াএ।
শুকরকে মাক্কত করিব সর্ব্বদাএ॥
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মাক্ত করি বোলাইতে ইব্লিছ শুকরে॥
এথ জানি কদাপি শুকর না নিন্দিব।
কদাচিত অহংকার বোল না বুলিব॥

"ইতি ইব্লিছ নামা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৪ মঘি তাং ৭ চৈত্র।" 'ইব্লিছ' মানে সয়তান।

২৯৬। কাকের বচন।

এই কয়েকটি পদ মাত্র ; যথা :—

প্রথমে প্রহর কাক পুর্ব্বদিগে বোলে।
ভোজনের সিদ্ধ নাই কাক সবে বোলে॥
অগ্নিকোনে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষন।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্র আগমন॥
নরিত্য কোনে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
পশ্চিমেতে বোলে কাক লক্ষ্য হএ ধন॥
বাউব্য কোনেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বরহি সঙ্কট॥
শুন্যেতে বোলে কাক বিদেসে গমন।
মান লজ্জা হএত ওসম্ভ বোলন॥

"কাকের বচন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৭ মঘি।" ভণিতা বা লেখকের নাম নাই।

২৯৭। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

পত্র সংখ্যা—৫ ; দুই পৃষ্ঠে লাল কালির লেখা, কালি অস্পষ্ট হওয়ায় প্রায় পড়া যায় না। সম্ভবতঃ ৬টি মন্ত্র আছে। সন ১২২২ মঘির লেখা।

মন্ত্রগুলি আমার পূজনীয় পিতামহ ৺মোহাম্মদ নবু চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ও ব্যবহৃত। ইনি ১২৫৯ মঘিতে লোকান্তরিত হন। পুঁথিখানি আমাদের বাড়ীতেই আছে।

২৯৮। নুর্ কন্দিল।

খণ্ডিত মুসলমানী পুঁথি। প্রথম পত্রের অভাব, ২৩ পত্রে পুঁথি সমাপ্ত। শেষে তারিখাদিরও একটা পাতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ :—

প্রভু কহি দেয় আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার (দর্শন)॥
কিরূপে হইল যত খাঁতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥

শেষ:—

না পাক পেয়লা টুবি, শিরে তুলি সাপি
বিমুরদি মনিস্ত মরিলে।
ফিরিস্তা সকলে মিলি, লোহার মুরুজ মারি,
লই জাইব দোজক মাঝারি॥

এবে মথুরাম দাস পেমিবা গুণিগণ।
অপরাদ মাগি আজি সভানের স্থান॥
অশুদ্ধ পাইলে সবে করিবা যেমন।
পাদ না পারিয় সবে কহিতে কারণ॥
আসলেত জেই আছে লেখীছি সেই পদ।
অশুদ্ধ হইলে মোর না লইবা অপরাদ॥
কহে মহম্মদ ফকি আমি বড় দুঃখি।
এহলোকে পরলোকে দেই পরের পিরীতি॥
পিতা মোর সাহাজান মহিদ দরবেস।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেস॥
কহে মোহাম্মদ ফকি, দিলে মনে তানে জপি,
জার খর্দ্দে ছিষ্টি উতপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ, শিরে রাখি তান পদ,
গাইতে আছে নুরের দিদার॥

এই সুন্দর পুঁথিখানি পটীয়া—ভেল্লাপাড়াবাসী একজন হাড়ির নিকটে আছে।

২৯৯। রাগমালা।

খণ্ডিত সঙ্গীত-গ্রন্থ। সঙ্গীতের উৎপত্ত্যাদির বিবরণে আলি রাজার ভণিতা আছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের কৃত। অনেক ভাল সঙ্গীত আছে। অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ।

কয়েকজন নুতন পদ লেখকের নাম জানা গেল—যথা :—দয়ারাম, মহম্মদ হানিফ, আবদুল মালী, মোহাম্মদ, এবাদোল্লা, মহম্মদ হাসিম ও রাধাবল্লভ। একজন মুসলমান বৈষ্ণবকবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম :—

কল্যাণ।

মধুর মুরারি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ চলহ মথুর॥ ধু।
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কুলে।
পুলকিআ উঠে প্রাণ ছটফট করে॥
কালিয়ার কাচনি (নাচনি?) চাইতে প্রাণ
নিল হরি।
ঠামক ঠমুক নাচে আপনা পাসরি॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর চলিআ জাইতে নিরক্ষি চাহিলুম॥

২—৩০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। আকারে বৃহৎ। ১১৯১ মঘির লেখা।

৩০০। ইমাম্-চুরি।

বাল্যকালে ইমাম হাছন ও হোছনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল; তাহাই এই ক্ষুদ্র পুঁথির প্রতিপাদ্য। আদ্যন্ত খণ্ডিত; ৭—১০ পাতা বর্ত্তমান। দুইপিঠে লেখা। তারিখ বা ভণিতা নাই।

মোট পয়ারচরণ—৯০ মাত্র। লেখক শ্রীমাগন [illegible]

আরম্ভ :—

* * তারা মোহাম্মদি অদ্।
এথ শুনি সুহা বাদশা পুছএ তাহারে।
কি নাম তোমার বাও বাপ কহত আমারে।
এথ শুনি দুই ভাই জুড়িল কান্দন।
আমারার বাপের নাহএ এমত লিখন।
নানাজীউ আছে আমার মোহাম্মদ নবি।
ফাতেমা মাহএ আমার জগত জননী।

৩০১। কমর আলীর পদাবলী।

কমর আলী একজন বৈষ্ণব কবি। ইঁহার নিবাস বোধ হয়, চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী কঙ্কলডেঙ্গা গ্রামে। তথাকার 'কমর আলি' পণ্ডিত এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ সংগৃহীতব্য।

এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার "রাধার সম্বাদ" "ঋতুর বারমাস" এবং কয়েকটি বৈষ্ণবপদ লিখিত আছে। পত্র সংখ্যা—১১; দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই। একটি গীত এই :—

শ্রীদ কপী ছন্দ বিরহ।
কান্দ্যা কান্দ্যা বৈলতেছে শ্রীমতি রাই।
র সে আজা দে মোর নাগর কানাই। ধুআ।
শুন আএ বৃন্দাদুতি বলি তোমারে।
মথুরাএ গেল হরি আন্যা দে মোরে।
সাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার দেখিত নাই। ১
[illegible] আসলে দহে মোর [illegible] অন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি জেন ঝুকিল ঝুহরে।
সেই সে মনের দুখ কৈমে নাহি কার ঠাই। ২
কে হরিল প্রাণ[illegible] ব্রজের শশি।
বৃন্দাবনে রাধা [illegible] কাকে না [illegible]।
[illegible] রাধারে [illegible] [illegible] নাই। ৩

কহে শ্রীকমর আলি শুন গ [illegible]।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি।
ধ্যানে তব নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতি রাই। ৩

৩০২। ত্র্যাহিক-জ্বর-পুস্তক।

এই পুঁথির পঠন, শ্রবণ বা রক্ষণ দ্বারা নাকি ত্র্যাহিক জ্বরের নিবৃত্তি হয়। সত্য হইলে, সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি পীড়িত এই ভারতের আর ভাবনা ছিল কি?

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমোঃ। শ্রীহরি গুরবে নমঃ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণায় নম নম। রাম রাম রাম।
কেম যপরাং হরি নব ঘনেস্তাম।
রাম নাম দুঅক্ষর চারি বেদে সার।
ব্রহ্মা বাঞ্ছিত রাম পাতকি তরিবার।
তুলারাশি মৈধ্যে জেন প্রবেসে আনল।

শেষ :—

ত্রাহিকাএ বোলে মুন সৈত্য করি জাই।
জন্ম কথা শুনিলে রহিতে নাই ঠাই।
এই পুথি শুনিলে ত্রাহিকা জ্বর বিনাসয়।
সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিলুম নিশ্চএ।
জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
সেই জরের জন্ম কথা প্রচার করিল।
শুনিলে জে দুর হইব ত্রাহিকা জে জর।
শুনিব পাঞ্চালী কিবা রাখিব গোচর।
তাহার পুস্তক জান এই মোহানিধি।
আগর নাইক তার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।
তাহার শিরেতে রাখ ভক্তি করিয়া।
জর ছাড়িবেক জান নিশ্চএ জানিবা।
মোহন্ত সকলে কহে মনে হেন লএ।
শ্রীহরি করিব দয়া জানীহ নিশ্চএ।
কাহারে করিয়া প্রীতি [illegible] [illegible]।
অভয় পাইবা আর কহিলাম নিশ্চএ।

"ইতি ত্রাহিকা জর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীহরিশরণ

এই পুস্তকের [illegible] [illegible] [illegible]

আইচ পীং শ্রীযুক্ত রামদয়াল আইচ সাং খিল-পুরা থানা বাপখালী, আউট পোষ্ট আনআরা পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (কাটিক) হরি খানার মোতালক শ্রীশদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডেঅরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পুর্ব্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেম হরি অপরাধ শরণ লইলাম।”

পত্র সংখ্যা—৯; দুই পিঠে লেখা। কেবল পয়ার। ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ সংখ্যা প্রায়—১৫৩। ভণিত নাই।

৩০৩। কাসিমের যুদ্ধ।

বিষয়,—‘কারবালা’ ময়দানের সেই মহাহব,—প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাছিম,—ইমাম হাছনের তনয় ও বিবি ছকিনা,—ইমাম হোছনের কন্যা। যে দিন কাছিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাছিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী চলে না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত;—তাই নাম পাই নাই। বিষয় ‘মুক্তাল হোছনে’র ঘটনা; কিন্তু পুঁথিখানি তাহারই অংশ কিনা জানি না। ১—৪ পাতা বর্ত্তমান, দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই, কিন্তু প্রাচীন।

আরম্ভ :—

> জদি সে কাছিম জাএ যুদ্ধ করিবার।
> করজোর করি বালা (ছকিনা) বোলে পরিহার।
> গাথিল মুকুতামালা নআনের জলে।
> আজেতে অবলা বালা গদ গদ বোলে।
> মোই কিছু নিবেদন শুন প্রাণনাথ।
> [illegible] যুদ্ধ [illegible] কপাত।

ভণিতা :—

> মোহাম্মদ খানে কহে পাঞ্চালি পয়ার।
> শুনি বজ্র জল হএ [illegible] বহে ধার॥

চতুর্থ পাতের শেষ :—

> এথাতে কাছিমে সব সজ্জ বিদারিয়া।
> উমরের জয়বালা পেলিল কাটিআ॥

প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—১৪০।

৩০৪। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির ১৩—২১ (শেষ) পত্র পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন নাম পাওয়া যাইতেছ না। মধ্যে ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩ ও ১৫ পত্রগুলির অভাব; সুতরাং আখ্যানটিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না। একজন মঘের লেখা; বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ। রূপবান ও লীলাবতীর প্রসঙ্গ। ভণিতাটি বোধ হয় সুশীল মিশ্রের।

১৩শ পত্রের আরম্ভ :—

> একা রথে পরের উপর॥
> রাজা বৈসে সিঙ্গাসনে, চারিপাসে পাত্রগণে,
> সুখে দেখে কাফি নয়নাখে।
> গর ছারি যুবরাজ, প্রবেসিল রূপরাজ,
> ধনুরবান সোভে দুই হাথে।
> শুনহে রসিক জন, একচিত্তে হইয়া মন,
> জেন মতে যুঝে রূপবান।
> মিশ্রাম (?) বুসিল বানে (বোলে ?), [illegible]
> জলে (জ্বলে ?)।
> দোস তেজি কর রববান॥

শেষ :—

> মনিমুক্তা রত্নপ্রভা (?), [illegible]
> রজনি দিবা [illegible] (?)
> সোনার দুই আছে (?) [illegible]
> [illegible]

বিচিত্রহ ডণ্ডধারি, রহিছে ধানুকী বেরি,
ইন্দ্রে তারে কি করিতে পারে।
তার পিছে হএ জথ, এক মুখে কহি কথ,
কি কহিমু উপমা বিসেস।

"জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং শ্রীহৌয়াসাঙ্গ সাংহর্ষ্চা (সম্ভবতঃ সুচিয়া, চট্টগ্রাম।)" তারিখ নাই; ভাঁজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা :—

ভণিতা :—

দির্গা বস্ত্র অলঙ্কার শুনরে রসিক জন।(?)
করুনে (?) দুঃসন মিত্রে অপূর্ব্ব কথন।

৩০৫। মল্লিকার হাজার সওয়াল।

এই পুঁথির তিনখানি প্রতিলিপি পাইয়াছি; তিনখানিই খণ্ডিত।

প্রথম খানি,—৩-২৩ এবং অজ্ঞাত-সংখ্যা এক পাতা বিশিষ্ট। মধ্যে আবার ৭, ৮, ১৩, ১৯ ও ২০ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। অতি জীর্ণ; স্থানে স্থানে পত্রাংশ ছিন্ন। দুই পিঠে লিখিত। তারিখের অভাব। এই পুস্তকের মালিক শ্রীলুধি ঠাকুর পীং খোসাল মহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী সর্দ্দার ওলদে আবদুল গণি সাং বরকল।"

দ্বিতীয় খানির—২৭১ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮, ২৪, ২৫ এবং ৬৫ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। সম্ভবতঃ ১২১৪, ১৫ মঘির লেখা। লেখক শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট। অক্ষর বেশ। দুই পিঠে লেখা। বাহির আকার।

তৃতীয় খানির ১—১৬ পাতা আছে। পুঁথির আকার কতদুর ভোঁভাঁজ করা কাগজে এক পিঠে লেখা, অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। অতি জীর্ণ; মধ্যে তিনটি পাতা নষ্টপ্রায়। ইহার শেষ আছে।

দ্বিতীয় পাতার আরম্ভ :—

আউওয়ালে জান হইবা উদ্ধার।
জনক জননি দোহে মুরসীদ জে বেস।
জাহার প্রসাদে পরমার্থের উদ্দেস।
কায়া বৃদ্ধ হয়ে মান মুর্সীদ ভজিলে।
লঠি লক্ষে চলে জেন আন্দিয়াল সকলে।
মুরসীদ ভজিলে হএ আখির প্রকাস।
নিহির বিহিনে জেন উর্জ্জল আকাস।
গুরু মৈদ্ধে অগ্রে করি সরিপ হাছন।
জনক জননি আর ভণ গুরুজন।

ভণিতা :—

(১) ছিন সের বাজে কহে শুন সভাগণ।
জানিয় ঘরের নারী কেবল দুর্জ্জন।
(২) ছৈদ বাজি পদেত মাগিএ পরিহার।
ঘরে ঘরে পোনামিএ পদেত তাহার।
(৩) পদাবুলি করিয়া জে করিমু রচন।
হাজার প্রণাম করি মিরের চরণ।
(৪) ছিন সের বাজে বোলে, সভানের পদতলে,
করজোরে করি নিবেদন।

* * *

হাচন সরিপ নাম, সেই গুরু অনুপাম,
জোন পদ সিরেত বান্ধিয়া।

* * *

শেষ :—

বন্দা হএ বেকেরি রিজীক হএ দরি।
আহার রিজিক জথা লই জাএ ধরি।

* * *

ললাট লিখন কভু ন জাএ খণ্ডন।
দেখহ আবদুল্লা ছৈল কষের রাজন।
দেখহ আবদুল্লা আইল কথ দুঃখ পাই।
রাজসুত পাইলেক কথ রাজ্য নাই।
নবির উম্মত জেবা মুছুলমান হএ।
এথ দুঃখ সংসারেত কেহো নাহি পাএ।

তিন সের ত্রাজে যোগে সভার চরণ।
জে পরে জে যুগে হএ পাপ বিমোচন॥
যদি অশ্বিন পদে সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম॥

"অক্ষরমিদং শ্রীমাং পরাণাং পীং ডোমানি ঠাং পুস্তিকার মালিক শ্রীমুলুক সাহা পীং * সাং * ইতি সন ১১৬০ মঘি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ"। স্থানান্তরে লেখকের নাম—'শ্রীমাং পরাণ'।

বিষয়,—মল্লিকা রুমরাজ দুহিতা এবং পশ্চাৎ স্বয়ং রুমের দণ্ডধারিণী এক সহস্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। আবদুল্লা নামক ব্যক্তি তাহাতে সফলকাম হয়েন।

হাজার প্রশ্ন আছে কি না, পড়িয়া দেখি নাই। প্রথম প্রশ্নটি এই :—

*   *   *

কি চিজ আল্লাথুন লই করিলা গমন।
বুলিলা কি চিজ কোন ধরিয়াছে নাম।
কোন গুণ ধরে সেই করে কোন কাম॥
বুলিলা কি বস্তু তুমি পাইলা কথাত।

*   *   *

আনিয়া আছম মুই এ দুই অক্ষর॥
পাইছি অক্ষর দুই বাপের বীর্য্যত।
পুনিহি পাইছি আজি মাএর গর্ভেতে॥
আছএ অক্ষর দুই কোরান মাজার।
ত্রিশ হরপ মাঝে নাম আছে তার॥
এই দুই হরপে জান হইছে সৃজন।
পুনিহ হইব এই হরপে মরণ॥
আসিব যবেক আর জাইব পুনর্ব্বার।
এই চারিগুণ জান ধরএ তাহার॥

*   *   *

বিংশতি হরপ মাঝে জে হরপ হএ।
পরিমাণ করি শুন হরপ নির্ণয়॥
বিংশ চারি হরপ জে এড়িবা জে গণি।
আর এক হরপের শুন পরিমাণি॥ *
অঙ্গের পশ্চাতে হএ কায়ার আকার।
'প'এ সঙ্গে পড়িবেক না দিয়া উকার॥
'আজীর প্রভাবে হএ একার আকার।
'ক' দিয়া পড়িবেক না দিয়া উকার॥'

পাঠান্তর—২য় পুঁথি।

এই দুই হরপে জান হয়ে মুছলমানি।
সকলে বুঝিতে দিলুম করি হিন্দুয়ানি।

সেই 'অক্ষর' দুইটা কি, কেহ বলিতে পারেন কি?

৩০৬। পদ্মলোচন-বধ।

লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা। ১, ২, ৩ ও ২১শ পত্রগুলির অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৫ ক্ষুদ্র পুঁথির আকার। দোভাঁজ করা কাগজ—এক পিঠে লেখা। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ :—

*   *   *

রাজবালা সোবর্ণ রথের চারি ভিত॥
তিন সত ঘোরা চলে রথ দস লক্ষা।
*   *   চলে কহিতে অসক্য॥
ঢাক দগর বাজে কাংস করতাল।
বরাহ পিনাক বাজে শুনিতে বিসাল॥
তাল মৃদঙ্গ   *   *
কাংস করতাল বাজে রাবণের পুরি॥

শেষ :—

কত পাপ কৈলুম আমি, হেন পুত্র দিলুম ডালি,
আর পুনি দেখা নি পাইনু॥
হেনকালে মন্দাদরি, চলি আইল শিঘ্র করি,
মধুর বচন বুঝাএ তানে।
কহে শ্রীফকিরচান্দ দাসে, শ্রীরাম চরণে আশ,
অন্তকালে রাখিবা জানে॥

"ইতি শ্রীলঙ্কাকাণ্ডে পয়ারাক্ষ (?) পদ্মলোচন-বধ যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখনং শুভঅক্ষর শ্রীফকিরচাঁদ দাস মহন্তের নিবাস শাধনপুর খানে সাতকানিআ করিএ জলদি ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২৩ অগ্রহায়ন রোজ শনিবার এই পুস্তকের মালিক শ্রীজয়রাম মেস্তরি পিছরে রামমোহন মৃত রায় থানার অন্তর্গত সাকিম জোয়ারিয়া নালা সোণাই ছরিটেকেবাকে উত্তর ভিমটৈত্ত নারানতগ মুনিনাশ্চ মতিভ্রমং শ্রীরামচরণ শরণ শ্রীহরি শরণ শ্রীহরি।" পদ সংখ্যা প্রায়—৪০০।

ভণিতা :—

(১) জয়দেব কবি কহে অমৃত ভাণ্ডার।
লঙ্কা কাণ্ডে পদ্মলোচন হইল সংহার॥

(২) জয়চন্দ কপি কহে এই মাত্র সার।
রাম বাণে স্বর্গে যাইবা মহিমা অপার॥

(৩) কহে জয়দেব দাস, পুরাও মনের আশ,
সংসারেতে অবশ্য মরণ॥

উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রবন্ধে বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে 'দেব' স্থলে চন্দ্র লিখিয়া ফেলিয়াছেন। লিপিকরেরও কি দুর্লোভ যে, তিনিও গ্রন্থশেষে তাঁহার নামের একটি ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে আজ পরস্বাপহারকদের নাম বিঘোষিত হইতেছে, কে বলিবে?

৩৫৭। যোগ কালন্দর।

ইহা মহম্মদীয়—যোগসাধন গ্রন্থ। 'কালন্দর' কি, বুঝিতে পারিলাম না। সুপ্রসিদ্ধ ফকীর আবু আলি কলন্দর সাহেবের নামের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

দুইখানি প্রতিলিপি। একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে, অপরখানি আরবীয় অক্ষরে লেখা। শেষোক্ত খানিই সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু অল্প দিনের লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ,—পয়ারে ৩পদসংখ্যা প্রায়—২১৬। আরবী লেখা পুঁথির শেষ পত্র সংখ্যা ১৪; বাঙ্গালা পুঁথিখানির ২—১১ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বাঙ্গালা পুঁথিখানির লেখক বোধ হয়, কালিদাস নন্দী ও ১১১৪।১৫ মঘির লেখা হইবে।

আরম্ভ :—

বিছমিল্লা ইত্যাদি।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিএ নবির চরণ॥
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার দেগার।
আঠার হাজার আলাম সৃজন যাহার॥

নাছুত মোকাম এ তিন টিহরি।
আজ রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে পহরী॥
সে সব থাছাল জানে। আনন্দের স্থান।
সদাএ অনল জ্বলে নাহিক নিবান॥

শেষ :—

তরিকত বুঝিবেক মোহর বেচাল।
হকিকত জানো নিত্য যত মোর হাল॥
মারুফত তেন মোরে জানিও নিশ্চয়।
এই মতে চারি দশা হাদিছেতে কহএ॥

"তামাম সোদ লিখিতং শ্রীওবেদল্লা পিং শেখমদকার মোহাম্মদ হানিফ মজমুয়ে সাং নাগদ (—পটীয়া—চট্টগ্রাম।)" (আরবী লেখা পুঁথি।)

ভণিতা পাওয়া গেল না। কেহ কেহ ইহাকে আলি রাজার রচিত মনে করেন।